Banglapdf.net

নোবেল পুরস্কার জয়ী উপন্যাস

লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ

উইলিয়ম গোল্ডিং

TARIN

SUVOM

'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ' গোল্ডিংয়ের প্রথম উপন্যাস, যে বইটি ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম। গোল্ডিংয়ের বয়স তখন ৪৩। বেশিরভাগ আলোচকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয় এ বই। সে সময়কার জীবিত ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের কাছে যাজকের আসনে অধিষ্ঠিত ই. এম. ফরস্টার বইটিকে বছরের সেরা বই হিসেবে স্বীকৃতি দেন। পাঠকেরা বইটির ভেতর খুঁজে পায় মানুষের হৃদয়ে জন্মগতভাবে লুকিয়ে থাকা শয়তানকে, যা রূপক-বর্ণনার মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসে।

উল্লেখ্য যে, ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার কারণে 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ' ১০ লাখ কপিরও বেশি বিক্রি হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে এ উপন্যাস অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

গোল্ডিংয়ের সাহিত্যকর্মে বড় ধরনের বাঁক খুঁজতে গিয়ে সব সময় কট্টর মনোভাব দেখিয়েছেন সমালোচকেরা। তাঁদের ভেতর স্ট্যানলি এডগার হাইম্যানই সম্ভবত সবচেয়ে ভালো সমালোচনা করেন এই কথা ক'টির মাধ্যমে '...প্রচলিত নিয়মনীতি না মানা আজকালকার লেখকদের ভেতর সবচেয়ে ব্যতিক্রম তিনি। তাঁর বাছাই করা উপন্যাসের কাহিনীতে অন্তত প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর থাকে এবং এই প্রতিশ্রুতিকে তিনি সততার সাথে অনুসরণ করেন অদম্য মনোবল নিয়ে।'

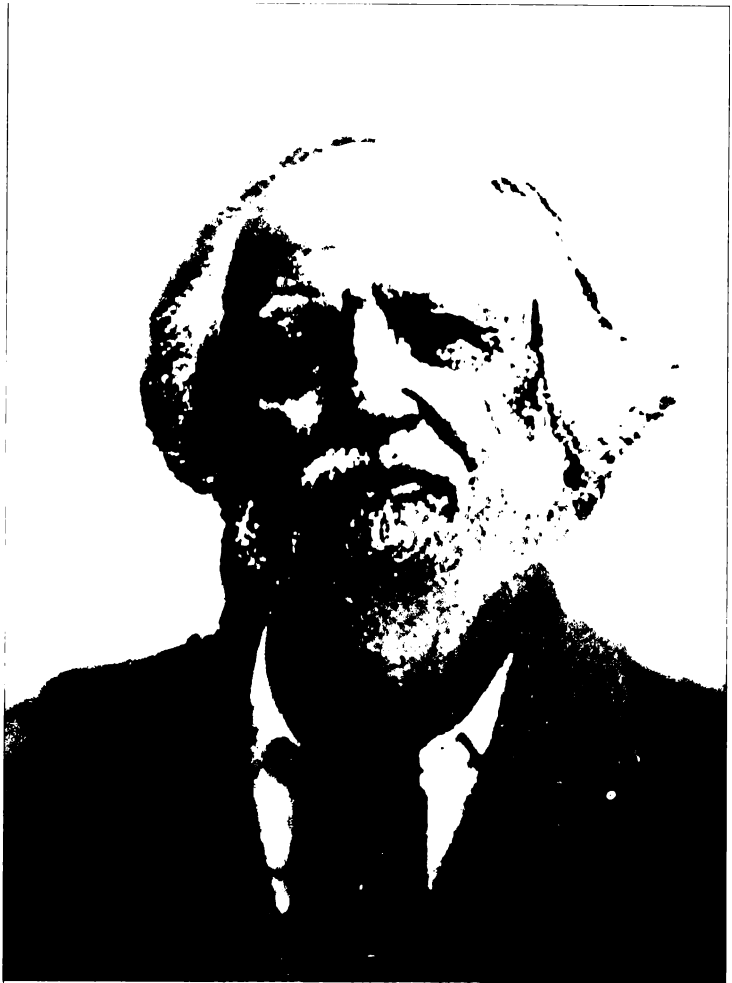

লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ

লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ

উইলিয়ম গোল্ডিং

ভূমিকা ও সম্পাদনা
শফি আহমেদ

রূপান্তর
শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

অবসর

লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ

মূলঃ উইলিয়ম গোল্ডিং

অনুবাদঃ শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

কৃতজ্ঞতা

TARIN

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

HTTPS://WWW.FB.COM/GROUPS/BANGLAPDF.NET

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৫
পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১১

প্রচ্ছদ
অঁরি রুশোর চিত্রকর্ম অবলম্বনে
প্রতীক ডট ডিজাইন

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 415 - 180 - 5

Lord of the Flies (A Novel) by William Golding.
Edited by Shafi Ahmed. Translated by Shariful Islam Bhuiyan.
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
Reprint : October 2011. Price : Taka 150.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
ফোন : ৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com, protik77@aitlbd.net

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সূ চি প ত্র

ভূমিকা নয়

লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ ১

লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ ৩
শাঁখের শব্দ ৩
পাহাড়-চূড়ায় আগুন ২৭
সৈকতে বসতি ৪২
রঙমাখা মুখ এবং লম্বা চুল ৫১
জলের জন্তু ৬৮
হাওয়াই জন্তু ৮৭
ছায়া এবং উঁচু গাছগুলো ১০১
আঁধারের জন্য উপহার ১১৭
মৃত্যুদৃশ্য ১৩৭
শাঁখ এবং চশমা ১৪৬
পাথরের দুর্গ ১৬০
শিকারিদের হুঙ্কার ১৭৩

পরিশিষ্ট-১

লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ : মূলকথা ১৯৫

পরিশিষ্ট-২

উইলিয়ম গোল্ডিংয়ের জীবন ও সাহিত্যকর্ম ১৯৭

Suyom
ভূমিকা

১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল গোল্ডিংয়ের Lord of the Flies। পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাবার পরও তা এক বহুল পঠিত উপন্যাস। সেই বিচারে এই উপন্যাস ধ্রুপদী সাহিত্যের তাকে স্থান করে নিয়েছে। এত বছরেও যে এই গ্রন্থের কোনো প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় নি তা ভাবতে একটু অবাক লাগে। অজানা জনমানবহীন দূরবর্তী একটা দ্বীপে কয়েকজন কিশোরের হারিয়ে যাওয়া এবং লোকসমাজে ফিরে আসার জন্য তাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা—পাঠকসমাজের কাছে এমন একটা কাহিনীর আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। রবিনসন ক্রুশো থেকে আরম্ভ করে ট্রেজার আইল্যান্ড অথবা সুইস ফ্যামিলি রবিনসন—এ ধরনের দ্বীপবাসের বিচ্ছিন্নতা এবং অভিযানমূলক অভিজ্ঞতার গল্প ইংল্যান্ডদেশীয় পাঠকসমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিল। সাম্প্রতিককালেও যে তা একেবারে নেই তা বলা যাবে না।

কিন্তু Lord of the Flies-কে পৃথকভাবে শুধুই কিশোর অভিযাত্রীদের কাহিনী হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। গল্পের অন্তিমে র‍্যাল্‌ফ ও তার সঙ্গীদের যখন উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন এক নৌবাহিনীর অফিসার, তখন বনভূমিতে আগুনের লেলিহান শিখা। সেদিকে তাকিয়ে র‍্যাল্‌ফের চোখ ভেসে যায় জলে। এক গভীর যন্ত্রণায় যেন তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। কালো ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে সে তাদের দ্বীপবাসের নানা স্মৃতির দিগন্ত রচনা করছিল। বেদনার কান্না তাকে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। সাইমন নিহত হয়েছে, পিগিকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল—এসব কথা র‍্যাল্‌ফের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিল। তার ফোঁপানো কান্না সংক্রমিত হল অন্য সঙ্গীদের মধ্যেও। সাধারণত অন্যান্য অভিযাত্রার কাহিনীতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে প্রতিপক্ষের আক্রমণে, তাদের সঙ্গে লড়াইয়ের মাধ্যমে। Lord of the Flies-এ এই বিন্যাসটা একেবারেই ভিন্ন। এখানে সঙ্গীরা প্রাণ হারায় নিজেদের দলের সহিংস বন্ধুর হাতে। তাই গল্পের সমাপনীতে র‍্যাল্‌ফ যখন কাঁদছিল, সে শুধু স্বজন হারানোর কান্না নয়; সে বুঝতে পারছে জীবন থেকে সারল্যের অকালমৃত্যু, অপমৃত্যু ঘটেছে। মানুষের অন্তরের অন্ধকার প্রদেশ আবিষ্কার করেছে র‍্যাল্‌ফ। গোল্ডিং তাঁর শব্দচয়নের মধ্য দিয়েই তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

কিশোর অভিযানের কৈশোরক বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসের শরীরটাকে গড়ে তুললেও পরিণত ও প্রাপ্তবয়স্ক মানসিকতার অনুপ্রবেশ Lord of the Flies-কে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এটিই উইলিয়ম গোল্ডিংয়ের প্রথম উপন্যাস। প্রথম লেখাতেই তিনি মানুষ, সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে একটা মৌলিক ভাববিবৃতি প্রদান করেছেন। ভালো আর মন্দের দ্বন্দ্ব নিয়েই তো সেই আদিকাল থেকে যাবতীয়

কাহিনীর কেন্দ্রভূমি রচিত হয়েছে। গোল্ডিংয়ের এই উপন্যাস পঠনে এমন নৈতিক চিন্তাধারার সূত্রও প্রাধান্য পেয়েছে এবং তা কিছুটা যৌক্তিকভাবেই। দুই কিশোর র‍্যাল্‌ফ আর জ্যাক প্রাথমিকভাবে একই দলভুক্ত। বিমান দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া অন্যদের সঙ্গে এদের ভিন্নতা শুধু নেতৃত্বদানের ক্ষমতায়। লোকালয়বর্জিত এই দ্বীপে সকলেরই তো মুখ্য অভিপ্রায় হওয়া উচিত এই নির্জন দ্বীপ থেকে লোকালয়ে প্রত্যাবর্তনের উপায় অনুসন্ধান।

ধোঁয়ার পেছনে আগুন আছে আর আগুন তো শুধু মানুষই জ্বালাতে পারে—এই সহজ সমীকরণই হয়তো কোনো উদ্ধারকারী দলকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে প্ররোচনা দেবে। কিন্তু বিরতিহীন ও নিয়ন্ত্রিত 'অগ্নিকাণ্ড' তো সহজসাধ্য কোনো বিষয় নয়। ওই দলেরই একজন, জ্যাক, মেতে ওঠে শিকারের উন্মাদনায়। লোভ ও ভোগপ্রবৃত্তি তাদের মধ্যে বিভক্তির বীজ বপন করে। অচিরেই তা সহিংসতায় রূপ নেয় এবং তার মাত্রা বৃদ্ধি পায় বন্ধুদের হত্যাকাণ্ডের মতো নির্মমতায়। কিশোরকাহিনী তার গণ্ডিরেখা অতিক্রম করে যায়। হিংসার প্রবৃত্তির কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তার এক সহজ বিবরণ প্রাপ্তব্য এই উপন্যাসে। কিন্তু Lord of the Flies-এ এই বিষয়গত ও বিন্যাসগত বিবর্তন শনাক্ত করতে গিয়ে তাকে যদি ভালো-মন্দের নীতিবাহী আখ্যান হিসেবে বিবেচনা করি তা-ও এই উপন্যাসের সামগ্রিক পাঠ হয়ে উঠবে না। ভাবনার জটিল গ্রন্থিতে গোল্ডিং পাঠককে আহ্বান জানান। অনেকে এমন একটা অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, শুভ আর অশুভের যে সংঘাত গোল্ডিং উপস্থাপন করেছেন এই উপন্যাস এবং এর পরবর্তী The Inheritors-এ, তার জন্মকথা লুকিয়ে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংহারী পরিসীমায়। একটা সহজ সূত্র বের করা যায়। গোল্ডিং নিজেই তো ছিলেন এই মহাসমরের এক যোদ্ধা, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর যে সমাজবীক্ষণ তার ফসল হিসেবে Lord of the Flies-কে বিচার করার একটা সহজ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এমন একটা ছকে এই উপন্যাসকে বাঁধা গেলেও, পাঠকের দৃষ্টিকোণ যদি এর মধ্যেই সীমিত থাকে, তা-ও হবে এই কাহিনীর খণ্ডিত পাঠ। হিংসা ও লোভের একটা বাহ্যিক আকর্ষণ এমনকি সাফল্যও আছে, কিন্তু পরিণামে যে তা ধ্বংস ও বেদনার জন্ম দেয়, এ কথা তো সেই পুরাতন কালের মহাকাব্যিক ইতিহাসের পাতায়ও বিধৃত আছে। র‍্যাল্‌ফ এবং জ্যাক যে ইতি ও নেতি—দুই মেরুর প্রতিনিধি তা উপস্থাপনার মধ্যে উপরে উল্লিখিত পাঠের উপাদান থাকলেও, Lord of the Flies-কে এমন সাদা ও কালোর সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ করা যাবে না, ওই রঙের বৈপরীত্য ও মিশেলে যে ধূসর বর্ণ তৈরি হয়, জীবনযাপনের প্রকৃত গল্প লেখা হয় সেই কালি দিয়েই। আর গাঢ় বর্ণ একইসঙ্গে ফিকে হয়ে যাওয়া Space-এর পটভূমিতে তার ব্যঞ্জনার দ্বৈততা ইত্যাদি— প্রতিক্রিয়া ও চৈতন্যের সংকর সৃজনধর্মিতা—গোল্ডিংয়ের এই উপন্যাসকে সাধারণের বৃত্তান্তরে উত্তীর্ণ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে গোল্ডিং মহাযুদ্ধের সমকালিক অভিজ্ঞতার পরিসরটাকে এই উপন্যাসের উপজীব্য করতে চেয়েছেন, এমন ভাবনা এর অর্থময়তাকে অগভীর স্তরে সংস্থিত করে। গোল্ডিং তাকাতে চেয়েছিলেন আরো পেছন পানে। ব্রিটিশ সভ্যতার যে মহিমাকে পঞ্চদশ শতকের নবজন্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং যা অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদী প্রহরায় জারিত এবং লালিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বিশ্বময়

পরিব্যাপ্তির শৌর্যে অহংমুখী হয়ে উঠেছিল, তার প্রতি নিরাবেগ ও মানসৈতিহাসিক দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন উইলিয়ম গোল্ডিং। Lord of the Flies-এর আলোচনা ও বিচারে গোল্ডিংয়ের এক নাতিখ্যাত পূর্বসূরির নাম উচ্চারিত হয়। ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ব্যালেনটাইনের (R.M. Ballantyne : ১৮২৫–৯৪) The Coral Island। গোল্ডিংয়ের উপন্যাসের চেয়ে প্রায় এক শ বছর আগে লেখা। ১৮৫৭ সাল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সুবর্ণকাল; আমরা এই উপমহাদেশের কথাও স্মরণ করতে পারি। ব্রিটিশ কিশোররা যে কেমন ধরনের সুসভ্য সমাজের প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপাংশ হিসেবে পৃথিবীব্যাপী যে আশাবাদের ডালপালা এই গ্রহের নানা অংশে ছায়া বিলাচ্ছে, তার এক সুখজাগানিয়া বিবরণী আছে ব্যালেনটাইনের কাহিনীতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা এই উপন্যাসের দ্বারা গোল্ডিং যে প্রভাবিত বা প্ররোচিত হয়েছিলেন, সেকথা তিনি নিজেও প্রচ্ছন্ন করেন নি। বরং বলা যায়, তিনি ওই সংকেতটা দিয়েছেন খুবই স্পষ্টভাবে এবং কিছুটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। উপন্যাসের একেবারে প্রথমে, কিশোর দল এই দ্বীপে থাকার সময়টাকে উপভোগ্য করে তুলতে চায়, এমন উল্লেখ আছে। আর শেষে তো জাহাজের অফিসার Coral Island–এর তুলনাটা নিয়ে এলেন সোজাসুজি। এক শ বছর পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন আদিগন্ত বিস্তৃত, সেই সভ্যতার অস্তিত্ব যখন কোটি কোটি মানুষ টের পাচ্ছে চাবুকের আঘাতে ও গুলির নিশানায়, তখন মহাযুদ্ধফেরত এক নাবিক দ্বীপের সবুজ, অজানা প্রান্তরের রোমান্স ও অভিযাত্রার গৌরবফলককে ব্যঙ্গ করে রচনা করছেন বন্ধুনিধনের কাহিনী, রক্তাক্ত দলাদলি ও অশ্রুর অদৃশ্য মানচিত্র। যে ভিক্টোরীয় মানসিকতার উত্তাপে ব্রিটিশ বালকদের দ্বীপবাস ও অভিযানের মনমাতানো রোমান্টিকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা যে এক পরম বালখিল্যতার দৃষ্টান্ত, তা বুঝিয়ে দিতে কসুর করেন নি উইলিয়ম গোল্ডিং। হয়তো শুধু ব্রিটিশ উত্তমর্ণতার বিষয়ে তা সীমাবদ্ধ নয়। বোধকরি, মানব প্রজাতির উৎকর্ষ অভিমুখে যাত্রার যে কাহিনী রচনায় অন্যদের উৎসাহী উদ্যোগ তার প্রতি সরল প্রত্যাখ্যান জানাতেই গোল্ডিং রচনা করেছিলেন Lord of the Flies। মানুষ আসলে এগোয় নি ততটা যতটা বলা হচ্ছে বইয়ের পাতায়; প্রগতির পথটা যেমন মসৃণও না, তেমনি তার গন্তব্য সর্বাত্মকভাবে শুভজাগতিকও নয়। শয়তান আজো বেঁচে আছে ঈশ্বরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। ধর্মকেও ছুঁয়েছেন গোল্ডিং। নিউ টেস্টামেন্টের অনুকরণে এই উপন্যাসে পিটারকিনের নাম পরিবর্তিত হয়েছে সাইমন-এ। যুক্তিবাদ এবং সমাজসংস্থার সাংগঠনিক বিবর্তন ও বিবর্ধনের স্বল্পালোকিত রেখাসমূহকে বের করে নেওয়া যাবে একটু অতিরিক্ত মনোনিবেশে। এভাবে Lord of the Flies উপন্যাসকে আমরা নব্য ইতিহাস পঠনের তাত্ত্বিকতার দিক থেকেও বিচার করতে পারি। এবং এসব কারণেই এখনো এই উপন্যাসগ্রন্থের গায়ে মরচে পড়ে নি, তা একাধারে ধ্রুপদী ও আধুনিক চরিত্র অর্জন করেছে।

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া সযতনে, অনেক শ্রম ব্যয় করে এই কালজয়ী উপন্যাসের বাংলা ভাষান্তরে ব্রতী হয়েছেন। এ এক কঠিন কাজ। অনেকেই হয়তো শুরু করে কিছুটা এগিয়ে থেমে গেছেন। উপন্যাসের কাহিনী যে দ্বীপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, সেখানে বিভিন্ন প্রাণীর উল্লেখ আছে। এরকমই একটি প্রাণী বিস্টি, যার কোনো অস্তিত্ব

আমাদের অঞ্চলে নেই। এই প্রাণী অনেকটা আমাদের দেশের গুঁইসাপের মতো। কোনো নির্দিষ্ট বাংলা প্রতিশব্দ না থাকায় তা বিষ্টি হিসেবে রেখে দেওয়াই সমীচীন হয়েছে। আমি অনুবাদকের একাগ্রতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। অবসর প্রকাশনা সংস্থা অত্যন্ত মূল্যবান সব বই বের করে ইতোমধ্যেই সবার দৃষ্টি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাদের এই উদ্যোগ সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

শফি আহমেদ

ইংরেজি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
২৬ জানুয়ারি ২০০৫

লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ

এক
শাঁখের শব্দ

সুন্দর চুল ছেলেটির। পাহাড়ের শেষ ক'ফুট নেমে এসে নিচের পথটা ধরল সে। এগিয়ে চলল লেগুনের দিকে। স্কুল-সোয়েটারটা গা থেকে খুলে ফেলেছে সে। ওটা এখন ঝুলছে তার এক হাতে। ধূসর শার্টটা আঁটো হয়ে লেগে আছে গায়ের সাথে। কপালের সাথে লেপ্টে আছে ছড়িয়ে পড়া চুলগুলো। তার চারপাশে যে বিস্তৃত এবড়োখেবড়ো ঢালু জমি, প্রচণ্ড তাপে পুড়ছে এখন। পুরো জায়গাটাই ঢেকে আছে ঝোপ-জঙ্গলে। বুনো লতা আর ভাঙা ডালপালায় ছাওয়া জঙ্গুলে পথ ধরে এগোতে খুব কষ্ট হচ্ছে ছেলেটির, সহসা লাল-হলুদের একটা ঝিলিক উঠে গেল ওপরের দিকে। ঝিলিকটা আর কিছুই নয়, একটা পাখি। বাপ্‌রে, কী তীক্ষ্ণ ওটার কণ্ঠ ! ঠিক যেন একটা ডাইনি। পাখিটার চিৎকারের সাথে সুর মেলাল আরেকটা কণ্ঠ।

'এই !' বলে উঠল সেই কণ্ঠ। 'দাঁড়াও এক মিনিট !'

জঙ্গুলে পথটার পাশে নড়ে উঠল লতাগুল্মের ঝোপটা এবং সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

'দাঁড়াও এক মিনিট', আবার বলল সেই কণ্ঠস্বর। 'আমি আসছি।'

সুন্দর ছেলেটি দাঁড়িয়ে গেল এবং তার মোজাগুলোতে ঝাঁকুনি দিয়ে এমন একটা ভাব করল, মুহূর্তের জন্যে মনে হল এই জঙ্গলটা যেন নিজেদেরই কোনো এলাকা।

কণ্ঠস্বরটা আবার বলে উঠল :

'এই লতাপাতা মাড়িয়ে এত কষ্ট করে পথ চলতে আর পারছি না আমি।'

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সেই কণ্ঠধারী। তার গায়ের উইন্ড-ব্রেকারে আঁচড় পড়েছে ছুঁচাল ছোট ছোট ডালের। উদোম হাঁটু দুটো ফুলে আছে কাঁটার আঁচড় খেয়ে, এমনকি ক'টি কাঁটা ফুটেও আছে। বাঁকা হয়ে সাবধানে কাঁটাগুলো তুলে ফেলল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। সুন্দর ছেলেটির চেয়ে খাটো এবং মোটা এই ছেলে। সামনের দিকে এগোল সে, সুবিধাজনক জায়গা খুঁজে বেড়াল পা ফেলার জন্যে, তারপর ওপরের দিকে তাকাল পুরু কাচের চশমার ভেতর দিয়ে।

'আচ্ছা, মেগাফোন হাতে সেই লোকটা কোথায় ?'

সুন্দর ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল,

'জানি না, আসলে এটা একটা দ্বীপ। অন্তত আমি মনে করি তাই। ওই যে দেখ, সাগর থেকে বেরিয়ে আসা একটা প্রবালের প্রাচীর। বোধ হয় বড় কোনো মানুষ এখানে নেই কোথাও।'

মোটা ছেলেটি অবাক হয়ে বলল,

'আরে—পাইলট তো ছিলেন। অবিশ্যি তিনি আমাদের প্যাসেঞ্জার টিউবে ছিলেন না, ছিলেন সামনের কেবিনে।'

সুন্দর ছেলেটি তৃষ্ণার্ত চোখে তাকাল প্রবালের প্রাচীরটার দিকে।

'অন্য ছেলেদের খবর কী ?' বলে চলল মোটা ছেলেটি। 'নিশ্চয়ই তাদের ক'জন বেরিয়ে এসেছে। কী বলো, বেরোয় নি?'

সুন্দর ছেলেটি আবার এগিয়ে চলল পথটা ধরে। যত দ্রুত সম্ভব—সে পানির দিকে এগোচ্ছে। মোটা ছেলেটির সাথে এ মুহূর্তে কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত করতে চাইছে সে, তাই বলে খুব যে আগ্রহের অভাব তা নয়। মোটা ছেলেটি দ্রুত অনুসরণ করল তাকে। ছুটতে ছুটতে বলল,

'সত্যিই এখানে বড়রা নেই!'

'আমার তো মনে হচ্ছে তাই।' বিষণ্নকণ্ঠে বলল সুন্দর ছেলেটি।

পরমুহূর্তে একটা উপলব্ধি পুলক জাগাল তার মনে। পথের ঠিক মাঝখানে মাথাটা নিচে রেখে পা দুটো সটান ওপরের দিকে মেলে দিল সে। উলটো হয়ে মোটা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,

'না, বড়রা নেই !'

মোটা ছেলেটি ভাবল এক মুহূর্ত।

বলল, 'সেই পাইলট ?'

সুন্দর ছেলেটি পা নামিয়ে সোজা হল আবার। বসে পড়ল বাষ্প ছড়ানো মাটিতে।

'আমাদের ফেলে দিয়ে নিশ্চয়ই চলে গেছেন তিনি। এখানে ল্যান্ড করতে পারেন নি। চাকাঅলা কোনো বিমানের পক্ষে এখানে ল্যান্ড করা সম্ভব নয়।'

'আমাদের ওপর কিন্তু হামলা হয়েছিল।'

'কী যে বলো ! দেখে নিও, তিনি ঠিকই ফিরে আসবেন।'

হতাশভাবে মাথা নাড়ল মোটা ছেলেটি।

বলল, 'যখন আমরা নিচে নেমে আসছি, একটা জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলাম ভেতরের দিকে। তখন দেখেছি প্লেনের ওপাশটা। আগুন জ্বলছিল দাউদাউ করে।'

এবড়োখেবড়ো জঙ্গুলে জায়গাটা জুড়ে নজর বুলিয়ে নিল সে।

'দেখ, টিউবটা কী কাণ্ড করেছে এখানে।'

হাত বাড়িয়ে ভেঙে যাওয়া একটা গাছের গুঁড়ির খুবলে যাওয়া অংশ স্পর্শ করল সুন্দর ছেলেটি। মুহূর্তের জন্যে একটা আগ্রহ ফুটে উঠল তার মাঝে।

'কী হয়েছে ওটার ?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কোথায় আছে এখন টিউবটা ?'

'টিউবটাকে ঝড়ো বাতাস টেনে নিয়ে গেছে সাগরের দিকে। গাছপালা এমনভাবে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ছিল যে, টিউবটার পতনও কিন্তু কম বিপজ্জনক ছিল না। ওটার ভেতর নির্ঘাত আমাদের মতো আরো ক'জন রয়েছে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মোটা ছেলেটি জিজ্ঞেস করল,

'নাম কী তোমার ?'

'র‍্যাল্‌ফ।'

মোটা ছেলেটি অপেক্ষা করল, এবার নিশ্চয় তার নামটাও জিজ্ঞেস করা হবে, কিন্তু র‍্যাল্‌ফ জানতে চাইল না নাম। মৃদু হেসে অস্পষ্টভাবে নিজের নামটা বলে আবার লেগুনের দিকে এগোতে লাগল সে। মোটা ছেলেটি আঠার মতো লেগে রইল তার কাঁধের সাথে।

'আমি তো আশা করেছিলাম, আমাদের দলের আরো অনেকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে। তুমি কি কাউকে দেখ নি ? নাকি দেখেছ ?'

মাথা নাড়ল র‍্যাল্‌ফ। না, দেখে নি। হাঁটার গতি সে বাড়িয়ে দিল আরো। পথের ওপর শুয়ে থাকা একটা গাছের ডালে উঠে পড়ল লাফ দিয়ে, অমনি পটাস্ করে ভেঙে গেল ডালটা। হুড়মুড়িয়ে নিচে নেমে এল র‍্যাল্‌ফ।

মোটা ছেলেটি ততক্ষণে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্বাস টানতে বড় কষ্ট হচ্ছে ছেলেটির।

'আমার খালা আমাকে দৌড়োতে বারণ করেছেন', শ্বাসকষ্টের কারণটা ব্যাখ্যা করল ছেলেটি। 'আমার অ্যাসমা আছে তো—তাই।'

'কী বললে ? অ্যাস-মার ? অ্যাস মানে গাধা, আর মার মানে ক্ষতিসাধন। তার মানে—একটা গাধা ক্ষতি করছে তোমার ?'

র‍্যাল্‌ফের কৌতুকের সাথে একইভাবে সাড়া দিল মোটা ছেলেটি। বলল, 'ঠিকই বলেছ। ওটা আমাকে শ্বাস টানতে দেয় না। আমাদের স্কুলে আমিই একমাত্র ছেলে, যার অ্যাসমা আছে।' গর্বের একটা ভাব নিয়ে বলল মোটা ছেলেটি। 'এবং সেই তিন বছর বয়স থেকে চশমা পরে আসছি।'

চশমাটা খুলে র‍্যাল্‌ফের দিকে ধরল সে। চোখ পিট্‌পিট্ করে হাসল। তারপর চশমাটা মুছল গায়ের নোংরা উইন্ড-ব্রেকারে। এক ধরনের বেদনার্ত অভিব্যক্তি এবং অন্তর থেকে উৎসারিত মনোযোগ বদলে দিল তার চেহারার ফ্যাকাসে ভাবটা। গাল বেয়ে নামা ঘাম মুছে চশমাটা দ্রুত ঠিক করে বসাল নাকের ওপর।

'এই তো, কাজ দিচ্ছে।'

এবড়োখেবড়ো জঙ্গুলে জায়গাটার চারপাশে নজর বোলাল সে।

'হ্যাঁ, কাজ দিচ্ছে', বলল সে আবার। 'আমি ভেবেছিলাম—'

কথা শেষ না করে চশমাটা ভালো করে পরে নিল সে। র‍্যাল্‌ফের কাছ থেকে সরে গিয়ে গুটিসুটি মেরে ঢুকল জট পাকানো লতাপাতার মাঝে।

র‍্যাল্‌ফকে বলল, 'এক মিনিটের মধ্যেই আবার বেরিয়ে আসছি আমি—'

ডালপালার জঞ্জাল থেকে সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল র‍্যাল্‌ফ। ডালগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগল সামনের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ককাতে থাকা মোটা ছেলেটিকে পেছনে ফেলে দিল সে। লেগুন এবং তার মাঝে যে দৃশ্যপট রয়েছে এখনো, সেদিকে এগিয়ে চলল দ্রুত। এক সময় একটা ভাঙা গাছের গুঁড়ির ওপর উঠে পড়ল সে এবং বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে।

এখানে সাগরের উপকূল জুড়ে রয়েছে সারি সারি তালগাছ। গাছগুলো কোনোটা সটান দাঁড়িয়ে, কোনোটা বা হেলে আছে আপন মনে কিংবা কোনোটা ঝুঁকে আছে আলোর বিপরীতে। পালকের মতো সবুজ পাতাগুলো ছড়িয়ে আছে শূন্যে, মাটি থেকে শ খানেক ফুট উঁচুতে। গাছগুলোর নিচে, সাগর তীর ছেয়ে আছে খসখসে ঘাসে। ঘাসগুলো ছেঁড়াখোঁড়া, খোবলানো। সবই ভেঙে পড়া গাছগুলোর কাণ্ড। ঘাসের বুকে আরো ছড়িয়ে আছে ক্ষয়ে যাওয়া শুকনো তাল এবং তালগাছের ছালবাকল। ঘাস-ছাওয়া সাগরতীরের ঠিক পেছনেই এবড়োখেবড়ো জঙ্গুলে খোলা প্রান্তর এবং অন্ধকার বন। ধূসর একটা গাছের গুঁড়িতে এক হাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে র‍্যাল্‌ফ। চোখ দুটোকে বহু কষ্টে স্থির রেখেছে রোদ ঝিলমিল পানিতে। সেখানে, হয়তোবা মাইলখানেক দূরে, সাদা ফেনা আছড়ে পড়ছে একটা প্রবাল প্রাচীরের ওপর, এবং তার পরেই

রয়েছে গভীর নীল উন্মুক্ত সাগর। প্রবাল প্রাচীরের অসমতল বাঁকের ভেতর বন্দি লেগুনটা যেন দিব্যি একটা মাউন্টেইন লেক—পর্বতের কোলে উৎসারিত হ্রদ। আহা, কী বিচিত্র তার রঙ ! সব রকমের নীলের ছোঁয়া আছে এখানে। আরো আছে ছায়া-ছায়া সবুজ এবং বেগুনি-লাল রঙ। তালগাছের সারি আর সাগর জলের মাঝখানে যে সৈকত রয়েছে, সেটা পিপের পেটের মতো হালকা একটা বাঁক নিয়ে নেমে গেছে পানিতে। আপাতদৃষ্টিতে অসীম মনে হয় এই বালুকাবেলা।

তালগাছের চাতাল থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল র‍্যাল্‌ফ। পুরু বালিতে পা ডুবে গেল তার। কালো জুতো জোড়া ছাপিয়ে উঠে এল বালি। বেশ গরম বালিটা। উন্মত্তের মতো পা ছুড়ে জুতো জোড়া খুলে ফেলল সে এবং মোজা দুটোও খুলে ফেলল এক টানে। তারপর আবার লাফ দিয়ে উঠে এল চাতালে। গা থেকে পোশাকের ভারটা নামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে টনক নড়ল তার। খুলে ফেলল শার্ট। খুলির মতো ছড়িয়ে থাকা একগাদা শুকনো তালের মাঝে সে দাঁড়িয়ে রইল তালগাছ এবং বন থেকে আসা সবুজ ছায়া গায়ে মেখে। বেল্টের বাঁকানো হুক খুলে ফেলল র‍্যাল্‌ফ। প্যান্ট এবং শার্ট খুলে দাঁড়িয়ে রইল ন্যাংটো হয়ে, রোদ ঝলমল সৈকত এবং সাগরজলে ঘোরাফেরা করতে লাগল দৃষ্টি।

র‍্যাল্‌ফের বয়স এখন বারোর ওপরে। ছোটবেলার আদুরে ভুঁড়িটা ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট বয়স তার হয়েছে, কিন্তু কৈশোরের স্বভাবসুলভ দুরন্তপনাটা আসে নি পুরোমাত্রায়। তার চওড়া এবং ভারী গড়নের কাঁধটা দেখে মনে হতে পারে ছেলেটি মারকুটে স্বভাবের, কিন্তু চোখেমুখে এমন এক কোমলতা ফুটে আছে, দুষ্টুমির কোনো চিহ্ন নেই চেহারায়। একটা তালগাছের গুঁড়িতে আলতো করে চাপড়াল সে। জোর করে হলেও দ্বীপের বাস্তবতা মেনে নিল। আনন্দে আবার হো-হো করে হেসে উঠল সে। মাথাটা নিচের দিকে দিয়ে দাঁড়াল উলটো হয়ে। তারপর আবার স্বচ্ছন্দে দাঁড়িয়ে গেল দু পায়ের ওপর। লাফ দিয়ে নেমে এল সৈকতে। হাঁটু গেড়ে বসে দু হাতে ভরে তুলে নিল বালি। বুক সমান উঁচুতে তুলে রাখল খুদে বালির পাহাড়। তারপর পেছনে বসে উত্তেজনায় চিক্‌চিক্ উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সাগর জলের দিকে।

'র‍্যাল্‌ফ—'

চাতাল থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে ডাকল মোটা ছেলেটি। চাতালের কিনারাটাকে আসন বানিয়ে বসল সে।

বলল, 'দুঃখিত, আমার একটু দেরি হয়ে গেল।'

চশমার কাচ দুটো ঘষে নিয়ে সেটা আবার বসাল সে নিজের বোঁচা নাকটার ওপর। নাকের ব্রিজে গাঢ় গোলাপি 'ভি' তৈরি করেছে চশমার ফ্রেম। র‍্যাল্‌ফের অনাবৃত সোনালি শরীরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। তারপর তাকাল নিজের পোশাকের দিকে। জিপারের শেষ প্রান্তে একটা হাত রাখল। বুকের নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে এই জিপার।

'আমার খালা—'

কথা শেষ করার আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল ছেলেটি। জিপার খুলে মাথার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে এল উইন্ড-ব্রেকারটা।

'এই যে দেখ !' বলল মোটা ছেলেটি।

র‍্যাল্‌ফ আড়চোখে তাকাল তার দিকে, তবে বলল না কিছু।

মোটা ছেলেটি বলল, 'ওদের সবার নাম জেনে একটা লিস্ট তৈরি করা উচিত আমাদের। তারপর একটা মিটিং করতে হবে।'

তার এই ইঙ্গিতটা সাড়া জাগাল না র‍্যাল্‌ফের মাঝে। কাজেই কথার খেই ধরে বলে যেতে বাধ্য হল মোটা ছেলেটি।

'নাম নিয়ে অবিশ্যি আমার কোনো মাথাব্যথা নেই', যেন গোপন কিছু বলছে সে। 'শুধু স্কুলে আমাকে যে নামে ওরা ডাকত, সে নামে না ডাকলেই হল।'

হালকা একটা আগ্রহ জন্মাল র‍্যাল্‌ফের।

বলল, 'তা—স্কুলের সেই নামটা কী ছিল ?'

মোটা ছেলেটি তাকাল তার কাঁধের ওপর দিয়ে, তারপর ঝুঁকল র‍্যাল্‌ফের দিকে। সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল,

'ওরা আমাকে পিগি বলে ডাকত।'

হো-হো হাসিতে ফেটে পড়ল র‍্যাল্‌ফ। লাফিয়ে উঠল।

'পিগি ! পিগি ! তার মানে—বাচ্চা শূকর !'

'র‍্যাল্‌ফ—প্লিজ !'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে হাত দুটো মুঠি পাকাল পিগি। নাম বলে বেকায়দায় পড়ে গেছে বেচারা।

'আমি বলতে চাইছি যে, আমি চাই না—'

'পিগি ! পিগি !'

কে শোনে পিগির কথা। সৈকতের গরম হাওয়ার ভেতর ধেই ধেই করে নাচতে লাগল র‍্যাল্‌ফ। তারপর একটা ফাইটার বিমান সাজল সে। হাত দুটোকে ফাইটারের পাখার মতো বানিয়ে ছুটে এল পিগির দিকে।

'শোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ !'

পিগির পায়ের কাছে, বালির ওপর ডাইভ দিল র‍্যাল্‌ফ। শুয়ে থেকে হাসতে লাগল হো-হো করে।

'পিগি !'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিগি দাঁত বের করে হাসল। নিজের অপনামের এই ধকল পোহানোর পরেও সে খুশি।

র‍্যাল্‌ফকে অনুনয় করে বলল, 'এটা আবার কাউকে বলে দিও না তুমি—'

বালির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে খিক্‌খিক্ করে হাসল র‍্যাল্‌ফ। পিগির চেহারায় ফিরে এল সেই অভিব্যক্তি। একটা যন্ত্রণা হচ্ছে তার। ভেতর থেকে কিছু একটা কেড়ে নিচ্ছে পিগির মনোযোগ।

'দাঁড়াও, আসছি আমি। মাত্র আধা সেকেন্ড।'

পেছনে ঘুরে বনের দিকে এগোল পিগি। বালি থেকে উঠে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফ। দুলকি চালে এগোল ডান দিকে।

এখানে সৈকতের সুবিন্যস্ত বালুকাবেলা হঠাৎ করেই বাধা পেয়েছে চৌকো একটা চাতালের মাধ্যমে। গোলাপি গ্রানাইটের এই বিশাল মঞ্চ বন থেকে শুরু করে তালবাগানের চাতাল এবং বালুকাবেলা জুড়ে চার ফুট উঁচু একটা জেটি গড়ে নিয়েছে। মঞ্চের মাথায় হালকা মাটির প্রলেপ। মাটি জুড়ে ছড়িয়ে আছে খসখসে ঘাস আর ছায়াময় কচি কচি তালগাছ। পর্যাপ্ত মাটি না থাকায় এখানকার তালগাছগুলোর বাঁধনহারাভাবে বেড়ে ওঠার কোনো সুযোগ নেই। হয়তোবা ফুট বিশেক পর্যন্ত বাড়তে পারে গাছগুলো, তারপরেই ধপাস্। এভাবে পড়ে মরে শুকিয়ে যায়। তালগাছের শুকনো গুঁড়িগুলো একটার ওপর আরেকটা পড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ক্রুশাকারে। চাইলে আরাম করে বসা যায়

গুঁড়িগুলোতে। দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছগুলো সবুজ একটা ছাদ তৈরি করেছে ওপরে, ছাদের নিচে লেগুন থেকে আসা প্রতিবিম্বের কাঁপা কাঁপা শিহরন। বিশাল মঞ্চটার ওপর উঠে পড়ল র‍্যাল্‌ফ। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা এবং ছায়াও প্রচুর। এক চোখ বন্ধ করে নিজের গায়ের দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। লক্ষ করল, তার গায়ে যে ছায়া পড়েছে, তা সত্যিই সবুজ। সাগরের দিকে মঞ্চের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফ। মাথা নিচু করে তাকাল পানির দিকে। একদম স্বচ্ছ পানি। তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলজ উদ্ভিদ আর প্রবালের প্রাচুর্যে ভরপুর এখানকার পানি। এখানে–ওখানে ঝিলিক দিচ্ছে খুদে মাছের ঝাঁক। দৃশ্যটা র‍্যাল্‌ফের এত ভালো লাগল, আপন মনে সে বলে উঠল,

'আরি–বাপ–রে !'

মঞ্চটার ওপাশে রয়েছে আরো মজার দৃশ্য। ঘটনাটাকে বলা যেতে পারে ঈশ্বরের লীলা। কোনো এক টাইফুন বা প্রচণ্ড ঝড় বালি উড়িয়ে নিয়ে বাঁধ তৈরি করেছে লেগুনে। ফলে সৈকতে তৈরি হয়েছে লম্বা এক গভীর জলাশয়। যেন বড়সড় একটা পুকুর। পুকুরের অপর প্রান্তে পানি আটকে রেখেছে গোলাপি গ্রানাইটের উঁচু শৈলশিরা। র‍্যাল্‌ফ এইটুকুন বয়সে এর আগেও ধোঁকা খেয়েছে অনেক, আজ ধোঁকা খেল সৈকতের এই পুকুরটার কাছে। সে জানে, তৎক্ষণিকভাবে এই পুকুরটাকে ভালো লাগলেও, পরে ঠিকই হতাশ করবে এটা। দেখা যাবে, সাঁতার কাটার মতো পানি নেই। হতাশ হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েই জলাশয়টার দিকে এগোল সে। কিন্তু শিগগিরই ভুল ভাঙল ওর। এই দ্বীপটা সত্যিই খেটেছে পুকুরটা তৈরির পেছনে এবং অবিশ্বাস্য এই পুকুরের একপ্রান্ত এতই গভীর, কালচে সবুজ দেখাচ্ছে সেখানকার পানি। র‍্যাল্‌ফ এ ব্যাপারে নিশ্চিত, জোয়ারের সময় আসা সাগরজল ছাড়া আর কারো স্পর্শ পড়ে নি এই পুকুরে। পুরো তিরিশ গজ জায়গা সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করল সে। তারপর নেমে পড়ল পানিতে। পানিটা তার রক্তের চেয়েও উষ্ণ। হয়তোবা সে আয়েশ করে সাঁতরে অনেকক্ষণ গোসল সারতে পারবে এখানে।

পিগি ফিরে এল আবার। পাথরের শৈলশিরায় বসে ঈর্ষার চোখে তাকাল সবুজের পটভূমিতে র‍্যাল্‌ফের সাদা শরীরটার দিকে।

বলল, 'তুমি অর্ধেক সাঁতারের কৌশলটা জান না ?'

'কে, পিগি নাকি ?' এতক্ষণে পিগির উপস্থিতি টের পেল র‍্যাল্‌ফ।

পিগি তার জুতো–মোজা খুলে যত্ন করে সাজিয়ে রাখল শৈলশিরার ওপর। তারপর পানিতে পায়ের আঙুল রেখে দেখে নিল পানিটা কেমন।

পরমুহূর্তে বলে উঠল, 'উহ্, কী গরম !'

'তুমি কী আশা করেছিলে ?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাল্‌ফ।

'আমি কিছুই আশা করি নি। আমার খালা—'

'আরে—রাখ তোমার খালা !'

পানিতে ডুব দিল র‍্যাল্‌ফ। তবে একদম গভীরে গেল না। ওপরের দিকে সাঁতরাতে লাগল দু চোখ খোলা রেখে। বালিময় প্রান্তে পুকুরের গড়নটা পাহাড়ের মতো। নাক ধরে চিৎ হল র‍্যাল্‌ফ। একটা সোনালি আলো নাচতে নাচতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার মুখের ওপর। পিগিকে বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখাচ্ছে। সে তার শর্টস খুলতে শুরু করল। পিগির গায়ে এখন কাপড় নেই। হোঁৎকা ফ্যাকাশে শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাংটো হয়ে। পা টিপে টিপে পুকুরটার বালিময় প্রান্ত দিয়ে নেমে গেল পিগি। পুকুরে গলা অবধি ডুবিয়ে বসে রইল সে। র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকিয়ে হাসল সগর্বে।

'তুমি কি সাঁতার কাটছ না ?' জানতে চাইল র‍্যাল্‌ফ।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল পিগি।

বলল, 'আমি সাঁতরাতে পারি না। বারণ আছে। আমার অ্যাসমা—'

'গুল্লি মার তোমার অ্যাসমার !'

পিগি ধৈর্যের সাথে র‍্যাল্‌ফের ভর্ৎসনা হজম করে বলল, 'তুমি অর্ধেক সাঁতারের কৌশলটা জান না ভালো করে ?'

র‍্যাল্‌ফ চিৎ হয়ে সাঁতরে চলল ঢালের দিকে। মুখভর্তি পানি নিয়ে ছুড়ে দিল শূন্যে। তারপর চিবুকটা তুলে নিয়ে বলল,

'আমার বয়স যখন পাঁচ বছর, সেই তখন থেকে সাঁতার জানি আমি। বাবা আমাকে শিখিয়েছেন। নেভির কমান্ডার তিনি। যখন তাঁর ছুটি হবে, নিশ্চয়ই এখানে এসে উদ্ধার করবেন আমাদের। আচ্ছা, তোমার বাবা কী করেন ?'

পিগি সহসা লাল হয়ে গেল এ প্রশ্নে।

'আমার বাবা বেঁচে নেই', দ্রুত বলল সে। 'এবং আমার মা—'

কথাটা শেষ করল না পিগি। চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচ মোছার জন্যে কিছু একটা খুঁজে বেড়াল। লাভ হল না কোনো। শেষে র‍্যাল্‌ফকে বলল,

'আমি আসলে থাকি আমার খালার সাথে। মিষ্টির একটা দোকান আছে তাঁর। এই দোকান থেকে যত খুশি মিষ্টি খেতে পারি। আচ্ছা, তোমার বাবা কখন উদ্ধার করতে আসবেন আমাদের ?'

'যত দ্রুত পারেন।'

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল পিগি। একেবারে ন্যাংটো ভাঁড়। গা থেকে পানি পড়ছে টপ্‌টপ্ করে। একটা মোজা দিয়ে চশমার কাচ দুটো পরিষ্কার করল সে। সকালের এই উষ্ণ আবহাওয়ায় এ মুহূর্তে শুধু একটা শব্দই কানে আসছে তাদের। সাগরের ঢেউগুলোর দূর থেকে সগর্জনে এসে প্রবাল প্রাচীরে আছড়ে পড়ার শব্দ।

'তোমার বাবা জানবেন কী করে আমরা এখানে ?' পিগির প্রশ্ন।

আলিস্যি নেশা পেয়ে বসেছে র‍্যাল্‌ফকে। আয়েশি ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে সে। তন্দ্রা তাকে টানছে লেগুনের ঔজ্জ্বল্যের সাথে টক্কর দেওয়া মরীচিকার মতো।

'বলো, তিনি জানবেন কী করে ?' আবার জানতে চাইল পিগি।

কারণটা তলিয়ে দেখল র‍্যাল্‌ফ। ভাবনার ভেতর এতই বুঁদ হল, প্রবাল প্রাচীর থেকে আসা ঢেউয়ের গর্জন ক্রমশ সরে যেতে লাগল দূরে।

'তিনি এয়ারপোর্টে নামলেই সবাই আমাদের ব্যাপারটা বলবে তাঁকে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পিগি। ঝক্‌ঝকে চশমাটা পরে নিয়ে তাকাল র‍্যাল্‌ফের দিকে।

'না, তাঁকে কেউ কিছু বলবে না। পাইলটের কথা কি তখন শুনতে পাও নি তুমি ? অ্যাটম বোমা নিয়ে কী বলেছিলেন তিনি ? তারা সবাই এখন মৃত।'

পানি থেকে উঠে এল র‍্যাল্‌ফ। দাঁড়াল পিগির মুখোমুখি। বিবেচনা করল এই অনভিপ্রেত সমস্যাটা।

পিগি নিজের কথায় অটল থেকে বলল,

'এটা তো একটা দ্বীপ, তাই না ?'

'আমি একটা পাহাড়ে উঠেছিলাম', ধীর লয়ে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'চারদিকে তাকিয়ে তো একটা দ্বীপই মনে হয়েছে।'

'এখন ভেবে দেখ ব্যাপারটা', বলল পিগি। 'তাঁরা সবাই মারা গেছেন এবং আমরা আটকা পড়েছি এই দ্বীপে। কাজেই কেউ জানে না আমরা এখানে আছি। তোমার বাবা জানতে পারবেন না এটা, কেউ জানবে না—'

কথা শেষ করার আগেই কেঁপে উঠল পিগির ঠোঁট। চোখ থেকে বাষ্প এসে ঘোলা করে দিল চশমার কাচ। বুকচাপা কষ্ট নিয়ে সে বলল,

'মরে না যাওয়া পর্যন্ত হয়তোবা এখানেই থাকতে হবে আমাদের।'

পিগির এ কথার সাথে তাপটা যেন আরো তীব্র হয়ে ছড়াল দু জনের ওপর। তাপ বাড়তে বাড়তে এক সময় অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। লেগুন থেকে ঠিকরে আসা আলোর ঝলকানিতে অন্ধ হওয়ার উপক্রম হল তারা।

'আমার কাপড়গুলো নাও তো', বিড়বিড়িয়ে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'ওই যে ওখানে আছে।'

এই বলে নিজেই ছুটতে ছুটতে রওনা হল বালির ওপর দিয়ে। রোদের শত্রুতা সহ্য করে গ্রানাইটের মঞ্চটা পেরোল সে। বালির ওপর ছড়িয়ে আছে তার কাপড়গুলো। ধূসর শার্টটা গায়ে দিয়ে আরেকবার আরাম পেল সে। অদ্ভুত এই পুলক। তারপর মঞ্চে উঠে একপ্রান্তে গিয়ে বসল সবুজ ছায়ায় ঢাকা গাছের এক গুঁড়িতে। পিগিও চলে এল ওপরে। নিজের বেশির ভাগ কাপড় দু হাতে বয়ে নিয়ে এল সে। লেগুনের সামনে ছোট্ট ক্লিফটার পাশে গিয়ে বসল পড়ে থাকা একটা গুঁড়ির ওপর। লেগুন থেকে আসা প্রতিবিম্বের কাঁপা কাঁপা শিহরন জট পাকাতে লাগল তার মাথার ওপর।

পিগি বলল,

'অন্যদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। কিছু একটা করতেই হবে।'

র‍্যাল্‌ফ বলল না কিছু। এটা একটা প্রবাল দ্বীপ। এরকম একটা দ্বীপ মানেই রঙিন স্বপ্ন। ছায়ায় বসে, পিগির অশুভ বক্‌বক্‌ উপক্ষো করে, মনের সুখে স্বপ্ন বুনে চলল সে।

পিগি রইল তার গোঁ নিয়ে। বলল,

'আচ্ছা, আমরা কতজন আছি এই জঙ্গলে ?'

র‍্যাল্‌ফ এগিয়ে এল সামনের দিকে। পিগির পাশে দাঁড়িয়ে বলল,

'আমি জানি না।'

মাঝে মধ্যে মৃদুমন্দ বাতাস এসে হামাগুড়ি দিচ্ছে ঝাঁ ঝাঁ তাপের নিচে মসৃণ জলের ওপর। এই বাতাস যখন মঞ্চে গিয়ে পৌঁছছে, ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ হচ্ছে তালগাছের পাতাগুলোতে। বাতাসে দুলতে থাকা পাতাগুলোর ফাঁক দিয়ে সূর্যের যে ঝাপসা আলো আসছে, সেগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে ছেলে দুটির গায়ের ওপর। কিংবা বলা যায়, পাখাঅলা উজ্জ্বল কিছু একটা নড়াচড়া করছে ছায়ার ভেতর।

চোখ তুলে র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকাল পিগি। তার চেহারায় বিপরীত ছায়ার খেলা। ওপরের দিকে সবুজ ছায়া, নিচে লেগুন থেকে আসা উজ্জ্বল ছায়া। অস্পষ্ট এক চিলতে রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে তার চুলে।

'কিছু একটা করতে হবে আমাদের।' বলল পিগি।

র‍্যাল্‌ফ তাকাল পিগির দিকে। এখানে এতক্ষণ শুধু কল্পনাই করা হয়েছে, কিন্তু কখনো সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা হয় নি—একটা জায়গা বাস্তব জীবনে ছন্দ নিয়ে আসে। র‍্যাল্‌ফের ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল হাসিতে। তার সে আনন্দে সাড়া দিল পিগি। হো-হো করে হেসে উঠল সেও। বলল,

'যদি এটা সত্যিই একটা দ্বীপ হয়ে থাকে—'

'আরে—ওটা কী ?'

মাঝপথে বাধা দিল র‍্যাল্‌ফ। হাসিটা থেমে গেছে তার। আঙুল তাক করেছে লেগুনের দিকে। ক্রিম রঙা কিছু একটা শুয়ে আছে ফার্নের মতো সাগর আগাছার মাঝে।

'ওটা একটা পাথর।' বলল পিগি।

'না। ওটা একটা শেল। কোনো কিছুর খোলস।'

সহসা প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল পিগি।

বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ওটা একটা খোলস। এর আগে ও রকম একটা জিনিস দেখেছি আমি। একটা ছেলের বাড়ির পেছনের দেয়ালে ছিল ওটা। সে বলেছে শাঁখ। ফুঁ দিয়ে শাঁখটা যখন সে বাজাত অমনি তার মা চলে আসত। এটা এতই দামি যে—'

র‍্যাল্‌ফের কনুইয়ের কাছে তালগাছের একটা কচি চারা ঝুঁকে আছে লেগুনের দিকে। গাছটা হেলে যাওয়ায় ওটার ভারে গোড়ার বেশ খানিকটা অংশ উঠে এসেছে দুর্বল মাটি থেকে। সহসাই পড়ে যাবে গাছটা। কাণ্ডসমেত চারাগাছটা উপড়ে নিল র‍্যাল্‌ফ। তারপর ওটা পানিতে খোঁচাতে লাগল। উজ্জ্বল খুদে মাছগুলো ছুটোছুটি শুরু করে দিল। পিগি সামনের দিকে ঝুঁকল বিপজ্জনকভাবে।

'সাবধান !' সতর্ক করে দিল পিগি। 'তুমি কিন্তু ভেঙে ফেলবে ওটা—'

'চুপ কর।'

অন্যমনস্কভাবে বলল র‍্যাল্‌ফ। খোলসটা আকর্ষণীয় এবং সুন্দর। খেলার মতো একটা জিনিস বটে, কিন্তু এ নিয়ে দারুণ এক অলীক দিবাস্বপ্ন এখনো বিরাজ করছে র‍্যাল্‌ফ আর পিগির মনে। তালগাছের কচি চারাটা সাগর আগাছার মাঝ দিয়ে তাড়িয়ে নিচ্ছে খোলসটাকে। এক হাতে ভর দিয়ে নিজের ভারসাম্য ঠিক রেখে আরেক হাতে খোলসটাকে খোঁচাচ্ছে র‍্যাল্‌ফ। এক সময় ভেসে উঠল খোলসটা। টপ্‌টপ্ করে পানি পড়ছে ওটার গা থেকে, পিগি ওটাকে নিয়ে এল থাবা মেরে।

খোলসটা আগে শুধু দেখাই গেছে, ধরা যায় নি। এখন সে কাজটিও সারা। উত্তেজনায় টগবগ করছে র‍্যাল্‌ফ, পিগিও উচ্ছ্বসিত।

'—একটা শাঁখ এটা', বলল পিগি। 'অত্যন্ত দামি জিনিস। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, যদি এ রকম একটা কিনতে চাও তুমি, তা হলে পাউন্ডকে পাউন্ড খরচ করতে হবে তোমাকে। যে ছেলেটির কথা বলেছি, সে তার শাঁখটাকে রেখেছিল তাদের বাগানের দেয়ালের ওপর, আমার খালা—'

পিগি তার কথা শেষ করার আগেই র‍্যাল্‌ফ নিয়ে নিল খোলসটা এবং অল্প একটু পানি গড়িয়ে নামল তার বাহু বেয়ে। গাঢ় ক্রিম রঙা খোলসটার এখানে সেখানে হালকা গোলাপি ছোপ। খোলসটার দু'পাশের ডগার মাঝখানে ছোট্ট একটা গর্ত চেরা দাগের মতো মোটা থেকে সরু হয়ে মিলিয়ে গেছে। শেষের দিকে হালকা একটা বাঁক এই গর্তের। লম্বায় আঠারো ইঞ্চির মতো হবে এই খোলস। চেরা মুখের দু'পাশে দুই গোলাপি ঠোঁট। হালকা ফুটকি দাগ রয়েছে খোলসটার গায়ে। র‍্যাল্‌ফ খোলসটা ঝাঁকুনি দিয়ে গর্তের গভীর থেকে বালি সব বের করে আনল।

পিগি কিন্তু এখনো বলে চলেছে একমনে।

সে বলছে, '—ছেলেটি একদম গরুর মতো হাম্বা হাম্বা করত। তার কিছু সাদা পাথরও ছিল, আর ছিল একটা পাখির খাঁচা—যার ভেতর ছিল একটা সবুজ টিয়ে। এই পাথরগুলো তো অবশ্যই ফুঁ দিয়ে বাজানো যেত না, এবং সে বলত—'

দম নেওয়ার জন্যে থামল পিগি। র‍্যাল্‌ফের হাতের চকমকে জিনিসটার গায়ে হাত বোলাল আলতো করে।

'র‍্যাল্‌ফ !'

পিগির ডাকে চোখ তুলে তাকাল র‍্যাল্‌ফ।

'এখানে অন্য যারা আছে, ওদেরকে ডাকার কাজে এটা ব্যবহার করতে পারি আমরা। এভাবে একটা সভা ডাকতে পারি। আমাদের এই শাঁখের শব্দ শুনে ছুটে আসবে ওরা—'

আশার আলোতে উদ্ভাসিত পিগির মুখখানি। র‍্যাল্‌ফকে সে বলল, 'এটা তো তোমার মনেও ছিল, কি—ঠিক বলি নি ? এজন্যেই কি শাঁখটা তুলে আন নি পানি থেকে ?'

র‍্যাল্‌ফ তার সুন্দর চুলগুলো ঠেলে দিল পেছনের দিকে। বলল, 'আচ্ছা, তোমার সেই বন্ধুটি শাঁখ বাজাত কীভাবে ?'

'ফুঁ দিয়ে বাজাত সে', বলল পিগি। 'অ্যাসমার জন্যে আমার খালা কখনো শাঁখ বাজাতে দেন নি আমাকে। তবে ছেলেটি বলেছে—এই যে, এখানে ফুঁ দিতে হবে।' শাঁখটার পেট বরাবর স্ফীত একটা অংশ দেখাল পিগি। 'চেষ্টা কর, র‍্যাল্‌ফ। অন্যদের ডেকে আনতে পারবে তুমি।'

খানিকটা সংশয় নিয়ে খোলসটার ছোট প্রান্তটা মুখে লাগিয়ে ফুঁ দিল র‍্যাল্‌ফ। খোলসটার মুখ দিয়ে ঘর্‌-র্‌-র্‌ করে একটা শব্দ বেরিয়েই থেমে গেল। ভেতরে যে লোনা পানিটুকু ছিল, বাতাস খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। ঠোঁট থেকে লোনা পানি মুছে আবার ফুঁ দিল র‍্যাল্‌ফ, কিন্তু খোলসটা নীরবই রয়ে গেল।

পিগি বলল, 'ফুঁ দিত সে বিশেষ এক কৌশলে। ওভাবে মুখ লাগিয়ে নয়।'

র‍্যাল্‌ফ তার ঠোঁট সরু করে ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢোকাল খোলসটার ভেতর। পুট্‌পুট্‌ করে মৃদু একটা শব্দ হল। শব্দটা হাস্যকর। ওরা এত মজা পেল, র‍্যাল্‌ফ বেশ ক'মিনিট এভাবে বাতাস ছাড়ল খোলসটার ভেতর এবং দু জন হেসে কুটিপাটি হল।

'এই যে, এখানে ফুঁ দাও।' দেখিয়ে দিল পিগি।

বুদ্ধিটা মনে ধরল র‍্যাল্‌ফের। পিগির পরামর্শ অনুযায়ী এবার ফুঁ দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হল জিনিসটায়। গভীর একটা কর্কশ শব্দ সবেগে ছুটে গেল তালতলা দিয়ে, শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল নিবিড় বন জুড়ে এবং পাহাড়ের গোলাপি গ্রানাইটে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল আবার। গাছগুলোর মাথা থেকে উড়ে গেল পাখির ঝাঁক, কিছু একটা আর্তনাদ করে ছুটে গেল ঝোপের ভেতর দিয়ে।

ঠোঁট থেকে শাঁখটা সরিয়ে নিল র‍্যাল্‌ফ।

'আরি-ব্বাপ !' বিস্ময়ধ্বনি বেরোল তার কণ্ঠ থেকে।

শাঁখের জোরালো তীক্ষ্ণ শব্দের পর র‍্যাল্‌ফের কণ্ঠ ফিস্‌ফিস্‌ মনে হল। শাঁখটা আবার ঠোঁটের ওপর রাখল সে, গভীরভাবে শ্বাস টেনে আবার ফুঁ দিল ওটায়। আবার পোঁ করে বেজে উঠল শাঁখটা। ফুঁতে আগের চেয়ে জোর থাকায় অষ্টক-ধ্বনি উঠল শাঁখের কান ফাটানো সুরে। চিৎকার করে কিছু একটা বলছে পিগি, আনন্দ উপচে পড়ছে তার চেহারায় , ঝিলিক দিচ্ছে তার চশমার কাচ। এদিকে শাঁখের জোরালো শব্দে কিচিরমিচির শুরু করে দিয়েছে ত্রস্ত পাখিরা, ছুটোছুটি করছে ছোটখাটো পশুগুলো। ফুঁ দিতে দিতে দম ফুরিয়ে এল র‍্যাল্‌ফের। অষ্টক-ধ্বনি থেকে নেমে এল শাঁখের সুর, শেষে শুধু বাতাসের শোঁ-শোঁ শোনা যেতে লাগল।

শাঁখটা নীরব হয়ে গেছে, একখণ্ড প্রলম্বিত শুঁড়ের মতো জ্বলজ্বল করছে ওটা। দম ফুরিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে বেচারা র‍্যাল্‌ফের চেহারা। পাখির তুমুল কলকাকলিতে মুখরিত দ্বীপের বাতাস, চারদিক ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এই গুঞ্জন।

পিগি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কয়েক মাইল দূর থেকে শোনা গেছে এই শাঁখের শব্দ।'

শ্বাসপ্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে র‍্যাল্‌ফের। একটানা না বাজিয়ে দম নিয়ে ধীরে–সুস্থে শাঁখটা আরো ক'বার বাজাল সে।

পিগি হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল, 'ওই যে—একজন !'

তালবাগানে আবির্ভূত একটি ছেলে, সৈকত বরাবর শ খানেক গজ দূরে আছে সে। ছয়ের মতো হবে তার বয়স, দেখতে নাদুসনুদুস এবং সুন্দর। ছেলেটির কাপড়চোপড় ছেঁড়া, মুখে লেপ্টে আছে আঠাল ফলের অংশ। কোনো বিশেষ কারণে কোমর থেকে নেমে আছে তার ট্রাউজার্স, পেছনে শুধু অর্ধেকটা ওঠানো। তালবাগানের চাতাল থেকে লাফিয়ে বালির ওপর নামল সে। মুহূর্তেই তার ট্রাউজার্সও পড়ে গেল পায়ের গোড়ালিতে। প্যান্টটা থেকে এবার বেরিয়েই এল ছেলেটি, জোর কদমে হেঁটে চলল মঞ্চের দিকে। পিগি তাকে সাহায্য করল ওপরে উঠতে। র‍্যাল্‌ফ এদিকে আশাব্যঞ্জক সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত বাজিয়েই চলল শাঁখ, বনের ভেতর ইতোমধ্যে অনেকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ছোট ছেলেটি র‍্যাল্‌ফের সামনে উবু হয়ে তাকাল ওপরের দিকে, দৃষ্টিটা উজ্জ্বল এবং খাড়া। খুদে মস্তিষ্ক দিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল সে। যখন বুঝল, এই শাঁখ বাজানোর একটা বিশেষ কারণ রয়েছে, একটা স্বস্তির ভাব নেমে এল তার মাঝে। নিশ্চিন্তে সে একমাত্র পরিষ্কার বুড়ো আঙুলটি পুরে দিল মুখের ভেতর।

পিগি ঝুঁকে এল ছেলেটির দিকে। জিজ্ঞেস করল,

'নাম কী তোমার ?'

'জনি।'

পিগি বিড়বিড়িয়ে আওড়াল নামটা, তারপর চেঁচিয়ে শোনাল র‍্যাল্‌ফকে। কিন্তু র‍্যাল্‌ফ আছে অন্য তালে, এখনো সে বাজিয়ে চলেছে শাঁখটা। শাঁখের প্রচণ্ড শব্দ উন্মত্তের মতো একটা আনন্দ দিচ্ছে তাকে, এই আনন্দে গাঢ় হয়ে গেছে তার মুখের রঙ। বুকের জোরালো টিব্‌টিব্ নাড়া দিচ্ছে বুকের ওপর ছড়িয়ে থাকা শার্টটাতে। বন থেকে আসা মানুষের উচ্চকিত সাড়াশব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে কাছে।

জীবনের চিহ্ন এখন ফুটে উঠেছে সাগর সৈকতে। তাপের কাঁপা কাঁপা শিহরণে নিচে কেঁপে উঠছে বালি, কয়েক মাইল লম্বা বালুকাবেলায় দেখা যাচ্ছে বেশ ক'টি কায়া। উত্তপ্ত নীরস বালি পেরিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে ছেলেরা। তিনটি ছোট বাচ্চা বেরিয়ে এল একেবারে চমকে দিয়ে। বলতে গেলে, হাতের কাছেই ছিল ওরা। জঙ্গলের ভেতর ফল খাচ্ছিল। একটাও বড় হবে না জনির চেয়ে। ঝোপঝাড়ের জঞ্জাল ঠেলে বেরিয়ে এল কালো মতো এক ছোট্ট ছেলে। জনির চেয়ে খুব একটা ছোট হবে না সে। ছেলেটি সোজা এগিয়ে গেল মঞ্চের দিকে, ফুর্তি ফুর্তি একটা ভাব নিয়ে হাসল সবার দিকে তাকিয়ে। আরো এবং আরো বেরিয়ে এল ওরা। নিষ্পাপ জনের ইশারায় সবাই যার যার মতো বসে পড়ল তালগাছের পড়ে থাকা গুঁড়িতে এবং অপেক্ষা করতে লাগল। র‍্যাল্‌ফ ছোট ছোট দম নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তার কর্ণভেদী পোঁ–পোঁ। পিগি ঘোরাফেরা করছে সদ্য আগত ছেলেদের মাঝে। একেক জনের নাম জেনে নিচ্ছে, আর ভুরু কুঁচকে মনে রাখার চেষ্টা করছে নামটা। মেগাফোন ধরা সেই লোকদের কথা ওরা যেভাবে শুনেছে, তেমনি একটা আনুগত্য দেখা যাচ্ছে ওদের মাঝে। একেক জনের একেক রকম বেশ। ক'জন ন্যাংটো হয়ে হাতে বয়ে বেড়াচ্ছে কাপড়, অন্যেরা অর্ধনগ্ন, কিংবা কমবেশি কাপড় পরা। এই কাপড়গুলো সবই যার যার স্কুলের পোশাক। কারো

পোশাক জ্যাকেট, কারোটা বা জার্সি। নানা রঙের এই পোশাকগুলো। কোনোটা ধূসর, কোনোটা নীল, কোনোটা বা হলদেটে বাদামি। স্কুল ড্রেসের সাথে ব্যাজ, এমনকি আদর্শ বাণী পর্যন্ত রয়েছে। নানা রঙের ডোরাকাটা রয়েছে পায়ের মোজা আর গায়ের পুলওভারে।

সব ক'টা মাথা এসে জড়ো হল মঞ্চের সবুজ ছায়ায়। পড়ে থাকা গাছের গুঁড়িগুলোতে বসে গেল তারা। কারো মাথার চুল বাদামি, কারো বা উজ্জ্বল, কারোটা কালো, কারো চুল পিঙ্গল, কারো চুলের রঙ বেলে বেলে, কারোটা ইঁদুর-রঙা। সব ক'টা মাথা বিড়বিড় করছে, ফিস্‌ফিস্ করছে। সবার চোখ রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে দেখছে র‍্যাল্‌ফকে। টের পাচ্ছে তারা, কিছু একটা করছে র‍্যাল্‌ফ।

একজন বা দু জন করে যারা সৈকত ধরে হেঁটে আসছে, বালির কাছে তাপের প্রচণ্ড অস্পষ্টতার সীমারেখা পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ্ করে চলে আসছে নজরে। সহসা বালির ওপর আটকে গেল র‍্যাল্‌ফের দৃষ্টি। বাদুড়ের মতো কালো কী একটা নেচে বেড়াচ্ছে বালির ওপর। পর মুহূর্তে বোঝা গেল, আসলে ওটা একটা ছায়া। ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসা একটা ছেলের ছায়া পড়েছে বালিতে। সূর্যটা এ মুহূর্তে মাথার ওপর একদম খাড়াভাবে থাকায় ছায়াটা ছোট হয়ে গেছে। এজন্যেই বাদুড়ের মতো দেখাচ্ছে। দুটি ছেলে এসে ধপাস করে পড়ল র‍্যাল্‌ফের সামনে। বুলেটের মতো মাথার গড়ন তাদের, ফেঁসোর মতো পাতলা চুল। দেখতে হুবহু এক। দু'জনই দাঁত বের করে হাসছে এবং হাঁপাচ্ছে কুকুরের মতো। যমজ ভাই দু জন। চেহারার নিখুঁত সাদৃশ্য দেখে ভিরমি খেয়ে যায় চোখ। তারা দম নিচ্ছে একসঙ্গে, হাসছে একসঙ্গে, দু জনেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং প্রাণবন্ত। যমজ দু ভাই তাদের ভেজা ঠোঁট উঁচু করে রেখেছে র‍্যাল্‌ফের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে, দু জনের গায়ের ত্বক পর্যাপ্ত পরিপূর্ণতা পায় নি, এজন্যে চেহারায় ঝাপসা একটা ভাব এবং হাঁ হয়ে গেছে টান পড়া মুখটা। পিগি তার ঝিলিক দেওয়া চশমা নিয়ে ঝুঁকল যমজ ভাইয়ের দিকে, শাঁখের পোঁ-পোঁ ধ্বনির ফাঁকে জেনে নিল তাদের নাম, তারপর বারবার আওড়ে নাম দুটো গেঁথে নিল মনে।

'স্যাম, এরিক, স্যাম, এরিক।'

শেষে ঠিকই তালগোল পাকিয়ে ফেলল পিগি। কার নাম কী, ভুলে গেল বেমালুম। দু জনকে ভুল নামে সম্বোধন করল সে। এ নিয়ে শুরু হল হাসাহাসি।

শেষমেশ শাঁখ বাজানো বন্ধ করল র‍্যাল্‌ফ। ঝিম মেরে বসে থেকে শাঁখটা ঝুলিয়ে রাখল এক হাতে। মাথাটা গুঁজে রাখল দুই হাঁটুতে। শাঁখের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার হাসিও থেমে গেল, নেমে এল নীরবতা।

হীরের মতো চোখ ধাঁধানো আলো সৈকত জুড়ে, তারই মাঝ দিয়ে কালো কী একটা আসছে, বোঝা যাচ্ছে না ঠিকমতো। র‍্যাল্‌ফই প্রথম দেখল এবং তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্য সবার দৃষ্টিও গেল সেদিকে। তারপর মরীচিকার গোলকধাঁধা থেকে পরিষ্কার বালিতে চলে এল জিনিসটা। দেখা গেল, কালো জিনিসটা পুরোটাই নিছক ছায়া নয়, বেশিরভাগই কালো কাপড়ের খেলা। একদল ছেলে এগিয়ে আসছে মার্চ করে। যতদূর দেখা যাচ্ছে, তাতে দুটো সমান্তরাল সারিতে আছে ওরা। ওদের বেশভূষা বড় অদ্ভুত। শর্টস, শার্ট এবং অন্যান্য কাপড় হাতে বয়ে আনছে সবাই। তবে প্রতিটা ছেলের মাথায় রয়েছে বর্গাকার কালো টুপি, তাতে একটা করে রুপোলি ব্যাজ। গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কালো একটা আলখেল্লায় ঢাকা পড়েছে সবার শরীর, আলখেল্লার বাঁ দিকের বুকের ওপর লম্বা একটি রুপোলি ক্রুশ। গলায় এক ধরনের ঝালর। গরমের খরতাপ, অবতরণের ধকল, হন্যে হয়ে খাবার খুঁজে বেড়ানো এবং এ মুহূর্তে জ্বলন্ত সৈকত ধরে ঘাম ঝরানো—সব মিলিয়ে সদ্য

ধোয়া কিশমিশের মতো চেহারা হয়ে গেছে ওদের। যে ছেলেটি দলটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তারও একই পোশাক, তবে তার টুপির ব্যাজটা সোনালি। মঞ্চ থেকে গজ দশেক দূরে থাকতে দলনেতা কিছু একটা বলল চিৎকার করে, অমনি দাঁড়িয়ে গেল গোটা দল। সবাই হাঁ করে হাঁপাচ্ছে, দরদরিয়ে ঘামছে, তীব্র আলোতে টলছে একেক জন। দলনেতা ছেলেটি এগিয়ে এল সামনের দিকে, আলখেল্লা উড়িয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল মঞ্চে, যেদিকে সে উঁকি দিল—পুরো জায়গাটা তার কাছে প্রায় অন্ধকার। বলল,

'আচ্ছা, এতক্ষণ এত জোরে বাঁশি বাজাল কে ?'

র‍্যাল্‌ফ টের পেল, তীব্র রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে তার। বলল, 'আর কেউ নয়, এই যে—আমি বাজিয়েছি বাঁশি।'

ছেলেটি আরেকটু কাছে এসে মাথা নিচু করে তাকাল র‍্যাল্‌ফের দিকে। দেখে, ঘিয়ে রঙা একটা শাঁখ হাতে বসে আছে সুন্দর চুলের একটি ছেলে। খুব একটা খুশি মনে হল না তাকে। দ্রুত ঘুরল সে। বাতাসে বৃত্তাকারে পাক খেল তার কালো আলখেল্লা।

'ও, তা হলে এখানে কোনো জাহাজ নেই ?'

বাতাসে পতপত করতে থাকা আলখেল্লাটার ভেতর ছেলেটির শরীরটা বেশ লম্বা, হালকা-পাতলা হাড্ডিসার গড়ন, কালো টুপির নিচে বেরিয়ে আছে লাল চুল। তার মুখটা কোঁচকানো, ত্বকে অসংখ্য ফুটকি দাগ—সব মিলিয়ে দেখতে কুৎসিত, তবে বোকাটে ভাব নেই। ছেলেটির হালকা নীল চোখ দুটিতে এ মুহূর্তে হতাশার ছায়া, এক ধরনের ক্ষোভ নিয়ে সে ফেরার জন্যে তৈরি।

'এখানে তা হলে বড় কেউ নেই ?'

র‍্যাল্‌ফ পেছন থেকে বলল,

'না, আমরা একটা সভা করতে যাচ্ছি। তোমরা এস, যোগ দাও আমাদের সাথে।'

আলখেল্লা পরা ছেলেরা দল ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে লাগল লাইন থেকে। লম্বা ছেলেটি চিৎকার করে বলল,

'দল ! দাঁড়িয়ে থাক !'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও থামল ছেলেরা। শরীরে অসহ্য ক্লান্তি, তবু তারা অনুগত। লাইনে আবার দাঁড়িয়ে গেল তারা। টলতে লাগল প্রখর রোদে। এরপরেও দুর্বল কণ্ঠে আপত্তি জানাতে লাগল ক'জন। তারা কাতর কণ্ঠে বলল,

'কিন্তু, মেরিডিউ। প্লিজ, মেরিডিউ...আমরা কি পারি না?'

দলের একটা ছেলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বালিতে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল লাইন। সবাই মিলে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল মঞ্চে। মেরিডিউ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল সবই, তারপর করে বসল চূড়ান্ত রকমের একটা বাজে কাজ। দলের সবাইকে বলল,

'ঠিক আছে, ওকে ওভাবে রেখে বসে যাও তোমরা।'

'কিন্তু মেরিডিউ।' আপত্তি জানাল তারা।

'আরে—দূর, ও সব সময়ই এ রকম মূর্ছা যায়', পাত্তা দিল না মেরিডিউ। 'একবার মূর্ছা গেল জিব-এ, আরেকবার অ্যাডিস-এ, গির্জায় কী কাণ্ডটা করেছিল—দেখ নি ? প্রভাত-সঙ্গীতের সময় ধপাস্ করে পড়ল গিয়ে প্রধান গায়কের ওপর।'

মেরিডিউয়ের শেষ কথায় হেসে ফেলল দলের ছেলেরা, দাঁড়ে বসা কালো পাখির মতো সবাই সার বেঁধে বসে আছে ক্রুশাকারে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়িগুলোর ওপর। কারো নাম জানতে চাইল না পিগি। ওদের পোশাকের চাকচিক্য দেখে ভড়কে গেছে সে। তা ছাড়া

মেরিডিউয়ের কর্তৃত্বসুলভ কাঠখোট্টা কথাবার্তাও ভয় ধরিয়েছে তাকে। সঙ্কুচিত হয়ে র‍্যাল্‌ফের অন্য পাশে সরে গেল পিগি, ব্যস্ত হয়ে পড়ল চশমার কাচ নিয়ে।

মেরিডিউ র‍্যাল্‌ফের দিকে ফিরে বলল, 'বড়রা কেউ নেই এখানে ?'

'না।'

গাছের একটা গুঁড়ির ওপর বসল মেরিডিউ, বৃত্তের চারপাশে নজর বুলিয়ে নিল একবার।

'তা হলে তো আমাদের ভালোমন্দ আমাদেরকেই দেখতে হবে।'

র‍্যাল্‌ফের ওপাশে নিরাপদ অবস্থানে থেকে পিগি ভীরু কণ্ঠে বলল,

'এজন্যেই তো সভা ডেকেছে র‍্যাল্‌ফ। তা হলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব, কী করতে হবে আমাদের। এরই মধ্যে আমরা নাম জেনেছি ক'জনের। ও হচ্ছে জনি। আর ওরা হচ্ছে যমজ ভাই। স্যাম আর এরিক। কে যেন এরিক—? তুমি—না ? না—তুমি হচ্ছ স্যাম—'

'আমি স্যাম—' বলল আসল স্যাম।

'এবং আমি এরিক।'

'আমাদের সবার নাম জানা থাকলে ভালো হয়', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'যেমন—আমি হচ্ছি র‍্যাল্‌ফ।'

'আমাদের জানতে হবে সবার নাম', বলল পিগি। 'এখুনি শুরু হয়ে যাক।'

'হ্যাঁ, সবাই নাম বলো তোমরা', বলল মেরিডিউ। 'আমি কেন জ্যাক হতে যাব ? আমি তো মেরিডিউ।'

র‍্যাল্‌ফ দ্রুত ঘুরল তার দিকে। টের পেল, নিজের বিচক্ষণতা সম্পর্কে সচেতন মেরিডিউ। তার পুরো নামটা সুকৌশলে বলে দিল সে।

'তারপর', বলে চলল পিগি। 'ওই যে, ওই যে—কী যেন নাম—ভুলে গেছি—'

'তুমি কিন্তু বেশি বক্‌বক্ করছ', বলল জ্যাক মেরিডিউ। 'চুপ কর তো, মোটকু।'

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

'ও তো মোটকু নয়', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'ওর আসল নাম হচ্ছে পিগি !'

'পিগি!'

'পিগি!'

'ওহ্, পিগি !'

রীতিমতো হাসির ঝড় উঠল। এমনকি সবচেয়ে পুঁচকে ছেলেটিও হেসে কুটিপাটি। সবার সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে বড্ড বেকায়দায় পড়ে গেল বেচারা পিগি। লজ্জায় গাঢ় গোলাপি হয়ে গেল তার চেহারা, মাথা নিচু করে আবার চশমার কাচ মুছতে লাগল সে।

শেষমেশ থেমে গেল হৈহুল্লোড় এবং যে যার মতো নাম বলতে লাগল। দলের ভেতর লম্বায় জ্যাকের পরেই যে ছেলেটি, নাম তার মরিস। ছেলেটি মোটাসোটা এবং সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে মুখে। চিকনচাকন গড়নের একটা ছেলের মাঝে কেমন চোরা চোরা ভাব, এতক্ষণ কেউ লক্ষই করে নি তাকে। ছেলেটি যেন ভেতর থেকে মনেপ্রাণে এড়াতে চাইছে সবাইকে, গোপন করে রাখতে চাইছে নিজেকে। বিড়বিড়িয়ে নিজের নামটা বলল সে। রজার। নামটা বলেই আবার চুপ মেরে গেল। একে একে জানা গেল আরো ক'টি নাম—বিল, রবার্ট, হ্যারল্ড, হেনরি। যে ছেলেটি মূর্ছা গিয়েছিল, জ্ঞান ফিরে এসেছে তার। একটা তালগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছে সে। র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল ছেলেটি। নিজের নাম বলল সাইমন।

জ্যাক বলল, 'আমরা উদ্ধার পাব কীভাবে—এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

সহসা একটা গুঞ্জন শোনা গেল। ছোট ছেলেদের মধ্যে হেনরিও একজন। বাড়ি যাওয়ার জন্যে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করছে সে।

'চুপ কর', অন্যমনস্কভাবে ধমকে উঠল র‍্যাল্‌ফ। শাঁখটা উঁচু করে তুলে ধরে বলল, 'আমার মতে, বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে আমাদের একজন নেতা থাকা উচিত!'

'হ্যাঁ—একজন নেতা ! নেতা !' সবার কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া গেল।

'নেতা তো আমারই হওয়া উচিত', অবলীলায় ঔদ্ধত্য দেখাল জ্যাক। 'কারণ আমি এই সঙ্গীত দলটির প্রধান এবং গানও গাইতে পারি খুব ভালো।'

আরেকবার গুঞ্জন উঠল ছেলেদের মাঝে।

'ঠিক আছে, তা হলে', বলল জ্যাক। 'আমি—'

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। দ্বিধা এসে আটকে দিল কণ্ঠ। অবশেষে গম্ভীর রজারের মাঝে সাড়া জাগল। সে বলল,

'চল, ভোটাভুটি করি।'

'হ্যাঁ !' সমর্থন মিলল সবার।

'নেতা নির্বাচনের জন্যে ভোট !'

'হ্যাঁ, ভোট হয়ে যাক—'

ভোটের ব্যাপারটি শাঁখ বাজানোর মতোই একটা মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল সবার কাছে। জ্যাক আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাধারণের ইচ্ছের কাছে হার মানল সে। সবাই চায়, নির্বাচনের মাধ্যমে একজন নেতা হোক। র‍্যাল্‌ফও তাই চায়। পিগি অবিশ্যি ধরেই নিয়েছে, জ্যাকই শেষমেশ নেতা হচ্ছে। তবে পিগি কী এমন বুদ্ধিমত্তা দেখল জ্যাকের মাঝে, তা সে-ই জানে না। অন্যেরা জ্যাককে দলনেতা করার মতো কোনো বিশেষত্ব খুঁজে পেল না। র‍্যাল্‌ফের বসার ভঙ্গিতে অন্যরকম একটা বিশেষত্ব ফুটে আছে। তার আকার-আকৃতি, আকর্ষণীয় চেহারা—এসব ছাড়াও শাঁখটা প্রচ্ছন্ন একটা জোরালো শক্তি দাঁড় করিয়েছে তার পক্ষে। শাঁখটা সে বাজিয়েছে বলেই সবাই এসে জড়ো হয়েছে। নাজুক একটা জিনিস ভর করেছে এই শাঁখটার ওপর। র‍্যাল্‌ফের দুই হাঁটুর মাঝে রাখা শাঁখটা এখন ভারসাম্য বজায় রাখছে সেই নাজুক জিনিসটার। শেষমেশ শাঁখেরই জয় হল। সবাই এক বাক্যে সায় দিল, 'শাঁখ হাতে র‍্যাল্‌ফই দলনেতা হোক।'

চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল, 'র‍্যাল্‌ফ ! র‍্যাল্‌ফ !'

'ভেঁপুর মতো ওই জিনিসটাসহ র‍্যাল্‌ফকেই নেতা করা হোক।'

হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিল র‍্যাল্‌ফ। বলল,

'ঠিক আছে, জ্যাককে যারা নেতা বানাতে চাও, হাত তোল।'

ইচ্ছে নেই তবু মানতে হচ্ছে—এমন একটা ভাব নিয়ে হাত তুলল গায়কদলের ছেলেরা।

'এবার বলো, কে কে আমাকে চাও?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাল্‌ফ।

গায়কদলের ছেলেরা এবং পিগি বাদে বাকি সবাই সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে সমর্থন জানাল র‍্যাল্‌ফকে। শেষমেশ পিগিও হাত তুলল এক ধরনের অনিচ্ছা নিয়ে।

র‍্যাল্‌ফ গুনে দেখে, ওর পক্ষেই বেশি ভোট পড়েছে। শেষে বলল,

'আমিই তা হলে এই দলের নেতা।'

বৃত্তাকারে বসে থাকা ছেলেরা জোরালো কণ্ঠে সমর্থন জানাল র‍্যাল্‌ফকে। এমনকি গায়কদলের ছেলেরাও। জ্যাক এদিকে লজ্জায় লাল। তার মুখের ফুটকি দাগগুলো চাপা পড়ে গেছে গালের রক্তিমাভার নিচে। সে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার মন বদলাল, বসে পড়ল জোরালো গুঞ্জনের কাছে হার মেনে। র‍্যাল্‌ফ এমন ভঙ্গিতে তাকাল জ্যাকের দিকে, যেন কিছু একটা প্রস্তাব করতে চায় সে। শেষে বলল, 'গায়কদল অবশ্যই তোমার অধীনে থাকবে।'

'ওরা সৈনিক হতে পারে আমাদের জন্যে—' বলল কয়েক জন।

'কিংবা শিকারিও হতে পারে—' অন্যেরা প্রস্তাব করল।

'ওরা হতে পারে—' এভাবে বিভিন্ন প্রস্তাব আসতে লাগল গায়কদলটি নিয়ে।

থমথমে ভাবটা মুছে গেল জ্যাকের মুখ থেকে। র‍্যাল্‌ফ আবার হাত নাড়ল সবাইকে চুপ করার জন্যে। তারপর বলল, 'জ্যাকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই দলটি। ওদেরকে তোমরা যা বানাতে চাও—প্রয়োজনে তাই হবে ওরা।'

'আমরা চাই—শিকারি হোক।' জোরালো প্রস্তাব এল সবার কাছ থেকে।

জ্যাক এবং র‍্যাল্‌ফ হাসি বিনিময় করল লাজুক ভঙ্গিতে। বাকিরা সাগ্রহে আলাপে মশগুল হল নিজেদের ভেতর।

জ্যাক উঠে দাঁড়াল। তার পর আদেশ করল,

'এই যে সবাই, এবার পোশাক খুলে ফেল তোমরা।'

যেন এইমাত্র ক্লাস ছুটি হল, এমন একটা সাড়া পড়ে গেল গায়কদলটির মাঝে। বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল তারা, কলগুঞ্জন করতে করতে সবাই কালো আলখেল্লা খুলে স্তূপ করল ঘাসের ওপর। জ্যাক তার নিজের পোশাকটা রাখল র‍্যাল্‌ফের পাশে একটা গাছের গুঁড়িতে। জ্যাকের ঘামে ভেজা শর্টস লেপ্টে আছে গায়ের সাথে। র‍্যাল্‌ফ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাল খাটো প্যান্টটার দিকে। জ্যাক টের পেয়ে বলল,

'পানির খোঁজে ওই পাহাড়টা ডিঙাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার শাঁখের আওয়াজ ডেকে নিয়ে এসেছে আমাদের।'

র‍্যাল্‌ফ মৃদু হেসে শাঁখটা উঁচু করল সবাইকে চুপ করানোর জন্যে। বলল,

'শোন, সবাই। এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার বুদ্ধি বের করতে হলে ভাবতে হবে আমাকে। এজন্যে সময় দরকার। তাৎক্ষণিকভাবে কী করা দরকার—এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। এটা যদি কোনো দ্বীপ না হয়ে থাকে, শিগগিরই আমাদের উদ্ধার পেতে হবে এখান থেকে। এজন্যে আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে, এটা আদৌ কোনো দ্বীপ কিনা। তোমাদের সবাইকে অবশ্যই থাকতে হবে এখানে, দূরে কোথাও না গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। আমরা মাত্র তিনজন বেরোব জায়গাটা ঘুরে দেখতে। এর বেশি গেলে তালগোল পাকিয়ে যাবে, একজন আরেকজনকে হারিয়ে ফেলব। কাজেই শুধু তিনজন বেরোব এই অভিযানে। আমি যাব, জ্যাক যাবে, আর—আর...'

উৎসুক মুখগুলোর ওপর ঘুরে এল র‍্যাল্‌ফের দৃষ্টি। বেছে নেওয়া যাবে না—এমন কেউ নেই বৃত্তের মাঝে।

'এবং সাইমন।' কথাটা শেষ করল র‍্যাল্‌ফ।

সাইমনের আশপাশের ছেলেরা চপলতা প্রকাশ করল হেসে, সাইমনও একটু হাসল হি-হি করে, তারপর উঠে দাঁড়াল। ফ্যাকাসে ভাবটা এখন চলে গেছে তার চেহারা থেকে। তার শরীরটা হাড্ডিসার হলে কি হবে, এমনিতে প্রাণবন্ত। সাইমনের রুক্ষ, কালো সোজা

চুলগুলো সামনের দিকে ঝুঁকে আছে কুঁড়েঘরের ছাউনির মতো। এই ছাউনির নিচে ঝিলিক দিচ্ছে উজ্জ্বল দৃষ্টি।

র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সাইমন বলল, 'হ্যাঁ, আমি যাব।'

'আর যাব আমি—'

জ্যাক তার পেছন থেকে হ্যাঁচকা টানে বের করে আনল বড়সড় একটা খাপসহ ছোরা এবং সেটা গুঁজে রাখল গাছের গুঁড়িতে। একটা গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল।

পিগি আবদার জুড়ে দিল,

'আমিও যাব।'

র‍্যাল্‌ফ তার দিকে ফিরে বলল,

'এ ধরনের কাজ তোমার জন্যে নয়।'

'এরপরেও—' গোঁ ধরল পিগি।

'আমরা তোমাকে চাই না', সাফ সাফ বলে দিল জ্যাক। 'তিনজনই যথেষ্ট।'

পিগির চশমার কাচগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। ভেতরে জ্বলজ্বল করছে চোখ। সে বলল, 'র‍্যাল্‌ফ যখন শাঁখটা খুঁজে পায়, আমি ছিলাম ওর সঙ্গে। এখানে যে কেউ আসার আগে র‍্যাল্‌ফের সঙ্গে ছিলাম আমি।'

জ্যাক এবং অন্যেরা কান দিল না পিগির কথায়। র‍্যাল্‌ফ, জ্যাক এবং সাইমন লাফিয়ে নামল মঞ্চ থেকে, গোসলের সেই পুকুরটা পেরিয়ে হাঁটতে লাগল বালুকাবেলা ধরে। পিগি ঠিকই পিছু নিল ওদের।

'সাইমন যদি আমাদের মাঝখানে থাকে', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'তা হলে ওর মাথার ওপর দিয়ে কথা বলতে পারব আমরা।'

তিনজনের সমস্যাটা গিয়ে দাঁড়াল পায়ে পা মিলিয়ে চলা। বিশেষ করে সাইমনের। প্রতিটা পদক্ষেপে অন্য দু জনের সাথে তাল সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারা সাইমন। এ মুহূর্তে থামল র‍্যাল্‌ফ। ঘুরে তাকাল পিগির দিকে। অন্য দু জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল,

'কাণ্ডটা দেখ তোমরা।'

জ্যাক এবং সাইমন না দেখার ভান করে হেঁটে যেতে লাগল।

পিগিকে র‍্যাল্‌ফ বলল,

'এভাবে আসতে পার না তুমি।'

পিগির চমশার কাচ ঘোলাটে হয়ে গেছে আবার। চোখ থেকে বাষ্প এসে ঘোলাটে করে দিয়েছে কাচ। অপমানের জ্বালা থেকে বেরোচ্ছে এই বাষ্প। পিগি অভিমান ভরা কণ্ঠে বলল, 'আমি বারবার মানা করার পরও তুমি বলে দিয়েছ ওদের।'

উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে পিগির চেহারা, কেঁপে কেঁপে উঠছে ঠোঁট। সে বলে চলেছে, 'আমি বললাম যে, আমি চাই না—'

'কিসের কথা বলছ তুমি?' ঠাওরাতে না পেরে জানতে চাইল র‍্যাল্‌ফ।

'এই যে—আমাকে পিগি বলে ডাকা হয়, এটা নিয়েই বলছি। আমি বলেছিলাম, ওরা আমাকে পিগি না ডাকা পর্যন্ত নিজের নাম নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না আমার। আর এ ব্যাপারটা কাউকে বলতে বারণ করেছিলাম তোমাকে, কিন্তু তুমি শোন নি। আমার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে সোজা বলে দিয়েছ সবাইকে—'

এক ধরনের নিশ্চলতা দু জনের মাঝে। পিগির দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। আগের চেয়ে আরো বেশি বুঝতে পারছে ওকে। দেখতে পাচ্ছে, পিগির ভেতরের

আঘাত। অন্তরটা দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ওর। র‍্যাল্‌ফের সামনে এখন দুটো পথ। পিগির কাছে ক্ষমা চাইতে পারে ওকে আঘাত দেওয়ার জন্যে, কিংবা আরেকবার অপমান করতে পারে।

অবশেষে কথা বলল র‍্যাল্‌ফ। সত্যিকারের দলনেতার মতো সোজাসুজি বলে দিল, 'পিগি নামটা মোটকু নামের চেয়ে ভালো। তা যাই হোক, আমার আচরণে তুমি আঘাত পেয়ে থাকলে আমি দুঃখিত। এখন যাও, সবার নাম টুকে নাও। এটাই তোমার কাজ।'

কথা শেষ করে ঘুরল র‍্যাল্‌ফ। ইতোমধ্যে জ্যাক আর সাইমন চলে গেছে অনেকখানি পথ। ওদেরকে ধরতে ছুট দিল সে। পিগি দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। রাগ-অপমানের জ্বালা যে গোলাপি আভা এনে দিয়েছিল ওর গাল দুটোতে, সেটা মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। এবার সে ফিরে চলল মঞ্চের দিকে।

এদিকে তিনজন বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে দ্রুত। সাগরে ভাটা চলছে এখন। সৈকতে সাগর থেকে আসা জলজ আগাছা মিলে সরু ফিতের মতো একটা রাস্তা তৈরি করেছে। এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য ফুটে আছে তাতে। দৃশ্যটা দেখে ফুরফুরে হয়ে গেল তিনজনের মন। এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে ওরা পরস্পরের দিকে ফিরে হাসছে, কথা বলছে, তবে কেউ কারো কথা শুনছে না। আবহাওয়াটা বেশ ঝকঝকে। এই পরিবেশটা ব্যাখ্যা করার মতো নিজস্ব একটা ভাষা রয়েছে র‍্যাল্‌ফের। সেটা হচ্ছে উলটো হয়ে দাঁড়ানো। মাথাটা নিচের দিকে দিয়ে তাই করল সে, আবার সোজা হল। তিনজন যখন একসঙ্গে হাসছিল, কী মনে করে লাজুকভাবে র‍্যাল্‌ফের বাহুতে হাত বোলাল সাইমন। এবং ব্যাপারটা আরেকবার হাসির খোরাক যোগাল তিনজনের।

'চল', বলে উঠল জ্যাক। 'অনুসন্ধানী হয়ে যাই আমরা।'

'এই দ্বীপের একদম শেষ প্রান্তে চলে যাব আমরা', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'ঘুরে দেখব কোনাগুলো।'

'এটা যদি একটা দ্বীপ হয়ে থাকে—' কথাটা শেষ করল না জ্যাক।

এখন, বিকেলের এই শেষ লগ্নে এসে, মরীচিকার ভাবটা কমে গেছে অনেকখানি। দ্বীপের শেষটা খুঁজে পেল তারা, তবে এর ধরনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। দ্বীপটার আকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা গেল না কিছুই। দ্বীপের সচরাচর যে চৌকোনা আদল থাকে, সেখানে এ জায়গায় বড় তালগোল পাকানো অবস্থা। তার ওপর লেগুনের মাঝ থেকে বিশাল এক পাথরের চাঁই উঠে এসে বারটা বাজিয়ে দিয়েছে পরিমাপের। সামুদ্রিক পাখিরা বাসা বাঁধছে এই চাঁইয়ের ওপর। সেদিকে তাকিয়ে র‍্যাল্‌ফ বলল, 'মনে হচ্ছে যেন গোলাপি একটা কেকের ওপর বরফ বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

'এখানে কোনো কোণ ঘুরে দেখার সুযোগ পাব না আমরা', জ্যাক বলল, 'কারণ এখানে কোনো কোণ নেই। থাকার ভেতর আছে শুধু ধীর ভঙ্গিতে ঘুরে যাওয়া একটা বাঁক—এবং দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, এলোপাতাড়ি পাথর ছড়িয়ে থাকায় সেটাও দেখার পথ বন্ধ—'

র‍্যাল্‌ফ আলো থেকে চোখ আড়াল করে তাকাল ওপরের দিকে। এবড়োখেবড়ো দুরারোহ পাহাড়ের গা বেয়ে একদম চূড়ায় চলে গেল দৃষ্টি। এর আগে ওরা যত জায়গা দেখেছে, এখানকার সৈকত থেকে পাহাড়ের দূরত্ব তুলনামূলকভাবে কম।

'আমরা এখান থেকে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করব', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'আমার যা মনে হচ্ছে, তাতে এটাই পাহাড়ে ওঠার সহজতম পথ হওয়া উচিত। এখানে জঙ্গুলে ভাবটা কম, আর পাহাড়ের গোলাপি রঙটাও আরেকটু গাঢ়। হ্যাঁ, চল তোমরা।'

তিনজন হাঁচড়পাঁচড় করে উঠতে লাগল ওপরের দিকে। কোনো অজানা শক্তি দুমড়েমুচড়ে ছড়িয়ে রেখেছে পাহাড়ের গায়ে চেপে থাকা পাথরের কিউবগুলোকে। এজন্যে তেরছা হয়ে শুয়ে আরোহণ করতে হচ্ছে ওদের। ওরা তিনজন প্রায়ই ক্ষণিকের জন্যে জটলা বাঁধছে এক জায়গায়। গোলাপি পাথরগুলো একটার ওপর আরেকটা এলোপাতাড়ি বসে উঠে গেছে চুড়োর দিকে। গোলাপি রঙটা থমকে গেছে এক জায়গায়, যেখানে সুন্দরভাবে ভারসাম্য বজায় রেখেছে জঙ্গল থেকে আসা লতাপাতার ফাঁস ভেদ করে জেগে ওঠা এক পাঁজা পাথরখণ্ড। যেখান থেকে এই গোলাপি খাঁড়িগুলো উঠে এসেছে, সেখানে প্রায়ই কিছু সরু পথ দেখা যাচ্ছে, যেগুলো মাটি থেকে পেঁচাল বাঁক নিয়ে উঠে এসেছে ওপরের দিকে।

'এই পথগুলো কারা তৈরি করেছে ?'

প্রশ্নটা করে থামল জ্যাক, ঘাম মুছল মুখ থেকে। র‍্যাল্‌ফ গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে, নিশ্বাস আটকে রেখেছে সে।

'মানুষের তৈরি নাকি ?'

'না, জীবজন্তুর।'

মাথা নেড়ে বলল জ্যাক।

গাছের নিচে জমে থাকা অন্ধকারের দিকে আধবোজা চোখে উঁকি দিল র‍্যাল্‌ফ। বনের ভেতর সূক্ষ্ম একটা স্পন্দন জাগল, যেন আমন্ত্রণ এল,

'এগিয়ে চল।'

খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে যে ওদের খুব কষ্ট হচ্ছে, তা নয়। মুশকিলটা বেধে যায় তখন, মাঝে মধ্যে যখন ওরা ঝুপ্ করে পড়ে যায় ঝোপঝাড়ের গর্তে। সেখানে বুনো লতার কাণ্ড আর শেকড়গুলো মিলে এমন জট পাকিয়েছে, তিনজনকে সেসব ভেদ করে বেরিয়ে আসতে হয় ঠিক নরম ছুঁচের মতো। বাদামি মাটি আর মাঝে মধ্যে পাতার ফাঁকফোকর গলে আসা মৃদু আলো ছাড়া ওদের গাইড বলতে রয়েছে শুধু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যাওয়া মোটা তারের মতো বুনোলতা।

যেভাবেই হোক, এগোচ্ছে ওরা।

লতাপাতার জটে আটকে থাকা অবস্থাটা হচ্ছে ওদের সবচেয়ে কঠিন সময়। র‍্যাল্‌ফ তখন জ্বলজ্বলে চোখে অন্য দু জনের দিকে তাকিয়ে বুনো আনন্দ প্রকাশ করছে।

'ওয়াক্কো !'

র‍্যাল্‌ফের কথায় আবার সাড়া দিচ্ছে আরেক জন।

'জাদু–জাদু !'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিচ্ছে তৃতীয় জন।

'ফাটাফাটি !'

ওদের এই আনন্দের কারণটা স্পষ্ট নয়। তিনজনই গরমে কাহিল, ধুলোয় ধূসর এবং পরিশ্রান্ত। শরীরের এখানে সেখানে আঁচড় লেগে বড্ড বিচ্ছিরি অবস্থা র‍্যাল্‌ফের। উরু সমান পুরু লতা ঝোপগুলোতে র‍্যাল্‌ফ আগে পা রাখছে বলে ঝড়ঝাপ্টা সব ওর ওপর দিয়েই যাচ্ছে। র‍্যাল্‌ফ যখন পা সরিয়ে নিচ্ছে, ছোট্ট হলেও একটা করে সুড়ঙ্গ রেখে যাচ্ছে আবার পা ফেলার জন্যে। র‍্যাল্‌ফের বাকি দুই সঙ্গী পা রাখছে এই সুড়ঙ্গে। নিছক পরীক্ষা করে দেখার জন্যে জোরে চিৎকার দিল র‍্যাল্‌ফ এবং তিনজন কান পেতে দূরে মিলিয়ে যাওয়া প্রতিধ্বনি শুনতে পেল।

‘এটা সত্যিকারের একটা গোয়েন্দাগিরি’, বলল জ্যাক। ‘আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এর আগে কেউ কখনো আসে নি এখানে।’

র‍্যাল্‌ফ বলল, ‘আমাদের একটা মানচিত্র তৈরি করা উচিত, কিন্তু শুধু কাগজের অভাবেই সেটা বুঝি হবে না।’

সাইমন বলল, ‘গাছের বাকলে আঁচড় কেটে এবং কালো কিছু ঘষে আমরা এই মানচিত্রের কাজ সারতে পারি।’

হতাশার মাঝেও আবার দৃষ্টি বিনিময় হল। তিনজনের চোখেই ঝিলিক। আগের মতো একেক জন একেক ধ্বনি ছেড়ে আনন্দ প্রকাশ করল।

‘ওয়াক্কো !’

‘জাদু-জাদু !’

কারো মাথার ওপর আর দাঁড়ানোর জায়গা নেই। এ সময় আবেগের বশে র‍্যাল্‌ফ সাইমনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার ভান করল। গোধূলির আলোতে দাঁড়ানো তিনজনকেই খুব সুখী মনে হল।

আবার যখন ওরা এক লাইন থেকে আলাদা হল, র‍্যাল্‌ফই প্রথম কথা বলল, ‘চল, সামনের দিকে এগোই।’

পাহাড়ের ওপাশে যে গোলাপি গ্রানাইট, তাতে বুনো লতাপাতা এবং গাছগাছালির ঘনত্ব কম। কাজেই তিনজন দুলকি চালেই এগোতে পারল পথটা ধরে। সামনে আরো খোলামেলা। ক্ষণিকের জন্যে বিস্তৃত সাগর দেখতে পেল ওরা। খোলা জায়গা বলে শেষ বিকেলের রোদও এসে লাগল গায়ে। এতক্ষণ ছায়ার ভেতর ভ্যাপসা গরমে সিদ্ধ হওয়ার ফলে ঘামে ভিজে গিয়েছিল গায়ের পোশাক, রোদের আঁচে এখন শুকিয়ে গেল ঘামভেজা পোশাক। অবশেষে দেখা গেল, পাহাড়ের গোলাপি খাড়া গা বেয়ে হাঁচড়পাঁচড় করে চুড়োর দিকে এগোচ্ছে তিনজন। পাহাড়ের অন্ধকার স্থানগুলো সন্তর্পণে এড়িয়ে গেল ওরা। পথ হিসেবে বেছে নিল ছোট ছোট ঢালগুলোর মাঝখানের জায়গা এবং ধারাল পাথরগুলোর ঢালু অংশ।

সহসা জ্যাক চিৎকার দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবার, ‘দেখ ! দেখ!’

দ্বীপের এই শেষ প্রান্তে এসে, পাহাড়ের এত উঁচুতে বিক্ষিপ্ত পাথরখণ্ডগুলো একটার পর একটা বসে কিছু স্তূপ এবং খাড়া চিমনি তৈরি করেছে। একটা নয়, বেশ কটা। জ্যাক যে চিমনিতে হেলান দিয়েছে, ঘর্‌ঘরে কর্কশ শব্দে নড়ে উঠল ওটা তিনজনের সম্মিলিত ধাক্কা খেয়ে।

‘চালাও জোরে —’ বলে উঠল একজন।

কিন্তু জোরে চালিয়েও লাভ হল না। দুলে উঠল না চিমনিটা। তিনজন চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিল কাজটাকে। ছোটখাটো একটা মোটর গাড়ির আকৃতির খাড়া পাথরখণ্ডটায় আরো জোর খাটাল ওরা।

‘হেঁইও !’

এবার দুলে উঠল ওটা। সামনে-পেছনে দোল খেতে লাগল মৃদু ছন্দে।

‘হেঁইও !’ জোশ এসে গেছে ওদের।

পেন্ডুলামের মতো দুলুনি বাড়ছে চিমনির মতো পাথরখণ্ডটার, দুলতে দুলতে এক সময় ভারসাম্য বজায় রাখার শেষ সীমায় পৌঁছুল ওটা—বাড়ছে দুলুনি—বাড়ছে—

‘হেঁইও !’

বড়সড় পাথরখণ্ডটা টলে উঠল এবার, কোনোরকমে দাঁড়াল একটা কোনায় ভর দিয়ে, আর ফিরে এল না সামনের দিকে, উঠে গেল শূন্যে, পড়ে গেল, সশব্দে আঘাত করল নিচে, ডিগবাজি খেল, আবার লাফ মেরে উঠল শূন্যে, শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলে সবেগে ধাঁই করল নিচের দিকে এবং শেষে গাছপালার মাথাগুলো দিয়ে তৈরি বনের চাঁদোয়ায় গভীর এক গর্ত করে হুড়মুড়িয়ে নেমে গেল নিচের দিকে। পাথরটার পতন-শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল চারদিকে, ভয়ার্ত পাখিরা উড়ে গেল ডানা ঝাপ্টে, বাতাসে ভাসতে লাগল সাদা আর গোলাপি ধুলো, বনের একদম নিচের জমিটা যেন নাড়া খেয়ে গেল কোনো খেপা দানবের তাণ্ডবে, তারপর আবার স্থির গোটা দ্বীপ।

'ওয়াক্কো !' আনন্দধ্বনি করল একজন।

'ঠিক যেন একটা বোমা !'

'ওয়াও !'

মিনিট পাঁচেক এই আনন্দ-উল্লাসে মেতে রইল তিনজন। শেষে আবার পথ চলা।

এরপর চুড়োয় ওঠার পথটা সহজ হয়ে এল। পাথুরে পথটার শেষ প্রান্তে এসে থামল র‍্যাল্‌ফ। বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল,

'দারুণ !'

ওরা এখন বৃত্তাকার একটা ঠোঁটের ওপর দাঁড়িয়ে, কিংবা অর্ধবৃত্তাকারও বলা যায় পাহাড়ের পার্শ্বদেশের এই জায়গাটাকে। এখানে রয়েছে এক ধরনের নীল ফুলের প্রাচুর্য। ফুলগুলো ফুটে আছে এক প্রকার পাহাড়ি লতানো গাছে। গাছগুলো পাহাড়ের গা উপচে ঝুলে পড়েছে নিচে, ফাটলগুলো ছাপিয়ে নিচের দিকে গিয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে বনের চাঁদোয়া জুড়ে। বাতাসে অজস্র প্রজাপতির মেলা। উঠছে, ডানা নাড়ছে, নিচে স্থির হয়ে বসছে।

বৃত্তাকার ঠোঁটের ওপর পাহাড়ের চৌকো চুড়ো। শিগগিরই এই বর্গাকার চুড়োয় দাঁড়িয়ে গেল তিনজন।

ওরা আগেই ভেবেছিল, এটা চারদিকে সাগরবেষ্টিত গোলাপি পাহাড়শোভিত দ্বীপ, যেখানকার বাতাসে রয়েছে এক ধরনের স্ফটিক স্বচ্ছতা। অন্য রকম একটা সহজাত প্রবৃত্তি থেকে ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে এই ভূখণ্ডের চারদিকে সাগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে। কিন্তু পাহাড় শীর্ষে দাঁড়িয়ে ওদের মনে হল, দ্বীপটা শুধু চারদিকে সাগরজলে ঘেরাই নয়, এই জলের পরিধি যোজন যোজন জুড়ে—দূরদিগন্তে বৃত্তাকার সীমারেখার ওপারে।

র‍্যাল্‌ফ অন্য দু জনের দিকে ফিরে বলল,

'এই দ্বীপটা এখন আমাদের।'

দ্বীপটার আকৃতি নৌকোর মতো। তবে আকারটা সুবিন্যস্ত নয়। এই প্রান্তে নৌকোর আকৃতি কুঁজের মতো, পেছনে এবড়োখেবড়োভাবে ঢালু হয়ে নেমে গেছে তীরের দিকে। দ্বীপের এই প্রান্ত ছাড়াও দু পাশে রয়েছে পাথরের স্তূপ, পাহাড়, গাছের মাথাগুলো এবং একটি করে খাড়া ঢাল। আর সামনে, নৌকো আকৃতির দ্বীপটার দৈর্ঘ্য বরাবর যে জমি, সেটা হালকাভাবে ঢালু হয়ে এগিয়ে গেছে। গোলাপি আভা ছড়ানো জমিটা ছেয়ে আছে গাছগাছালিতে। তারপর দ্বীপের পুরোটা সমতল জুড়ে জঙ্গল। ঘন সবুজ ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে, একদম শেষে শুধু গোলাপি একটা লেজ। ওদিকে পানিতে নেমে দ্বীপটা যেখানে শেষ, সেখানে তৈরি হয়েছে আরেকটা দ্বীপ। প্রায় বিচ্ছিন্ন একটা বড়সড় পাথরখণ্ড দুর্গের মতো করে রেখেছে জায়গাটাকে, সবুজ বরাবর আড়াআড়ি একটা মাথা তুলে দাঁড়ানো গোলাপি বুরুজ তৈরি করেছে ওটা।

পাহাড় চুড়োয় দাঁড়িয়ে চারপাশের সব কিছু অনুপুঙ্খভাবে দেখল তিনজন, তারপর তাকাল সাগরের দিকে। ওরা এখন অনেক উঁচুতে, দিনের শেষ লগ্ন গড়িয়ে চলেছে। তবে আলোর স্বল্পতার জন্যে সামনের দৃশ্যপট চুরি করতে পারে নি মরীচিকা।

'ওটা একটা রিফ', বলে উঠল একজন। 'একটা কোরাল রিফ। এর আগে এ রকম ছবি দেখেছি আমি।'

এই কোরাল প্রবাল প্রাচীর দ্বীপের একটা পাশ ছাড়াও আরো কিছুটা অংশ ঘিরে রেখেছে। দ্বীপের যে অংশটাকে ওরা সৈকত বলে ধরে নিয়েছে, তার সমান্তরালে এই প্রবাল প্রাচীর চলে গেছে মাইলখানেকের মতো। যেন কোনো এক দানব দ্বীপটাকে নতুন করে গড়তে গিয়ে সবে চক–লাইন টানতে শুরু করেছিল, কিন্তু হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ায় কাজটা আর শেষ করা হয় নি। প্রবাল প্রাচীরের এপাশে, ময়ূররঙা পানিতে বড় বড় পাথর আর জলজ উদ্ভিদ মিলে সুন্দর একটা অ্যাকুয়ারিয়াম তৈরি করেছে, প্রাচীরের ওপাশে রয়েছে গভীর নীল সাগর। ফেনার মুকুট পরা সাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে প্রবাল প্রাচীরের গায়ে। পরমুহূর্তে ফেনাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ছে দূরে। ক্ষণিকের জন্যে ওদের কাছে মনে হল দ্বীপটা যেন সত্যিই একটা নৌকো হয়ে খুব ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে।

জ্যাক নিচের দিকে এক জায়গা দেখাল,

'ওই যে, ওখানে আমরা অবতরণ করেছি।'

নিচের চড়াই–উৎরাই পেরিয়ে ঘন গাছগাছালির মাঝে বড়সড় একটা গর্ত দেখা গেল। সেখানে টুকরো হয়ে আছে কিছু ডালপালা, গাছের গুঁড়ি। তারপর সরু যে টানা পথটা সাগরের দিকে চলে গেছে, সেটা ধরে কিছু দূর এগোলে এক জায়গায় শুধু ঝালরের মতো একটা তালবাগান। লেগুনের দিকে ঝুঁকে থাকা সেই মঞ্চটাও দেখা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে মঞ্চের ধারেকাছে সচল কিছু পোকার মতো কায়া।

র‍্যাল্‌ফই প্রথম দেখতে পেল আঁকাবাঁকা রেখার মতো পথটা। ওরা যে ন্যাড়া জায়গাটায় দাঁড়িয়ে, তার নিচ থেকে চলে গেছে গিরিখাতের মতো এই পথ। ফুটে থাকা ফুলগুলোর মাঝ দিয়ে পথটা ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে একদম নিচে, যেখানে বুনো লতাপাতায় ছাওয়া সেই সরু পথটার শুরু।

'এটাই হচ্ছে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার পথ।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে তিনজনের চোখ, মুখে কথার তুবড়ি, মনে আনন্দের ঢেউ। ওরা এখন বন্ধু বনে গেছে। একসঙ্গে উপভোগ করছে কর্তৃত্বের অধিকার।

'গ্রাম থেকে যে ধোঁয়া ওঠে, সেটা নেই এখানে', বিজ্ঞের মতো বলল র‍্যাল্‌ফ।

'কোনো নৌকোও নেই। 'আমরা পরে আরো নিশ্চিত হব এ ব্যাপারে, তবে আমার মনে হচ্ছে এখানে আদৌ কোনো জনবসতি নেই।'

'আমাদেরকে খাবার যোগাড় করতে হবে', বলল জ্যাক। 'শিকার করতে হবে, বিভিন্ন জিনিস ধরতে হবে...যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উদ্ধার না পাচ্ছি।'

সাইমন তাকাল ওর দুই সঙ্গীর দিকে, তবে বলল না কিছু। শুধু সামনে পেছনে চুল দুলিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াচ্ছে ওর চেহারা থেকে।

র‍্যাল্‌ফ অন্য দিকে তাকাল, সেদিকটায় আদৌ কোনো প্রবাল প্রাচীর নেই।

'ওদিকটা এখানকার চেয়ে খাড়া', বলল জ্যাক।

র‍্যাল্‌ফ হাতটাকে কাপের মতো বানিয়ে বলল,

'ওখানে যে অল্প একটু বন রয়েছে... এই পাহাড়েও আছে সে বন।'

পাহাড়ের প্রতিটা খাঁজেই নানা রকম গাছ আর ফুলের সমারোহ। এখন এই পাহাড়ি বন ওদের সাথে ঘুরছে, গর্জন করছে, হুটোপুটি খাচ্ছে। সবচেয়ে কাছের যে পাহাড়ি ফুলগুলো, নেচে বেড়াচ্ছে ডানা ঝাপ্টানোর মতো করে। আধা মিনিটের মতো মৃদুমন্দ বাতাস ঠাণ্ডা পরশ বোলাল তিনজনের চোখেমুখে।

র‍্যাল্‌ফ দু হাত ছড়িয়ে বলল, 'এখানকার সবই আমাদের।'

হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ছে ওরা, স্খলিত পায়ে হাঁটছে এবং গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিচ্ছে পাহাড়ের ওপর থেকে।

'খিদে পেয়েছে আমার।'

সাইমনের এ কথায় অন্য দু জন সজাগ হল। ওদেরও খিদে পেয়েছে।

'চল, ফেরা যাক', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'যা জানার ছিল, তা তো আমরা জেনে নিয়েছি।'

একটা পাথরখণ্ডের ঢাল বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল ওরা। পড়ল গিয়ে ফুল বাগানে, তারপর গাছের নিচ দিয়ে এগিয়ে চলল তিনজন। মাঝে একটু থেমে কৌতূহলী দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখল চারপাশের ঝোপঝাড়।

সাইমন কথা বলল প্রথম, 'দেখ, একদম মোমের মতো ওগুলো। মোমের ঝোপ। মোমের কুঁড়ি।'

চিরসবুজ কালচে একটা ভাব ঝোপগুলোতে। মিষ্টি একটা সৌরভ আসছে ঝোপগুলো থেকে। আলোর দিকে মুখ করে ভাঁজ হয়ে আছে মোমের মতো অজস্র সবুজ কুঁড়ি। জ্যাক ওর ছুরি দিয়ে কাটল একটা কুঁড়ি। তীব্র একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ওদের মাঝে।

'ঠিক যেন মোমের কুঁড়ি।' বলল জ্যাক।

'এগুলোতে আলো জ্বালতে পারবে না', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'দেখতেই শুধু মোমের মতো।'

'সবুজ মোম', অবজ্ঞার সাথে বলল জ্যাক। 'আমরা এসব খেতেও তো পারব না। চল, এগোই।'

ওরা এখন ঘন অরণ্যের প্রবেশমুখে। হঠাৎ একটা কিঁচকিঁচ শব্দ শুনে ওদের ক্লান্ত পাগুলো ব্যস্তভাবে এগোল একটা রেখা ধরে। তীক্ষ্ণ শব্দটার সাথে পথের ওপর শক্ত খুরের আঘাতও শোনা যাচ্ছে। এগোতে এগোতে ওরা যখন শব্দটার উৎসে গিয়ে পৌঁছুল, তীব্র একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে সেখানে। বুনো লতার জটাজালে পেঁচানো এক শূকরছানাকে আবিষ্কার করল ওরা। ভীষণ আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওটার। লতার জট থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রাণপণ, কিন্তু পারছে না। জটসুদ্ধ হাঁচড়েপাঁচড়ে খানিকটা যাওবা এগিয়ে আসে, রাবারের মতো টান খেয়ে আবার ফিরে যায় আগের জায়গায়। ওটার চিকন কণ্ঠে সূচ্যগ্রের তীক্ষ্ণতা, সেইসঙ্গে রয়েছে একগুঁয়ে একটা ভাব।

তিনজন মিলে ছুটে গেল সামনের দিকে এবং জ্যাক ওর ছোরাটা আবার বের করল বেশ জাঁকালভাবে। ছোরাসহ হাতটা শূন্যে তুলল সে। সহসা একটা বিরতি নেমে এল, একটা ফাঁক, শূকরছানাটা ক্রমাগত চিৎকার দিতে দিতে বারবার ঝাঁকুনি মারছে লতার জালে, এদিকে জ্যাকের হাড্ডিসার হাতের মুঠোয় ঝিলিক দিচ্ছে ছোরার ফলা। জ্যাকের সময়ক্ষেপণের সুযোগটা পুরোমাত্রায় নিল শূকরছানাটা। লতার জট থেকে কোনোরকম নিজেকে মুক্ত করেই ঝেড়ে মারল দৌড়। এক দৌড়ে গিয়ে সেঁধল একটা ঝোপের ভেতর। বোকা বনে গিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল তিনজন, সেইসঙ্গে বারবার তাকাতে লাগল শূকরছানার আতঙ্কের জায়গাটার দিকে। মুখের ফুটকিগুলোর নিচে সাদা হয়ে গেছে জ্যাকের

চেহারাটা। এতক্ষণে ওর খেয়াল হল, ছোরাসহ হাতটা এখনো রয়ে গেছে শূন্যে। হাতটা এবার নামিয়ে আনল ও। ছোরাটা আবার ভরে রাখল খাপের ভেতর। তারপর তিনজনই একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল লজ্জা পেয়ে এবং পা চালাল ফিরতি পথে।

'আমি আসলে একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম', বলল জ্যাক। 'ছোরাটা চালানোর এক মোক্ষম সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'ছোরা না চালিয়ে একটা শূকরকে বর্শা জাতীয় কিছু দিয়ে ঘা মারা উচিত', র‍্যাল্‌ফ বলল উত্তেজনা নিয়ে। ' আমি সব সময়ই একটা শূকরকে বিদ্ধ করার কথা শুনে এসেছি।'

'একটা শূকরের গলা কেটে রক্ত বের করে না দিলে তো তুমি মাংস খেতে পারবে না ওটার।' বলল জ্যাক।

'তা হলে তুমি ওটাকে জবাই করলে না কেন ?'

ওরা ভালো করেই জানে, কেন জ্যাক ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। জ্যান্ত শূকরটার গায়ে ছোরা বসালে রক্তের যে বান ছুটত, সেটা সহ্য করতে পারত না কেউ।

'আমি তো যাচ্ছিলাম', বলল জ্যাক। এ মুহূর্তে সবার সামনে ও। পেছনের দু জন স্বভাবতই মুখ দেখতে পারছে না ওর। 'বেছে নিচ্ছিলাম শূকরছানাটাকে আক্রমণ করার কোনো মোক্ষম জায়গা। পরেরবার ঠিক—!'

ঝট্‌কা মেরে ছোরাটা বের করে একটা গাছের গুঁড়িতে বসিয়ে দিল জ্যাক। ভাবেসাবে বোঝাল, এরপর আর ক্ষমা নেই ওই শূকরছানার। খুব সাহসী একটা ভাব নিয়ে চারদিকে তাকাল জ্যাক। তারপর ওরা পাহাড়-বন ছেড়ে সরাসরি সূর্যের আলোতে চলে এল। বুনো লতাপাতায় ছাওয়া সরু পথটা ধরে সৈকতের সেই মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় খাবার খুঁজে নিল তিনজন। শেষে মঞ্চে গিয়ে খেয়েদেয়ে সবাইকে নিয়ে সভা ডাকল।

দুই
পাহাড়-চূড়ায় আগুন

এর মধ্যে শাঁখ বাজানোর কাজ শেষ করেছে র‍্যাল্‌ফ। সবাই এসে জড়ো হয়েছে মঞ্চের ওপর। এই মিটিং এবং সকালের সভার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। শেষ বিকেলের রোদ এখন মঞ্চের অপর প্রান্ত থেকে তেরছাভাবে এসে পড়ছে। ছেলেরা এখন অনেকটাই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে রোদের প্রতি। সারা দিন যথেষ্ট পোড়া হয়েছে রোদে, আর কত ? সবাই এখন পরে নিয়েছে যার যার পোশাক। গায়কদলের ছেলেদের এখন একসঙ্গে আলাদা করাটা মুশকিল। তারা খুলে ফেলেছে তাদের ঢিলেঢালা আলখেল্লা।

র‍্যাল্‌ফ বসেছে একটা পড়ে থাকা গাছের গুঁড়িতে। এর বাঁ দিকে রোদের আলো, ডান দিকে বেশিরভাগই গায়কদলের ছেলেরা। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা রয়েছে র‍্যাল্‌ফের ডান দিকে, যারা এখানে অবতরণের আগে থেকেই পরস্পরকে জানে। ছোট ছোট ছেলেরা বসেছে র‍্যাল্‌ফের সামনে, ঘাসের ওপর।

সবাই এখন নিশ্চুপ। গোলাপি এবং ঘিয়ে রঙা শাঁখটা হাঁটুর ওপর রাখল র‍্যাল্‌ফ। সহসা এক ঝলক মৃদু বাতাস এসে ছড়িয়ে পড়ল মঞ্চে। র‍্যাল্‌ফ দাঁড়াবে না বসেই থাকবে—ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বাঁ দিকে গোসলের সেই পুকুরটার দিকে তাকাল ও। কাছেই বসে আছে পিগি, কিন্তু সে কোনো সাহায্য করল না র‍্যাল্‌ফকে।

শেষে র‍্যাল্‌ফ গলা পরিষ্কার করে বলল,

'ঠিক আছে, তা হলে শুরু করা যাক।'

সহসা র‍্যাল্‌ফ আবিষ্কার করল, যা ও বলতে চায়, বলে যাচ্ছে অনর্গল। নিজের সুন্দর চুলগুলোতে একটা হাত চালিয়ে সে বলে উঠল,

'একটা দ্বীপের ভেতর আছি আমরা। পাহাড়ের চুড়োয় উঠেছিলাম তিনজন, তখন দেখেছি চারদিকে শুধু থইথই পানি। কোনো ঘরবাড়ি দেখি নি আমরা, কোনো ধোঁয়াও চোখে পড়ে নি। কোনো পদচিহ্ন, কোনো নৌকো, কোনো মানুষ—কিছুই দেখতে পাই নি। জনবসতিহীন একটা দ্বীপের ভেতর আছি আমরা, যেখানে বাইরের একটি মানুষও নেই।'

'শিকারের জন্যে এখন আমদের একটা সৈন্যদল দরকার', এবার সরব হল জ্যাক। 'শূকর শিকারের জন্যে—'

'হ্যাঁ', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'শূকর আছে এই দ্বীপে।'

গোলাপি একটা জ্যান্ত প্রাণী লতাপাতার জঞ্জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে, দৃশ্যটা তিনজনই জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করল যার যার মতো।

'আমরা দেখেছি—' বলল জ্যাক।

'কিঁচকিঁচ করে চিৎকার দিচ্ছিল ওটা—' সাইমনের কথা।

'শেষে ওটা লতার জট ছিঁড়ে পালিয়ে গেল—' বলল র‍্যাল্‌ফ।

জ্যাক ঘ্যাচ্ করে ওর ছোরাটা বসিয়ে দিল একটা গাছের গুঁড়িতে এবং এক ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাকাল চারদিকে।'

ক্ষণিকের বিচ্যুতির পর আবার থিতু হল সভা।

'কাজেই তোমরা দেখতেই পাচ্ছ', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'মাংস পেতে হলে অবশ্যই আমাদের শিকারি দল দরকার। তা ছাড়া অন্যান্য জিনিসের জন্যেও একটা দল চাই।'

হাঁটুর ওপর থেকে শাঁখটা তুলে নিয়ে রোদপোড়া মুখগুলোতে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল র‍্যাল্‌ফ।

'যেহেতু এখানে বড়রা কেউ নেই, কাজেই আমাদের দেখাশোনা আমাদেরকেই করতে হবে।'

সবার মাঝে একটা গুঞ্জন উঠেই থেমে গেল আবার।

'এবং আরেকটা কথা', নিজের কথার খেই ধরল র‍্যাল্‌ফ। 'একসঙ্গে যেহেতু সবাই আমরা কথা বলতে পারব না, কাজেই স্কুলের মতো হাত তুলতে হবে।'

শাঁখটা মুখের সামনে তুলে ধরে চারপাশে দৃষ্টি বোলাল র‍্যাল্‌ফ। বলল, 'যে হাত তুলবে, তাকে এই শাঁখটা দেব আমি।'

'শাঁখ ?' একসঙ্গে অনেকেই এ প্রশ্ন তুলল।

'হ্যাঁ, এই খোলসটার নাম হচ্ছে শাঁখ', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'আমি এখন এই শাঁখটা দেব আমার পরের একজনকে। কথা বলার সময় এই শাঁখটা থাকবে তার হাতে।'

র‍্যাল্‌ফের এ কথায় দ্বিধা ফুটে উঠল কারো কারো কণ্ঠে।

'কিন্তু—'

'দেখ—'

র‍্যাল্‌ফ কারো কথায় কান না দিয়ে বলল, 'এবং যে কথা বলবে, আমি ছাড়া অন্য কেউ বাধা দিতে পারবে না তাকে।'

জ্যাক দাঁড়িয়ে গেল দু পায়ের ওপর।

'আমাদের কিছু আইনকানুন থাকবে।' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল জ্যাক। 'বেশ কিছু আইন ! কথা বলার সময় যখন কেউ কাউকে বাধা দেবে—'

কিন্তু চারদিক থেকে ওঠা চিৎকারে কথার খেই হারিয়ে ফেলল জ্যাক। বিটলামো করছে সবাই, একেক জন একেক রকম ধ্বনি দিচ্ছে।

' হুই—ওহ্ !'

'ওয়াক্কো!'

'বঙ !'

'ডইঙ্ক !'

র‍্যাল্‌ফ অনুভব করল, ওর কোলের ওপর থেকে কে যেন নিয়ে নিল শাঁখটা। পরমুহূর্তে দেখা গেল ঘিয়ে রঙা বড়সড় সামুদ্রিক খোলসটা হাতে দাঁড়িয়ে গেছে পিগি। নিমেষে থেমে গেল হইচই। জ্যাক এখনো দাঁড়িয়ে, এক ধরনের অনিশ্চয়তা নিয়ে র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকাল সে। র‍্যাল্‌ফের মুখে মৃদু হাসি, আলতো করে ও চাপড় দিচ্ছে গাছের গুঁড়িতে। জ্যাক বসে পড়ল ধপ্ করে। চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে সমবেত সবার দিকে পিট্‌পিট্ করে তাকাল পিগি, চশমার কাচ মুছতে লাগল শার্টের কোনা দিয়ে।

'তোমরা কিন্তু বাধা দিচ্ছ র‍্যাল্‌ফকে। সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, সেদিকে এগোতে দিচ্ছ না ওকে।'

এটুকু বলে থামল পিগি। বিশেষ একটা তাৎপর্য রয়েছে তার এই বিরতির। সবাই একদম চুপ।

পিগি শুরু করল আবার, 'এই যে আমরা এখানে আছি, এটা কে জানে বলো তো ? এ্যাঁ?'

একেক জনের কাছ থেকে একেক উত্তর এল।

'এয়ারপোর্টের লোকজন জেনে গেছে এতক্ষণে।'

'যে লোকটার হাতে ভেঁপুর মতো একটা জিনিস ছিল তিনি জানেন—'

'আমার বাবা জানেন।'

পিগি চশমাটা যথাস্থানে বসিয়ে বলল, 'কেউ জানে না—আমরা এখানে।'

আগের চেয়ে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে পিগিকে, নিশ্বাস যেন পড়ছে না। সে বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছিলাম, এটা হয়তোবা তাঁরা জানেন, কিংবা জানেন না। তবে আমরা যে এখানে আছি, এটা কেউ জানে না। কারণ আমাদের কেউ তো সেখানে যায় নি।' কথা শেষ করে এক মুহূর্ত সবার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল পিগি, তারপর বসে গেল সে। র‍্যাল্‌ফ তার হাত থেকে শাঁখটা নিয়ে বলল,

'আসলে এ কথাটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম তোমাদের। যখন তোমরা সবাই, সবাই মিলে...' আগ্রহী মুখগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে আনল র‍্যাল্‌ফ। 'আগুন ধরে ভূপাতিত হয় বিমানটি। কাজেই কেউ জানে না আমরা এখানে আছি। হয়তোবা এখানে অনেক দিন থাকতে হবে আমাদের।'

নিস্তব্ধতা এ মুহূর্তে এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছে, পিগির জোর করে শ্বাস টানার চেষ্টাটা পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে আরো খানিকটা তির্যক হয়ে গেছে রোদের আলো। মঞ্চের অর্ধেকটা এখন এই সোনালি আলোর দখলে। লেগুনের ওপর থেকে ঝিরঝিরে মৃদু হাওয়া এসে ছড়িয়ে পড়ছে মঞ্চ এবং দূরের বনে। কপালের ওপর ছড়িয়ে পড়া এলোচুল হাত দিয়ে পেছনে ঠেলে দিল র‍্যাল্‌ফ।

'বুঝতে পেরেছ', নিজের কথার সূত্র ধরে বলল ও। 'এজন্যে এখানে দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকতে হতে পারে আমাদের।'

কেউ কোনো কথা বলল না। র‍্যাল্‌ফই বরং হেসে ফেলল আচম্বিতে। সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল,

'তবে এটা একটা ভালো দ্বীপ। আমরা— মানে জ্যাক, সাইমন এবং আমি— তিনজন উঠেছিলাম পাহাড়ে। সত্যিই দারুণ ! খাবার আছে, পানি আছে, এবং—'

'বড় বড় পাথরখণ্ড আছে—' বলল জ্যাক।

'নীল কিছু ফুল আছে—' সাইমনের কথা।

পিগি ইতোমধ্যে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। র‍্যাল্‌ফের হাতের শাঁখটা সে দেখাল জ্যাক এবং সাইমনকে, অর্থাৎ শাঁখ হাতে যখন কেউ কথা বলবে, তার কথায় বাগড়া দেওয়া বারণ। জ্যাক আর সাইমন সঙ্গে সঙ্গে চুপ মেরে গেল।

র‍্যাল্‌ফ বলে চলল, 'সেই যখন অপেক্ষা করছি, এই দ্বীপে সুন্দর সময় কাটাতে পারি আমরা।'

ইঙ্গিতে ঘটা করে বোঝাল র‍্যাল্‌ফ, 'এখানে আমাদের জীবনটা হতে পারে একটা বইয়ের মতো।'

মুহূর্তেই একটা জোরালো গুঞ্জন উঠল।

'ট্রেজার আইল্যান্ডের মতো—'

'সোয়ালোজ অ্যান্ড আমজন্‌স—'

'কোরাল আইল্যান্ড—'

র‍্যাল্‌ফ হাতের শাঁখটা নেড়ে বলল,

'এটা হচ্ছে আমাদের দ্বীপ। দারুণ একটা দ্বীপ ! যতক্ষণ বড়রা এসে আমাদের উদ্ধার না করছে, ততক্ষণ এখানে খুব মজা করব আমরা।'

শাঁখটা নেওয়ার জন্যে হাত বাড়াল জ্যাক।

শাঁখটা নিয়ে সে বলল, 'এখানে শূকর আছে, খাবার আছে, ছোট্ট ওই পুকুরটাতে গোসলের পানি আছে—বলতে গেলে, সব কিছুই আছে। তোমরা কেউ এর মধ্যে আর কিছু খুঁজে পেয়েছ নাকি ?'

র‍্যাল্‌ফের কাছে শাঁখটা ফিরিয়ে দিয়ে আবার বসে পড়ল জ্যাক। দৃশ্যত আর কিছু কেউ খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হল না।

প্রথমে অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা লক্ষ করল গোঁ ধরা ছেলেটিকে। একদল ছোট ছেলে তাকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে সামনের দিকে, কিন্তু ছেলেটি যেতে চাইছে না। তার মুখের এক পাশে তুঁত-রঙা জন্মদাগ। ছেলেটি দাঁড়িয়েছে এখন। সবার টানাহেঁচড়ায় বড্ড কাহিল অবস্থা বেচারার। সোজা হয়ে পর্যন্ত দাঁড়াতে পারছে না। সবাই তাকে নিয়ে এমনভাবে মেতেছে, রীতিমতো মোচড়াচ্ছে তার ছোট্ট শরীরটা। সাইজে একেবারেই পিচ্চি ছেলেটি। কর্কশ ঘাসে পায়ের একটা বুড়ো আঙুল দিয়ে গর্ত করছে সে। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে ছেলেটি, এই কাঁদল বলে।

অন্যসব ছোট ছেলেরা ফিস্‌ফিস্ করছে তার কানের কাছে, তবে ফাজলামি করছে না কেউ, সবাই সিরিয়াস। বিশেষ একটা তাৎপর্য নিয়েই তারা র‍্যাল্‌ফের দিকে ঠেলে দিল ছেলেটিকে।

'ঠিক আছে', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'চলে এস তা হলে।'

ছোট্ট ছেলেটি ভয়ে ভয়ে তাকাল চারদিকে।

'হ্যাঁ, এবার যা বলার বলো!' উৎসাহ দেওয়া হল ছেলেটিকে।

শাঁখটা নেওয়ার জন্যে হাত বাড়াল ছেলেটি, অমনি সবাই হেসে উঠল হো-হো করে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি গুটিয়ে নিল তার হাত এবং কেঁদে ফেলল ভ্যাঁ করে।

'শাঁখটা ওকে নিতে দাও তোমরা !' চিৎকার করে বলল পিগি। 'ওকে নিতে দাও ওটা!'

শেষে র‍্যাল্‌ফই এগিয়ে এসে শাঁখটা ধরিয়ে দিল ছেলেটির হাতে, কিন্তু সবার অট্টহাসির তোড়ে উড়ে গেছে ছেলেটির কণ্ঠ। ঠিকমতো স্বর ফুটছে না। পিগি হাঁটু মুড়ে বসল তার পাশে, একটা হাত বড়সড় শাঁখটার ওপর রেখে কান পেতে শুনল ছেলেটির কথা। তারপর দোভাষীর মতো সবার কাছে খুলে বলল সব।

'ও জানতে চায়, সাপ জাতীয় প্রাণীর ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নিচ্ছ তোমরা।'

হেসে উঠল র‍্যাল্‌ফ, ওর সঙ্গে অন্যেরাও যোগ দিল এ হাসিতে। ছোট্ট ছেলেটি অপ্রস্তুত হয়ে আবার মোচড় খেতে লাগল।

র‍্যাল্‌ফ বলল, 'সাপ জাতীয় প্রাণী বলতে কী বোঝাতে চাইছ, খুলে বলো আমাদের।'

পিগি আবার দোভাষীর ভূমিকা নিয়ে বলল, 'ও এখন বিস্টির (Beastie) কথা বলছে।'

'বিস্টি?'

'এক ধরনের সাপ এটা। খুব বড় হয়ে থাকে আকারে। ওই সাপটাকে দেখেছে ও।'

'কোথায় ?'

'বনের ভেতর।'

একটানা ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে চলার কারণে কিংবা রোদ পড়ে যাওয়ার জন্যে এখন একটু ঠাণ্ডা বিরাজ করছে গাছগুলোর নিচে। ছেলেরা সেটা ভালো করেই অনুভব করছে এবং আলোড়িত হচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে।

'এ রকম একটা দ্বীপে বিস্টির মতো সাপ থাকতে পারে না', সদয় হয়ে ছেলেটিকে বোঝাল র‍্যাল্‌ফ। 'ওসব থাকে শুধু আফ্রিকা বা ভারতের মতো বড় বড় দেশে।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল একটা। মাথা নেড়ে সায় দিল সবাই।

'ও বলছে, অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছিল ওই বিস্টি।' বলল পিগি।

'তা হলে তো ওর কিছুই দেখতে পাওয়ার কথা নয় !'

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। সবাই ধ্বনি দিতে লাগল নানা রকম।

'তুমি কি তাই শুনেছ ?' পিগিকে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'ও বলছে এ কথা—অন্ধকারের ভেতর দেখেছে সাপটাকে ?'

'হ্যাঁ, ও তো এখনো বলছে যে, ওই বিস্টিটাকে দেখেছে। ওটা বেরিয়ে এসেই আবার চলে যায়। আবার বেরিয়ে আসে এবং ওকে হাঁ করে গিলতে আসে—'

'ও আসলে বিস্টি নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখছিল।'

হাসল র‍্যাল্‌ফ, নিজের কথার সমর্থন আদায়ের জন্যে সবার মুখের ওপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল। বড় ছেলেরা সায় দিল তার কথায়, কিন্তু ছোটদের ভেতর এখানে-ওখানে কয়েকজন বিচারবুদ্ধির ধার না ধেরে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

র‍্যাল্‌ফ জোর দিয়ে বলল, 'অবশ্যই একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে ও। ওই লতাপাতার জটের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল।'

ভারিক্কি চালে মাথা নেড়ে সায় দিল অনেকে। হ্যাঁ, দুঃস্বপ্নই হবে।

পিগি বলল, 'ও বলছে, সাপের মতো ওই বিস্টিকে ও অবশ্যই দেখেছে। রাতে ওটা আবার আসে কিনা—এটাই ওর ভয়।'

'কিন্তু এখানে তো বিস্টিফিস্টি নেই কিছু।'

'ও বলছে, আজ সকালের দিকে গাছের ডালে দড়ির মতো ঝুলছিল ওটা। ওর ভয়, আজ রাতে আবার আসে কিনা ?' ছোট্ট ছেলেটির একঘেয়ে কথাগুলো আবার আওড়াল পিগি।

র‍্যাল্‌ফও সেই একই উত্তর দিল, 'কিন্তু এখানে তো ওরকম কোনো কিছু নেই !'

একজনের মুখেও হাসি দেখা গেল না এবার এবং সবাই থমথমে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে রইল। র‍্যাল্‌ফ একসঙ্গে দু হাত চালিয়ে মাথার চুলগুলো ঠেলে দিল পেছনে। রাগ আর কৌতূহলের মিশেল একটা অভিব্যক্তি নিয়ে ছোট্ট ছেলেটির দিকে তাকাল ও।

জ্যাক শাঁখটা হাতে নিয়ে বলল,

'র‍্যাল্‌ফ অবশ্যই ঠিক বলেছে। এখানে সাপ জাতীয় কিছু নেই। এর-পরেও যদি কোনো সাপ থাকে, আমরা ওটাকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলব। আমরা তো সবার জন্যে মাংসের ব্যবস্থা করতে শূকর শিকারে যাচ্ছিই, তখন না হয় সাপও খুঁজে বেড়াব—'

'কিন্তু কোনো সাপ তো নেই !' র‍্যাল্‌ফ আবারো বলল সেই এক কথা।

'শিকারে গিয়ে এ ব্যাপারটাই নিশ্চিত করব আমরা।'

র‍্যাল্‌ফ বিরক্ত, এবং ঠিক এই মুহূর্তে পরাজিত। ওর মনে হল, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সামনের চোখগুলো কৌতুকহীন দৃষ্টিতে প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে।

'কিন্তু এখানে তো কোনো জন্তু-জানোয়ার নেই!'

নিজের অজান্তেই একটা কিছু জোরালো হয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফের মনের ভেতর। সেই শক্তির জোরে র‍্যাল্‌ফ চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু আমি বলছি তোমাদের, যে, এখানে কোনো হিংস্র পশু নেই !'

ছেলেরা সবাই নিশ্চুপ।

শাঁখটা আবার তুলে নিল র‍্যাল্‌ফ। পরের প্রসঙ্গটা মাথায় আসতেই স্বভাবসুলভ কৌতুকের ভাবটা ফিরে এল ওর মাঝে। বলল, 'এখন আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। পাহাড়ে ওঠার সময় এ ব্যাপারে চিন্তা করেছি আমি।'

পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়া অপর দুই সঙ্গীর দিকে পলকের জন্যে তাকিয়ে একটু হাসল র‍্যাল্‌ফ। হাসিতে ফুটে উঠেছে গোপন ফন্দি। কথার সূত্র ধরে র‍্যাল্‌ফ বলতে লাগল, 'এবং এই তীরে পা রাখার সময়ও মনে পড়েছে কথাটা। আমরা আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে থাকতে চাই এবং চাই—উদ্ধার পেতে !'

সভার সমবেত সদস্যদের মাঝ থেকে জোরালো কণ্ঠে আবেগপূর্ণ সমর্থন এল, যা বিশাল এক ঢেউয়ের মতো মনে হল র‍্যাল্‌ফের কাছে। এই ঢেউয়ের তোড়ে ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলল ও। কথা বলার জন্যে আবার নতুন করে ভাবতে হল ওকে। শেষে বলল,

'হ্যাঁ, আমরা উদ্ধার পেতে চাই, এবং অবশ্যই উদ্ধার পাব।'

চারদিকে কলগুঞ্জন উঠল। এক দিক দিয়ে যাচাই করতে গেলে র‍্যাল্‌ফ যা বলেছে, স্রেফ কথার কথা। কীভাবে সবাই এখান থেকে উদ্ধার পাবে, এ ব্যাপারে কোনো জুতসই যুক্তি দাঁড় করাতে পারবে না ও। এরপরেও র‍্যাল্‌ফের নতুন যে কর্তৃপক্ষ, তার একটা ওজন আছে, সেটাই প্রভাব খাটাল পরিবেশে। আশার আলো আর সুখের পরশ নিয়ে এল সবার জন্যে। আবার কিছু বলার জন্যে শাঁখটা নেড়ে কলগুঞ্জন থামিয়ে দিল র‍্যাল্‌ফ। বলল, 'নেভিতে আছেন আমার বাবা। তাঁর কাছে শুনেছি, কোথাও কোনো দ্বীপ অজানা নেই তাঁদের। তিনি বলেছেন, মানচিত্রভর্তি বিশাল এক ঘর আছে রানীর। সেখানে পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপের মানচিত্র রয়েছে। কাজেই এই দ্বীপের মানচিত্রও রয়েছে।'

আবারো আনন্দধ্বনি শোনা গেল, উৎফুল্ল হয়ে উঠল সবাই।

র‍্যাল্‌ফ বলে চলল, 'এবং আগে হোক বা পরে হোক, একটা জাহাজ অবশ্যই আসবে এখানে। এমনকি সেটা হতে পারে আমার বাবার জাহাজ। কাজেই চিন্তার কিছু নেই। দু দিন আগে বা পরে, উদ্ধার আমরা পাব ঠিকই।'

সবাইকে এভাবে আশার আলো দেখিয়ে বিরতি নিল র‍্যাল্‌ফ। ওর কথায় একটা নিশ্চয়তা খুঁজে পেল ছেলেরা। তারা এমনিতেই পছন্দ করে ফেলেছে র‍্যাল্‌ফকে, এবার শ্রদ্ধা জন্মাল। আনন্দে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাততালি দিল সবাই, উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগল র‍্যাল্‌ফের। লজ্জায় লাল হল র‍্যাল্‌ফ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিগির দিকে, হাততালি মেরে অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করছে পিগি। একেবারে উন্মুক্ত প্রশংসা। র‍্যাল্‌ফ এবার ফিরল অন্যদিকে, যেখানে আছে জ্যাক। বোকা সাজার ভান করে হাসল জ্যাক। সেও দেখাচ্ছে, কী করে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করতে হয়।

র‍্যাল্‌ফ শাঁখটা নেড়ে বলল,

'চুপ ! থাম সবাই ! কথা শোন !'

সভা চুপ হয়ে গেল। উচ্ছ্বাস নিয়ে র‍্যাল্‌ফ শুরু করল আবার,

'আরেকটা ব্যাপার। আমাদেরকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আমরা সাহায্য করতে পারি তাদের। যদি কোনো জাহাজ এই দ্বীপের কাছাকাছি আসে, আমাদেরকে তারা লক্ষ নাও করতে পারে। কাজেই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একটা কাজ করতে হবে। পাহাড়-চুড়োয় গিয়ে অবশ্যই ধোঁয়া তৈরি করতে হবে। এজন্যে জ্বালাতে হবে আগুন।'

'হ্যাঁ, আগুন ! আগুন জ্বালাতে হবে !'

উত্তেজনায় সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল সভার অর্ধেক ছেলে। শাঁখের কথা ভুলে গিয়ে জ্যাক চেঁচিয়ে উঠল,

'চল সবাই ! অনুসরণ কর আমাকে !'

পুরো তালতলা সরগরম হয়ে উঠল ছেলেদের কলগুঞ্জন আর নড়াচড়ায়। র‍্যাল্‌ফও দাঁড়িয়ে গেছে, চিৎকার করে বলছে সবাইকে চুপ হতে, কিন্তু কেউ কান দিচ্ছে না ওর কথায়। সহসা গোটা দল অনুসরণ করতে লাগল জ্যাককে, দ্বীপের ভেতরের দিকে এগোতে লাগল সবাই—এমনকি সেই ছোট্ট ছেলেটিও পিছু নিল। লতাপাতা, ভাঙা ডালপালা মাড়িয়ে এগিয়ে চলল তারা। পেছনে শাঁখ হাতে পড়ে রইল শুধু র‍্যাল্‌ফ আর পিগি।

পিগির শ্বাসপ্রশ্বাস ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

'এক্কেবারে শিশু !' ঘৃণার সাথে বলল পিগি। 'একদল শিশুর মতো করছে ওরা !'

র‍্যাল্‌ফ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল পিগির দিকে, হাতের শাঁখটা রাখল গাছের গুঁড়িতে।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি', বলল পিগি। 'চায়ের সময় চলে গেছে। এই অবেলায় কেউ বেরোয় ? আচ্ছা, বল তো, এখন পাহাড়ে গিয়ে কী করবে ওরা ?'

নিচু হয়ে শাঁখটাতে সযত্নে হাত বোলাল পিগি, তারপর তাকাল ওপরের দিকে। পরমুহূর্তে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে উঠল,

'আরে—র‍্যাল্‌ফ ! এই ! যাচ্ছ কোথায় ?'

র‍্যাল্‌ফ ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে এবড়োখেবড়ো জংলা পথটার প্রথম ধাপে। ওর সামনে যে লম্বা পথ, সেখান থেকে ভেসে আসছে ডালপালা মাড়ানোর শব্দ আর প্রাণবন্ত হাসি।

পিগি বিরক্তির সাথে র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকিয়ে বলল,

'এক্কেবারে একদল শিশু—'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিগি, নিচু হয়ে বাঁধল ওর জুতোর ফিতে। পাহাড়ের দিকে চলে যাওয়া ছেলেদের হাসি-কলগুঞ্জন মিলিয়ে গেছে ইতোমধ্যে। কাণ্ডজ্ঞানহীন ডানপিটে বাচ্চাদের সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাওয়া অভিভাবকের যে চেহারা হয়, ঠিক সেই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে পিগির চোখেমুখে। শাঁখটা শেষে তুলে নিয়ে জঙ্গলের পথটা ধরে এগোল ও।

পাহাড়-চুড়োর অপর প্রান্তে নিচের দিকে রয়েছে এক টুকরো বন। বলা যায় বনের একটা প্ল্যাটফর্ম। হাতটাকে আরেকবার কাপের মতো বানিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করল র‍্যাল্‌ফ,

'আমাদের প্রয়োজনীয় কাঠ ওখান থেকে পেতে পারি আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জ্যাক, আনমনে নিচের ঠোঁটটা টেনে লম্বা করল। ওরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে খাড়া শ খানেক ফুট নিচে এই জঙ্গল। জঙ্গলটা যেন ওদের জন্য জ্বালানি কাঠ যোগান দেওয়ার জন্যেই তৈরি হয়ে আছে। একে তো পর্যাপ্ত মাটির অভাব, তার ওপর ভ্যাপসা গরম, সব মিলিয়ে পরিপূর্ণভাবে বেড়ে ওঠার কোনো সুযোগ নেই ওখানকার গাছগুলোর। ফলে অল্প একটু বেড়েই পড়ে যায় ঝুপ্ করে। তারপর রোদে শুকিয়ে

খট্‌খটে হয়ে ক্ষয় পেতে থাকে। বুনো লতা দোলনার মতো জড়িয়ে আছে মৃত গাছগুলোতে। এর মধ্যেই নতুন নতুন চারাগাছ পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছে ওপরের দিকে।

জ্যাক তাকাল গায়কদলটার দিকে। তারা ইতোমধ্যে তৈরি। সবার মাথায় বিশেষ কালো টুপি। দলের সাম্য বজায় রাখার টুপিটা ঢালু হয়ে আছে এক কানের ওপর।

জ্যাক আদেশের সুরে বলল,

'কাঠের একটা স্তূপ গড়ে ফেলব আমরা। চল সবাই।'

নিচে নামার জন্যে একদম মনের মতো একটা পথ খুঁজে পেল ওরা। সেই পথ ধরে সবাই নেমে গেল জঙ্গলে। কুড়িয়ে আনতে লাগল শুকনো কাঠ। ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ছেলেরাও হাত লাগাল এ কাজে, শুধু পিগি রইল বাদ। বেশিরভাগ শুকনো কাঠ পচে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে, ধরলেই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির মতো। কিছু কাঠে ক্ষয় ধরে ধরে কিছুই আর বাদ নেই। কিছু কাঠে আবার ঘুণের রাজত্ব। এরপরেও আস্ত কিছু শুকনো কাঠ পাওয়া গেল। প্রমাণ সাইজের প্রথম একখণ্ডের শুকনো কাঠ পেল যমজ দু ভাই—স্যাম এবং এরিক। কিন্তু র‍্যাল্‌ফ, জ্যাক, সাইমন, রজার এবং মরিস হাত না লাগানো পর্যন্ত বড়সড় টুকরোটাকে উদ্ধার করতে পারল না দু ভাই। এভাবে একটু একটু করে শুকনো কাঠ নিয়ে পাহাড়-চুড়োয় জড়ো করল ওরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এ কাজ করতে গিয়ে প্রতিটা দলই কমবেশি অবদান রাখল। শেষে গড়ে উঠল একটা শুকনো কাঠের স্তূপ। একসময় র‍্যাল্‌ফ যখন আরেকবার শুকনো কাঠ নিয়ে আসার জন্যে নিচে নামল, সেখানে তখন শুধু জ্যাককেই পাওয়া গেল। বড়সড় একটা গুঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ওরা, তারপর দু জন মিলে তুলে নিল ভারী গুঁড়িটা। নরম আলোর এই মিষ্টি বিকেলে ঝিরঝিরে হাওয়ার ভেতর আরেকবার চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করল ওরা। এই আনন্দের মাঝে ফুটে উঠল বন্ধুত্বের অদৃশ্য আলো, অ্যাডভেঞ্চার এবং পরিতৃপ্তি।

'এই কাঠটা একটু বেশি ভারী।' মন্তব্য করল র‍্যাল্‌ফ।

জ্যাক পাল্টা হেসে বলল,

'আমাদের দু জনের জন্যে মোটেও ভারী নয়।'

দু জন মিলে কষ্টেসৃষ্টে শেষমেশ পাহাড়ের মাথায় নিয়ে এল কাঠটাকে। একসঙ্গে সুর করে এক-দুই-তিন বলে বড়সড় গুঁড়িটাকে ছুড়ে মারল বিশাল স্তূপের ওপর। ঠকাস করে গুঁড়িটা পড়ল গিয়ে, দু জন পিছিয়ে এসে হাসতে লাগল আনন্দে। র‍্যাল্‌ফের আনন্দ মানেই উলটো হয়ে মাথার ওপর দাঁড়ানো। এবারো তাই করল ও। এদিকে নিচে এখনো কষ্ট করে যাচ্ছে ছেলেরা। অবিশ্যি ছোটরা কয়েকটি ইতোমধ্যে কাঠ যোগাড়ের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। নতুন এই জঙ্গলটাতে ফলপাকড় খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। এই অবিসংবাদিত দুই ধীশক্তি যমজ দু ভাই দুইয়ে দুইয়ে চার মুঠি শুকনো পাতা এনে ছড়িয়ে দিল কাঠের স্তূপটার ওপর। একে একে সবাই যখন মনে করল, যথেষ্ট কাঠ আনা হয়ে গেছে, তখন তারা নিচে যাওয়া বন্ধ করে দিল। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো গোলাপি পাহাড়-চুড়োয় দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিতে লাগল ওরা। একসময় শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল সবার এবং শুকিয়ে গেল গায়ের ঘাম।

উদগ্রীব একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করছে সবাই। তাদের সামনে অস্বস্তিতে পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফ আর জ্যাক। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। লজ্জাকর একটা পরিস্থিতি। কীভাবে যে নিজেদের এই ব্যর্থতা ওরা প্রকাশ করবে, বুঝে উঠতে পারছে না।

র‍্যাল্‌ফই সরব হল প্রথম। লাজরাঙা চেহারা নিয়ে জ্যাককে বলল,

'পারবে তুমি ?'

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলল ও,

'পারবে আগুন জ্বালাতে ?'

অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেল সবার সামনে। জ্যাকও এবার লাল হয়ে গেল লজ্জায়। অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করতে লাগল সে।

'দুটো লাঠি ঠোকাঠুকি করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। শুধু ঘষাঘষি—'

আমতা-আমতা করে থেমে গেল জ্যাক। এক পলক তাকাল র‍্যাল্‌ফের দিকে। বোকার মতো নিজেদের এই ব্যর্থতার কথা বলে দিয়েছে ও।

'কারো কাছে দেশলাই আছে ?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাল্‌ফ।

'বাদ দাও এসব', বলল রজার। 'এরচেয়ে বরং একটা ধনুক বানিয়ে তীর ছুড়ে দাও।'

হাতে হাত ঘষে মূকাভিনয় করে দেখাল রজার। মুখে বলল, 'শ্-শ্-শ্ !'

হালকা বাতাস খেলে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপর। এর মধ্যে পিগি এসে হাজির। পরনে শর্টস এবং শার্ট। বহুকষ্টে সতর্কতার সাথে বন পেরিয়ে উঠে এল সে। গোধূলির আলো ঝিলিক দিচ্ছে তার চশমার কাচে। এক হাতে সেই শাঁখটাকে ধরে রেখেছে পিগি।

র‍্যাল্‌ফ তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'পিগি ! কোনো দেশলাই আছে তোমার কাছে ?'

র‍্যাল্‌ফের কথাগুলো পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল অন্যেরা। পিগি মাথা নেড়ে জানাল—না, নেই দেশলাই। কাঠের স্তূপটার পাশে এসে দাঁড়াল সে।

'আরি-ব্বাপ্ ! বেশ বড় একটা স্তূপ গড়ে ফেলেছ তো ! কি—তোমরা কর নি এটা ?'

জ্যাক হঠাৎ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ওর চমশাটাকে অতশী কাচ হিসেবে ব্যবহার করা যায় !'

পিগি পিছু হটে যাওয়ার আগেই তাকে ঘিরে ধরল সবাই।

'আরে—যেতে দাও আমাকে !' জ্যাক চশমাটা কেড়ে নিতেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল পিগি। 'এই ফাজিল রাখো তোমার চালাকি ! ফিরিয়ে দাও চশমাটা ! চশমা ছাড়া দেখতে খুব কষ্ট হয় আমার ! তোমরা কিন্তু এই শঙ্খ-আইন ভাঙছ !'

র‍্যাল্‌ফ কনুই দিয়ে সরিয়ে দিল পিগিকে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল কাঠের স্তূপটার পাশে। সবাইকে লক্ষ করে বলল, 'আলো থেকে সরে দাঁড়াও তোমরা।'

পরস্পরকে ওরা টেনে এবং ঠেলে সরিয়ে দিল সূর্যের আলোর দিক থেকে। কলগুঞ্জন শোনা গেল—আহা, ওখান থেকে সরে যাও, ওখানে দাঁড়িও না ইত্যাদি। র‍্যাল্‌ফ চশমার লেন্স আগুপিছু করে হেলে পড়া সূর্যের জ্বলজ্বলে সাদা একটা ফোঁটা ফেলল পচা একটা কাঠের ওপর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হালকা একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠল, খুক্‌খুক্ করে কেশে উঠল র‍্যাল্‌ফ। জ্যাকও এবার হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল র‍্যাল্‌ফের পাশে, মৃদু ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিল ধোঁয়া। ফলে ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা আরো মোটা হয়ে গেল এবং জ্বলে উঠল খুদে অগ্নিশিখা। সূর্যের আলোতে প্রথমে প্রায় দেখাই গেল না আগুনের এই শিখা, ছোট্ট এক ডালকে পুড়িয়ে বড় হল ওটা, উজ্জ্বল রঙ হল, তারপর ফট্ করে একটা তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বড়সড় একটা ডালকে গিয়ে ধরল। আগুনের শিখা লক্‌লক্ করতে লাগল আরো উঁচুতে এবং ছেলেরা সবাই আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠল।

'আমার চশমা !' পিগির কণ্ঠে গোঙানি। 'ফিরিয়ে দাও আমার চশমা !'

র‍্যাল্‌ফ উঠে দাঁড়াল এবার। সরে এল স্তূপটার পাশ থেকে। চশমাটা রাখল পিগির ব্যাকুলভাবে বাড়ানো হাতের ওপর। মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল পিগির ঘ্যানঘ্যান। বিড়বিড় করে সে বলতে লাগল,

'আরে—চশমা তো একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে। নিজের হাত দেখতেই কী কষ্ট হচ্ছে আমার—'

এদিকে অন্যসব ছেলেরা নাচছে রীতিমতো। কাঠগুলো শুকিয়ে এমন খটখটে হয়েছে, হলদে অগ্নিশিখার মাঝে অবলীলায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ ওপরের দিকে ধাঁই করছে আগুন। এ মুহূর্তে শূন্যে ফুট বিশেক লম্বা একটা দাড়ি তৈরি করেছে শিখা। অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে কয়েক গজ জায়গা জুড়ে প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছে এই আগুন, ঝিরঝিরে মৃদু বাতাসে এখন ঢেউ খেলে যাচ্ছে অজস্র স্ফুলিঙ্গের নদী। গুঁড়িগুলো পুড়ে টুকরো টুকরো হয়ে শেষে সাদা ছাইয়ে পরিণত হচ্ছে।

র‍্যাল্‌ফ চিৎকার করে উঠল,

'আরো কাঠ ! তোমরা সবাই গিয়ে আরো কাঠ নিয়ে এস!'

আগুনের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামল ওরা। ছেলেরা সব ছড়িয়ে পড়ল ওপরের বনে। কিন্তু পাহাড়-চুড়োয় আগুনের পতাকা জান্তবভাবে জিইয়ে রাখার চেষ্টাটা অচিরেই ঘুচে গেল এবং কেউ আর বাড়তি কোনো আগ্রহ দেখাল না। এমনকি সবচেয়ে ছোটরা, যারা ছোটখাটো কাঠের টুকরো এনে ফেলেছিল অগ্নিকুণ্ডে, ওরা পর্যন্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। ফল না হলে কাঠ এনে লাভ কী ? বাতাসের গতি আগের চেয়ে সামান্য বেড়েছে, ফলে হালকা একটা বেগ তৈরি হয়েছে। বাতাস যেদিক থেকে আসছে, আর যেদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে—দুইয়ের মাঝে পরিষ্কার একটা পার্থক্য ফুটে উঠেছে এখন। একদিকে বাতাসটা ঠাণ্ডা, এবং আরেকদিকে আগুন ঠেলে বেরিয়ে আসা বাতাসে প্রচণ্ড তাপের বুনো থাবা, যা নিমেষে কুঁচকে দেয় গায়ের রোম। স্যাঁতসেঁতে মুখে সান্ধ্য বাতাসে শীতল পরশ পেয়ে ছেলেরা থামল এই ভালোলাগার আমেজটুকু উপভোগ করার জন্যে। সবাই উপলব্ধি করল, বড্ড হাঁপিয়ে গেছে ওরা। ছায়ার ভেতর নিজেদের ছুড়ে দিল ছেলেরা, যে যার মতো শুয়ে পড়ল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাথরখণ্ডগুলোর ওপর। অগ্নিশিখার দাড়িটা দ্রুত খাটো হয়ে এল, তারপর স্তূপটা মৃদু পুট্‌পুট্ শব্দে বসে যেতে লাগল ভেতরের দিকে, সেইসঙ্গে স্ফুলিঙ্গের বিশাল এক গাছ ক্রমশ উঠছে ওপরের দিকে। স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে শূন্যে, বাতাসের টানে আবার নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। শুয়ে থাকা ছেলেরা এখন হাঁ করে হাঁপাচ্ছে কুকুরের মতো।

র‍্যাল্‌ফ ওর মাথাটা এক বাহুর ওপর তুলে নিয়ে বলল,

'মোটেও ভালো হল না ব্যাপারটা।'

গরম ধুলোর ওপর থুতু ছিটিয়ে রজার বলল,

'কী বলছ তুমি ?'

'ধোঁয়াটোয়া কিছুই তো হল না। হল শুধু আগুন।'

পিগি বসে আছে বড় বড় দুই পাথরখণ্ডের মাঝখানের খাঁজে। শাঁখটাকে হাঁটুর ওপর রেখেছে সে। পিগি বলল, 'কাজে লাগার মতো কোনো আগুন আমরা তৈরি করতে পারি নি। চেষ্টা না থাকলে ওরকম আগুন ধরে রাখব কী করে ?'

'তুমি খুব চেষ্টা করেছ, হোঁতকা বাবু', অবজ্ঞার সাথে বলল জ্যাক। 'এবার বক্‌বক্ না করে চুপটি করে বসে থাক ওখানে।'

'আমরা ওর চশমা ব্যবহার করেছি', পিগির পক্ষ নিল সাইমন। হাতের ওপর গাল রাখায় হাতের কালি সব লেগে যাচ্ছে তার গালে। 'এভাবে ও সাহায্য করেছে আমাদের।'

'শাঁখটা এখন আমার কাছে', ঘৃণা এবং রাগ প্রকাশ পেল পিগির কথায়। 'কাজেই আমাকে বলতে দাও !'

'পাহাড়-চুড়োয় এই শাঁখের কোনো মূল্য নেই', খেঁকিয়ে উঠল জ্যাক। 'কাজেই চুপ কর।'

'শাঁখটা এখন আমার হাতে।' একগুঁয়ে কণ্ঠ পিগির।

তার কথায় কান না দিয়ে মরিস বলল, 'শুকনো কাঠ রেখে সবুজ ডালপালায় আগুন দাও না। ধোঁয়া তৈরির এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়।'

'শাঁখটা কিন্তু আমার কাছে—' সেই একগুঁয়ে কণ্ঠ পিগির।

জ্যাক তার দিকে ফিরে ভীষণ মুখভঙ্গি করে বলল, 'এই বেটা—একদম চুপ !'

ভড়কে গেল পিগি। র‍্যাল্‌ফ তার হাত থেকে শাঁখটা নিয়ে তাকাল চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ছেলেদের ওপর। তারপর বলল, 'আগুনের ওপর সব সময় নজর রাখার জন্যে বিশেষ একটা দল গড়তে হবে আমাদের', দূর-দিগন্তরেখার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল র‍্যাল্‌ফ। 'এবং যদি আমরা এই ধোঁয়ার সঙ্কেতটা চালিয়ে যেতে পারি, তা হলে ওদিকে কোনো জাহাজ এলে দেখতে পাবে আমাদের। তখন ওরা এসে উদ্ধার করবে সবাইকে। আরেকটা কথা' আমাদেরকে আরো আইন মেনে চলতে হবে। যেখানে এই শাঁখ থাকবে, সেখানেই বসবে সভা। অর্থাৎ, এই পাহাড়েও কার্যকর হবে শঙ্খ-আইন।'

সবাই একবাক্যে মেনে নিল র‍্যাল্‌ফের কথা। পিগি কিছু একটা বলতে গিয়ে যেই হাঁ করেছে, অমনি চোখ পড়ল জ্যাকের চোখে, সঙ্গে সঙ্গে চেপে গেল মুখ। জ্যাক হাত বাড়িয়ে শাঁখটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঝুল-কালি লাগা হাতে নাজুক জিনিসটা সাবধানে ধরে সে বলল,

'র‍্যাল্‌ফের সঙ্গে আমি একমত। আমাদের কিছু আইন থাকবে এবং এই আইনকে আমরা মেনে চলব। যাই বল না কেন, আমরা তো আর অসভ্য নই। আমরা হচ্ছি ইংরেজ জাতি। এবং ইংরেজরা প্রতিটা দিক দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাদের সব সময় সঠিক কাজটি করতে হবে।'

এবার র‍্যাল্‌ফের দিকে ফিরল জ্যাক।

বলল, 'র‍্যাল্‌ফ—আমি আমার দল—আমার শিকারিদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেব, এবং আমরা আগুনটাকে সারাক্ষণ জিইয়ে রাখার দায়িত্ব নেব—'

জ্যাকের ঔদার্য অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়োল সবার। জ্যাক হেসে সাড়া দিল সবার বাহবায়। তারপর শাঁখটা আবার নাড়ল সবাইকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে। শেষে বলল,

'আমরা এখন নিভিয়ে ফেলব আগুন। রাতের আঁধারে কে দেখবে ধোঁয়া ? আমাদের ইচ্ছেমতো আবার আগুন জ্বালতে পারব আমরা। আল্টোস—এই সপ্তাটা তুমি করবে আগুনের তদারকি, এবং দলের বাকিরা আসবে পরে—'

ভারিক্কি চালে মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল সবাই। জ্যাক তার কথার সূত্র ধরে বলল,

'এবং আমরা বাইরের দিকেও দৃষ্টি রেখে যাব। যদি আমরা সাগরের কোনো জাহাজের দেখা পাই'—দিক নির্দেশ করল জ্যাকের হাড্ডিসার হাত, তার হাতটাকে একযোগে অনুসরণ করল সবার চোখ—'তখন সবুজ সব ডালপালা এনে রাখব আগুনের ওপর। ফলে আরো ধোঁয়া বেরোবে আগুন থেকে।'

গভীর একটা আগ্রহ নিয়ে সবাই তাকাল ঘন নীল দিগন্তরেখার দিকে, যেন যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ছোট্ট কালো চিহ্ন। উদ্ধারকারী কোনো জাহাজ।

পশ্চিমে হেলে পড়া নিস্তেজ সূর্যটাকে এখন এক জ্বলন্ত সোনার ফোঁটার মতো লাগছে। একটু একটু করে ওটা গড়িয়ে নামছে পৃথিবীর চৌকাঠের দিকে। সহসা সবার খেয়াল হল, সন্ধে নেমে আসছে, আজকের মতো এখানেই শেষ আলো আর গরম।

রজার শাঁখটা নিয়ে সবার দিকে তাকাল বিষণ্নদৃষ্টিতে। বলল,

'সাগরে কড়াভাবে নজর রেখে যাচ্ছি আমি। জাহাজের কোনো চিহ্নও চোখে পড়ে নি। হয়তোবা কোনোদিনই উদ্ধার পাব না আমরা।'

একটা গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল আবার। শাঁখটা আবার ফিরিয়ে নিল র‍্যাল্‌ফ। বলল,

'আমি তো আগেই বলেছি, কোনো একসময় উদ্ধার পাব আমরা। এজন্যে আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

রাগ আর ঘৃণা নিয়ে সাহস দেখাল পিগি, শাঁখটা নিয়ে বলল,

'এটাই তো আমি বলছিলাম ! আমাদের সভা এবং আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম আমি, আর তোমরা আমাকে চুপ করিয়ে দিলে—'

পরিষ্কার পাল্টা অভিযোগ পিগির। কিন্তু লাভ হল না কোনো। গলা ফাটিয়ে সবাই বসতে বলল তাকে।

পিগি রাজ্যের বিতৃষ্ণা নিয়ে খেদ ঝাড়ল, 'তোমরা বললে ছোটখাটো একটা আগুন তৈরি করবে, করলেও তাই। শুকনো কাঠ এনে জড়ো করলে খড়ের গাদার মতো। তোমরা যা বল তাই কর, তাতে কিছু হয় না। আর আমি কিছু বললেই যত দোষ, তোমরা চুপ করতে বল আমাকে। অথচ জ্যাক বা মরিস কিংবা সাইমন কিছু বললে—'

সবার তীব্র কোলাহলে থেমে গেল পিগি, দাঁড়িয়ে থেকে তাকাল ওদের পেছনে পাহাড়ের উঁচু ঢালের দিকে, যেখানকার বিস্তৃত জঙ্গলে শুকনো কাঠ খুঁজে পেয়েছে সবাই। সহসা পিগি এমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল, স্তব্ধ হয়ে গেল বাকিরা। পিগির চশমার ঝিলিকের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে। পিগির দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই খুঁজে দেখার চেষ্টা করল—কী এমন দেখে হাসছে ছেলেটি।

'তোমরা ঠিক তোমাদের এক চিলতে আগুন পেয়েছ।' টিপ্পনী কাটল পিগি।

বুনো লতাগুলো যেখানে শুকনো বা মৃতপ্রায় গাছগুলোকে জড়িয়ে রেখেছে, সেখানে ধোঁয়া উঠছে এখানে-ওখানে। সবাই যখন জঙ্গুলে জায়গাটার দিকে তাকিয়ে, এমন সময় হঠাৎ এক আঁটি শুকনো লতার শেকড়ে ফস্ করে জ্বলে উঠল আগুন। তারপর ঘন হয়ে উঠল ধোঁয়া। একটা গাছের গোড়ায় নাচানাচি করতে লাগল ছোট ছোট অগ্নিশিখা। শিখাগুলো ক্রমশ বাড়তে লাগল ওপরের দিকে। গাছের গুঁড়ি বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল পাতাগুলোতে এবং একটা ছোট ঝোপেও ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুন। দ্রুত ডাইভ দিয়ে নেমে যাচ্ছে আগুন, বাড়ছে তার সীমানা। শোঁ-শোঁ করে অগ্নিশিখা একটা গাছ ধরে আর উজ্জ্বল এক কাঠবিড়ালীর মতো তরতরিয়ে উঠে যায় ওপরের দিকে। ধোঁয়া বাড়ছে, জমছে, আর ছড়িয়ে পড়ছে বাইরের দিকে। বাতাসের পাখায় ভর করে শূন্যে লাফ দিচ্ছে কাঠবিড়ালী-আগুন এবং আঁকড়ে ধরছে আরেকটা দাঁড়িয়ে থাকা গাছ, সেটাকে খেয়ে ফেলে দ্রুত নামছে নিচের দিকে। গাছের পাতা এবং ধোঁয়ার ঘন কালো চাঁদোয়ার নিচে আগুন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে বনটাকে, খেয়েটেয়ে সাফ করে দিচ্ছে একেবারে। রাশি রাশি কালো এবং হলুদ ধোঁয়া ধীর ভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে সাগরের দিকে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন এবং তার অবাধ গতি এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে দিল ছেলেদের মাঝে। বুনো আনন্দে চিৎকার জুড়ে দিল তারা। আগুনের শিখাগুলো যেন এক ধরনের বুনো প্রাণী, জাগুয়ারের মতো পেটে হামাগুড়ি দিয়ে

এগোচ্ছে সার বেঁধে দাঁড়ানো বার্চের মতো কিছু চারাগাছের দিকে। কচি কচি এই গাছগুলো পালকের মতো গোঁজা বড়সড় পাথরখণ্ডের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা বাড়তি অংশ। আগুন গিয়ে প্রথমে ঝাপ্টা মারল গাছগুলোর সামনে, এবং ডালপালায় সংক্ষিপ্তাকারে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। আগুনের শিখার মূল অংশটা ক্ষিপ্রগতিতে ঢুকে পড়ল গাছগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে, তারপর দুলতে দুলতে ছেঁকে ধরল গোটা সারিটাকে। তিড়িংবিড়িং লাফাতে থাকা ছেলেগুলোর নিচে, বনের সিকি বর্গমাইল জুড়ে এখন আগুন আর ধোঁয়ার তাণ্ডব। আদিম একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেখানে। একেক জায়গায় একেক রকম শব্দে গাছপালা পোড়াচ্ছে আগুন, সব শব্দ মিলে রীতিমতো ড্রাম-রোল হচ্ছে। আর এই বিকট শব্দে যেন কেঁপে উঠছে পাহাড়।

পিগি আবারো টিটকিরির সুরে বলল, 'তোমরা তোমাদের ছোটখাটো আগুন পেয়েছ—না।'

হতবুদ্ধি র‍্যাল্‌ফ দেখে, ছেলেরা সব স্থির হয়ে আছে, কথা নেই কারো মুখে। ওদের নিচে যে প্রচণ্ড এক শক্তি এ মুহূর্তে মুক্তভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তার ভয়াবহতা এই প্রথম উপলব্ধি করল ও। এই উপলব্ধি আর আতঙ্ক মিলে বিগড়ে দিল ওর মেজাজ।

'আহ্, চুপ কর তো !' সরোষে পিগিকে ধমক দিল র‍্যাল্‌ফ।

'শাঁখটা এখন আমার কাছে', আহত গলায় বলল পিগি। 'কাজেই এখন কিছু বলার অধিকার আছে আমার।'

পিগির দিকে সবাই তাকাল ঠিকই, কিন্তু তার দিকে মন নেই কারো। কান সবার খাড়া হয়ে আছে আগুনের গুড়ুগুড়ু শব্দের দিকে। জ্বলন্ত নরকের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল পিগি, হাতের শাঁখটা নেড়ে বলল,

'গোটা বনটাই এখন আমাদের জ্বালানিকাঠ। এভাবে পুড়তে দেওয়া ছাড়া গতি নেই।'

ঠোঁট চাটল পিগি।

শুকনো কণ্ঠে বলল, 'কোনো কিছুই আর করার নেই আমাদের। আরো সাবধান হওয়া উচিত সবার। ভয় হচ্ছে আমার—'

আগুনের ওপর থেকে একরকম জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল জ্যাক।

ঘৃণার সাথে বলল, 'তুমি সব সময়ই ভয় পাও—হোঁদল কুতকুত !'

'শাঁখটা আমি নিয়েছি', নিরানন্দ ভাব পিগির মাঝে। র‍্যাল্‌ফের দিকে ফিরল সে। 'শাঁখটা এখন আমার কাছে, কী বল, র‍্যাল্‌ফ ?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জ্বলজ্বলে ভয়াল দৃশ্যটা থেকে চোখ ফেরাল র‍্যাল্‌ফ। পিগিকে বলল,

'তাতে কী ?'

'যেহেতু শাঁখ আছে, কাজেই কথা বলার অধিকারও আছে আমার।'

ফিক্‌ফিক্ করে হাসল যমজ দু ভাই।

একজন সকৌতুকে বলল, 'আমরা ধোঁয়া চেয়েছিলাম—হি-হি-হি—'

'এখন দেখ মজা—' আরেকজন যোগ দিল এই কৌতুকে।

পরদার মতো একটা আচ্ছাদন ছড়িয়ে পড়েছে দ্বীপ থেকে কয়েক মাইল জুড়ে। পিগি ছাড়া অন্য সবাই হাসতে শুরু করল চাপা কণ্ঠে। শেষে এই ফিক্‌ফিক্ হাসি জোরালো অট্টহাসিতে পরিণত হল। এখন গলা ফাটিয়ে একেকজন হাসছে হো-হো করে।

প্রচণ্ড রাগে বিগড়ে গেল পিগির মেজাজ।

সে ঝাঁজের সাথে বলল, 'শাঁখটা যেহেতু আমার কাছে, কাজেই তোমরা আমার কথা শুনবে। আমাদের প্রথম কাজটি হওয়া উচিত সৈকতের ধারে আশ্রয় গড়ে নেওয়া। কিন্তু প্রথম

কাজ হিসেবে র‍্যাল্‌ফ যেই আগুনের কথা বলেছে, অমনি তোমরা হইহল্লা করে চলে এলে পাহাড়ে। ঠিক একদল শিশুর মতো কাজ করেছ তোমরা !'

সবাই চুপচাপ হজম করতে লাগল পিগির তিরস্কার।

পিগি বলে চলল, 'যদি আগের কাজটি তোমরা আগে না কর, ঠিকভাবে না এগোও, তা হলে উদ্ধার পাওয়ার আশা করবে কীভাবে ?'

চোখ থেকে চশমা খুলে নিল পিগি এবং এমন একটা ভাব করল, যেন এখুনি রেখে দেবে শাঁখটা। কিন্তু সহসা বড় ছেলেদেরকে শাঁখটার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টাল পিগি। হাতের নিচে লুকিয়ে রাখার ভঙ্গিতে শাঁখটা ধরে রাখল সে। তারপর একটা পাথরখণ্ডের ওপর গুটিসুটি মেরে বসল। সবাইকে আবার শ্লেষের সাথে বলল,

'তারপর তোমরা যখন এখানে এলে, তৈরি করলে একটা অগ্নিকুণ্ড—যার আদৌ কোনো দরকার ছিল না। এখন যদি গোটা দ্বীপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তা হলে আমাদের এই কাণ্ডকারখানা কি হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে না ? এখন ফলপাকড় সব যদি পুড়ে যায়, তা হলে আমরা খাব কী ? আর শূকরগুলো আগুনে ঝলসে গেলে, মাংসের আশাও শেষ। এটা কিন্তু মোটেও হাসির ব্যাপার নয়। তোমরা র‍্যাল্‌ফকে নেতা বানালে, অথচ চিন্তা করার সময় দিলে না। যখন ও কিছু একটা বলছে তোমাকে, অমনি দিলে ছুট, ঠিক, ঠিক—'

শ্বাস নেওয়ার জন্যে থামল পিগি, আগুনের গর্জন শোনা গেল আবার।

'এবং এখানেই শেষ নয়', বলল পিগি। 'একদম ছোটদেরকেও নিয়ে এলে সঙ্গে। এই ছোটদের প্রতি কার খেয়াল ছিল বল তো ? কে জানে সংখ্যায় কতজন আমরা ?'

র‍্যাল্‌ফ হঠাৎ এক কদম এগোল সামনের দিকে।

বলল, 'আমি তো তোমাকে বলেছি, বলেছি সবার নামের একটা তালিকা তৈরি করতে!'

'কিন্তু আমি সেটা করব কীভাবে', পিগির কণ্ঠে রাগ। 'আমার একার পক্ষে কি এতকিছু সম্ভব ? ওরা মাত্র দু মিনিট থিতু ছিল এক জায়গায়, তারপর ক'জন গিয়ে নামল সাগরে, কেউ কেউ চলে গেল বনের ভেতর, এভাবে সবাই ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তখন আমি কীভাবে জানব—কার নাম কী ?'

র‍্যাল্‌ফ জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল ওর ফ্যাকাসে ঠোঁট।

বিমর্ষ কণ্ঠে বলল, 'তা হলে তুমি জান না, আমরা তখন কতজন জড়ো হয়েছিলাম সেখানে ?'

'তা জানব কী করে, বল ? এই যে পিচ্চিরা, ওরা তো পোকার মতো পিল্‌পিল্ করছিল। একটাও স্থির থাকে নি। তারপর তোমরা তিনজন ফিরে এসে যখন আগুনের কথা বললে, আবার শুরু হয়ে গেল দৌড়াদৌড়ি, এর মধ্যে আমি তো কোনো সুযোগই পাই নি—'

'যথেষ্ট হয়েছে !' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাল র‍্যাল্‌ফ। পিগির কাছ থেকে কেড়ে নিল শাঁখটা। 'যদি নামের তালিকা না করে থাক, তা হলে আর দরকার নেই।'

কিন্তু পিগি দমল না মোটেও। একই ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগল, 'তারপর আমি এখানে আসার পর তুমি আমার চশমা কেড়ে নিয়েছ—'

জ্যাক তেড়ে গেল পিগির দিকে,

'থামবে তুমি !'

কিন্তু কে শোনে কার কথা ? পিগি বলেই চলল, '—এবং যখন আগুন লেগেছে, তখনো ছোটদের দেখেছি ওখানে ঘোরাঘুরি করতে। এখনো যে ওরা বনের ভেতর নেই, সেটা জান কী করে ?'

পিগি উঠে গিয়ে ধোঁয়া আর আগুনের দিকে আঙুল তাক করল। ছেলেদের মাঝে ভ্রমর-গুঞ্জন উঠে থেমে গেল আবার। কিছু একটা হয়েছে পিগির, অদ্ভুত রকম আচরণ করছে, হাঁ করে হাঁপাচ্ছে সে শ্বাস নেওয়ার জন্যে।

'সেই যে ছোট্ট ছেলেটি', হাঁ করে দম নিল পিগি। 'যার মুখের একপাশে জন্মদাগ, তাকে তো দেখছি না। কোথায় সে এখন ?'

মৃত্যুর নীরবতা সবার মাঝে।

পিগি বলে চলল, 'সাপের কথা বলেছিল ছেলেটি। এ নিয়ে ভয় পাচ্ছিল। নিচে দেখেছিলাম তাকে—'

আগুনের ভেতর বোমার মতো বিদীর্ণ হল একটা গাছ। পরমুহূর্তে লম্বা লম্বা লতার মতো কী যেন লাফিয়ে উঠল শূন্যে, যন্ত্রণাধ্বনির মতো একটা শব্দ হল, লতাগুলো এক ঝলক দেখা দিয়েই পড়ে গেল আবার। সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল ছোটরা,

'সাপ ! সাপ ! ওই দেখ—সাপ !'

পশ্চিমে তখন সবার অজান্তে অস্ত যাচ্ছে সূর্য, সাগর থেকে মাত্র এক কি দুই ইঞ্চি ওপরে আছে ওটা। নিচ থেকে একটা লালচে আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে ছেলেদের মুখে। পিগি আবার ধপাস্ করে বসে পড়ল একটা পাথরের ওপর। দু হাতে আঁকড়ে ধরল পাথরটা।

একঘেয়ে সুরে আবার বলল, 'মুখে যার জন্মদাগ, সেই ছোট্ট ছেলেটি এখন কোথায় ? তাকে তো দেখছি না কোথাও।'

ছেলেরা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল পরস্পরের দিকে, সবার চেহারায় ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস।

'কোথায় এখন সে ?' জোরালো প্রশ্ন পিগির।

বিব্রত একটা ভাব নিয়ে বিড়বিড় করল র‍্যাল্‌ফ,

'হয়তোবা সে ফিরে গেছে সেই, সেই—'

কথাটা আর শেষ করা হল না র‍্যাল্‌ফের। থেমে গেল আপনাআপনি।

ওদের নিচে, পাহাড়ের উঁচু দিকটায় এখনো অবিরাম ফুট্‌ফাট্ করে চলেছে আগুন।

তিন
সৈকতে বসতি

দ্বিগুণ বাঁকা হয়ে গেছে জ্যাক। দৌড়বিদের ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে, স্যাঁতসেঁতে মাটি থেকে মাত্র ইঞ্চি কয়েক দূরে তার নাক। জ্যাকের মাথার ওপর তিরিশ ফুট উঁচুতে বড় বড় গাছ আর বুনো লতা মিলে যে আচ্ছাদন তৈরি করেছে, তার ভেতর সবুজ অন্ধকারে ডুবে আছে সে। জ্যাকের চারপাশে রয়েছে ঝোপ। ট্রেইলের ক্ষীণতম চিহ্ন হিসেবে এখানে যা রয়েছে, তা হচ্ছে—একটা ভাঙা কচি ডাল আর একটা খুরের একটা পাশ, যা বোঝা যায় অনেক কষ্টে। থুতনিটা নিচে নামিয়ে এই চিহ্নগুলোর দিকে জ্যাক এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন সে ওগুলোর ওপর জোর খাটাচ্ছে তার সাথে কথা বলার জন্যে। এভাবে নিজেকে একটা কুকুরের মতো লাগছে জ্যাকের। এর পরেও এই অস্বস্তিটাকে উপেক্ষা করে পাঁচ গজের মতো চুপিসাড়ে এগোল সে, তারপর থামল। এখানে গাছের ওপর থেকে নেমে এসেছে একটা লতার ফাঁস। লতার নিচের দিকটা বেশ মসৃণ। বোঝা যাচ্ছে, শূকরেরা আসা-যাওয়া করে এই ফাঁসের ভেতর দিয়ে। ওদের রোমশ গায়ের ঘষায় মসৃণ হয়ে গেছে ফাঁসটা।

এই চিহ্ন থেকে নিজের মুখখানি ইঞ্চি কয়েক সরিয়ে আনল জ্যাক, তারপর তাকাল সামনের আধো-অন্ধকার ঝোপের দিকে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় তার লম্বা লম্বা বালিময় চুলগুলো হালকা লাগছে এখন। রোদে পোড়া উদোম পিঠটাতে অজস্র গাঢ় ফুটকি। জ্যাকের ডান হাতে রয়েছে ফুট পাঁচেক লম্বা ছুঁচাল এক লাঠি। ছুরির বেল্ট দিয়ে বাঁধা নেকড়ার মতো ছেঁড়া শর্টস ছাড়া গায়ে আর কোনো কাপড় নেই তার। চোখ বন্ধ করে মাথা তুলল সে। সুস্থিরভাবে শ্বাস টানল ছড়ানো নাকের ফুটো দিয়ে। উষ্ণ বাতাস থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করল তথ্য। গোটা বন এবং সে এ মুহূর্তে নিশ্চল।

অবশেষে লম্বা এক দীর্ঘশ্বাসের মাধ্যমে নিশ্বাস ছাড়ল সে। খুলে ফেলল চোখ। তার উজ্জ্বল নীল চোখ দুটোতে হতাশা এতটাই ছায়া ফেলেছে, যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ, দৃষ্টিতে উদ্‌ভ্রান্তি। শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভটা বুলিয়ে নিল সে। সূক্ষ্মভাবে বোঝার চেষ্টা করল দুর্বোধ্য বনটাকে। তারপর সাবধানে আবার এগোল সামনের দিকে।

গরমের চেয়ে বনের নিস্তব্ধতার পীড়নটাই বেশি। দিনের এই সময়টাতে পোকামাকড়ের গুঞ্জন পর্যন্ত নেই। শুধু একবার এই নিস্তব্ধতার ছন্দপতন ঘটল। জ্যাক আড়াল থেকে একটু বেরিয়ে আসতেই কুটো দিয়ে তৈরি আদিম বাসা থেকে কর্কশ সুরে

চেঁচিয়ে উঠল একটা রঙচঙে পাখি। নিমেষে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল বনের নিস্তব্ধতা। পাখিটার এই তীক্ষ্ণ ডাক এমন প্রতিধ্বনি তুলল, যেন কালের অতল গহ্বর ফুঁড়ে উঠে এল শব্দটা। পাখিটার চিৎকার শোনামাত্র গুটিয়ে গেল জ্যাক, মৃদু শব্দে শ্বাস টানল সে। মিনিটখানেকের জন্যে চোরা ভাব থেকে ছোটখাটো এক শিকারি বনে গেল, গাছগাছালির ঘন সন্নিবেশের মাঝে চুপচাপ পড়ে রইল বানর জাতীয় প্রাণীর মতো। তারপর আবার পথরেখা তাকে টেনে নিল, হতাশা ছেঁকে ধরল, লোভীর মতো ট্র্যাক খুঁজে বেড়াতে লাগল মাটিতে। প্রকাণ্ড এক গাছের গুঁড়ির পাশে ধূসর একটা গাছে কিছু বিবর্ণ ফুল ফুটে আছে, সেখানে একটা পরীক্ষা চালাল জ্যাক। তারপর চোখ বুজে নাক দিয়ে আবার টানতে লাগল উষ্ণ বাতাস। এবার দীর্ঘ সময় নিয়ে শ্বাস টানল না সে, এমনকি একবার তার মুখটা রক্তশূন্য হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। অন্ধকার গাছতলা দিয়ে ছায়ার মতো এগোচ্ছে সে। গুটিসুটি মেরে নিচু হয়ে পরীক্ষা করছে তার পায়ের কাছে মাড়িয়ে যাওয়া মাটি।

বিষ্ঠাগুলো গরম। আলগা মাটির ওপর স্থির হয়ে আছে এই ঘৃণ্য জিনিস। রঙটা হচ্ছে জলপাই সবুজ, দেখতে মসৃণ, একটু যেন বাষ্প উড়ছে। জ্যাক মাথা তুলে চোখ রাখল সামনের ট্রেইলটাতে। সেখানে লতাগুল্মের জটাজালে পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া দায়। এবার সে তার বর্শাটা তুলে ধরে সন্তর্পণে এগোল সামনের দিকে। লতাপাতার জটাজাল পেরিয়ে ট্রেইলটা শূকরদের চলাচলের একটা পথের সাথে গিয়ে মিলেছে। পথটা প্রশস্ত এবং পথ তৈরির মতো যথেষ্ট পায়ের ছাপ সেখানে আছে। নিয়মিত যাতায়াতের ফলে শক্ত হয়ে আছে পথটার মাটি এবং জ্যাক যখন সটান হয়ে তার পূর্ণ দৈর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়াল, কিছু একটা নড়ে উঠল পথটার ওপর। ঝট্‌ করে ডান হাতটা পেছনে আনল জ্যাক এবং গায়ের সব শক্তি দিয়ে ছুড়ে মারল বর্শাটা। শূকর চলাচলের পথটা থেকে খুরের শব্দ এল। দুদ্দাড় করে ছুটে যাচ্ছে একটা কিছু। শব্দটা বেশ জোরালো, নেশা ধরানো, পাগল করা—মাংসের প্রতিশ্রুতি আছে এর মধ্যে। ঝোপ থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল জ্যাক। বর্শাটা তুলে নিল। শূকরের ধাবমান খুরের শব্দটা মিলিয়ে গেল দূরে।

জ্যাক দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, দরদরিয়ে ঘামছে সে, শরীরের এখানে-ওখানে বাদামি মাটির ছোপ—সব মিলিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থা ওর। শিকারে আসার কা ধকল! পালিয়ে যাওয়া শূকরটার পেছনে ছুটে এখন লাভ হবে না কোনো। কাজেই ক্ষান্ত দিল ও। সামনে আর না এগিয়ে ঘুরে রওনা হল। একসময় বন থেকে বেরিয়ে এল একচিলতে খোলা জায়গায়, যেখানে গাছের ন্যাড়া গুঁড়িগুলো ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে কোনো অন্ধকার ছাদ তৈরি করে নি। এর বদলে রয়েছে পালকশোভিত মুকুটের মতো ডালপালা নিয়ে দাঁড়ানো ধূসর তালগাছগুলো। তারপর রয়েছে সাগরের ঝিলিমিলি। সঙ্গীদের কণ্ঠ শুনতে পেল জ্যাক। র‍্যাল্‌ফ দাঁড়িয়ে আছে তালগাছের গুঁড়ি আর পাতার সমন্বয়ে গড়া অদ্ভুত একটা আশ্রয়ের ওপর, লেগুনের দিকে মুখ করা রুক্ষ এই আশ্রয়টাকে দেখে মনে হয় যেন এক্ষুনি ঝুপ্‌ করে পড়ে যাবে ওটা।

'পানি পেয়েছ নাকি ?'

র‍্যাল্‌ফকে জিজ্ঞেস করল জ্যাক। কিন্তু জ্যাককে দেখতে পেল না র‍্যাল্‌ফ। সে ভুরু কুঁচকে তাকাল ওপরের দিকে, খুঁজল ইতিউতি, এমনকি একসময় নিচে দাঁড়ানো জ্যাক চোখে পড়ার পরেও তাকে খুঁজে পেল না।

'আমি বলছি যে, পানি আছে নাকি ? খুব তেষ্টা পেয়েছে আমার।'

কণ্ঠ শুনে জ্যাকের উপস্থিতি টের পেল র‍্যাল্‌ফ। তাই আর খুঁজল না ওকে।

'ও, পানি ? ওখানে, গাছের পাশেই রয়েছে। হয়তোবা তোমার বাঁ দিকে।'

ছায়ার ভেতর সাজানো কিছু নারকেল খোসায় রাখা আছে বিশুদ্ধ পানি। সেখান থেকে একটা নারকেল খোসা নিয়ে পানি পান করল জ্যাক। তৃষ্ণার্ত থাকায় অস্থির একটা ভাব দেখা গেল তার মাঝে। ঢক্‌ঢক্ করে পানি পানের সময় থুতনি এবং ঘাড় বেয়ে নামল পানির ধারা, ভাসিয়ে দিল বুক। পানিপান শেষে সশব্দে নিশ্বাস ছাড়ল সে।

'সত্যিই এই পানিটার বড় দরকার ছিল।' তৃপ্তির সাথে বলল জ্যাক।

'এই ডালটা একটু ওপরের দিকে টান দাও তো।' একটা ছাউনির ভেতর থেকে বলে উঠল সাইমন।

র‍্যাল্‌ফ ঘুরল সেই ছাউনির দিকে, পাতাভরা একটা ডাল ধরে টান দিল সে। টানটা জুতসই হল না।

ডালটা থেকে পাতা সব খুলে ঝর্‌ঝর্ করে পড়ে গেল নিচে। ডালটার জায়গায় বেরিয়ে এল একটা ফোকর। সেখানে উঁকি দিল সাইমনের হতাশ মুখখানি।

'দুঃখিত।'

ক্ষতির পরিমাণটা দেখে অনুতপ্ত হল র‍্যাল্‌ফ।

'কক্ষনো আর এমন করবে না।'

এ ছাড়া আর কী-ই বা বলার আছে সাইমনের। র‍্যাল্‌ফ ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল জ্যাকের পায়ের কাছে। সাইমন রয়ে গেল ওপরে, আশ্রয়টার ফোকর দিয়ে তাকিয়ে রইল সে।

নিচে নেমে র‍্যাল্‌ফ ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গিতে জ্যাককে বলল,

'ক'দিন ধরে একটানা কাজ করে যাচ্ছি আমরা। এখন দেখ তার ফল !'

দুটো আশ্রয় এখন খাড়া ওদের সামনে, কিন্তু সুবিধের হয় নি তেমন। দুটোই নড়বড়ে। একটার তো চেহারা হয়েছে ধ্বংসাবশেষের মতো।

র‍্যাল্‌ফ দুঃখ করে বলল, 'কোথায় সবাই হাত লাগাবে আমাদের সাথে, তা নয়, উলটো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সভার কথাগুলো মনে আছে তোমার ? ঘর দুটোর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গে কাজ করে যাওয়ার কথা সবার।'

'শুধু আমি এবং আমার শিকারি দল ছাড়া—'

'শিকারি দলকে নাহয় বাদই দিলাম। কিন্তু ছোটরা কী করছে দেখ—'

ছোটদেরকে ভর্ৎসনা করার মতো একটা মোক্ষম শব্দ খুঁজে বেড়াল র‍্যাল্‌ফ।

শেষে বলল, 'ওদের দিয়ে কোনো আশা নেই। আর বড়রাও সব অকর্মার ধাড়ি। তুমি কি খেয়াল করেছ সেটা ? সারাটা দিন সাইমনকে নিয়ে একভাবে কাজ করে যাচ্ছি, অথচ ওরা একটাও ভিড়ছে না কাছে। ওরা মনের সুখে গোসল করছে, নয়তো খাচ্ছে, কিংবা খেলছে।'

সাইমন সাবধানে ফোকর দিয়ে মাথা বের করে বলল,

'তুমি হচ্ছ দলের প্রধান। তুমি ওদেরকে বারণ করলেই পার।'

চিৎ হয়ে সটান শুয়ে পড়ল র‍্যাল্‌ফ। তালগাছ এবং আকাশের দিকে তাকাল ও। আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'ওসব মিটিংফিটিং করে কোনো লাভ নেই। প্রতিদিনই তো করছি। দিনে দু বার করে সভা বসছে। গালভরে কথা বলছি আমরা। কিন্তু লাভের বেলায় ঠন্‌ঠন্।' পাশ ফিরে একটা কনুইয়ে ভর দিল র‍্যাল্‌ফ। বলে যেতে লাগল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এখন শাঁখ বাজালে সবাই ছুটে আসবে এখানে। তারপর যা হবে, তুমি তো জান, বেশ গম্ভীর হয়ে যাবে ওরা। কেউ একজন ভারিক্কি চালে বলবে একটা জেট বিমান, কিংবা একটা ডুবোজাহাজ বা একটা টিভি-সেট তৈরি করার কথা। তারপর সভা শেষে মিনিট পাঁচেক কাজ করেই সবার উৎসাহ শেষ। সবাই তখন ছুটবে শিকারের খোঁজে।'

জ্যাক লজ্জা পেয়ে বলল,

'আমাদের তো মাংসেরও দরকার।'

'ঠিক আছে, দরকার। কিন্তু এখনো তো পেলাম না। আর শুধু মাংস চাইলেই হবে, আশ্রয় চাইতে হবে না ? ঘরও তো দরকার আমাদের। তা ছাড়া, দেখ, অন্যান্য শিকারি যে ঘণ্টা কয়েক আগে ফিরে এল, কী করছে ওরা ? মনের সুখে সাঁতার কাটছে এখন।'

'আমিও সাঁতার কাটব', হঠাৎ বিগড়ে গেল জ্যাকের মেজাজ। 'আমি ওদেরকে সাঁতার কাটতে বলব। আমাকেও সাঁতার কাটতে হবে। আমি—'

একগুঁয়ে ভাবটা বজায় রাখতে গিয়ে হঠাৎ মাঝপথে খেই হারিয়ে ফেলল জ্যাক। তোতলাতে লাগল রীতিমতো, 'আমি যা খুশি করব। আমি বোধ হয়—'

সেই খেপা ভাবটা আবার ফিরে এল তার দু চোখে।

'আমি বোধহয় খুন করে ফেলব।'

'না, তুমি তা করবে না।'

'আমার মনে হচ্ছে—করব।'

গোপন একটা আবেগ অনুরণন তুলল র‍্যাল্‌ফের কণ্ঠে, 'কিন্তু খুনটা এখনো করছ না।'

ঝোঁকের বশে এবার জ্যাকের মুখের ওপর ফস্ করে বলে দিল র‍্যাল্‌ফ, 'তোমাদের ভাবসাবে মনে হচ্ছে, আমাদের এই ঘর তৈরির কাজে হাত লাগাতে চাও না তোমরা ?'

'ঘর নয়, মাংস চাই আমরা—'

'কিন্তু আমরা এখনো পাই নি সেটা।'

জ্যাক গলা চড়িয়ে বলল, 'মাংস আমি যোগাড় করেই ছাড়ব ! দেখে নিও এরপর ! এই বর্শার মাথায় বড় বড় কাঁটা লাগানো দরকার। একটা শূকরকে আমরা আহত করেছিলাম, কিন্তু বর্শাটা খুলে যায়। যদি বর্শাটায় শুধু কাঁটা লাগানো যায়—'

'তার আগে আশ্রয় দরকার আমাদের।'

আক্রোশে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল জ্যাক, 'তুমি কি অভিযুক্ত করছ আমাদের—?'

'আমি যা বলতে চাই, তার সার কথা হচ্ছে—আমরা অযথা কাদা ছোড়াছুড়ি করছি। ব্যস, এই।'

দু জনেরই মুখ লাল হয়ে আছে প্রচণ্ড রাগে। পরস্পরের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরা। র‍্যাল্‌ফ উপুড় হয়ে ঘাস নাড়াচাড়া করতে লাগল আপন মনে। বলে যেতে লাগল,

'কখনো যদি বৃষ্টি নামে, তখন মাথা গোঁজার জন্যে আশ্রয়ের দরকার হবে আমাদের। তাছাড়া আরেকটা কারণে আশ্রয় দরকার। তা হচ্ছে—'

মুহূর্তের জন্যে থামল র‍্যাল্‌ফ। দু জনেই তাদের রাগটাকে দূরে ঠেলে দিল। র‍্যাল্‌ফ এবার প্রসঙ্গ পাল্টে বলল,

'তুমি তো লক্ষ করেছ ব্যাপারটা, কর নি ?'

বর্শাটা নামিয়ে রেখে মাটিতে উবু হয়ে বসল জ্যাক। জানতে চাইল,

'কী লক্ষ করব?'

'ওরা কিন্তু ভয় পাচ্ছে।'

গড়াতে গড়াতে আবার চিৎ হল র‍্যাল্‌ফ। তাকাল জ্যাকের উত্তেজিত ধুলোমাখা মুখটার দিকে।

র‍্যাল্‌ফ বলল, 'কিছু ব্যাপারে ভয় পাচ্ছে ওরা। দুঃস্বপ্ন দেখছে। ইচ্ছে করলে তুমিও শুনতে পাবে। গভীর রাতে কখনো ঘুম থেকে জেগে উঠেছ ?'

মাথা নাড়ল জ্যাক। না।

'ঘুমের ঘোরে কথা বলে ওরা', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'বিশেষ করে একদম ছোটরা। এমনকি বড়দের ভেতরেও দু একজন রয়েছে। যেন—'

'যেন এটা একটা সুবিধের দ্বীপ নয়।'

কথার মাঝখানে এভাবে আরেকজন ঢুকে পড়ায় থমকে গেল র‍্যাল্‌ফ। জ্যাকও চমকাল। শেষে দু জন একসঙ্গে তাকাল সাইমনের কঠিন চেহারার দিকে।

'যেন', ভর্ৎসনার ঢঙে বলে চলল সাইমন। 'বিস্টি নামের সাপের মতো ওই জীবটার অস্তিত্ব সত্যি। ঠিক কিনা ?'

সাইমনের মতো অনুজের কণ্ঠে এমন টিপ্পনী শুনে কুঁকড়ে গেল দুই অগ্রজ। সাপের কথা অবিশ্যি উল্লেখ করে নি ওরা, এখানে তা উল্লেখ করার মতো কিছুও নয়। র‍্যাল্‌ফ ধীর কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, দ্বীপটা যে ওদের কাছে সুবিধের নয়—এটা ঠিক আছে।'

জ্যাক বসে পড়ে পা দুটো লম্বা করে দিয়ে বলল, 'ওরা বড় অস্থির। বুদ্ধির কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।'

'এক্কেবারে পাগল', সায় দিল র‍্যাল্‌ফ।

'আমরা যখন প্রথম অনুসন্ধানে বেরোই, মনে পড়ে সে ঘটনা ?'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ওরা। প্রথম দিনের সেই উন্মাদনার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। র‍্যাল্‌ফ বলে চলল, 'কাজেই আমাদের এমন একটা আশ্রয় দরকার, যা হবে ঠিক—'

'বাড়ির মতো।' কথাটা সম্পূর্ণ করল জ্যাক।

'একদম ঠিক।'

পা দুটো টেনে নিয়ে জোড়াসনে বসল জ্যাক। পরিষ্কার একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্যে ভুরু কুঁচকে বলল, 'আসলে বনটাই যত নটখটির মূল। মানে, যখন তুমি বনের ভেতর শিকার করতে যাচ্ছ—ফলমূল যোগাড়ের ব্যাপারটি আলাদা, তখন তো আর শিকারে যাচ্ছ না। কিন্তু যখন শিকারে গিয়ে নিজের মনে—'

ক্ষণিকের জন্যে থেমে গেল জ্যাক, র‍্যাল্‌ফ তার কথাগুলো গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে কিনা নিশ্চিত নয় সে। তবে র‍্যাল্‌ফ বলল,

'হুঁ, বলে যাও।'

'যদি শিকারে গিয়ে কখনো তোমার মনে এমন ভাবনার উদয় হয়—' অকস্মাৎ লজ্জা পেল জ্যাক। লাল হয়ে উঠল চেহারা। তবু বলে চলল, 'অবিশ্যি কিছুই নেই এর ভেতর। স্রেফ একটা অনুভূতি। ধর, তখন ভাবলে তুমি নিছক শিকার করছ না, বরং শিকারে পরিণত হতে যাচ্ছ, যেন বনের ভেতর সারাক্ষণ একট কিছু চুপিচুপি লেগেই আছে তোমার পেছনে।'

আবার নিশ্চুপ তিনজন; সাইমন কিছুটা আগ্রহী জ্যাকের প্রতি, র‍্যাল্‌ফের চোখেমুখে অবিশ্বাস এবং খানিকটা বিরক্তি। শোয়া থেকে উঠে বসল সে, কাঁধ ঘষল একটা নোংরা হাত দিয়ে।

'কি জানি বাপু, আমি জানি না ওসব।' অবজ্ঞার সাথে বলল র‍্যাল্‌ফ।

জ্যাক দাঁড়িয়ে গেল এক লাফে এবং দ্রুত বলল,

'এটা হচ্ছে বনের ভেতর তোমার একটা অনুভূতি। অবশ্যই কিছু নেই এর ভেতর। শুধু—শুধু—'

সৈকতের দিকে দ্রুত ক'পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল জ্যাক।

বলল, 'শুধু আমিই জানি, ওদের এই ভয়ের অনুভূতিটা আসে কী করে। বুঝতে পেরেছ? এই হচ্ছে ওর ভয়ের কারণ।'

র‍্যাল্‌ফ বলল, 'এখন সবচেয়ে ভালো যে কাজ আমরা করতে পারি, তা হচ্ছে—নিজেদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা করে যাওয়া।'

উদ্ধার বলতে র‍্যাল্‌ফ ঠিক কী বোঝাতে চাইছে, এর মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে একটু ভাবতে হল জ্যাককে। তারপর বলল, 'উদ্ধারের কথা বলছ ? হ্যাঁ, অবশ্যই ! এ চেষ্টা তো থাকবেই আমাদের। এরপরেও, প্রথমে আমি একটা শূকরই ধরতে চাইব—'। বর্শাটা খপ্ করে তুলে নিয়ে সেটা সবেগে মাটিতে গেঁথে ফেলল সে। দুর্বোধ্য সেই খেপা দৃষ্টি আবার ফিরে এল তার দু চোখে। কপালের ওপর ঝুলে পড়া চুলের ফাঁকফোকর দিয়ে কড়া দৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ।

খানিকটা শ্লেষের সুরে বলল, 'তোমার শিকারিরা আগুনের কথা কতটুকু মনে রেখেছে—?'

'আমার আগুন নয়, তোমার আগুন !'

জ্যাক আর র‍্যাল্‌ফ হালকাভাবে দৌড়ে চলে গেল সৈকতের দিকে, একদম পানির প্রান্তে গিয়ে থামল। এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল গোলাপি পাহাড়টার দিকে। আকাশের জমাট নীলের গায়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সাদা চকের মতো একটা রেখা তৈরি করেছে, আরো উঁচুতে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে এই রেখা।

র‍্যাল্‌ফ ভুরু কুঁচকে বলল, 'বুঝতে পারছি না, কত দূর থেকে দেখা যাবে এই ধোঁয়া।'

'মাইল কয়েক তো হবেই।'

'আমরা আসলে যথেষ্ট ধোঁয়া তৈরি করতে পারছি না।'

ধূম্রকুণ্ডলীর একদম নিচের দিকে, দূর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যতদূর দেখতে পেল ওরা, ঘিয়ে রঙা ঝাপসা ধোঁয়ার ঘন একটা তাল—ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে পলকা একটা স্তম্ভ তৈরি করে।

'আগুনে সবুজ ডালপালা এনে রাখছে ওরা', আপন মনে বিড়বিড় করল র‍্যাল্‌ফ। তারপর উলটো দিকে ঘুরে চোখ দুটো সরু করে অনুসন্ধান চালাল দিগন্ত জুড়ে।

'পেয়ে গেছি !'

জ্যাক আচম্বিতে এত জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল, ভড়কে গিয়ে লাফ মারল র‍্যাল্‌ফ।

'কী ? কোথায় ? জাহাজ দেখছ নাকি ?' ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল র‍্যাল্‌ফ।

পাহাড় থেকে দ্বীপের অপেক্ষাকৃত সমতলের দিকে নেমে আসা উঁচু উতরাই বরাবর আঙুল তাক করল জ্যাক।

'অবশ্যই ওখানে শুয়ে থাকে ওরা ! ওখানে আসতেই হবে ওদের, রোদ যখন তেতে থাকে—'

র‍্যাল্‌ফ হতবুদ্ধি হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল জ্যাকের আনন্দ বিগলিত মুখের দিকে।

জ্যাক এখনো বলে চলেছে, '—ওরা ওপরে উঠে ছায়ার ভেতর চলে যায়। প্রচণ্ড গরমের সময় বিশ্রাম নেয় ওখানে, গরু যেমন বিশ্রাম নেয় গোয়ালে—'

'আমি তো ভেবেছিলাম একটা জাহাজ দেখেছ !' আশাহত কণ্ঠ র‍্যাল্‌ফের।

জ্যাক ওর কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আমরা চুপিসাড়ে গিয়ে চড়াও হতে পারি একটার ওপর। মুখে যদি সবাই রঙটঙ মেখে নিই, তা হলে আমাদের উপস্থিতি টের পাবে না। হয়তোবা সহজেই একটাকে ঘিরে ফেলতে পারব, তারপর—'

সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল র‍্যাল্‌ফের।

সরোষে বলল, 'আমি কিন্তু ধোঁয়া নিয়ে কথা বলছিলাম। তোমরা কি উদ্ধার পেতে চাও না এখান থেকে ? তোমাদের সবার মুখে শুধু এক কথা—শূকর, শূকর, শূকর !'

'কিন্তু আমাদের তো মাংসও চাই !'

'এই যে আমি সাইমনকে নিয়ে সারা দিন এত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যাচ্ছি, কই—ফিরে তো একবারও কেউ নজর দিলে না ঘরগুলোর দিকে !'

'আমিও তো কাজ করছিলাম—'

'কিন্তু তোমার কাজটা কী !' চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ। 'তুমি চাইছ শিকার করতে! যেখানে আমি—'

কথাটা শেষ করল না র‍্যাল্‌ফ। ঝলমলে সৈকতে পরস্পরের মুখোমুখি হল ওরা। অনুভূতির তাড়নায় দু জনেই বিস্ময়াভিভূত। র‍্যাল্‌ফ প্রথম দৃষ্টি সরিয়ে নিল, বালির ওপর হুটোপুটিরত একদল ছানাপোনার দিকে নজর দেওয়ার ভান করল। মঞ্চের ওপারে শিকারি দলের ছেলেদের হইচই শোনা যাচ্ছে, গোসলের সেই পুকুরটায় ঝাঁপাঝাঁপি করছে তারা। পিগি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে মঞ্চের শেষপ্রান্তে, চোখ দুটো স্বচ্ছ পানির দিকে স্থির।

'কেউ তেমন সাহায্য করছে না',

পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল র‍্যাল্‌ফ। জ্যাককে বোঝাতে চাইল, যতটা সে ভেবেছিল, তার কিছুই পূরণ হচ্ছে না কারো কাছ থেকে।

সদ্য গড়া খুপরি দুটো দেখিয়ে বলল, 'সাইমনটা শুধু সাহায্য করছে আমাকে।

বাকিরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার যতটুকু দরকার, সবটুকু সাহায্য পাচ্ছি সাইমনের কাছ থেকে। শুধুমাত্র সে—'

অর্ধসমাপ্ত কথা নিজেই আবার শেষ করল র‍্যাল্‌ফ, 'সাইমন সারাক্ষণ আছে আমার সঙ্গে।'

আশ্রয়ের দিকে এগোতে লাগল র‍্যাল্‌ফ, জ্যাক রয়েছে ওর পাশে। যেতে যেতে জ্যাক মৃদু কণ্ঠে বলল,

'গোসলে যাওয়ার আগে তোমাকে একটু সাহায্য করতে চাই।'

'বিরক্ত কোরো না, যাও।'

কিন্তু আশ্রয়ে গিয়ে সাইমনকে দেখতে পেল না ওরা। র‍্যাল্‌ফ সেই ফোকরটার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে আবার বের করল। তারপর জ্যাকের দিকে ফিরে বলল,

'ভেগেছে সাইমন।'

'বাদ দাও', বলল জ্যাক 'চল, গোসলে যাই।'

'ছেলেটি অদ্ভুত। মজার।'

মাথা নেড়ে সায় দিল জ্যাক, স্রেফ সমর্থন জানানোর জন্যেই এই মাথা ঝাঁকানো। এবার একসঙ্গে দু জন এগোল গোসলের পুকুরটার দিকে।

'গোসল সেরে', বলল জ্যাক। 'কিছু মুখে দিয়ে পাহাড়ের আরেক পাশে চলে যাব। দেখি, শূকরগুলোর আরো কোনো চিহ্ন খুঁজে পাই কি না। যাবে নাকি ?'

'কিন্তু সূর্য তো একটু পরেই ডুবে যাবে !'

'তার আগেই বোধহয় ঘুরে আসতে পারব।'

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, দু জন দু রকমের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট, ওদের অনুভূতিও ভিন্ন, কারো সাথে কারো কোনো মিল নেই।

'যদি কোনো শূকর পাকড়াও করতে পারি', বলল জ্যাক। 'তখন ফিরে এসে হাত লাগাব আশ্রয়ের কাজে।'

একে অপরের দিকে তাকাল ওরা, হকচকিয়ে গেল দু জন, ভালবাসা আর ঘৃণার একটা মিশেল অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে দু জনের চেহারায়। গোসলের পুকুরটার উষ্ণ লোনা পানি, অন্যান্য ছেলের হইচই, ঝাঁপাঝাঁপি আর হাসাহাসি এ মুহূর্তে আবার এক করে দিল র‍্যাল্‌ফ এবং জ্যাককে।

সাইমনকে ওরা আশা করেছিল পুকুরে, কিন্তু এখানে নেই ও।

র‍্যাল্‌ফ আর জ্যাক যখন পাহাড়ের দিকে তাকানোর জন্যে সৈকতের দিকে যাচ্ছিল, সাইমন তখন অনুসরণ করতে থাকে দু জনকে। কিন্তু মাত্র কয়েক গজ গিয়েই থেমে যায়। সৈকতে একটা বালির ঢিবি দৃষ্টি কেড়ে নেয় ওর। ভুরু কুঁচকে ভালো করে দেখে নেয় ঢিবিটা। ছোট্ট একটা বাড়ি বা কুঁড়েঘর তৈরির চেষ্টা করেছিল কেউ। সাইমন এবার ঘুরে রওনা হয় বনের দিকে। কিছু একটা উদ্দেশ্য রয়েছে ওর মনে। শীর্ণ দেহের এক ছোট্ট ছেলে ও, ছুঁচাল থুতনি, ওর চোখ দুটো এতই উজ্জ্বল—যেখানে রয়েছে শুধু বুদ্ধির ঝিলিক। এই ঝিলিক দিয়েই র‍্যাল্‌ফকে ফাঁকি দিয়ে যায় ও। এই ফাঁকি দেওয়াটাই ওর একটা দুষ্টুমি, একটা আনন্দ। সাইমনের লম্বা লম্বা রুক্ষ কালো চুলগুলো প্রশস্ত ঢালু কপাল ছাপিয়ে ঝুলছে। জ্যাকের মতোই শুধু ছেঁড়াফাঁড়া একটা শর্টস পরেছে ও, অনাবৃত পা। গায়ের ত্বকে বরাবরই তামাটে একটা ভাব রয়েছে সাইমনের, রোদে পুড়ে পুড়ে এই হাল, শরীরটা এখন চকচক করছে ঘামে।

এবড়োখেবড়ো সেই জঙ্গুলে পথটা ধরে ওপরের দিকে এগোতে লাগল সাইমন। প্রথম দিন সকালে র‍্যাল্‌ফ যে পাথরখণ্ডটার মাথায় উঠেছিল, সেই বিশাল পাথরটা পেরোল সে। ডান দিকে ঘুরে গাছগাছালির মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। যে জায়গায় ফলগাছগুলো রয়েছে, সেখান দিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে ও। এখানে মনের মতো খাবার পাওয়া না গেলেও অন্তত উদ্যম ফিরে পাওয়ার মতো একটা স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। একই গাছে ফুল-ফলের সমারোহ, পাকা ফলের সৌরভ ম-ম করছে চারদিকে, গুন্‌গুন্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে লাখ লাখ মৌমাছি। সাইমন যখন রওনা হয়, ওর পিছু নিয়েছিল একদল পিচ্চি। ছুটতে ছুটতে এসে এতক্ষণে ওরা ধরে ফেলল সাইমনকে। কলকলিয়ে কথা বলছে ওরা, চিৎকার দিচ্ছে কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা না করেই, সাইমনকে একসঙ্গে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে গাছগুলোর দিকে।

বিকেলের এই মিষ্টি রোদে, অগণিত মৌমাছির মধুগুঞ্জনের মাঝে একটা ফলগাছের নিচে নিজেকে আবিষ্কার করল সাইমন। গাছের ডালে ডালে অসংখ্য পাকা ফল, কিন্তু সেখানে হাত পৌঁছবে না ছোটদের। পাতার আড়াল থেকে বেছে বেছে পাকা ফল পেড়ে আনল সাইমন। একসঙ্গে বেশ ক'টা হাত লম্বা হয়ে আছে ওর দিকে, প্রতিটা হাতেই একটা করে ফল ধরিয়ে দিতে লাগল ও। সবাইকে সন্তুষ্ট করার পর থামল সাইমন, চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। দু হাত ভর্তি পাকা ফল নিয়ে ছোটরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। ছোটদের কাছ থেকে সরে এসে চোখে পড়া নতুন পথটা ধরে এগোল ও।

শিগগির উঁচু বনের ভেতর চলে এল সাইমন। লম্বা লম্বা গাছগুলোতে ফুটে আছে অনাকাঙ্ক্ষিত বিবর্ণ ফুল, গাঢ় চাঁদোয়ায় ঢাকা নিবিড় বন পর্যন্ত পুরোটা পথ জুড়ে একই অবস্থা। নিবিড় বনে অবিরাম চলছে জীবনের কলতান। এখানকার বাতাসটাও রহস্যময়, বুনোলতার দড়িগুলো ওপর থেকে নেমে এসেছে পাঁকে আটকে যাওয়া কোনো জাহাজের

দড়িদড়ার মতো। নরম মাটিতে পায়ের ছাপ রেখে যাচ্ছে সাইমন, যখন কোনো লতার সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে—কেঁপে উঠছে পুরো লতাটা।

শেষমেশ সাইমন এমন জায়গায় এসে পৌঁছুল, যেখানে অন্যান্য জায়গার চেয়ে সূর্যের আলো বেশি। যেহেতু আলোর জন্যে আর বেশি দূর যাওয়ার উপায় নেই, কাজেই বনের এই খোলা প্রান্তে ঝুলন্ত এক বিশাল মাদুর তৈরি করেছে লতাগুলো। এখানে একটা পাথর অনেকখানি জুড়ে মাটির প্রায় ওপরে চলে এসেছে। ফলে পাথরটার ওপরের অংশে ফার্ন এবং ছোট ছোট গাছ ছাড়া আর কিছু বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। পুরো জায়গাটাকে দেয়ালের মতো ঘিরে রেখেছে সুগন্ধি ঝোপগুলো, মাঝখানের অংশটুকু হয়ে আছে আলো এবং তাপের পেয়ালা। এক কোণে প্রকাণ্ড এক গাছ হেলে পড়ে আছে অন্যান্য গাছের গায়ে এবং সেই গাছটার মাথায় দ্রুত বাড়তে থাকা এক লতা লাল এবং হলুদ কচি শাখা ছড়াচ্ছে চারপাশে।'

এখানে এসে থামল সাইমন। জ্যাকের কথার সূত্র ধরে ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে নিল ও। নিশ্চিত হল—না, আর কেউ নেই ওর পেছনে। এখানে ও সম্পূর্ণ একা। ক্ষণিকের জন্যে সাইমনের নড়াচড়ায় লুকোচুরির একটা ভাব দেখা গেল। তারপর উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে লতার মাদুরের মাঝ বরাবর এগোতে লাগল ও। লতা এবং ঝোপগুলো এখন সাইমনের এত কাছাকাছি, গা থেকে ওর ঘাম গিয়ে পড়ছে এসবের ওপর। লতা এবং ঝোপঝাড় একসঙ্গে পেছন থেকে টেনে ধরছে ওকে। এভাবে হামাগুড়ি দিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় আসার পর কেবিনের মতো ছোট এক জায়গায় আবদ্ধ হল সাইমন। কিছু পাতার ঘের ওকে পরদার মতো আড়াল করে রেখেছে ওপাশের খোলা জায়গা থেকে। সাইমন গুটিসুটি মেরে পাতাগুলো ফাঁক করে তাকাল খোলা জায়গার দিকে। আর কিছু নয়, শুধু এক জোড়া রঙিন প্রজাপতি পরস্পরের চারদিকে নেচে বেড়াতে লাগল উষ্ণ বাতাসের ভেতর। নিশ্বাস ধরে রেখে কান খাড়া করল সাইমন। দ্বীপের চারপাশের শব্দ শুনবে ও। সন্ধে নেমে আসছে দ্বীপের ওপর। উজ্জ্বল রঙের সুন্দর পাখিগুলোর কূজন এবং মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এমনকি বড় বড় চৌকো পাথরগুলোর ওপর বাসা বেঁধেছে যে গাঙচিলগুলো, ওদের ক্ষীণ চিৎকারও শোনা যাচ্ছে। মাইল কয়েক দূরে গভীর সমুদ্র সবেগে আছড়ে পড়ছে প্রবাল প্রাচীরের ওপর। সাগরের এই গর্জন যত না শোনা যাচ্ছে, তারচেয়ে বেশি উন্মাদনা ছড়াচ্ছে রক্তে।

পাতার পরদা ফেলে দিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল সাইমন। মধুরঙা রোদের ঢালু ভাবটা কমে এসেছে এখন। ক্রমশ ওপরের দিকে চলে যাচ্ছে রোদ। ঝোপের মাথা, সবুজ মোমের মতো কুঁড়িগুলো, এবং বনের চাঁদোয়ার ওপর শুধু আছে এই আলো। গাছগুলোর নিচে ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার। দিনের আলো ম্লান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে চারপাশে উজ্জ্বল রঙ, কমে এসেছে বনভূমির তাপ এবং কর্মচাঞ্চল্য। মোমের মতো কুঁড়িগুলোতে শুরু হয়েছে আলোড়ন। সবুজ বাইরের আবরণ একটুখানি করে সরে গেছে পেছনে, দেখা যাচ্ছে ফুটনোন্মুখ ফুলের সাদা ডগা, মুক্ত বাতাসের সাথে মিতালি করার জন্যে একটু একটু করে বিকশিত হচ্ছে এই ফুল।

খোলা জায়গাটা থেকে এখন সরে গেছে সূর্যের আলো। আকাশে এবং চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে আঁধার। গাছগুলোর মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া পথগুলোতে সন্ধের মৃদু আলো সাগরের তলদেশের মতো একটা পরিবেশ তৈরি করেছে। মোম-কুঁড়িগুলো খুলতে শুরু করল। সন্ধের প্রথম যে তারাগুলো উঠেছে আকাশে, সেই তারার আলোতে ঝিক্‌ঝিক্ করছে সদ্য ফোটা সাদা ফুলগুলো। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে মিষ্টি সৌরভ এবং গোটা দ্বীপ এখন এই সৌরভে মাতোয়ারা।

চার
রঙানো মুখ এবং লম্বা চুল

দ্বীপের এই নতুন পরিবেশে ওরা প্রথম যে জিনিসটার সাথে খাপ খাইয়ে নিল, তা হচ্ছে—দৈনন্দিন জীবনের ছন্দ। সকালটা ঢিমেতেতালায় শুরু হয় ওদের, তারপর দ্রুত গড়িয়ে চলে সন্ধের দিকে। আনন্দময় সকাল, উজ্জ্বল সোনা রোদ, চারদিকে ঘিরে থাকা সাগর এবং মিষ্টি বাতাস—সবই সাদরে গ্রহণ করেছে ওরা। এখন খেলাধুলো এবং হাসি-আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে ওদের জীবন, কাজেই এখানে বাড়তি কিছু আশা করাটা খুব জরুরি কিছু নয় এবং কোনো আশার কথা বলতে গেলে ভুলেই গেছে ওরা। দুপুরের দিকে যখন তীব্র রোদ প্রায় খাড়া হয়ে নামে, সকালের রঙরূপ বদলে গিয়ে মুক্তোর মতো মসৃণ হয়ে যায়, শ্বেতশুভ্র দ্যুতি ছাড়া তখন থাকে না আর কিছু। তীব্র তাপ তখন এমনভাবে ছড়ায়, তিষ্ঠনো দায় হয়ে পড়ে। ওরা তখন দৌড়ে চলে যায় ছাউনির নিচে, শুয়ে পড়ে সেখানে, এমনকি ঘুমিয়েও পড়ে।

অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে থাকে দিনের মাঝামাঝি সময়। এসময় ফুঁসে ওঠে রোদ ঝিলমিল সাগর, ঢেউগুলো সগর্জনে তেড়ে এসে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে সমতল জুড়ে। তখন প্রবাল প্রাচীর এবং উঁচু জায়গায় দাঁড়ানো অপরিণত তালগাছগুলোর ছবি ভেসে ওঠে শূন্যে। আয়নার কাঁপা কাঁপা প্রতিবিম্বের মতো ঢেউ খেলে যায় দৃশ্যটা। এসময় ছেলেরা যখন বাইরের দিকে তাকায়, মাঝে মাঝে মনে হয় বিশাল একটা বুদ্বুদ ছাড়া চারদিকে যেন আর কিছু নেই। পিগি আবার এ ব্যাপারে বিজ্ঞ। সে জানে, সবই আসলে মরীচিকার খেলা। পানির বিশাল বিস্তৃতি পেরিয়ে প্রবাল প্রাচীরে পৌঁছানোর সাধ্যি ওদের নেই, কারণ সাগর জলে নানারকম বিপদ ওত পেতে আছে। কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়ার জন্যে অপেক্ষায় রয়েছে হাঙরেরা, তবু এই রহস্যময় পরিবেশের সাথে এত দিনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ওরা। আকাশের তারাগুলোর বিস্ময়কর ঝিকিমিকি এখন যেমন আর দাগ কাটে না ওদের মনে, তেমনি দ্বীপের এই রহস্যময়তাও দিব্যি উপেক্ষা করে যায় ওরা। এভাবে মাঝদুপুরে আকাশে তৈরি হয় এক মায়াজাল এবং সূর্যটা একটা রাগী চোখের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নিচের দিকে। তার পর, বিকেলের শেষদিকে, মরীচিকা মিলিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে দিগন্ত এবং সূর্য যখন পশ্চিমে হেলে পড়ে, এক হয়ে যায় আকাশ আর সাগরের নীল। এটা দিনের আরেকটা সময়, যখন তুলনামূলকভাবে স্নিগ্ধ শীতল ভাবটা ফিরে আসে, তবে এসময় ভয় ধরায় ঘনিয়ে আসা আঁধার। সূর্য ডুবে গেলে ঝুপ করে আঁধার নেমে আসে দ্বীপটার ওপর। দূর আকাশের তারকারাজির নিচে, শিগগির একটা অস্থিরতা দেখা যায় আশ্রয়গুলোতে।

এর পরেও, উত্তর ইউরোপের ঐতিহ্যবাহী যে কাজ, দিনমান খেলে বেড়ানো আর খাবারের খোঁজ করা, সব মিলিয়ে নতুন জীবনের ছন্দের সাথে সম্পূর্ণভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হিমশিম খেয়ে যেতে লাগল ওরা। ছোট্ট পারসিভাল একটা ছাউনির ভেতর আগেভাগে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল টানা দু দিন। সে টরটরিয়ে কথা বলে, ভাঙা ভাঙা সুরে গান গায় এবং ঘ্যান্‌ঘ্যানে সুরে কাঁদে। প্রথমে সবাই ভেবেছিল, ছেলেটি ডানপিটে গোছের হবে এবং হাসিআনন্দে মাতিয়ে রাখবে সবাইকে, কিন্তু বাস্তবে সেরকম হয় নি। বরং দিনকে দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে সে, তার লাল চোখ দুটোতে ফুটে আছে করুণ চাউনি, ছেলেটি যত না খেলে, তার চেয়ে কাঁদে বেশি।

একদম ছোট ছেলেদের এখন আলাদা একটা নাম হয়ে গেছে। পিচ্চির দল। র‍্যাল্‌ফের চেয়ে উচ্চতায় যারা কমবেশি ছোট, তারা এই পিচ্চির দলে। সাইমন, রবার্ট এবং মরিসকে নিয়ে একটু দ্বিধা রয়েছে। এরা ছোটদের দলে, না বড়দের দলে—ঠিকমতো ঠাওরানো যাচ্ছে না। এর পরেও সবচেয়ে বড় এবং একদম ছোটকে আলাদা করে চিনে নিতে কষ্ট হয় না কারো। যাদের বয়স ছয় বা তার আশপাশে, তারা হচ্ছে পিচ্চি। সম্পূর্ণ আলাদা এদের জীবন। প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। চলে নিজেদের নিয়মে। দিনের বেশিরভাগ সময় খাওয়ার পেছনে কাটায় ওরা, যেখানে যেমন পায় ফলমূল কুড়িয়ে বেড়ায়। ফলটা কাঁচা কি পাকা—তোয়াক্কা করে না। ফলটা খাওয়ার যোগ্য কি না—তাও বিচার্য নয়। পেলেই খেয়ে ফেলে। ফলে ইদানীং পেটের পীড়া দেখা দিয়েছে পিচ্চিদের। ডায়রিয়া লেগেই আছে ওদের। আঁধারকে ভয় পায় ওরা, এক ধরনের অজানা ভীতি তাড়া করে ওদের। তখন এই ভয় থেকে বাঁচার জন্যে গাদাগাদি করে এক জায়গায় জড়ো হয় ওরা। খাওয়া আর ঘুম বাদে বাকিটা সময় খেলে বেড়ায় পিচ্চিরা। উজ্জ্বল পানির ধারে সাদা বালিতে উদ্দেশ্যহীন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করে ওরা। প্রায়ই মা-মা বলে কান্নাকাটি করে শিশুরা, তবে যতটা আশা করা হয়েছিল—তার চেয়ে এই কান্নার পরিমাণটা কম। ওদের সবারই গায়ের রঙ উজ্জ্বল বাদামি, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না কেউ। সবাই নোংরা থাকতে ভালবাসে। শাঁখের শব্দ শুনলে সাগ্রহে সাড়া দেয় ওরা। এর একটা কারণ—শাঁখ সাধারণত র‍্যাল্‌ফই বাজায় বেশি। র‍্যাল্‌ফকে খুব মেনে চলে পিচ্চিরা। ওরা মনে করে, বড়দের জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে র‍্যাল্‌ফের। শাঁখের শব্দে সাড়া দেওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে সমাবেশ। সবাই মিলে এক জায়গায় জড়ো হওয়ার যে আনন্দ, সেটা খুব উপভোগ করে ছোটরা। তবে অন্য কোনো সময় বড়দের সঙ্গ তেমন একটা পছন্দ করে না ওরা। নিজেদের ব্যাপারে প্রচণ্ড রকমের আবেগপ্রবণ ছোটরা, দলবদ্ধভাবে নিজেদের নিয়মে চলে থাকে সবাই।

দ্বীপের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা একটা ছোট্ট নদীর মোহনায়, বালির চড়ায় কিছু প্রাসাদ গড়েছে ছোটরা। ফুটখানেক উচ্চতার বালির এই প্রাসাদগুলো রকমারি শামুক-ঝিনুক, বিবর্ণ ফুল এবং চটকদার পাথরে শোভিত। প্রাসাদগুলোর চারপাশে আবার নানা রকম চিহ্ন। কোনোটা রাস্তা, কোনোটা দেয়াল, কোনোটা রেললাইন—আরো কত কী। সৈকত-সমতল থেকে তাকালে আলাদা একটা প্রেক্ষাপট ফুটে ওঠে এই প্রাসাদগুলোর। স্পষ্ট দেখা যায় সব। মনে আনন্দ না থাকলেও ছোটরা এই প্রাসাদগুলো নিয়ে খেলে, তখন ন্যূনতম একটা আগ্রহ কাজ করে ওদের ভেতর। প্রাসাদগুলোর এখানে প্রায়ই তিনজনকে একসঙ্গে খেলতে দেখা যায় একই খেলা।

এই তিনজন এ মুহূর্তে খেলছে এখানে। হেনরি ওদের ভেতর সবচেয়ে বড়। যে ছোট্ট ছেলেটির মুখে তুঁত-রঙা দাগ ছিল, সেই যে, সেদিন সন্ধ্যায় ভয়াবহ আগুন লাগল বনে, তার পর থেকে পাওয়া গেল না তাকে, সেই ছেলেটির দূর সম্পর্কের আত্মীয় হেনরি। তবে তুঁত-রঙা দাগের ছেলেটি কোথায় গেল বা কী হল তার—এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো যথেষ্ট বুদ্ধি হয় নি হেনরির। যদি ওকে বলা হয় ছোট্ট সেই ছেলেটি বিমানে করে চলে গেছে নিজের বাড়ি, তা হলে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করবে ও।

এই বিকেলে একটুখানি মাতব্বরি পেয়েছে হেনরি, কারণ অন্য দু জন পারসিভাল এবং জনি এই দ্বীপে সবচেয়ে ছোট দুই ছেলে। পারসিভাল দেখতে ইঁদুর-রঙা এবং দেখতে খুব একটা ভালো নয়—এমনকি ওর মায়ের কাছেও না। জনির গড়নটা সুন্দর। ওর চুলগুলো সুন্দর এবং সহজাত একটা যুদ্ধংদেহী ভাব রয়েছে ছেলেটির মাঝে। তবে এ মুহূর্তে জনি বেশ শান্তসুবোধ, কারণ আগ্রহ নিয়ে খেলছে ও। তিনজন এখন বালিতে হাঁটু গেড়ে বসে খেলছে চুপচাপ।

রজার এবং মরিস বেরিয়ে এল বন থেকে। আগুন জ্বালানোর দায়িত্ব থেকে এবারের মতো মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছেড়েছে ওরা। এখন সাঁতার কাটবে দু জন। রজার সোজা এগোল তিনজনের গড়া প্রাসাদগুলোর দিকে, লাথি মেরে গুঁড়িয়ে দিল বালির প্রাসাদ, পা দিয়ে দাবিয়ে দিল ফুলগুলো, চারপাশে ছড়িয়ে দিল বাছাই করা পাথরগুলো। মরিসও এগিয়ে গেল রজারের পথ ধরে। হাসতে হাসতে যোগ দিল এই ধ্বংসলীলায়। তিন পিচ্চি এবার খেলা থামিয়ে তাকাল ওপরের দিকে। তবে বালির প্রাসাদ ধ্বংস হলেও বিশেষ যে চিহ্নগুলোর প্রতি তিনজনের আগ্রহ, সেগুলো তখনো অক্ষত, কাজেই ওরা তেমন প্রতিবাদ করল না। শুধু পারসিভাল গোঙাতে শুরু করল এক চোখে বালি গেছে বলে। মরিস ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে দূরে। বয়সে ছোট একজনের চোখে বালি দেওয়ার জন্যে একটা অপরাধ বোধ হল মরিসের। যদিও গায়ে হাত তোলার মতো কোনো অভিভাবক নেই এখানে, তবু এই অন্যায় কাজের জন্যে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে ও। ক্ষমা চাওয়ার একটা ভাব কুঁড়ি ফুটে ওঠে ওর মনের গভীরে। সাঁতার নিয়ে কিছু একটা বলে ও বিড়বিড়িয়ে এবং ছুটতে থাকে দুলকি চালে।

রজার রয়ে গেল পেছনে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ছোট্ট তিন দুষ্টুর কাণ্ডকারখানা। যখন সে দাঁড়িয়ে গেল, প্রথম তার চেহারাটা অতটা কালো মনে হয় নি। কিন্তু এখন রজারের কপাল এবং ঘাড়ে ছড়িয়ে পড়া কালো চুলগুলো যেন তার বিষণ্ন চেহারার সাথে সাযুজ্য রেখে চলেছে। সব মিলিয়ে রজারের চেহারায় এমন একটা দূরত্বপূর্ণ অসামাজিক অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে, যা কারো কাম্য নয়। পারসিভাল তার গোঙানি থামিয়ে আবার মন দিয়েছে খেলায়, চোখের পানি ধুয়ে নিয়ে গেছে সব বালিকণা। জনি তার নীল নীল চীনা-চোখ মেলে তাকাল পারসিভালের দিকে, তারপর বেচারার দিকে বৃষ্টির মতো ছুড়ে দিল এক মুঠো বালি। অমনি আবার শুরু হয়ে গেল পারসিভালের কান্না।

হাঁপ ধরে যাওয়ায় হেনরি খেলা ফেলে হাঁটতে লাগল সৈকত বরাবর, রজার অনুসরণ করে চলল ওকে। রজার রয়েছে তালগাছের ছায়ায়, কিন্তু হেনরি ছায়া থেকে দূরে। তার মতো ছোটরা রোদকে থোড়াই কেয়ার করে। সৈকতে একেবারে পানির প্রান্ত ছুঁয়ে হাঁটছে সে। এগিয়ে আসছে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জোয়ার, কয়েক সেকেন্ড করে সময় গড়াচ্ছে, আর ইঞ্চিখানেক করে এগিয়ে আসছে লেগুনের পানি। সাগরজলের শেষপ্রান্তে যে স্বচ্ছ খুদে প্রাণীগুলো রয়েছে, আগুয়ান পানির সাথে তাল রেখে ওরাও এগিয়ে আসছে

সামনে, শুকনো গরম বালির ওপর সদ্য গড়িয়ে পড়া পানির সাথে এসে খুঁজে বেড়াচ্ছে খাবার। স্পর্শাতীত অনুভূতি এসব প্রাণীর। হয়তোবা আগের জায়গায় কোনো খাবার পেল না ওরা, তাতেও কোনো অসুবিধে নেই, নবোদ্যমে পরের জায়গায় এসে খুঁজে বেড়াচ্ছে পাখির বিষ্ঠা, পোকামাকড়, এবং ডাঙার যে কোনো খাদ্যকণা। সংখ্যায় অজস্র এই খুদে প্রাণী, করাতের দাঁতের মতো সার বেঁধেছে সৈকতের প্রান্ত ছুঁয়ে, স্বচ্ছ পদার্থের মতো কিলবিল করছে।

হেনরির দৃষ্টি কেড়ে নিল ব্যাপারটা। লাঠির মতো একটা কিছু দিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে লাগল ও। ঢেউ এর তোড়ে লাঠিটা সাদা হয়ে উঠল। ভবঘুরের মতো এখানে-ওখানে নড়াচড়া করে থামাতে চেষ্টা করল ইতস্তত খাবার খুঁজে বেড়ানো প্রাণীগুলোকে। লাঠির মতো জিনিসটা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বালির ওপর ছোট্ট কয়েকটা নালি কেটে দিল হেনরি। মুহূর্তেই নালিগুলো ভরে উঠল জোয়ারের জল এবং খুদে প্রাণীগুলোতে। জ্যান্ত এই জিনিসগুলো বশে আনার কসরত করতে গিয়ে শুধু যে একটা পুলক অনুভব করছে হেনরি তা নয়, একটা ঝোঁকও এসে গেছে ওর মাঝে। হেনরি কথা বলছে এই জীবগুলোর সাথে, উদ্দীপ্ত করছে, আদেশ করছে। জোয়ারের এগিয়ে আসা পানি পেছনে ঠেলে দিচ্ছে হেনরির পায়ের ছাপ, পরমুহূর্তে জলভরা ছোট ছোট কোটর বনে যাচ্ছে এই পায়ের ছাপগুলো, যা দেখে কর্তৃত্বের একটা মোহ তৈরি হচ্ছে ওর মনের ভেতর। পানির প্রান্ত ছুঁয়ে নিতম্ব বিছিয়ে বসে পড়ল হেনরি, ঝুঁকল নিচের দিকে, সামনের দিকে ঝুলে পড়া চুলগুলো কপাল পেরিয়ে ঢেকে দিল ওর দু চোখ, এবং আড়ালে পড়ে গেল সূর্য।

রজারও অপেক্ষা করল এতক্ষণ। প্রথমে সে গা-ঢাকা দিয়ে রইল মোটাসোটা এক তালগাছের আড়ালে, হেনরি স্বচ্ছ জীবগুলোকে নিয়ে মগ্ন থাকার সুযোগে বেরিয়ে এল বাইরে। তাকাল সৈকত বরাবর। কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে পারসিভাল, এবং জনি সানন্দে পড়ে আছে প্রাসাদগুলো নিয়ে। প্রাসাদগুলোর পাশে বসে আপনমনে বিড়বিড়িয়ে বকে যাচ্ছে সে, বালি ছিটিয়ে দিচ্ছে কাল্পনিক পারসিভালের গায়ে। জনির ওপাশে, মঞ্চটার ওপর চোখ গেল রজারের। মঞ্চের ওপারে ক্রমাগত ঝলকে উঠছে ছিটকে আসা পানি। র‍্যাল্‌ফ, সাইমন, পিগি এবং মরিস মনের সুখে ডাইভ দিচ্ছে গোসলের ওই পুকুরটাতে। ওদের হইচই থেকে কথা শোনার চেষ্টা করল রজার, কিন্তু কলগুঞ্জন ছাড়া কিছুই শোনা গেল না।

সহসা এক ঝলক হালকা বাতাস এসে নাড়া দিয়ে গেল তালগাছের পাতার ঝালরে, পাতাগুলো উপরে উঠে ঝাপ্‌টা মারল পাখার মতো। রজারের মাথার ওপর ষাট ফুট উঁচুতে, এক থোকা তাল যেগুলো দেখতে আঁশবহুল রাগবী বলের মতো। ছিঁড়ে গেল বোঁটা থেকে। ধপাধপ্ একটার পর একটা তাল ছড়িয়ে পড়ল রজারের চারপাশে, তবে একটাও স্পর্শ করল না ওকে। সরে যাওয়ার কোনো গরজ অনুভব করল না রজার, বরং তালগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল হেনরির দিকে, আবার তাকাল তালতলায়।

তালতলায় যে আলগা ভূস্তর, সেটা সৈকতের প্রান্তটাকে উঁচু করে রেখেছে। এখানে বালির ওপর ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট ছোট পাথর। নিচু হয়ে এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে নিল রজার। পাথরটা ছুড়ে মারল হেনরির দিকে—কিন্তু লাগল না তার গায়ে। পাথরটা হেনরির গজ পাঁচেক ডানে গিয়ে পড়ল, তার পর লাফিয়ে উঠে চলে গেল পানিতে। রজার এবার একমুঠি ছোট ছোট পাথর যোগাড় করল। তার পর সেগুলো একটা একটা করে ছুড়ে মারতে লাগল হেনরির দিকে। তবে হেনরির চারপাশে, ফুট ছয়েক ব্যাসের ভেতর ঢিল ছুড়তে সাহস করল না রজার। বড়রা যদিও এখানে নেই, তবু তাদের অদৃশ্য একটা প্রভাব

রয়েছে পরিবেশটার মাঝে। পানির প্রান্তে গুটিসুটি মেরে থাকা ছোট্ট ছেলেটির চারদিকে রয়েছে বাবা-মা, স্কুল, পুলিশ এবং আইনের নিরাপত্তা বেষ্টনী। রজারের ষোলআনা ইচ্ছে আছে দুষ্টুমি করার, কিন্তু ওর হাত সভ্যতার শর্তাধীনে বাঁধা। এই হাত আবার জানে না রজার সম্পর্কে, কাজেই এ মুহূর্তে বড্ড বেকায়দায় পড়ে গেছে।

পানিতে ঢিল পড়ছে আর টুপ করে শব্দ হচ্ছে, সেই শব্দে চমকে উঠল হেনরি। নিঃশব্দ স্বচ্ছ জীবগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাল ও। তাকাল ঢিল পড়ার জায়গাটার দিকে। ঢিল পড়ছে, অমনি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে পানির বৃত্ত। ঢিল পড়ার জায়গা থেকে দৃষ্টি সরে গেল পেছনে, বাধ্য হয়ে পাঁই করে ঘুরল ও। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ঢিলের উৎসটা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হল হেনরি। তবে আবার যখন ঢিল এল, ঢিলটা ঠিকই দেখতে পেল হেনরি। টের পেল, কেউ দুষ্টুমি করছে। হি-হি করে হেসে উঠল হেনরি। ইতিউতি তাকিয়ে খুঁজে বেড়াল ঢিল ছুড়তে থাকা বন্ধুটিকে। কিন্তু রজার আবার চলে এসেছে সেই মোটাসোটা তালগাছটার আড়ালে। গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দ্রুত শ্বাস টেনে হাঁপাচ্ছে, ঘন তালে পড়ছে চোখের পাতা। ঢিলের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল হেনরি এবং হাঁটতে লাগল সৈকত ধরে।

'রজার।'

গজ দশেক দূরে, একটা গাছের নিচ থেকে ডাকল জ্যাক। চোখ বোজা ছিল রজারের, ডাক শুনে তাকাল। তার কালো চামড়ার নিচে অধিকতর কালো একটা ছায়া হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু জ্যাক দেখতে পেল না কিছু। আগ্রহ এবং অধৈর্য একসঙ্গে ফুটে আছে জ্যাকের চেহারায়। রজারকে ইশারায় ডাকল সে। তার দিকে এগিয়ে গেল রজার।

ছোট্ট নদীটার শেষ মাথায় একটা জলাধার, যা তৈরি হয়েছে ছোট্ট এক বালির বাঁধের মাধ্যমে। পুকুরটা ভরে আছে অজস্র সাদা শাপলা এবং ছুঁচাল কলিতে। এখানে স্যাম, এরিক এবং বিল অপেক্ষা করছে। রোদ থেকে গা বাঁচিয়ে পুকুরটার পাড়ে হাঁটু গেড়ে বসল জ্যাক, ওর হাতে ভাঁজ করা বড়সড় দুটো পাতা। পাতাগুলো এবার মেলে ধরল ও। একটা পাতায় সাদা কাদা এবং আরেকটায় লাল। সাথে আগুন থেকে আনা কাঠকয়লাও আছে।

জিনিসগুলো দিয়ে কাজ করতে করতে রজারকে বিষয়টা বিশদভাবে বোঝাল জ্যাক।

'আমার ধারণা, ওরা—মানে শূকরগুলো আমার কোনো গন্ধ পায় না। দেখতে পায়। দেখে, গাছগুলোর নিচে গোলাপি একটা কিছু দাঁড়িয়ে।'

মুখে কাদা মাখতে মাখতে জ্যাক বলল, 'যদি কোনোভাবে সবুজ হতে পারতাম।'

রজারের দিকে ঘুরল জ্যাক, মুখের অর্ধেকটায় এসে পড়ল রোদ। রজারের চেহারায় ফুটে উঠেছে কৌতূহল, ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি ও।

জ্যাক ব্যাখ্যা করল, 'শিকার আর যুদ্ধ একই জিনিস। তুমি তো জান চোখ-ধাঁধানো পেইন্টের ব্যাপারটা। অন্যদের বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্যে এ ধরনের রঙ মাখা হয়। পরিবেশের সাথে সাদৃশ্য রেখে মাখা হয় এই রঙ।'

বিষয়টার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল জ্যাক।

'—ব্যাপারটা ধর গিয়ে, গাছের একটা গুঁড়ির ওপর একটা প্রজাপতির মতো।'

বুঝতে পেরে ভারিক্কি চালে মাথা দোলাল রজার। যমজ দু ভাই এগিয়ে এল জ্যাকের দিকে, কিছু একটা নিয়ে ভীরু কণ্ঠে আপত্তি জানাল ওরা। জ্যাক হাতের ঝাপ্টা মেরে বলল ওদের,

'চুপ কর।'

কাদা মাখা মুখের লাল এবং সাদা অংশে কাঠকয়লা ঘষে নিল জ্যাক। যমজ দু ভাইকে বলল,

'কোনো কথা শুনছি না তোমাদের। তোমরা যাচ্ছ আমার সঙ্গে।'

পানিতে উঁকি দিয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল জ্যাক, সাজটা পছন্দ হল না। ঝুঁকে পড়ে পানি নিয়ে এল দু হাতের আঁজলা ভরে। ঈষদুষ্ণ পানি ঘষে দিল মুখে মাথা রঙের ওপর। বেরিয়ে এল মুখের ফুটকি এবং ধূসর ভুরু।

রজার অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে বলল,

'চেহারা লুকানোর মতো অর্ধেক সাজও নিতে পার নি তুমি।'

এবার নতুন সাজ নেওয়ার কথা ভাবল জ্যাক। একটা গাল এবং চোখের একটা কোটরে সাদা রঙ দিল ও, মুখের বাকি অর্ধেকটায় মাখল লাল রঙ, ডান কান থেকে বাঁ চোয়াল পর্যন্ত আড়াআড়ি রেখা টানল কাঠকয়লা দিয়ে। পুকুরের দিকে তাকাল এবার নিজের প্রতিবিম্ব দেখার জন্যে। পানির খুব কাছ থেকে দেখতে হচ্ছে ওকে, ফলে নিশ্বাস পড়ে কেঁপে উঠছে পানি। ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না চেহারা।

যমজ দু ভাইয়ের দিকে ফিরে চেঁচাল জ্যাক, 'স্যাম আর এরিক, শিগগির একটা নারকেলের খালি খোসা দাও তো।'

হাঁটু গেড়ে বসে নারকেলের খোসা ভর্তি পানি দু হাতে ধরে রাখল জ্যাক। সূর্যের আলোতে ওর গোলাকার প্রতিবিম্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠল পানির গভীরে। নিজের চেহারা দেখে নিজেই অবাক জ্যাক। অপরিচিত এক কিম্ভূত চেহারা ফুটে উঠেছে। খোসা থেকে পানিটা ফেলে দিয়ে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে গেল জ্যাক, উত্তেজনায় হাসতে লাগল হো-হো করে। পুকুরের পাশে দাঁড়ানো শক্তপোক্ত গড়নের এই ছেলেটির রঙ দিয়ে আঁকা মুখোশ রীতিমতো ভড়কে দিল অন্যদের। এদিকে মনের আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল জ্যাক, সেইসঙ্গে ক্রমশ বেড়েই চলল অট্টহাসি, একসময় অন্যদের কাছে জ্যাকের এই অস্বাভাবিক হাসিটাকে মনে হল কোনো রক্তপিপাসু প্রাণীর লোলুপ গর্জন। এভাবে জ্যাক তিড়িংবিড়িং লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল বিলের দিকে। মুখোশটা এখন আলাদা একটা জিনিসে পরিণত হয়েছে। আর মুখোশের আড়ালে জ্যাক ভুলে গেছে ওর আত্মসচেতনতা, ঝেড়ে ফেলেছে লাজলজ্জা। লাল, সাদা এবং কালো রঙ মাখা মুখটা শূন্যে লাফাতে লাফাতে, এলোমেলো ছন্দে এগোল বিলের দিকে। বিল প্রথমে নিছক কৌতুক হিসেবেই নিল ব্যাপারটাকে, হাসল হি-হি করে, তার পর হঠাৎ একদম চুপ। শেষে ঝেড়ে দৌড় লাগাল ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে।

জ্যাক এবার ছুটল যমজ দু ভাইয়ের দিকে। দু জনকে তাড়া দিয়ে বলল, 'বাকি সবাই লাইন ধরেছে এতক্ষণে। চল শিগগির !'

আমতা-আমতা করতে লাগল যমজ ভাইয়েরা।

একজন বলল, 'কিন্তু—'

আরেকজন বলল, '—আমরা—'

জ্যাক আবার তাড়া দিল দু ভাইকে, 'জলদি চল ! আমি চুপিসারে পিছু নেব ওদের এবং ঘায়েল করব কোনোটাকে—'

জ্যাক নয়, জ্যাকের ভয়াল মুখোশটাই রাজি হতে বাধ্য করল ওদের।

গোসল করার পুকুরটা থেকে উঠে এল র‍্যাল্‌ফ। প্রায় ছুটতে ছুটতে এগোল সৈকত ধরে, তালতলায় এসে ছায়ার ভেতর বসে পড়ল ধপাস করে। ওর সুন্দর চুলগুলো লেপ্টে আছে ভুরুর ওপর, চুলগুলো দু হাতে পেছনের দিকে ঠেলে দিল ও। সাইমন ভাসছে পানিতে,

ক্রমাগত পা নাচিয়ে সাঁতার কাটছে ছেলেটি। ডাইভিং প্র্যাকটিস করছে মরিস। পিগি ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। এটা-সেটা কুড়িয়ে নিচ্ছে, আবার ছুড়ে ফেলছে সেগুলো। পাথরের খানাখন্দগুলো জোয়ারের পানিতে ভরে যাওয়ায় চমৎকার একটা দৃশ্য ফুটেছিল, জোয়ার নেমে না যাওয়া পর্যন্ত আর কোনো দিকে নজর ছিল না ওর। র‍্যাল্‌ফকে এখন তালগাছের ছায়ায় বসতে দেখে এগিয়ে গেল সেদিকে। বসল গিয়ে র‍্যাল্‌ফের পাশে।

ছেঁড়াফাড়া শর্টস জোড়া কোনোরকমে পরে আছে পিগি। সোনালি আর বাদামি মিলিয়ে একটা রঙ পিগির হোঁতকা শরীরের, ও যেদিকেই তাকায় এখন ঝিলিক দিয়ে ওঠে চশমাটা। পিগি এই দ্বীপের একমাত্র ছেলে, যার চুল কখনো বাড়ছে বলে মনে হয় না। অন্য সবার চুল বড় হয়ে মাথা ছাপিয়ে নেমে গেছে, কিন্তু পিগির চুলগুলো এখনো সেই এত্তটুকুন। যেন টাকমাথাটাই ওর স্বাভাবিক রূপ। মাথায় পিগির অল্প যে ক'টি চুল আছে, তাও ঝরে যাবে অচিরে—বারশিঙা হরিণ-শাবক যেমন বড় হতে হতে শিঙ থেকে রোমের আস্তরণ হারায়, ঠিক সেরকম।

'আমি ঘড়ির কথা ভাবছি', বলল পিগি। 'আমরা কিন্তু সূর্যঘড়ি বানাতে পারি। প্রথমে একটা লাঠি গুঁজতে হবে বালিতে, তারপর—'

কিন্তু সূর্যঘড়ি তৈরির গাণিতিক পদ্ধতি বর্ণনা করাটা বিশাল এক ব্যাপার। এত ঝামেলায় না গিয়ে অল্প কথায় র‍্যাল্‌ফকে বোঝাল পিগি।

'শুধু ঘড়ি কেন', র‍্যাল্‌ফ বলল টিটকিরির সুরে, 'একটা বিমান বানাই, একটা টিভি সেট বানাই, আর বানাই একটা বাষ্প ইঞ্জিন।'

পিগি মাথা নেড়ে বলল,

'ওসব জিনিস বানাতে গেলে প্রচুর কলকব্জা দরকার, এবং আমাদের সেসব কিছুই নেই। তবে একটা লাঠি পেতে পারি আমরা।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসল র‍্যাল্‌ফ। পিগির কথায় মজা পেয়েছে ও। তবে বাস্তবে পিগি বেশ বিরক্তিকর। ওর হোঁতকা দেহ, অ্যাসমা সবই অসহ্য। মাথা থেকে বুদ্ধিসুদ্ধি যা বেরোয়, এক্কেবারে ভোঁতা। তবে পিগির ভোঁতা বুদ্ধিটাকে একটু খেলিয়ে মজা পাওয়া যায়, এমনকি কেউ যদি আচম্বিতে এ সুযোগ পেয়ে যায়—তবুও মজা পাবে।

র‍্যাল্‌ফের ব্যঙ্গহাসির মর্মার্থ বুঝতে পারল না পিগি। বরং র‍্যাল্‌ফের হাসিটাকে ও ধরে নিল বন্ধুসুলভ। এখানে বড়দের দলে পিগিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। কেউ মুখে কিছু না বললেও আচার-আচরণে বোঝা যায়—ওদের কাছে পিগি অনেকটা বহিরাগতের মতো। পিগির বাচনভঙ্গি যে সবার চেয়ে আলাদা, সেটা কিন্তু বিবেচ্য বিষয় নয়। পিগির মোটা দেহ, অ্যাসমা, চশমা এবং কায়িক শ্রমের প্রতি বিশেষ অনীহা সবার কাছে বিরাগভাজন করে তুলেছে ওকে।

এ মুহূর্তে পিগি ভাবছে, ওর কোনো কথায় মজা পেয়ে হাসছে র‍্যাল্‌ফ। সানন্দে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এগোল পিগি। বলল, 'প্রচুর লাঠি রয়েছে আমাদের। কাজেই সবার একটা সূর্যঘড়ি হতে পারে। তা হলে সময়টা জানতে পারব আমরা।'

'হ্যাঁ—তা হলে এত্তো এত্তো ভালো হবে আমাদের।' প্রশংসা নয়, ব্যঙ্গ করল র‍্যাল্‌ফ।

'তুমিই তো বলেছ', বলল পিগি। 'সঠিকভাবে কাজ করে যেতে হবে আমাদের। তা হলেই শুধু উদ্ধার পাব আমরা।'

'ওহ, চুপ কর তো।'

এক লাফে দাঁড়িয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ, আবার ছুটল পুকুরটার দিকে। মরিস এইমাত্র অপটু ডাইভ দিয়ে নেমে গেল পানিতে। প্রসঙ্গ পালটানোর সুযোগ পেয়ে র‍্যাল্‌ফ খুশি। মরিস পানির ওপর ভেসে উঠতেই চেঁচিয়ে উঠল ও,

'পেটটা আগে পড়ে গেছে ! পেট পড়ে গেছে !'

র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মরিস। র‍্যাল্‌ফ এখন স্বচ্ছন্দে সাঁতরে বেড়াচ্ছে পানিতে। সব ছেলের ভেতর র‍্যাল্‌ফই সবচেয়ে বেশি মানিয়ে গেছে এখানকার পরিবেশের সাথে। কিন্তু এইমাত্র পিগির মুখে উদ্ধারের কথাটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেছে ওর। যদিও কথাটা অর্থহীন, ছেলেমানুষি ঢঙে বলেছে পিগি, কিন্তু র‍্যাল্‌ফের বুকের ভেতর করুণ হয়ে বেজেছে উদ্ধার শব্দটা। মুহূর্তেই চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে দ্বীপের সব সৌন্দর্য, এমনকি পানির এই সবুজ গভীরতা এবং ছড়িয়ে পড়া সোনা রোদের মাঝেও জীবনের কোনো ঘ্রাণ খুঁজে পাচ্ছে না। সাইমনের নিচ দিয়ে দৃঢ় ভঙ্গিতে সাঁতরে গেল র‍্যাল্‌ফ, উঠল গিয়ে পুকুরের অপর প্রান্তে, তার পর পাড়ে উঠে শুয়ে পড়ল। ওর ভেজা গা থেকে গড়িয়ে নামছে পানি, চকচকে মসৃণ একটা সীলের মতো দেখাচ্ছে ওকে। পিগি সব সময়ই জটিল। র‍্যাল্‌ফকে তীরে উঠতে দেখে সেও উঠে পড়ল বসা থেকে। এগিয়ে এসে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফের পাশে। র‍্যাল্‌ফ উপুড় হয়ে না দেখার ভান করল পিগিকে। মরীচিকা মরে গেছে ইতোমধ্যে। উজ্জ্বল নীল দিগন্তরেখা বরাবর বিষণ্নদৃষ্টিতে তাকাল র‍্যাল্‌ফ।

পরমুহূর্তে দাঁড়িয়ে গেল ও, চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল,

'ধোঁয়া ! ধোঁয়া !'

সাইমন সাঁতারে শোয়া ছিল, র‍্যাল্‌ফের কথায় দ্রুত উঠতে গিয়ে গ্লাক্ করে গিলে ফেলল একমুখ পানি। ডাইভ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল মরিস, গোড়ালিতে ভর করে পিছিয়ে গেল ও, পরমুহূর্তে ঝোড়োবেগে ছুটল মঞ্চের দিকে, তার পর পিছিয়ে এল তালতলার ঘাসের ওপর। ন্যাকড়ার মতো শর্ট্‌স দ্রুত পায়ে গলাতে লাগল, এ মুহূর্তে কোনো কিছুর জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে ও।

র‍্যাল্‌ফ দাঁড়িয়ে এক ঠায়, একটা হাত পেছন দিকে ধরে রেখেছে ওর চুলগুলো, আরেকটা হাত এসে জোড় বাঁধল এই হাতের সাথে। সাইমন এখন খলবল করে বেরিয়ে আসছে পানি থেকে। পিগি ওর চশমার কাচ ঘষছে শর্ট্‌স দিয়ে, চোখ দুটো হন্যে হয়ে চষে বেড়াচ্ছে সাগর জুড়ে। মরিস এদিকে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে শর্ট্‌সের এক পায়ের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে দু পা। যে ক'টি ছেলে আছে এখানে, সবারই এ মুহূর্তে বড়ই বেহাল অবস্থা, র‍্যাল্‌ফ শুধু অনড়।

'আমি তো কোনো ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি না', অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠ পিগির। 'কোনো ধোঁয়া চোখে পড়ছে না, র‍্যাল্‌ফ—কোথায় তোমার ধোঁয়া ?'

র‍্যাল্‌ফ কিছু বলল না। ওর হাত দুটো এখন অঙ্গুলিবদ্ধ কপালের ওপর, ফলে সুন্দর চুলগুলো আর ঢাকতে পারছে না চোখ দুটো। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে ও, ইতোমধ্যে শরীর শুকিয়ে সাদা হয়ে ফুটে উঠেছে লবণ।

'র‍্যাল্‌ফ—কোথায় জাহাজ ?'

জানতে চাইল সাইমন। র‍্যাল্‌ফের পাশ থেকে দিগন্তের দিকে তাকিয়েছে ও। ফ্যাঁড়ৎ করে ছিঁড়ে গেল মরিসের প্যান্ট। এখন একটা আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয় ওটা। প্যান্টটা ফেলে দৌড়ে বনের ভেতর চলে গেল মরিস, এবং খানিক পর ফিরে এল আবার।

দূর দিগন্তে ধোঁয়াটা আঁটো এক ছোট্ট গিঁঠের মতো দেখাচ্ছে, ধীর ভঙ্গিতে পাক খুলছে এই গিঁঠের। ধোঁয়ার নিচে ছোট্ট বিন্দুর মতো যে জিনিস, হয়তোবা ওটা ধোঁয়া নির্গমনের চিমনি। উত্তেজনায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে র‍্যাল্‌ফের চেহারা।

আপনমনে বলে উঠল ও, 'ওরা আমাদের ধোঁয়া দেখবে।'

পিগি এখন তাকিয়েছে ডান দিকে।

বিড়বিড় করে বলল, 'সেরকম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না ধোঁয়াটা।'

ঘুরে পাহাড়-চুড়োর দিকে তাকাল পিগি। র‍্যাল্‌ফ এখনো দেখছে জাহাজটা, দৃষ্টিতে ফুটে আছে এক ধরনের ব্যাকুলতা। চেহারায় আবার স্বাভাবিক রঙটা ফিরে আসছে ওর। সাইমন পাশে দাঁড়িয়ে র‍্যাল্‌ফের, মুখে কোনো কথা নেই।

'আমি জানি, আমি খুব ভালো দেখতে পাই না', বলল পিগি। 'কিন্তু আমাদের ধোঁয়াটা আবার আছে তো?'

জাহাজ দেখতে দেখতে অধৈর্য কণ্ঠে সাড়া দিল র‍্যাল্‌ফ,

'ধোঁয়া আছে পাহাড়ে।'

মরিস ছুটে এসে তাকাল সাগরের দিকে। সাইমন এবং পিগি দু জনই এখন একসঙ্গে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। পিগি ওর চেহারাটা স্বাভাবিক রাখলেও সাইমন পারল না।

'র‍্যাল্‌ফ ! র‍্যাল্‌ফ !'

এমনভাবে চেঁচাল সাইমন, যেন নিজেই নিজেকে আঘাত করেছে ও। ওর চিৎকারের ধকলে বালিতে সেঁধোনোর যোগাড় র‍্যাল্‌ফের।

'বলো তো আমাকে', উদ্বিগ্ন কণ্ঠ পিগির—'আদৌ কোনো সঙ্কেত আছে ওখানে ?'

র‍্যাল্‌ফ একবার দিগন্তের অপসৃয়মাণ ধোঁয়াটা দেখে নিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল।

'র‍্যাল্‌ফ—প্লিজ ! ওখানে কোনো সঙ্কেত আছে আমাদের ?'

র‍্যাল্‌ফকে স্পর্শ করার জন্যে ভীরু একটা ভাব নিয়ে হাত বাড়াল সাইমন, কিন্তু তার আগেই ছুটতে শুরু করল র‍্যাল্‌ফ। গোসলের পুকুরটার অগভীর প্রান্ত দিয়ে সশব্দে পানি ছিটিয়ে দৌড়ে গেল ও। গরম সাদা বালির মাঝ দিয়ে ছুটে পৌঁছে গেল তালতলায়। মুহূর্তেক পর র‍্যাল্‌ফকে দেখা গেল ঝোপঝাড়ের জটিল জঞ্জালের সাথে যুদ্ধ করতে, যা উপচে পড়েছে এবড়োখেবড়ো জঙ্গুলে পথটার ওপর। সাইমনও দৌড়াল র‍্যাল্‌ফের পেছনে, তার পর মরিস।

পিগি চেঁচাল পেছন থেকে, 'র‍্যাল্‌ফ ! প্লিজ—বলে যাও, র‍্যাল্‌ফ!'

এবার পিগিও ছুটতে শুরু করল। চাতাল পেরোনোর আগে মাড়িয়ে গেল মরিসের ফেলে যাওয়া প্যান্ট। ছুটতে থাকা এই ছেলে চারটির পেছনে, দিগন্ত বরাবর ধীর ভঙ্গিতে ঢেউ ভেঙে উঠতে লাগল ধোঁয়া।

এদিকে সৈকতে পারসিভালের সাথে দুষ্টুমি শুরু করেছে হেনরি আর জনি। ওরা দু জন একসঙ্গে বালি ছুড়ে দিচ্ছে পারসিভালের দিকে, বেচারা পারসিভাল আগের মতোই কাঁদছে ফুঁপিয়ে। ধোঁয়া দেখার উত্তেজনা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এই তিনজন।

র‍্যাল্‌ফ ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে এবড়োখেবড়ো পথটার শেষ প্রান্তে। এত দূর চলে আসার পেছনে দরকারি দমটাকে সাবধানে কাজে লাগিয়েছে ও। নগ্ন শরীরে বেপরোয়াভাবে ছুটে আসায় কর্কশ লতাপাতার আঁচড়ে এখানে-ওখানে ছড়ে গেছে ওর। ক্ষতগুলো থেকে গড়িয়ে নামছে রক্ত। ঠিক যেখান থেকে পাহাড়ের খাড়া আরোহণপথ শুরু, সেখানে এসে থামল র‍্যাল্‌ফ। ওর মাত্র কয়েক গজ পেছনে মরিস।

'পিগির চশমা !' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল র‍্যাল্‌ফ। 'আগুন যদি নিভে গিয়ে থাকে, তা হলে ওর চশমাটা লাগবে—'

চিৎকার থামিয়ে দু পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হল র‍্যাল্‌ফ। এইমাত্র পিগিকে দেখা গেল, সৈকতের ওদিক থেকে দৌড়ে আসছে ও। দিগন্তের দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ, তারপর দৃষ্টি ফেরাল পাহাড়ের দিকে। মনের ভেতর বুদ্বুদ তুলছে বিভিন্ন ভাবনা। দৌড়ে গিয়ে পিগির

চশমাটা নিয়ে আসা কি ভালো হবে, নাকি চশমা আনতে আনতে চলে যাবে জাহাজটা ? যদি এখন পাহাড়ে উঠে দেখা যায় আগুন নেই, তখন হাঁ করে বসে থাকতে হবে পিগির অপেক্ষায়, ততক্ষণে জাহাজটা হয়ত দিগন্তের ওপারে হারিয়ে যাবে।

এ মুহূর্তে ঠিক কোন কাজটা আগে প্রয়োজন—স্থির করতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা র‍্যাল্‌ফের। সিদ্ধান্তহীনতার ধকল সইতে না পেরে ককিয়ে উঠল ও, 'ও ঈশ্বর, ও ঈশ্বর!'

সাইমন রুদ্ধশ্বাসে চেষ্টা চালাচ্ছে ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারাটা। এদিকে অন্ধের মতো হাতড়ে পাহাড় বেয়ে দ্রুত ওপরের দিকে উঠতে লাগল র‍্যাল্‌ফ, কাজটা নিজের প্রতি এক ধরনের বর্বরতা আর কি, কিন্তু পাত্তা দিল না ও। পাল্লা দিয়ে চলল দূর দিগন্তে সঞ্চরমাণ ধোঁয়ার খুদে কুণ্ডলীটার সাথে।

কিন্তু পাহাড়-চুড়োয় উঠে ফক্কা খেতে হল। মরে গেছে আগুন। যে ধোঁয়ার জন্যে ওরা এত কষ্ট করে ছুটতে ছুটতে এসেছে, সবই গরল ভেল। আগুন নেই, অগ্নিকুণ্ড ধোঁয়াহীন এবং মৃত। পাহারায় যারা ছিল, একজনও নেই। ভেগেছে। অব্যবহৃত একটা জ্বালানি কাঠের স্তূপ তৈরি হয়ে আছে পোড়ার জন্যে।

সাগরের দিকে ঘুরল র‍্যাল্‌ফ। বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে দিগন্ত, আরো একটি বার মনে হল নৈর্ব্যক্তিক, জগতের নিষ্ফল সব কিছু যেন এসে জড়ো হয়েছে ওখানে, এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গেল ক্ষীণতম ধোঁয়া। তাল সামলে পাথরগুলোর মাঝ দিয়ে দৌড়াল র‍্যাল্‌ফ, গোলাপি খাড়া পাহাড়ের শেষ প্রান্তে নিজেকে ধরে রেখে জাহাজ লক্ষ করে চেঁচাল ও,

'ফিরে এস! ফিরে এস !'

সাগরের দিকে চোখ রেখে সামনে-পেছনে ছুটোছুটি করে উন্মত্তের মতো চেঁচাতে লাগল র‍্যাল্‌ফ,

'ফিরে এস ! ফিরে এস !'

সাইমন এবং মরিস এসে হাজির। দু জনের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। সাইমন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পানি মুছল গাল থেকে। র‍্যাল্‌ফ নিজের জানা সবচেয়ে বিচ্ছিরি খিস্তি হাতড়ে বেড়াল। শেষে আক্ষেপ করে বলল, 'কাজ আর খুঁজে পায় নি ওরা, আগুনটাকে নিভতে দিয়ে পালিয়েছে।'

পাহাড়ের প্রতিকূল পাশটার নিচের দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। পিগি এসে গেছে, দম ফুরিয়ে হাঁপাচ্ছে সে এবং গোঙাচ্ছে ঠিক একটা শিশুর মতো। হঠাৎ হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হল র‍্যাল্‌ফের, প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে গেল চেহারাটা। ওর আগ্রহী দৃষ্টি তিক্ততা ফুটিয়ে তুলল কণ্ঠে। রাজ্যের আক্রোশ নিয়ে বলল,

'ওই যে হতচ্ছাড়ার দল।'

খাড়া পাহাড়টার একদম নিচে, পাথরের স্তূপ ঢালু হয়ে যেখানে পানির প্রান্তে গিয়ে থেমেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা শোভাযাত্রা। কিছু ছেলের মাথায় কালো টুপি, বাকিরা প্রায় নগ্ন বলাই চলে। যখনই ওরা পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে—সবাই একসঙ্গে হাতের লাঠি ছুড়ে দিচ্ছে শূন্যে। সেইসঙ্গে সুর করে কী একটা ধ্বনি দিচ্ছে ওরা। যমজ দু ভাই খুব সাবধানে বয়ে চলেছে বোঁচকা জাতীয় একটা কিছু, যার সাথে এই ধ্বনি জড়িত। এত দূর থেকেও জ্যাককে ঠিকই চিনে ফেলল র‍্যাল্‌ফ, লম্বা লালচুলো ছেলেটি হেঁটে যাচ্ছে সবার আগে এবং নিঃসন্দেহে নেতৃত্ব দিচ্ছে এই শোভাযাত্রার।

সাইমনও এখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে র‍্যাল্‌ফের। এর আগে যেমন দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিল, এখন দেখছে শোভাযাত্রা। কিছু একটা দেখে যেন ভড়কে গেছে সাইমন।

র‍্যাল্‌ফ আর কিছু বলল না, শোভাযাত্রা আরো কাছে এগিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। ওদের সুরেলা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে এখন, কিন্তু কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। জ্যাকের ঠিক পেছনেই রয়েছে যমজ ভাইয়েরা, কাঁধে করে বিশাল একটা কিছু বয়ে আনছে দু জন মিলে। ভালো করে দেখতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল জিনিসটা। বিশাল এক শূকরের মৃতদেহ দুলছে যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাঁধে। উঁচুনিচু পথে চলতে গিয়ে যখনি দু ভাই ঝাঁকুনি দিচ্ছে, ভয়ানকভাবে দুলে উঠছে মৃত শূকরটা। চেরা গলা নিয়ে মাথাটা ঝুলছে শূকরের, যেন মাটিতে কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে ওটা। অবশেষে মিছিলের গণ্ডি পেরিয়ে ওপরে উঠে এল ধ্বনি, পোড়া কাঠ আর ছাইয়ের পেয়ালার মাঝে ভেসে বেড়াতে লাগল ওদের সম্মিলিত সুর।

'শূকরটাকে মার। গলাটাকে ফাড়। রক্ত ছুটিয়ে দাও।'

স্লোগান স্পষ্ট হয়ে উঠতে উঠতে পাহাড়ের খাড়া অংশে এসে পৌঁছুল শোভাযাত্রা এবং দু-এক মিনিটের ভেতর স্লোগান থেমে গেল। পিগি বেচারার বড়ই করুণ অবস্থা। সর্দি জমে গেছে ওর। গোঙানিটা জোরালো হয়ে উঠেছে। সাইমন ওকে এত জোরে ধমক মারল, যেন গির্জার ভেতর গলা চড়িয়ে কথা বলেছে পিগি।

কাদামাখা মুখে জ্যাক প্রথম এসে দাঁড়াল পাহাড়-চুড়োয়। হাতের বর্শাটা উঁচুতে তুলে ধরে র‍্যাল্‌ফকে সাদর আমন্ত্রণ জানাল জ্যাক।

বলল, 'দেখ! একটা শূকর মেরেছি আমরা—শূকরটাকে গোপনে অনুসরণ করেছিলাম—তার পর ঘিরে ফেলেছি চারদিক থেকে—'

শিকারিরা একসঙ্গে সুর মেলাল জ্যাকের সাথে,

'ঘিরে ফেলেছি চারদিক থেকে—

তার পর আস্তে আস্তে এগিয়েছি—

তখন ঘোঁৎঘোঁৎ করছিল শূকরটা—'

শূকরটা এখন ঝুলছে দাঁড়িয়ে থাকা যমজ দু ভাইয়ের মাঝখানে। ধপাস করে পাথরের ওপর নামিয়ে রাখা হল ওটাকে। পরমানন্দে হাসছে ওরা, বিশাল বিস্তৃত হাসি। র‍্যাল্‌ফকে এখুনি অনেক কিছু বলার আছে জ্যাকের, কিন্তু সেটা ভুলে গিয়ে নাচতে শুরু করল সে। তবে দু একবার পা ফেলেই নিজের মর্যাদা সম্পর্কে হুঁশ হল তার। সঙ্গে সঙ্গে স্থির। হাসতে লাগল সে দাঁত বের করে। এতক্ষণে খেয়াল হল, হাতে রক্ত লেগে আছে তার। বিরক্তির সাথে মুখ কোঁচকাল জ্যাক। কিছু একটা খুঁজে বেড়াল রক্ত মোছার জন্যে, না পেয়ে শেষে নিজের প্যান্টেই মুছে ফেলল রক্ত। এবার নিজের কাণ্ডে নিজেই হো-হো করে হেসে উঠল জ্যাক।

র‍্যাল্‌ফ গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

'আগুনটা তোমার জন্যেই নিভে গেছে।'

জ্যাক পরীক্ষা করে দেখল নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ড, সেইসঙ্গে খানিকটা বিরক্ত হল র‍্যাল্‌ফের অপ্রাসঙ্গিক কথায়, তবে মনটা খুব বেশি ফুরফুরে হয়ে আছে বলে বিরক্তিটা গায়ে মাখল না।

বরং উদ্বেগের সাথে বলল, 'আগুন তো আবার জ্বালাতে পারব আমরা। তবে আমাদের সাথে তোমার থাকা উচিত ছিল, র‍্যাল্‌ফ। দারুণ একটা সময় কাটিয়ে এলাম আমরা। যমজ দু ভাই তো রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—'

'আমরা শূকরটাকে পিটিয়েছি—'

'—আমি আঘাত করেছি মাথার ওপর।

'শূকরটার গলা কেটেছি আমি', চোখমুখ কুঁচকে সগর্বে বলল জ্যাক। 'এখন তুমি যদি আমাদের সাথে যোগ দাও, র‍্যাল্‌ফ, তাহলে শিকারের উৎসবটা পরিপূর্ণভাবে উদযাপন করতে পারি আমরা।'

ছেলেরা সবাই কলগুঞ্জন করছে এবং নাচছে। যমজ দু ভাই দাঁত বের করে হাসছে এখনো।

'গলা কাটার সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল', হাসতে হাসতে বলল জ্যাক, হাসির দমকে কেঁপে উঠল ওর শরীর। 'দৃশ্যটা দেখা উচিত ছিল তোমার ! এখন থেকে প্রতিদিন শিকারে বেরোব আমরা—'

র‍্যাল্‌ফ ওর মতে অনড় থেকে কর্কশ কণ্ঠে আবার বলল,

'আগুনটা নিভেছে তোমার কারণে।'

পুনর্বার অভিযোগ শুনে অস্বস্তিতে পড়ে গেল জ্যাক। যমজ দু ভাইকে এক পলক দেখে নিয়ে আবার র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকাল ও।

বলল, 'শিকারে ওদের দু ভাইকে দরকার ছিল আমাদের। নইলে একটা বৃত্ত তৈরির মতো যথেষ্ট সঙ্গী হত না।'

লজ্জায় আরক্ত হল জ্যাক, নিজের দোষটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে ও।

শেষে বলল, 'আগুন নিভেছে দু এক ঘণ্টা হবে। আমরা আবার জ্বালাতে পারি আগুনটা—'

র‍্যাল্‌ফের রাগটা এখন নগ্নভাবে দেখতে পাচ্ছে জ্যাক, সেইসঙ্গে চারজনের থমথমে নীরবতাও নজর এড়াচ্ছে না। শিকারের সুখটাকে এই চারজনকে ভাগ করে দিতে চাইল জ্যাক। খানিক আগের রোমাঞ্চকর স্মৃতিতে মনটা ভরে আছে ওর। সবাই মিলে একসঙ্গে শূকরটাকে পাকড়াও করার কসরত, জ্যান্ত একটা জিনিসকে কৌশলে হারিয়ে দেওয়ার মজা, ইচ্ছেমতো ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, তারিয়ে তারিয়ে তৃপ্তির সাথে পান করার মতো ওটার জীবন কেড়ে নেওয়া—এই স্মৃতিগুলো এখনো সুখ আর তৃপ্তিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছে জ্যাকের মনটা।

হাত দুটো প্রসারিত করে জ্যাক বলল,

'শূকরটার রক্ত যদি তোমরা দেখতে !'

এ মুহূর্তে আগের চেয়ে খানিকটা নীরব হয়ে গিয়েছিল শিকারিরা, জ্যাকের কথায় গুঞ্জন উঠল আবার। র‍্যাল্‌ফ ঝটকা মেরে ওর চুলগুলো ঠেলে দিল পেছনে। হাত বাড়িয়ে দিল শূন্য দিগন্তের দিকে। চড়া গলায় ফুটে উঠল বুনো একটা ভাব, সবাইকে স্তম্ভিত করে বলল, 'ওই যে ওখানে একটা জাহাজ দেখা গিয়েছিল।'

জ্যাক সহসা পড়ে গেল এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে। একসঙ্গে একগাদা জটিলতা এসে ছেঁকে ধরল ওকে। মাথা নিচু করে সরে এল ও। একটা হাত রাখল মৃত শূকরটার ওপর এবং বের করল নিজের ছুরিটা। র‍্যাল্‌ফ নামিয়ে নিল ওর হাতটা, মুঠি পাকাল ব্যর্থতার গ্লানিতে, কথা বলার সময় কেঁপে উঠল কণ্ঠ।

বলল, 'একটা জাহাজ ছিল ওখানে। তুমি বলেছিলে আগুনটাকে জিইয়ে রাখবে, কিন্তু তা না করে বরং নিভিয়ে ফেলেছ।' কথা বলতে বলতে জ্যাকের দিকে এক পা এগোল র‍্যাল্‌ফ। জ্যাক ঘুরে মুখোমুখি হল ওর।

র‍্যাল্‌ফ আক্ষেপের সুরে বলল, 'ধোঁয়াটা থাকলে হয়তোবা ওরা দেখত আমাদের। হয়তোবা আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারতাম—'

এদিকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সুযোগটা হাতছাড়া হওয়ায় মুষড়ে পড়েছে বেচারা পিগি। এই যন্ত্রণাটা এতই অসহ্য হয়ে দাঁড়াল ওর জন্যে, ভয়ডর ভুলে চিৎকার শুরু করে দিল ও,

'তুমি এবং তোমার এই রক্তই সর্বনাশটা করে ছাড়ল, জ্যাক মেরিডিউ ! তুমি এবং তোমার শিকার হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া ! ইস্, হয়তো এ যাত্রা বাড়ি ফিরতে পারতাম—'

র‍্যাল্‌ফ পিগিকে ঠেলে সরিয়ে দিল একপাশে।

জ্যাককে বলল, 'আমি হচ্ছি দলের প্রধান। কাজেই আমি যা বলব, তুমি তাই করবে। কিন্তু কথা শোনা দূরে থাক, তুমি ঘর তৈরির কাজেও হাত দাও নি—তার ওপর শিকারে গিয়েছ আগুনটা নিভিয়ে—'

অন্য দিকে মুখ ফেরাল র‍্যাল্‌ফ, নীরব রইল মুহূর্তেক, তারপর আবার তীব্র অনুভূতি নিয়ে চড়ে গেল ওর কণ্ঠ,

'ইস্, একটা জাহাজ এসেছিল—'

ছোট শিকারিদের একজন বিলাপ শুরু করে দিল। নির্মম সত্যটা গভীরভাবে ছুঁয়ে গেল সবাইকে। টকটকে লাল হয়ে গেল জ্যাকের চেহারা, শূকরটাকে পুঁচিয়ে কেটে হেঁচকা টান মারছে ও।

'শিকারে ঝক্কি অনেক', বলল জ্যাক। 'আমাদের সবাইকে দরকার সেখানে।'

র‍্যাল্‌ফ জ্যাকের দিকে ফিরে বলল,

'ঘর তৈরি যখন শেষ হয়েছে, কাজেই সবাইকে এখন পেতে পার তুমি। তাই বলে শিকারে—'

'মাংসের দরকার আমাদের।'

এ কথা বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল জ্যাক, হাতে রক্তমাখা ছোরা। র‍্যাল্‌ফ এবং জ্যাক—পরস্পর মুখোমুখি ওরা। কারো কোনো কথা নেই। শিকারের জগৎটাই আসলে অন্য রকম। আলাদা একটা ঔজ্জ্বল্য আছে এ জগতের। কৌশলবাজি, বুনো আনন্দ, দক্ষতা, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং বুদ্ধিতে হারানোর দৌড়—এসব নিয়েই শিকারের সেই ভিন্ন জগৎ। ডান হাত থেকে ছোরাটা বাঁ হাতে নিয়ে এল জ্যাক, লেপ্টে থাকা চুলগুলো ছোরা দিয়ে সরাতে গিয়ে রক্তের ছোপ লাগিয়ে দিল কপালে।

পিগি আবার শুরু করল,

'আগুন নিভিয়ে দেওয়াটা মোটেও উচিত হয় নি তোমার। তুমি কথা দিয়েছিলে, 'ধোঁয়াটা ধরে রাখবে—'

পিগির অভিযোগে সমর্থন যোগাল শিকারিদের কয়েকজন। হা-হুতাশ শুরু করল ওরা। সবার বিলাপ আর আহা-উহুতে উন্মত্ত হয়ে উঠল জ্যাক। ভীষণ দৃষ্টি ফুটে উঠল ওর নীল চোখ দুটোতে। মুঠি পাকিয়ে তেড়ে এল সামনে, পিগিকে নাগালে পেয়ে সজোরে ঘুসি মেরে বসল তার পেটে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল পিগির মুখ থেকে, ধপাস্ করে বসে পড়ল পেছনে। পিগির একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে দাঁড়াল জ্যাক। অপমানের জ্বালায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা।

কণ্ঠে আক্রোশ নিয়ে সে বলল, 'আরো বলবি, বল—আরো বলবি? মোটকু কোথাকার!'

র‍্যাল্‌ফ এক পা এগোল সামনের দিকে, জ্যাক ধাঁ করে একটা গাঁট্টা মেরে বসল পিগির মাথায়। চোখ থেকে ছিটকে চলে গেল চশমাটা, সশব্দে পড়ল গিয়ে পাথরের ওপর। আতঙ্কে চিৎকার জুড়ে দিল পিগি,

'আমার চশমাটা !'

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল পিগি, হাতড়ে বেড়াল পাথরে। কিন্তু সাইমন ইতোমধ্যে তুলে নিয়েছে চশমাটা। এখানে এই পাহাড়-চুড়োয় ভয়াল ডানার মতো একটা আবেগ আঁকড়ে ধরল সাইমনকে।

আফসোস-ভরা কণ্ঠে বলল, 'ইস্, চশমাটার একটা দিক ভেঙে গেছে !'

ছোঁ মেরে চশমাটা নিয়ে চোখে দিল পিগি। রাগ রাগ চোখে তাকাল জ্যাকের দিকে।

সরোষে বলল, 'চশমা ছাড়া মোটেও চলে না আমার। অথচ এখন মাত্র একটা চোখে দেখতে পাব। দাঁড়া, একটু অপেক্ষা কর—'

জ্যাক তেড়ে গেল পিগির দিকে, মাঝখানে বড়সড় একটা পাথরখণ্ড রয়েছে, হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত সেটার আড়ালে চলে গেল পিগি। তারপর পাথরটার ওপর মাথা বের করে চশমার এক চোখ দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল জ্যাকের দিকে।

বলল, 'এখন আমার চশমার মাত্র একটা চোখ। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা—'

পিগির ঘ্যান্‌ঘ্যানে কণ্ঠটাকে ব্যঙ্গ করে ভেংচি কাটল জ্যাক, 'ইস্, দেখাচ্ছি মজা—'

পিগি এবং ওর কণ্ঠের অনুকরণ শিকারিদের কাছে এতই কৌতুককর হয়ে দাঁড়াল, সবাই হেসে উঠল হো-হো করে। জ্যাক এতে উৎসাহ পেয়ে গেল আরো। পিগির মতো সেও হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল পিগির দিকে। হাসির হুল্লোড় বেড়ে গেল আরো, হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হাসতে লাগল সবাই। র‍্যাল্‌ফ টের পেল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেঁকে গেছে ওর ঠোঁট, চোখের সামনে এমন একটা অনাসৃষ্টি চলতে থাকায় নিজে নিজেই ও রেগে টঙ।

বিড়বিড়িয়ে বলল,

'এটা হচ্ছে একটা নোংরা তামাশা।'

র‍্যাল্‌ফের কথায় ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল জ্যাক, র‍্যাল্‌ফের মুখোমুখি হয়ে চিৎকার করে বলল,

'ঠিক আছে, ঠিক আছে !'

একে একে পিগি, শিকারি দল এবং জ্যাকের দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ।

'আমি দুঃখিত', বলল জ্যাক। 'আগুনটা নেভানোর জন্যে আমি দুঃখিত।'

আমি— আমি ক্ষমা চাইছি এজন্যে।'

একটা গুঞ্জন উঠল শিকারিদের মাঝে। জ্যাকের এই সুন্দর আচরণের জন্যে সবাই প্রশংসা করছে তার। সবার মনোভাবটা জলের মতো পরিষ্কার। জ্যাককে সমর্থন করছে ওরা। অর্থাৎ, জ্যাক যা করেছে—তা ঠিকই। তার ওপর ক্ষমা চেয়ে নিজের ঔদার্য দেখিয়েছে। আর র‍্যাল্‌ফ যা বলছে তা ভুল। ওদের হাবভাবে অন্তত তাই বোঝা যাচ্ছে। র‍্যাল্‌ফের কাছ থেকে এখন যথোপযুক্ত সুন্দর উত্তর আশা করছে সবাই।

এরপরেও র‍্যাল্‌ফের মুখ থেকে সুন্দর কোনো কথা বেরোল না। বরং জ্যাকের ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটাকে ও নোংরা আচরণের বাড়তি সংযোজন হিসেবে ধরে নিয়েছে। এটা জ্যাকের মুখের চাতুর্য। এই বুদ্ধুর দল কি দেখতে পাচ্ছে না, আগুন নিভে যাওয়ায় জাহাজটা কেমন হাতছাড়া হয়ে গেল ? ওরা কি দেখতে পাচ্ছে না এটা ? মিষ্টি কথার বদলে তেতো কথা বেরোল র‍্যাল্‌ফের মুখ থেকে,

'এটা একটা নোংরা তামাশা।'

নিস্তব্ধতা নেমে এল পাহাড়-চুড়োয়। জ্যাকের চোখ দুটোয় অস্পষ্ট একটা কালো ছায়া ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল আবার।

শেষে র‍্যাল্‌ফ নীরস কণ্ঠে বিড়বিড় করল,

'ঠিক আছে, আগুনটা জ্বালো আবার।'

শুরু হয়ে গেল শুভ আয়োজন, খানিকটা হলেও দূর হল সবার উৎকণ্ঠা। র‍্যাল্‌ফ কিছু বলল না, কিছু করল না, শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পায়ের কাছে ছাইয়ের স্তূপের দিকে। হন্বিতম্বি করে কাজ সারছে জ্যাক। একে ওকে হুকুম দিচ্ছে ও, গান গাইছে, শিস্ দিচ্ছে, মন্তব্য ছুড়ে দিচ্ছে নীরব র‍্যাল্‌ফের দিকে—তবে র‍্যাল্‌ফ এসব মন্তব্যের কোনো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না, ফলে কোনো কটু কথা শুনতে হচ্ছে না জ্যাককে এবং র‍্যাল্‌ফ এখনো নীরব। কেউ ওকে হাত লাগাতে বলছে না, এমনকি জ্যাকও না। অবশেষে আগের জায়গা থেকে গজ তিনেক দূরে নতুন করে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হল, তবে জায়গাটা মোটেও সুবিধেজনক নয়। কাজেই বাধ্য হয়ে র‍্যাল্‌ফকে কর্তৃত্ব ফলাতে হল। যদি ব্যাপারটা নিয়ে কয়েক দিন চিন্তাভাবনার সুযোগ থাকত, তা হলে এখানে চট করে মাতব্বরি ফলাত না ও। র‍্যাল্‌ফের এই শক্তির কাছে জ্যাক একদম অসহায়, রুখে দাঁড়ানোর কোনো ক্ষমতা নেই ওর। তবে প্রতিক্রিয়াটা এতই তীব্র হয়ে দাঁড়াল, অকারণে মেজাজ চড়ে গেল জ্যাকের। আগুনের জন্যে যখন নতুন করে কাঠের স্তূপ গড়ে উঠল, তখন র‍্যাল্‌ফ আর জ্যাক উঁচু একটি দেয়ালের দুটি ভিন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়ে।

আগুন জ্বালাতে গিয়ে সমস্যা এসে দাঁড়াল। জ্যাক ভেবে পাচ্ছে না—কী দিয়ে জ্বালবে আগুন। ওকে অবাক করে দিয়ে র‍্যাল্‌ফ এগিয়ে গেল পিগির কাছে, নিয়ে এল পিগির চশমাটা। র‍্যাল্‌ফ নিজেও জানে না—কেন যে ওর আর জ্যাকের সম্পর্কটা যখন-তখন হুট করে ছিন্ন হয় এবং আবার জোড়া লেগে যায়।

'ওদেরকে ফিরিয়ে আনব আমি।' এই বলে আগুন জ্বালানোর কাজে লেগে পড়ল র‍্যাল্‌ফ।

'আমিও আসছি তোমার সাথে।'

পিগি এসে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফের পেছনে। র‍্যাল্‌ফ হাঁটু গেড়ে চশমার লেন্সের মাধ্যমে উজ্জ্বল আলোর ছোট্ট এক বৃত্ত তৈরি করল কাঠের স্তূপে। পিগি পড়ে গেল অর্থহীন এক রঙের সাগরে। ওর চশমাহীন চোখের সামনে খেলে বেড়াতে লাগল রঙের ঝিলমিল। ফাঁৎ করে আগুন ধরে গেল কাঠের স্তূপে। পিগি সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ফিরিয়ে নিল চশমাটা। চোখ জুড়ানো লাল, হলুদ এবং বেগুনি রঙের ফুলগুলো পরিবেশটাকে হালকা করে দিল। আগুনের কুণ্ডটা ক্যাম্প-ফায়ারে পরিণত হল ওদের কাছে। ছেলেরা সবাই বৃত্তাকারে আগুনটাকে ঘিরে বেশ মজা করতে লাগল, এমনকি পিগি আর র‍্যাল্‌ফও খানিকটা মজে গেল এই আনন্দে। শিগগির ছেলেরা ক'জন ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে গেল আরো কিছু কাঠ নিয়ে আসতে। জ্যাক ওদিকে ছোরা দিয়ে কাটছে শূকরটাকে। পুঁচিয়ে ছাল ছাড়াচ্ছে। আস্ত শূকরটাকে ওরা ছুঁচালো এক মোটা ডাল দিয়ে গেঁথে আগুনের ওপর ধরে ঝলসাতে চাইল, কিন্তু শূকরটা ভালো ঝলসানোর আগেই পুড়ে গেল ডালটা। শেষে কিছু মাংস ছোট ছোট ডালে গেঁথে শিককাবাবের মতো ঝলসাতে লাগল আগুনে। মাংস ঝলসাতে গিয়ে ছেলেরা অনেকেই প্রায় পুড়ে যাওয়ার যোগাড়।

জিভে পানি এসে গেল র‍্যাল্‌ফের। প্রথমে সে এড়িয়ে যেতে চাইল এই মাংস, কিন্তু একটানা ফলমূল, বাদাম, বিস্বাদ কাঁকড়া কিংবা মাছ এসব খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, কাজেই মাংসের লোভটাকে উপেক্ষা করতে পারল না ও। এক টুকরো আধা কাঁচা আধা সিদ্ধ মাংস নিয়ে চিবোতে লাগল একটা নেকড়ের মতো।

পিগিরও প্রায় লালা ঝরানোর মতো অবস্থা। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল ও, 'আমি কি কিছুই পাব না?'

জ্যাকের হাবভাবে আসলে বোঝা যাচ্ছিল তাই, পিগিকে মাংসের ভাগ দিতে চায় না সে। তবে পিগি মুখ ফুটে কথাটা বলে দেওয়ায় নিষ্ঠুরতা দেখানোর আরো সুযোগ পেয়ে গেল।

মুখের ওপর বলে দিল, 'তুমি তো শিকারে যাও নি।'

'র‍্যাল্‌ফও যায় নি', আর্দ্র কণ্ঠ পিগির। 'সাইমনও না।'

মনের দুঃখে চড়ে গেল পিগির গলা। বলল, 'একটা কাঁকড়ার ভেতর যেটুকু মাংস থাকে, তার চেয়ে বেশি কিছু তো চাইছি না।' পিগির কথায় অস্বস্তিতে পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। সাইমন বসে আছে যমজ দু ভাই আর পিগির মাঝখানে, মুখ মুছে নিয়ে ওর মাংসের টুকরোটা পাথরের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে ধরল পিগির দিকে, পিগি নিয়ে নিল টুকরোটা। খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠল যমজ দু ভাই, লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল সাইমন।

লাফ মেরে দাঁড়িয়ে গেল জ্যাক, বড়সড় একখণ্ড মাংস কেটে নিয়ে সেটা ছুড়ে মারল সাইমনের পায়ের কাছে।

'খা ! সাধ মিটিয়ে খা !'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সাইমনের দিকে তাকাল জ্যাক,

'আরে—নে না বেটা টুকরোটা !'

গোড়ালিতে ভর দিয়ে সাঁই করে ঘুরল জ্যাক, বিস্ময়বিহ্বল ছেলেদের বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখে নিল সবার চেহারা।

বলল, 'আমি তোমাদের আজ মাংস খাওয়ালাম!'

সীমাহীন হতাশা আর ক্ষোভ থেকে এই অপ্রিয় কথাগুলো বলছে জ্যাক।

'আমি আমার মুখে রঙ মাখিয়েছি—চুপিসারে অনুসরণ করেছি এই শূকরটাকে। আর এখন মজায় মজায় খাচ্ছ তোমরা—কেউ বাদ নেই—আর আমি—'

কথা শেষ না করে থেমে গেল জ্যাক। পাহাড়–চুড়োর নিস্তব্ধতা ক্রমেই গভীর হতে লাগল, শুধু আগুনে কাঠ পোড়ার ফুট্‌ফাট্ আর মাংস ঝলসানোর ছ্যারছ্যার শব্দ ছন্দপতন ঘটাচ্ছে এই নীরবতার। সবার মনোভাব বোঝার জন্যে চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে আনল জ্যাক, শ্রদ্ধা ছাড়া অন্য কিছু নেই কারো চোখে। র‍্যাল্‌ফ দাঁড়িয়ে আছে আগের অগ্নিসঙ্কেতের ভস্মের মাঝে, ওর দু হাত ভর্তি মাংস, মুখে কোনো কথা নেই।

শেষমেশ মরিসই নীরবতা ভাঙল। প্রসঙ্গ পালটে ভিন্ন এক বিষয়ে গেল ও, বাকিরা একসঙ্গে যোগ দিল ওর সাথে।

জ্যাকের কাছে মরিস জানতে চাইল, 'শূকরটাকে কোথায় পেয়েছিলে ?'

রজার পাহাড়ের প্রতিকূল পাশটার দিকে আঙুল তাক করে বলল,

'শূকরেরা ওখানে থাকে—সাগরের তীরে।'

রাগ ক্ষোভ যা ছিল, সব নিমেষে ফুঁ হয়ে গেল জ্যাকের। নিজের গপ্পো ঝাড়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিল,

'চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলাম আমরা। হাত আর হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়েছি আমি। চুপিচুপি পিছু নিয়েছি শূকরটার।'

'শেষে বর্শা ছুড়ে মারি। কিন্তু লাভ হয় নি তাতে। কারণ বর্শার ডগায় ছুঁচাল কোনো কাঁটা ছিল না। শূকরটা ভয়ার্ত কণ্ঠে ঘোঁৎঘোঁৎ করে পালাতে থাকে। শেষে ওটা ফিরে আসে আবার, ঘুরতে থাকে চক্রাকারে, বর্শার খোঁচা খেয়ে রক্ত পড়ছিল শূকরটার গা থেকে—'

জ্যাকের রোমাঞ্চকর বর্ণনা শুনে ইতোমধ্যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে শিকারিদলের ছেলেরা। সবাই মুক্তকণ্ঠে একসঙ্গে বলে উঠল,

'আমরা তখন ঘিরে ফেলি ওটাকে—'

প্রথম আঘাতেই শূকরটার পেছনের অংশ অবশ হয়ে যায়, তারপর বৃত্তটা ক্রমশ এগিয়ে আসে শূকরটার কাছে, আঘাতের পর আঘাত চলে শূকরটার ওপর—

'তারপর আমি গলা কাটি শূকরটার—' বলল জ্যাক।

যমজ দু ভাই এখনো হাসছে সেই একই ভঙ্গিতে, সহসা লাফিয়ে উঠল ওরা, দু জন দু জনের চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল মহাফুর্তিতে। বাকিরাও যোগ দিল যমজ দু ভাইয়ের সঙ্গে, শূকরটার মৃত্যুযন্ত্রণার শব্দ অনুকরণ করে চিৎকার জুড়ে দিল।

'জ্যাককে একটা পুরস্কার দিতে হবে !' চিৎকার করে বলে উঠল একজন।

'দিয়ে দাও চার পেনি !' সমর্থন জানাল আরেকজন।

মরিস এবার নিজেই শূকর সেজে বসল, বৃত্তের মাঝখানে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগল বন্দি শূকরের ভঙ্গিতে, আর শিকারিরাও তাকে পিটিয়ে মারার ভান করতে লাগল। নাচতে নাচতে সবাই সুর করে গাইতে লাগল,

'শূকরটাকে মার, গলাটাকে ফাড়, ছিঁড়েখুঁড়ে ফেল।'

র‍্যাল্‌ফ কিন্তু যোগ দিল না ওদের সাথে। ভেতরে ভেতরে ও ঈর্ষান্বিত এবং ক্ষুব্ধ। যতক্ষণ ওরা নিস্তেজ হয়ে গান না থামাল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল র‍্যাল্‌ফ। শেষে বলল,

'চল, সবাইকে নিয়ে একটা সভা করব আমি।'

একজন একজন করে থেমে গেল ওরা, সবাই একযোগে তাকাল র‍্যাল্‌ফের দিকে।

'এই শাঁখটা হাতে সভা ডাকছি আমি। অন্ধকার হয়ে গেলেও সভা হবে। সভাটা হবে আমাদের মঞ্চে। যখন শাঁখ বাজাব, তখন সবাই ছুটে আসবে সভায়।'

কথা শেষ করে ঘুরল র‍্যাল্‌ফ, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে লাগল নিচের দিকে।

পাঁচ
জলের জন্তু

জোয়ার আসছে। চারদিক ভরে গেছে সাগর জলে, শুধু পানি আর তালতলার চাতালের প্রান্তে, এবড়োখেবড়ো পড়ে থাকা সাদা সাদা জিনিসগুলোর মাঝখানে সরু ফিতের মতো একচিলতে জায়গা জেগে আছে সৈকতে। সরু এই ফিতেটাকে হাঁটাহাঁটির পথ হিসেবে বেছে নিল র‍্যাল্‌ফ। পথটাতে পায়চারি করবে আর ভাববে। এবং এই পথটাতেই শুধু কোনো দিকে না তাকিয়ে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারবে ও। সহসা পায়ের পাতায় পানির পরশ পেয়ে ভীষণ অবাক হয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। এই দ্বীপজীবনের ক্লান্তিকর জিনিসটা উপলব্ধি করতে পারল। এখানে প্রতিটা পথই পায়ে চলা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আর চলতে গেলে একজনকে প্রতিপদে তার পায়ের দিকে নজর রাখতে হয়। ফিতের মতো পথটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেমে গেল র‍্যাল্‌ফ। জীবনে প্রথম এই কৌতূহলোদ্দীপক উদ্ভাবন যেন ওর উজ্জ্বলতর ছোটবেলার একটা অংশ, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসল ও। ঘুরে দাঁড়াল উলটো দিকে। মুখে রোদ মেখে এগিয়ে চলল মঞ্চের দিকে। সভার সময়টা ঘনিয়ে এসেছে, রোদের নিস্তেজ আলোর ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে সভার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নিয়ে ভাবতে লাগল র‍্যাল্‌ফ। সাবধানে ছাড়তে হবে বক্তব্য। অবশ্যই কোনো রকম ভুল করা চলবে না, কোনো কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যাবে না...

ভাবতে ভাবতে ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলল র‍্যাল্‌ফ। যা ভাবছে, শেষ পর্যন্ত গুছিয়ে বলতে পারবে কি না সন্দেহ। দুশ্চিন্তায় ভুরু কুঁচকে গেল ওর, আবার নতুন করে সাজাতে লাগল কথাগুলো।

এই মিটিংটা অবশ্যই ফালতু কোনো বিষয় নয়, যা হবে—সব কাজের কথা।

পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্য এবং সভার সময় বিবেচনা করে সহসা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল র‍্যাল্‌ফ। ওর দ্রুত হাঁটার ছন্দ একটুখানি বাড়িয়ে দিল বাতাসের বেগ। মৃদু বাতাস হালকা নিশ্বাস ফেলতে লাগল ওর চোখেমুখে। এই বাতাস ওর ধূসর শার্টটাকে চেপে ধরেছে বুকের সাথে—কাজেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল এবার এবং নতুন উপলব্ধি থেকে লক্ষ করল, শার্টের ভাঁজগুলো পুরোনো হতে হতে শক্ত হয়ে গেছে কার্ডবোর্ডের মতো, যা বড়ই অস্বস্তিকর। শর্টস্‌-এর ক্ষয় ধরা প্রান্ত থেকে সুতো বেরিয়ে ঝুলছে, যা উরুর সামনের দিকে গোলাপি ত্বকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে অস্বস্তিকরভাবে। একটা জিনিস আবিষ্কার করে প্রবলভাবে নাড়া খেয়ে গেল র‍্যাল্‌ফের বিক্ষিপ্ত মনটা। ওদের এই দ্বীপজীবনে ধুলোময়লা এবং ক্ষয় ছাড়া আর কিছু নেই। এই যে মাথার চুলগুলো দিনদিন বেড়েই চলেছে, চুলের জট কপাল ছাপিয়ে নেমে এসেছে চোখের ওপর, তা র‍্যাল্‌ফের মোটেও পছন্দ নয়।

সূর্য আরেকটু হেলে পড়লে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে শুকনো পাতাগুলোর ওপর সশব্দে গড়িয়ে পড়ল র‍্যাল্‌ফ। তারপর আবার ছুটল দুলকি চালে। গোসলের পুকুরটার কাছে, সৈকতের ওপর এখানে-ওখানে জটলা বেঁধেছে ছেলেরা। সভার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। র‍্যাল্‌ফকে দেখে নিঃশব্দে এগোল ওরা। র‍্যাল্‌ফের তখনকার ভারিক্কি চেহারাটা মনে রেখেছে সবাই, সেইসঙ্গে আগুন নেভানোর দোষ সম্পর্কেও সজাগ।

যেখানে সভা হবে, সে জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফ। অসমতলভাবে একটা ত্রিভুজের আকৃতি নিয়েছে জায়গাটা। তবে এই ত্রিভুজটা ওদের অন্যান্য দায়সারা গোছের কাজের মতোই অসমাপ্ত। প্রথমে এখানে ছিল শুধু একটা গাছের গুঁড়ি, যেখানটায় সভার সময় বসে থাকে র‍্যাল্‌ফ। এই মঞ্চের জন্যে মৃত গাছটা অন্যান্য গাছের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়। হয়তোবা প্রশান্ত মহাসাগরে বড় ধরনের কোনো ঝড় গাছটাকে ফেলেছে এভাবে। তালগাছের এই গুঁড়িটা শুয়ে আছে সৈকতের সমান্তরালে। ফলে র‍্যাল্‌ফ যখন বসে, দ্বীপের মুখোমুখি থাকে ও। কিন্তু বাকি ছেলেরা যখন ওর মুখোমুখি বসে, তখুনি বেধে যায় বিপত্তি। লেগুনের ওপর চোখধাঁধানো রোদের ঝিলিক কাঁপা কাঁপা যে শিহরণ তোলে, তার পটভূমিতে কালচে একটা ছায়ামূর্তি বনে যায় র‍্যাল্‌ফ। তালগাছের বড় গুঁড়িটাকে যদি ভূমি ধরা হয়, তা হলে ডান আর বাঁ দিকে রয়েছে দুটি বাহু। তবে এই বাহু দুটির অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। ডান দিকে যে গুঁড়িটা রয়েছে, সেটা দলনেতার গুঁড়িটার চেয়ে বড় নয়। এমনকি আরামদায়কও নয়। গুঁড়ির ওপর ছেলেরা ক্রমাগত বসার ফলে চাঁদিটা হয়ে গেছে মসৃণ। বাঁ দিকের বাহুটা মূলত চারটে ছোট ছোট গুঁড়ির সংযোজন। এরমধ্যে একদম দূরেরটার অবস্থা বড়ই করুণ। স্প্রিঙের মতো লাফায় সেটা। সভার সময় এই গুঁড়িটা কতবার যে বিপত্তি ঘটিয়েছে, কোনো ইয়ত্তা নেই তার। পেছন দিকে কেউ একটু বেশি ঝুঁকলেই হল, অমনি গড়ানি দেবে গুঁড়িটা, মুহূর্তেই একসঙ্গে ছ জন চিৎপটাং ঘাসের ওপর—আর বাকিরা হেসেই খুন। ব্যাপারটা এতক্ষণে খেয়াল হল র‍্যাল্‌ফের। ছটফটে এই গুঁড়িটার নিচে পাথরের টুকরো বসিয়ে গোঁজ দেওয়ার বুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত কারো মাথায় খেলে নি। জ্যাক বা পিগি, এমনকি র‍্যাল্‌ফের নিজের মাথায়ও আসে নি বুদ্ধিটা। এজন্যেই গুঁড়িটায় যারা বসে, বারবার গড়ানি খেয়ে চিৎপটাং হয়।

ত্রিভুজের ভেতর প্রতিটা গুঁড়ির সামনে শুকিয়ে মরে গেছে ঘাস। ক্রমাগত পা পড়ার ফল। তবে ত্রিভুজের একদম মাঝখানে কারো পা পড়ে নি বলে সেখানকার ঘাসগুলো বেশ লম্বা। তা ছাড়া ত্রিভুজের একদম চুড়োর দিকের ঘাসগুলোও বেশ ঘন, কারণ এখানেও বসে না কেউ। সভার এই জায়গাটার চারপাশে রয়েছে কালচে সব গাছের গুঁড়ি। কোনোটা খাড়া হয়ে আছে সোজা, কোনোটাবা হেলে আছে। গুঁড়িগুলোর মাথায় রয়েছে পাতার ছাদ। ত্রিভুজটার দু দিকে সাগর সৈকত, পেছনে লেগুন, আর সামনে দ্বীপের অন্ধকার।

দলনেতার আসনটার দিকে ফিরল র‍্যাল্‌ফ। আজকের মতো সভা এর আগে কখনো করে নি ওরা। এজন্যেই জায়গাটা দেখতে অন্যরকম লাগছে। সাধারণত রোদঝলমলে দিনের বেলা সভা করে থাকে ওরা। তখন লেগুন থেকে ঠিকরে আসা সোনালি প্রতিবিম্বের জটাজাল থাকে মাথার ওপর। সভার সব সদস্যের মুখ তখন আলোকিত হয় ওপর থেকে নিচের দিকে। মনে মনে র‍্যাল্‌ফ ভাবল, ইলেকট্রিক টর্চ ধরলে যেভাবে আলো পড়ে, তখন ওপর থেকে ওদের গায়ে সূর্যের আলোটা পড়ে ঠিক সেরকম। কিন্তু সূর্যটা এখন হেলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে, গোধূলির আলো তির্যকভাবে এসে পড়ায় যেখানে আলো থাকার কথা, সেখানে পড়ে ছায়া।

আবার অদ্ভুত ভাবনা পেয়ে বসল র‍্যাল্‌ফকে, যা ওর নিজের কাছেই বিজাতীয় বলে মনে হল। যদি ওপর কিংবা নিচ থেকে আলো আসায় চেহারায় ভিন্নতা ফুটে ওঠে—তা হলে মুখটা আসলে কী ? আর মুখ যদি অন্য কিছু হয়, সেটাই বা কি?

এক ধরনের অস্থিরতা নিয়ে সামনের দিকে এগোল র‍্যাল্‌ফ। দলের প্রধান হওয়ার সমস্যা হচ্ছে—তাকে চিন্তা করতে হয়, তাকে জ্ঞানী হতে হয়। কোনো কাজ সময়মতো না হয়ে ফসকে গেলে চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়—আরো কত কী। সবকিছুর মূলে রয়েছে চিন্তা। চিন্তাটাই হচ্ছে আসলে গুরুত্বপূর্ণ, চিন্তার মাধ্যমেই আসে ফলাফল...

দলনেতার আসনটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিল র‍্যাল্‌ফ, ওকে শুধু চিন্তা করলেই হবে না, চিন্তাটা যেন পিগির মতো না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

এই সন্ধ্যায় আরো একবার নিজের মূল্যটাকে স্থির করে নিল র‍্যাল্‌ফ। পিগির বিষয়টা নিয়ে ভাবল ও। পিগিও ভাবতে পারবে ওর মতো। তবে সে ধাপে ধাপে নিজের মোটা মাথার যত ভেতরেই ঢুকে পড়ুক না কেন, সেখান থেকে দলনেতার কোনো চিন্তা বেরোবে না। তার হোঁতকা ধড়ের মতোই সব স্থূল বুদ্ধি বেরোবে, আর সবার কাছে হাস্যাস্পদ হয়েই থাকবে। র‍্যাল্‌ফ এখন একজন চিন্তা-বিশেষজ্ঞ বনে গেছে, এবং অন্যের মাথায় কী চিন্তা খেলা করছে, এটা সঠিকভাবে ধরে ফেলতে পারে।

চোখে সূর্যের শেষ আলোটুকু এসে সময় সম্পর্কে সচেতন করে দিল র‍্যাল্‌ফকে। গাছের ওপর থেকে শাঁখটা নামিয়ে আনল ও। ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে নিল শাঁখের চেহারাটা। বাতাসে থেকে থেকে রঙ মুছে যেতে শুরু করেছে শাঁখটার। হলুদ এবং গোলাপি রঙটা প্রায় সাদা হয়ে এসেছে, এবং খানিকটা স্বচ্ছতাও ফুটে উঠেছে খোলসে। শাঁখটার প্রতি অন্তর থেকে গভীর একটা টান অনুভব করল র‍্যাল্‌ফ, যেন ওটা পবিত্র একটা কিছু, যদিও তুচ্ছ জিনিসটাকে লেগুন থেকে নিজে টেনে তুলেছে ও। এবার সভার জায়গাটার দিকে মুখ করে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফ, শাঁখটাকে কায়দা করে রাখল ঠোঁটের ওপর।

অন্যেরা এতক্ষণ এই শাঁখের শব্দের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, শোনামাত্র সভায় যোগ দিতে রওনা হল তারা। দ্বীপের পাশ দিয়ে একটা জাহাজ গেছে, অথচ তখন আগুন ছিল না—এই চিন্তাটা যাদের মাথায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, ভেতরে ভেতরে তারা খানিকটা শঙ্কিত। শঙ্কার কারণ র‍্যাল্‌ফ। যা রাগ এই ছেলের! আর যারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না, ছোটরাও আছে এর মধ্যে, তারা আছে একটা সাধারণ সভায় যোগ দেওয়ার খোশমেজাজে।

খুব দ্রুত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সভাস্থল। জ্যাক, সাইমন, মরিসসহ শিকারি দলের বেশির ভাগ ছেলে রইল ডান পাশে, বাকিরা বসল বাঁ দিকে—গোধূলির আলোতে। পিগি এসে বাইরে দাঁড়াল ত্রিভুজের। তার হাবভাবে বোঝা গেল, সভায় কী হয়—ষোলআনা শোনার ইচ্ছে রয়েছে, তবে কিছু বলার কোনো আগ্রহ নেই। পিগি ইচ্ছে করেই এমন করছে, যাতে সবাই বুঝে নেয়, এই সভার প্রতি আদৌ কোনো আগ্রহ নেই ওর।

র‍্যাল্‌ফ বলল, 'বিষয়টা হচ্ছে : আমাদের একটা সভা করা দরকার।'

কেউ কোনো কথা বলল না, সাগ্রহে সবাই র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকিয়ে। প্রাণভরে শাঁখ বাজাল র‍্যাল্‌ফ। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ও একটা জিনিস শিখেছে যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তত বার দুয়েক বলতে হয় কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। শাঁখের মাধ্যমে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে সভায় বসে গেল র‍্যাল্‌ফ। ছোট ছোট দলে গুটিসুটি মেরে থাকা ছেলেদের প্রতি গোল গোল ভারী পাথর টুকরোর মতো বাক্যবাণ ছুড়ে দিতে লাগল ও। মনের ভেতর

হাতড়ে সহজ শব্দগুলো বেছে নিচ্ছিল র‍্যাল্‌ফ, কাজেই ছোটদেরও বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না আজকের এই সভার বিষয় সম্পর্কে। জ্যাক, মরিস, পিগি—ওরা তর্কে বেজায় পটু। হয়তোবা পরে যার যার বাকপটুতা প্রয়োগ করে বিষয়বস্তুতে একটা প্যাঁচ লাগিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু তর্ক করতে গেলেও যুৎসই একটা মওকা লাগে, শুরুতেই সেটা পরিষ্কার না হয়ে গেলে মুশকিল।

র‍্যাল্‌ফ বলে চলল, 'একটা সভা করার প্রয়োজন আমাদের। তবে এই সভাটা কোনো কৌতুকের বিষয় নয়। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়া এবং গুঁড়ি থেকে গড়িয়ে চিৎপটাং হওয়ার জন্যে এই সভা করছি না আমরা—'

ছোটরা বসেছে ছটফটে গুঁড়িটার ওপর, র‍্যাল্‌ফের কথায় মুখ চাওয়াচাওয়ি করে খিক্‌খিক্ করে হাসতে লাগল ওরা।

র‍্যাল্‌ফ একমনে বলে চলেছে,

'এবং ঠাট্টামস্করার জন্যেও সভা ডাকা হয় নি। কিংবা—' শাঁখটা শূন্যে তুলে কাঙ্ক্ষিত শব্দটা খুঁজে বেড়াল র‍্যাল্‌ফ, শেষে বলল, 'ছলচাতুরীর জন্যে এ সভা নয়। এসব কোনো কিছুই চলবে না এখানে। আমরা যা বলব—একদম সোজাসুজি।'

দম নেওয়ার জন্যে একটু থামল র‍্যাল্‌ফ।

তার পর আবার শুরু করল, 'আমি একাকী অনেক ভেবেছি আমাদের বিষয়গুলো নিয়ে। কী থেকে কী করতে হবে, তলিয়ে দেখেছি। আমি জানি, আমাদের কী প্রয়োজন। সবার আগে হবে একটা সভা, যেখানে কথা হবে সব খোলাখুলি। সেই সভাটাই হচ্ছে এখন এবং সভার প্রথম কাজ হিসেবে কিছু কথা বলছি আমি।'

মুহূর্তের জন্যে থামল র‍্যাল্‌ফ, নিজের অজান্তেই হাত চালিয়ে চুলগুলো ঠেলে দিল পেছনে। পিগি টায় টায় ঢুকে পড়ল ত্রিভুজের ভেতর, নিজের অনাগ্রহের কাছে নিজেই পরাজিত হয়ে যোগ দিল অন্যদের সাথে।

র‍্যাল্‌ফ বলে চলল,

'আমরা এ পর্যন্ত প্রচুর সভা করেছি। প্রত্যেকেই সভার বক্তব্য যেমন উপভোগ করেছে, তেমনি আনন্দ পেয়েছে সবাই এক জায়গায় জড়ো হতে পেরে। বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। কিন্তু সেসব বাস্তবায়িত হয়েছে কম। নদী থেকে নারকেল-খোসায় পানি এনে পাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছি আমরা, কিন্তু কাজটা হয়েছে মাত্র কয়েক দিন। এখন কোনো পানি নেই সংগ্রহে। নারকেল-খোসাগুলো শুকনো পড়ে আছে। সবাই এখন পানি পান করছে নদী থেকে।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল র‍্যাল্‌ফের বক্তব্যের সমর্থনে।

'আমি বলছি না যে', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'নদী থেকে পানি পান করাটা খারাপ কিছু। আমি বলতে চাই, জলপ্রপাতটার কাছে যে পুকুরটা রয়েছে, সেখান থেকে পানি আনাটা অধিকতর সুবিধেজনক। সেই পুকুরটা তোমরা সবাই চেন। ওখান থেকে পানির যোগাড় করলে এই সমস্যাটা এখন আর থাকত না। আমরা মুখে সবাই ফট্‌ফট্ করি ঠিকই, কাজের বেলায় ঠন্‌ঠন্। পানি আনার কথা শুধু বলছিই, অথচ পানি আনছি না এখন। এই বিকেলে মাত্র দুটি নারকেল-খোসা ভর্তি পানি রয়েছে।'

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট জোড়া চেটে নিল র‍্যাল্‌ফ।

শেষে বলল, 'তার পর আমাদের ঘর বানানোর কথা ধর। কী সুন্দর আশ্রয় !'

একটা গুঞ্জন জোরালো হয়ে উঠে মিলিয়ে গেল আবার।

‘তোমরা বেশির ভাগই এই আশ্রয়গুলোতে ঘুমোও’, বলল র‍্যাল্‌ফ। ‘আজ রাতেও আগুনের পাহারায় থাকা যমজ দু’ভাই স্যাম এবং এরিক ছাড়া বাকি সবাই ঘুমোবে এই ঘরগুলোতে। এখন বলো, কারা গড়েছে এই আশ্রয়গুলো ?’

সঙ্গে সঙ্গে কলগুঞ্জন। প্রত্যেকেই অংশ নিয়েছে এই আশ্রয় তৈরির কাজে। র‍্যাল্‌ফকে আরেকবার শাঁখ নাড়িয়ে থামাতে হল সবাইকে।

‘একটা মিনিট অপেক্ষা কর সবাই ! আমি বলতে চাইছি, তিনটে ঘরই তৈরি করেছে কারা ? প্রথম ঘরটা আমরা সবাই মিলেই গড়েছি, চারজন মিলে গড়েছি দ্বিতীয়টা, এবং সাইমন আর আমি খাড়া করেছি তিন নম্বরটা। এজন্যেই এ ঘরটার এত টলমল অবস্থা। না, হেসো না তোমরা। যদি বৃষ্টি নামে, এই ছাউনিটা পড়ে যাবে ঝপাৎ করে। আমরা তখন বুঝব এসব আশ্রয়ের মর্মটা।’

একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার করে নিল র‍্যাল্‌ফ।

বলল, ‘আরেকটা বিষয়। গোসলের এই পুকুরটার ধারে যে পাথরগুলো রয়েছে, সেগুলোকে কাপড় ধোয়ার জন্যে ব্যবহার করতে পারি আমরা। এ ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে। জোয়ারের সময় এই পাথরগুলো একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। ছোটরা এটা জান ভালো করেই। কাজেই নোংরা করবে না এই পাথরগুলো।’

এখানে–ওখানে চাপা হাসি শুরু হল, দ্রুত মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ছোটরা।

র‍্যাল্‌ফ বলে চলল, ‘এখন প্রতিটা জায়গাই ব্যবহার করছ তোমরা। এমনকি ছাউনি এবং মঞ্চের আশপাশেও তোমাদের নানা কর্মকাণ্ড দেখা যাচ্ছে। পিচ্চির দল যখন ফল খাবে, কোনো দুষ্টু বুদ্ধি যেন না খেলে মাথায়—’

হাসির হুল্লোড় উঠল সভায়।

‘যদি ফলের খোসা আর উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে তোমরা জায়গা নোংরা কর, তা হলে ফল খাওয়ার দরকার নেই তোমাদের।’

হাসির ঝড় উঠল আবার।

‘আমি বলছি, এটা নোংরা কাজ।’

গায়ের সাথে লেপ্টে থাকা ধূসর শার্টটাকে টেনে আলগা করে দিল র‍্যাল্‌ফ। বলল, ‘সত্যিই এসব নোংরা কাজ। যখন তোমাদের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলবে, সোজা চলে যাবে সৈকত বরাবর পাথরগুলোর কাছে, বুঝতে পেরেছ ?’

শাঁখটা নেওয়ার জন্যে হাত বাড়াল পিগি, কিন্তু মাথা নেড়ে তাকে ফিরিয়ে দিল র‍্যাল্‌ফ। ওর এই বক্তব্য অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, একটার পর একটা পয়েন্ট দিয়ে সাজানো।

‘আসলে পাথরগুলোকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে জায়গাটাকে নোংরা করে ফেলছি আমরা। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।’

দম নেওয়ার জন্যে থামল র‍্যাল্‌ফ। সভার সদস্যরা টের পেল, এবার কঠিন কোনো সমস্যা নিয়ে কথা বলবে তাদের দলনেতা। দুরুদুরু মনে তারা প্রতীক্ষা করতে লাগল সে কথা শোনার জন্যে। র‍্যাল্‌ফ বলে উঠল, ‘এবার আগুনের প্রসঙ্গে আসা যাক।’

র‍্যাল্‌ফ ওর চেপে রাখা বাকি নিশ্বাসটুকু ছেড়ে দিল একটুখানি হাঁ করে, সভায় সমবেত ছেলেরাও ঠিক তাই করল। জ্যাক তার ছোরা দিয়ে ফালি ফালি করে কাটছে একটা কাঠের টুকরো। রবার্টের কানে ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন বলল সে। দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল রবার্ট।

‘এই দ্বীপে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে আগুন’, বলল র‍্যাল্‌ফ। ‘যদি আমরা আগুনটা জ্বালিয়ে না রাখি, তা হলে স্রেফ কপালের জোর ছাড়া উদ্ধার পাওয়ার উপায় আছে কোনো ? আর আগুন তৈরির কাজটা কি খুব কঠিন আমাদের জন্যে ?’

একটা হাত ছুড়ে বলল র‍্যাল্‌ফ,

‘আমাদের দিকে তাকাও তো একবার ! কত জন আছি আমরা ? সংখ্যায় তো কম নই। এর পরেও ধোঁয়া তৈরির জন্যে আগুনটাকে ধরে রাখতে পারছি না আমরা। তোমরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না ? উপলব্ধি করতে পারছ না— আগুন নেভানোর আগে মরে যাওয়া উচিত আমাদের।’

আত্মসচেতনতা থেকে একটা চাপা হাসি ছড়াল শিকারিদের মাঝে। র‍্যাল্‌ফ ওদের দিকে ফিরে আবেগের সাথে বলল,

‘এই যে শিকারিরা ! হাসছ—বেশ ! কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, ওই শূকরের চেয়ে ধোঁয়া কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা সবাই কি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা ?’

দু হাত প্রসারিত করে গোটা ত্রিভুজটার দিকে ফিরল র‍্যাল্‌ফ।

‘ওই পাহাড়-চুড়োয় সারাক্ষণ ধোঁয়া তৈরি করে রাখতে হবে আমাদের—নইলে মারা পড়ব সবাই।’

একটু থেমে পরের প্রসঙ্গটা হাতড়ে বেড়াল র‍্যাল্‌ফ। তারপর বলল, ‘এবং আরেকটা বিষয়ে বলতে চাই আমি।’

কে একজন চিৎকার করে উঠল, ‘এর মধ্যে অনেক বলে ফেলেছ।’

অনুচ্চ কণ্ঠে সমর্থন জানাল অনেকে। র‍্যাল্‌ফ পাত্তা না দিয়ে বলল,

‘এবং আরেক বিষয় হচ্ছে—পুরো দ্বীপটাকে পুড়িয়ে ফেলতে বসেছিলাম আমরা। তা ছাড়া ফালতু কিছু কাজে সময় নষ্ট করি আমরা। অকারণে পাথরে দুলুনি দিই, আগুন জ্বেলে রান্নাবান্না করি। এখন আমার কথামতো একটা আইন মেনে চলতে হবে সবাইকে, কারণ আমি হচ্ছি তোমাদের প্রধান। পাহাড় ছাড়া আর কোথাও আগুন জ্বালব না আমরা। কখনোই না।’

মুহূর্তেই হইচই বেধে গেল। দাঁড়িয়ে গেল ছেলেরা, তীব্র প্রতিবাদ জানাল র‍্যাল্‌ফের কথায়, র‍্যাল্‌ফও পালটা চেঁচিয়ে বলল,

‘যদি তোমরা আগুন জ্বেলে মাছ কিংবা কাঁকড়া সিদ্ধ করতে চাও, স্বচ্ছন্দে পাহাড়ে চলে যেতে পার। এটাই হচ্ছে আগুন জ্বালানোর একমাত্র উপায়।’

সন্ধের ফিকে আলোতে একসঙ্গে বেশ ক’টা হাত এগিয়ে গেল শাঁখটার দিকে, কিন্তু র‍্যাল্‌ফ শক্ত করে ধরে রইল ওটা, ঝামেলা এড়াতে লাফিয়ে উঠে পড়ল গাছের গুঁড়িটার ওপর।

‘এসব কথাই বলতে চেয়েছিলাম আমি’, বলল র‍্যাল্‌ফ। ‘এখন বলা হয়ে গেল সব। তোমরাই আমাকে ভোট দিয়ে দলনেতা বানিয়েছ। কাজেই এখন আমি যা বলব, তা করবে তোমরা।’

আস্তে আস্তে শান্ত হল তারা, শেষে যার যার আসনে গিয়ে বসল আবার।

র‍্যাল্‌ফ গুঁড়ির ওপর থেকে নেমে এসে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলে চলল, ‘যা যা বললাম, সব মনে রেখো তোমরা। পুকুরের ধারে পাথরগুলো ব্যবহার করা হবে কাপড় কাচার জন্যে। আগুন জ্বেলে ধোঁয়া দেখাতে হবে সঙ্কেত হিসেবে। পাহাড় থেকে আগুন নিয়ে আসবে না কেউ, বরং খাবারই নিয়ে যাবে সেখানে।’

জ্যাক দাঁড়িয়ে গেল এবার। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেছে তার। শাঁখের জন্যে হাত বাড়াল সে।

'আমার কথা শেষ হয় নি এখনো।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

'কিন্তু তুমি তো বক্‌বক্ করেই যাচ্ছ!'

'হ্যাঁ, করছি, কারণ শাঁখটা আমার কাছে।'

ধপ করে বসে পড়ল জ্যাক, গজগজ করতে লাগল রাগে। সেইসঙ্গে ছোরা চালাতে লাগল কাঠে।

'এবার শেষ বিষয়টি নিয়ে বলব', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'যা নিয়ে বলাবলি করছে সবাই।'

মঞ্চটা পুরোপুরি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল র‍্যাল্‌ফ। তার পর শুরু করল, 'নানাভাবে ভাঙন দেখা দিয়েছে এখানে। বুঝতে পারছি না এর কারণ কী। আমাদের শুরুটা ভালোভাবেই হয়েছিল, বেশ সুখেই ছিলাম আমরা। এবং তার পর—'

শাঁখটা মৃদু নাড়ল র‍্যাল্‌ফ, সবাইকে ছাড়িয়ে শূন্যে দৃষ্টি মেলে দিল ও, একে একে স্মরণ করল বিস্টি, সাপ, আগুন—এসব ভয়ভীতির কথা। শেষে নিজের কথার খেই ধরে বলল, 'তারপর—সবাই ভয় পেতে শুরু করল।'

গোঙানির মতো একটা গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল আবার। কাঠে ছোরা চালানো বন্ধ করল জ্যাক, র‍্যাল্‌ফ সহসা শুরু করল,

'এটা মূলত ছোটদের বিষয়। আমরা এ ব্যাপারে সরাসরি কথা বলব। এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব ভয়ের ব্যাপারে।'

র‍্যাল্‌ফের চোখের ওপর আবার সুড়সুড়ি দিচ্ছে চুলগুলো।

ও বলল, 'এর আগেও ভয়ের বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি আমরা। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ভয়ভীতি বলে আসলে কিছু নেই। মাঝে মধ্যে এই আমিও তো অকারণে ভয় পেয়ে যাই। এক ধরনের বোকামি সেটা। অনেকটা ভূত দেখে ভয় পাওয়ার মতো। আসলে ভূত বলে তো কিছু নেই। ভয়ের প্রসঙ্গটা যখন উঠলই, আগুনের মতো এসব ব্যাপারে সাবধান হতে পারি আমরা।' র‍্যাল্‌ফের মনে সহসা ভেসে উঠল একটা ছবি—উজ্জ্বল সৈকতের মাঝ দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে তিনটি ছেলে। 'এবং এই সাবধানতা থেকে সুখী হতে পারি আমরা।'

শাঁখটা এবার আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের পাশে, গুঁড়ির ওপর রাখল র‍্যাল্‌ফ। বোঝাল, আর কিছু বলার নেই ওর।

উঠে এসে শাঁখটা তুলে নিল জ্যাক।

বলল, 'তা হলে এই সভার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে—কী থেকে কী খুঁজে বের করা। এই কী থেকে কী-এর মর্মটা আমি বলছি তোমাদের। ভয়ভীতি সম্পর্কে কথাবার্তা যা কিছু—সবই শুরু করেছিল ছোটরা। কিন্তু জন্তুজানোয়ারের কথা বলছ! সেসব আসবে কোত্থেকে ? হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে অবশ্যই ভড়কে যাই আমরা, তবে সেই ভয়ের ধকলটা কাটিয়েও উঠি। র‍্যাল্‌ফ শুধু বলে—'তোমরা চিৎকার দিয়ে ওঠো রাতে। এটা দুঃস্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কী ? তোমরা, এই ছোটরা—না পার শিকার করতে, না পার কিছু গড়তে কিংবা কোনো কাজে সাহায্য করতে। তোমরা পার শুধু ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে, আর মেয়েদের মতো ককাতে। এই হচ্ছে ছোটদের কী থেকে কী। অর্থাৎ, মূল সমস্যা। ভয় পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের বাকি সবার মতো সহনশীল হতে হবে তোমাদেরও।'

র‍্যাল্‌ফ হাঁ করে তাকাল জ্যাকের দিকে, কিন্তু জ্যাক ভ্রূক্ষেপ করল না।

'মূল কথা হচ্ছে—একমাত্র দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কোনো ভয় তোমাদের ওপর হানা দিতে পারবে না। এই দ্বীপে ভয়াল কোনো জীবজন্তু নেই।' এক সারিতে বসে ফিস্‌ফাস্ করছে পিচ্চির দল, সেদিকে তাকিয়ে জ্যাক বলল, 'কিছু পেতে চাইলে সঠিকভাবে কাজ কর, ছিঁচকাঁদুনে অপদার্থের দল! এখানে ভয় পাওয়ার মতো কোনো হিংস্র জন্তু নেই—'

জ্যাকের কথায় চটে গেল র‍্যাল্‌ফ। ওর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'এসব কী বলছ তুমি ? এখানে জন্তুজানোয়ারের কথা বলল কে ?'

'তুমিই তো এ কথা বলেছ আরেক দিন। বলেছিলে ওরা দুঃস্বপ্ন দেখে কান্না জুড়ে দেয়। এখন এই ভয়টা শুধু ছোটদের ভেতরেই নেই, আমার শিকারিরাও ভয় পায়। একটা জিনিস, কালো মতো একটা ভয়াল জিনিস নিয়ে কথা বলে ওরা, এক ধরনর জন্তু ওটা। আমি শুনেছি ওদের কথা। তুমি কিছু ভাব নি এ নিয়ে ? এখন শুনে রাখ, এই ছোট্ট দ্বীপে বড় কোনো প্রাণী খুঁজে পাবে না তুমি। পাবে শুধু শূকর। সিংহ এবং বাঘের মতো বড় হিংস্র প্রাণী তুমি পাবে শুধু আফ্রিকা এবং ভারতের মতো বড় বড় দেশে—'

'এবং চিড়িয়াখানায়ও পাওয়া যায়—' জ্যাকের সাথে সুর মেলাল র‍্যাল্‌ফ।

কিন্তু জ্যাক পাত্তা না দিয়ে বলল, 'দেখ, শাঁখটা কিন্তু আমার হাতে, কাজেই কথা শুধু আমিই বলব। আর আমি ভয় নিয়ে কোনো কথা বলছি না। বলছি জন্তুজানোয়ার নিয়ে। এখন তুমি যদি ভয় পেতে চাও, পেতে পার। কিন্তু জন্তুজানোয়ারের ব্যাপারে—'

হঠাৎ থেমে গেল জ্যাক। হাতের শাঁখটা দুলিয়ে তাকাল তার ময়লা কালো টুপি পরা শিকারিদের দিকে।

বলল, 'তোমরাই বলো, আমি একজন শিকারি কি না ?'

ওরা মাথা নাড়ল শুধু। জ্যাক যে একজন শিকারি, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কারো।

'তা হলে—দ্বীপের সবখানেই যাতায়াত আছে আমার। যদি কোনো জন্তুজানোয়ার থাকত, আমার চোখে পড়ত সেটা। তোমরা ভয় পেতে পছন্দ কর বলেই ভয়টা পাচ্ছ। আসলে কিন্তু কোনো জন্তুজানোয়ার নেই এখানকার বনে।'

শাঁখটা ফিরিয়ে দিয়ে বসে পড়ল জ্যাক। গোটা সভায় স্বস্তি ফিরে এল জ্যাকের কথায়, সবাই হাততালি দিয়ে প্রশংসা করল ওর। এবার হাত বাড়িয়ে পিগি নিল শাঁখটা।

বলল, 'জ্যাকের সব কথার সাথে একমত নই আমি, তবে কিছু কথার সাথে একমত। অবশ্যই এখানকার বনে কোনো হিংস্র জন্তু নেই। হিংস্র জন্তু এখানে আসবে কোত্থেকে ? ওরা খাবে কী ?'

'কেন, শুয়োর খেয়ে পেট ভরাবে', বলে উঠল কে একজন।

'আমরাও তো শুয়োর খাই।' টিপ্পনী কাটল আরেকজন।

'কেন, আমাদের পিগিও তো আছে। ও-ও তো একটা পুঁচকে শুয়োর!' তৃতীয় জনের কৌতুক।

'শাঁখটা কিন্তু আমার হাতে !' একসঙ্গে রাগ আর ঘৃণা প্রকাশ পেল পিগির কথায়। 'র‍্যাল্‌ফ—এ মুহূর্তে ওদের চুপ করা উচিত, বলো—উচিত নয় ? এই পিচ্চির দল, একদম চুপ! আমি যা বলতে চাই, তা হচ্ছে—জ্যাক এখানকার ভয়ভীতি নিয়ে যা বলেছে, এ ব্যাপারে একমত নই আমি। অবশ্যই এ দ্বীপের বনজঙ্গলে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। কেন—আমি তো নিজেই গেছি বনে ! এরপর তোমরা হয়তো ভূতপ্রেত এবং এ ধরনের

জিনিস নিয়ে কথা বলবে। অথচ আমরা ভালো করেই জানি—কী ঘটছে এখানে। যদি গড়বড় কিছু থেকেই থাকে, সেটা ঠিক করারও ব্যবস্থা আছে।'

চশমা খুলে নিয়ে পিট্‌পিট্ চোখে তাকিয়ে দেখল পিগি। সূর্য ডুবে গেছে এর মধ্যে, নিভে গেছে দিনের আলো।

পিগি ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল,

'যদি তোমাদের কারো পেটব্যথা হয়, তা সে ব্যথা অল্প একটুও হতে পারে, আবার হতে পারে বড় ধরনের ব্যথা—'

'তোমার তো হয় বড় ধরনের ব্যথা।' খোঁচা মেরে বসল একজন।

পিগি খেপে না গিয়ে বলল, 'মিটিঙের সময় হাসির কথা বললে হয়তো সেটা মানিয়ে চলা যেতে পারে, তবে ছোটরা গড়িয়ে পড়া গুঁড়িটায় বসে গেলে মুশকিল। মাত্র এক সেকেন্ডেই গড়িয়ে পড়বে ওরা। কাজেই মাটিতে বসেই ওদের কথা শোনা ভালো। যাকগে, যা বলছিলাম আর কি—না, তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। প্রতিটি রোগের জন্যেই ডাক্তার আছে তোমাদের, এমনকি তোমাদের মনের ভেতরও আছে। তোমরা আবার মনে করছ না তো, সব সময় বিনা কারণে ভয় পেয়ে থাকি আমরা? জীবনটা হচ্ছে', খোলাখুলিভাবে বলল পিগি—'বিজ্ঞানসম্মত একটা ব্যাপার, এই হচ্ছে সার কথা। দু এক বছরের মধ্যে যখন যুদ্ধটা থেমে যাবে, মানুষ তখন ঘুরে আসবে মঙ্গলগ্রহ থেকে। আমি জানি, এখানে কোনো হিংস্র জন্তু নেই—নেই কোনো তীক্ষ্ণ নখরঅলা ভয়াল প্রাণী, মানে আমি বোঝাতে চাইছি—আদৌ কোনো ভয় নেই এখানে।'

পিগি থামল একটু।

শেষে রহস্য করে বলল, 'যদি না—'

র‍্যাল্‌ফ অস্থির কণ্ঠে বলে উঠল,

'যদি না—কী ?'

'যদি না আমরা মানুষকে ভয় পাই।'

হালকা একটা হাসির ঢেউ বয়ে গেল বসে থাকা ছেলেদের মাঝে। খানিকটা বিদ্রূপও ছিল এই হাসিতে। পিগি মাথা নিচু করে দ্রুত বলল,

'তা হলে ছোটদের কারো কাছ থেকে কোনো হিংস্র জন্তুর কথা শোনা যাক। হয়তোবা তাকে দেখাতে পারব—বাস্তবে কতটা বোকা সে।'

ছোটরা অস্ফুট স্বরে কী নিয়ে যেন বলাবলি করল নিজেদের ভেতর, তার পর একজন এগিয়ে এল সামনে।

'নাম কী তোমার ?' জানতে চাইল পিগি।

জবাব এল, 'ফিল।'

এইটুকুন পিচ্চি সে। তবু বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হল তাকে। হাত বাড়িয়ে শাঁখটা নিয়ে নিল সে। তার পর র‍্যালফের ভঙ্গিতে শাঁখটা দুলিয়ে চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। বক্তব্য শুরু করার আগে সবার মনোযোগ কেড়ে নিতে চাইল।

শেষে শুরু করল, 'কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, ভয়াল স্বপ্ন, ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ। দেখি, ঘরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করছি ভূতের সঙ্গে, যে বদ ভূতগুলো গাছে বাস করে, সেই গেছোভূতের সাথে যুদ্ধ।'

এটুকু বলে একটু থামল ফিল। ভয় মেশানো সহানুভূতি জানিয়ে হাসল ছোটরা।

ফিল বলে চলল, 'স্বপ্নটা দেখে ভয় পেয়ে জেগে উঠি আমি। অবাক কাণ্ড! বাইরের অন্ধকারে দিব্যি দাঁড়িয়ে আমি। আর সেই ভূতটা চলে গেছে।'

ফিলের বর্ণনার ঘনঘটা আতঙ্কটাকে এত প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলল, ভয় পেতে বাধ্য হল সবাই। ভয়াবহ আতঙ্কে বোবা বনে গেল ওরা। সাদা শাঁখটার পিছনে দাঁড়ানো ছোট্ট ছেলেটির গলা কেঁপে উঠতে লাগল উত্তেজনায়,

'আমি তখন ভয় পেয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম র‍্যাল্‌ফকে, তারপর দেখি—কিছু একটা নড়াচড়া করছে গাছগুলোর মাঝ দিয়ে। জিনিসটা বেশ বড় এবং ভয়াল।'

আবার থামল ফিল, পুরো ঘটনাটা স্মরণ করতে গিয়ে খানিকটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও, এর পরেও ওর গর্ব হচ্ছে সবার মাঝে এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে পেরেছে বলে।

'ওটা একটা দুঃস্বপ্ন', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'ঘুমের ভেতর হেঁটেছে ও।'

সবাই মৃদু গুঞ্জন তুলে সমর্থন জানাল র‍্যাল্‌ফকে।

পিচ্চিটা একগুঁয়ে ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল,

'ঘুমের ভেতর ভূতের সাথে যুদ্ধ করেছি ঠিকই, কিন্তু ভূতটা চলে যাওয়ার পর যখন জেগে উঠি, তখন আমি বাইরে দাঁড়িয়ে। দেখি, বড়সড় ভয়াল কিছু একটা নড়াচড়া করছে গাছগুলোর মাঝে।'

হাত বাড়িয়ে শাঁখটা ফিরিয়ে নিল র‍্যাল্‌ফ। ছোট্ট ফিল বসল গিয়ে তার জায়গায়।

র‍্যাল্‌ফ ওকে বলল, 'আসলে পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছে তোমার ঘুমের ভেতর। আর বাইরে তো তখন কেউ ছিল না। রাতের বেলা অন্ধকারে ঘুরতে বেরোবে কে? কেউ ওখানে ছিলে নাকি? গিয়েছিলে কেউ বাইরে?'

অন্ধকারে কেউ বেরিয়েছিল কি না—চিন্তাটা হাসির খোরাক যোগাল সভায়। এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে পেরিয়ে গেল অনেকখানি সময়। তারপর সাইমন উঠে দাঁড়াল। র‍্যাল্‌ফ একরাশ বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল,

'ও তুমি! তা—অন্ধকারে ঘুরতে গিয়েছিলে কী জন্যে?'

সাইমন প্রবল উত্তেজনা নিয়ে শাঁখটা আঁকড়ে ধরে বলল,

'আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম—আমার চেনা একটা জায়গা।'

'কিসের জায়গা?'

'স্রেফ আমার চেনা একটা জায়গা। জঙ্গলের ভেতর জায়গাটা।'

ইতস্তত করছে সাইমন।

জ্যাক এবার নাক গলিয়ে দিল দু জনের মাঝখানে। রাতের আঁধারে সাইমনের বেরোনোর ব্যাপারটাকে এক কথায় মেরে দিল ও।

ব্যঙ্গ করে বলল, 'মাথায় বায়ু চড়েছিল ওর।'

সাইমন অপমানিত হচ্ছে বলে জ্যাককে আর এগোতে দিল না র‍্যাল্‌ফ। শাঁখটা ফিরিয়ে নিয়ে সাইমনের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ও।

বলল, 'ঠিক আছে, আর কখনো করবে না এমন। বুঝতে পেরেছ? বেরোবে ভালো, তবে রাতে নয়। এমনিতেই জন্তুজানোয়ার নিয়ে প্রচুর গুজব চলছে, এর মধ্যে তোমাকে দেখে যদি ছোটরা মনে করে বসে—'

হো-হো হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। সাইমনকে উপহাস করে হাসছে ওরা। হাসিতে ভয় আর নিন্দাও রয়েছে। সাইমন কিছু একটা বলার জন্যে ফাঁক করল মুখ, কিন্তু শাঁখটা এখন র‍্যাল্‌ফের হাতে, কাজেই নিজের জায়গায় ফিরে গেল ও।

সবাই নিশ্চুপ হলে র‍্যাল্‌ফ পিগির দিকে ফিরে বলল,

'হুঁ, তারপর কী, পিগি ?'

'আরেক জন আছে। এবার তাকে সুযোগ দেওয়া হোক।'

ছোটরা সবাই পারসিভালকে ঠেলে দিল সামনে। তারপর সে একাই এগিয়ে গেল। ত্রিভুজের মাঝখানে লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর গিয়ে দাঁড়াল পারসিভাল, তাকাল নিজের লুকিয়ে থাকা পা দুটোর দিকে, হাবভাবে দেখাচ্ছে—একটা তাঁবুর ভেতর রয়েছে ও। আরেকটি ছোট্ট ছেলের কথা মনে পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফের, যে ঠিক এভাবে দাঁড়াত, ছেলেটি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে স্মৃতি থেকে। ছেলেটির ভাবনা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল র‍্যাল্‌ফ, অদৃশ্য একটা জায়গায় জমা রাখল তাকে, যেখানে আরো কিছু স্মৃতি রয়েছে এমনিভাবে ছেলেটির কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে। ছোটদের সংখ্যা আর গুনে দেখা হয় নি। নিশ্চিতভাবে গুনে দেখতে পারলে জানা যেত ওদের সংখ্যাটা। ছোটদের সঠিক সংখ্যাটা বলতে না পারার এটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ হচ্ছে ছোটদের চেহারাগুলোর অদ্ভুত মিল। র‍্যাল্‌ফ অন্তত জানে এ ব্যাপারটা। বিভিন্ন চেহারার পিচ্চি আছে এখানে। কেউ ফরসা, কেউ কালো, কারো মুখখানি আবার ফুটকি ফুটকি, কিন্তু এর পরেও ওদের কাউকে আলাদা করার মতো বড় ধরনের কোনো চিহ্ন নেই। যার ফলে একেক জনকে আলাদা করে চিনে নিতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। শুধু মুখে ভুঁত রঙের জন্মদাগঅলা ছেলেটিই ছিল সবার চেয়ে আলাদা। কিন্তু তাকে কেউ আর দেখতে পায় নি কখনো। পিগি সেসময় ছেলেটির প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে খুব তর্জনগর্জন করেছিল। মনে মনে পিগির এই গুণটাকে স্বীকার করল র‍্যাল্‌ফ—হ্যাঁ, সবার অলক্ষ্যে নিখোঁজ হওয়া ছেলেটিকে স্মরণ করেছে সে।

র‍্যাল্‌ফ মাথা নেড়ে পিগিকে বলল, 'হ্যাঁ, চালিয়ে যাও। জিজ্ঞেস কর ওকে।'

পিগি শাঁখটা হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো তা হলে, নাম কী তোমার ?'

ছোট্ট ছেলেটি শরীর মুচড়ে সেঁধিয়ে গেল তার ঘাসের তাঁবুতে। পিগি অসহায়ভাবে তাকাল র‍্যাল্‌ফের দিকে, র‍্যাল্‌ফ তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল,

'নাম কী তোমার ?'

কিন্তু কোনো কথা নেই পিচ্চির। তার নীরবতা অসহ্য হয়ে দাঁড়াল সবার কাছে। শেষে সভার সব সদস্য মিলে সুর করে সমস্বরে বলতে লাগল, 'নাম কী ? নাম কী ?'

'শান্ত হও তোমরা!'

চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ। সন্ধের আঁধারে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করল ছেলেটিকে। বলল, 'এখন আমাদের বলো— নাম কী তোমার ?'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি তোতাপাখির মতো আওড়ে গেল, 'পারসিভাল ওয়েমিস ম্যাডিসন, পল্লীযাজকের বাসভবন, হারকোর্ট সেন্ট অ্যান্থোনি, টেলিফোন নম্বর হচ্ছে, টেলিফোন, টেলিফোন—'

যেন গভীর দুঃখের ভেতর থেকে উৎসারিত হল এই তথ্য। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল ছোট্ট ছেলেটি। কান্নার দমকে কুঁচকে গেল চেহারা, অশ্রু গড়াতে লাগল দু চোখ থেকে, চৌকো একটা কালো ফোকরের মতো ফাঁক হয়ে গেল মুখ। প্রথমে সে ছিল গভীর দুঃখের এক নীরব প্রতিকৃতি, তারপর বুকচাপা কষ্ট সইতে না পেরে কেঁদে ফেলেছে, এখন সে কান্না জোরালো হয়ে টিকে আছে শাঁখটার মতো।

'চুপ কর তো ! একদম চুপ !'

ছেলেটিকে থামানোর জন্যে চেঁচাল র‍্যাল্‌ফ। কিন্তু পারসিভাল ওয়েমিস ম্যাডিসন চুপ করল না। যেন একটা স্প্রিঙে আঘাত করা হয়েছে, আর সেটা ক্রমাগত লাফিয়ে চলেছে সবার নাগালের বাইরে—পরিস্থিতিটা দাঁড়িয়েছে ঠিক এরকম। এমনকি মারধরের ভয় দেখিয়েও কাজ হচ্ছে না। কান্না চলছে তো চলছেই, দমে দমে কাঁদছে সে, যেন তাকে পেরেক মেরে খাড়া রাখা হয়েছে এই কান্নাকাটির জন্যে।

'চুপ কর! চুপ!'

এবার বাকি পিচ্চিরাও আর নীরব রইল না। জুড়ে দিল কান্না। যার যার দুঃখের কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। কিংবা হয়তোবা উপলব্ধি করছে এই দুঃখটা সবার, প্রত্যেকেরই এতে অংশ নেওয়া উচিত। ওদের এই সহানুভূতির কান্নায় দু জনের গলা আবার চড়ে গেল প্রায় পারসিভালের মতো।

মরিস ওদেরকে উদ্ধার করল কান্না থেকে। চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে, তাকাও আমার দিকে!'

পড়ে যাওয়ার ভান করল মরিস। সেই ছট্‌ফটে গুঁড়িটায় বসে নিতম্ব ঘষল সে, পরমুহূর্তে চিৎপটাং হল ঘাসের ওপর। ভাঁড়ামোটা মোটেও জুতসই হল না মরিসের, তবে এতেই কেল্লাফতে। পারসিভালসহ অন্য যারা দেখল, সুড়সুড়ি খেল ঠিকই। হো-হো করে হাসতে লাগল ওরা। ওদের এই বেয়াড়া হাসিতে বড়রাও যোগ দিল শেষে।

জ্যাকই প্রথম সচেতন হল প্রসঙ্গটার ব্যাপারে। নিয়ম ভেঙে শাঁখ ছাড়াই কথা বলল, কিন্তু কেউ কিছু মনে করল না। জ্যাক বলল, 'হিংস্র জন্তু নিয়ে যে কথা হচ্ছিল, তার কী হল?'

কিছু একটা হয়েছে পারসিভালের। হাই তুলছে, আর টলছে। কাজেই জ্যাক গিয়ে ধরল তাকে।

নাড়া দিয়ে বলল, 'বলো, সেই হিংস্র জন্তুটা থাকে কোথায়?'

পারসিভাল নেতিয়ে পড়ল জ্যাকের হাতের ওপর।

পিগি ব্যঙ্গ করে বলল, 'জন্তুটা যদি এই দ্বীপে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে, তা হলে অবশ্যই খুব চতুর।

কারণ সবখানেই যায় জ্যাক—'

'বলো, জন্তুটা কোথায় থাকতে পারে?' আবারো জানতে চাইল জ্যাক।

'নিকুচি করেছি তোর ওই জন্তুর।'

বিড়বিড়িয়ে কী সব বলল পারসিভাল। ওর আবোলতাবোল কথায় হেসে উঠল গোটা সভা। র‍্যাল্‌ফ ঝুঁকল সামনের দিকে।

জানতে চাইল, 'কী বলে ও?'

জ্যাক পারসিভালের উত্তরটা শুনে নিয়ে ছেড়ে দিল তাকে। এবার পারসিভালকে আর পায় কে? চারদিকে এতগুলো ছেলে ঘিরে আছে তাকে, কাজেই সে নিরাপদ। নিশ্চিন্তে লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর ধপাস্ করে শুয়ে পড়ল, তারপর দে ঘুম।

জ্যাক তার গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কিছু না ভেবে বলে দিল, 'ও বলছে, জন্তুটা আসে সাগর থেকে।'

সভার শেষ হাসিটাও মিলিয়ে গেল এবার। র‍্যাল্‌ফ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরল সাগরের দিকে, লেগুনের বিপরীতে সে একটি কালো কুঁজো মূর্তি। অন্যেরাও তাকাল র‍্যাল্‌ফের সাথে। জলের সুবিশাল বিস্তৃতি, উঁচু ঢেউ এবং অসীম সম্ভাবনাময় অজানা নীল তলিয়ে দেখতে দেখতে ওরা নিঃশব্দে শুনতে লাগল প্রবাল প্রাচীর থেকে আসা বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ আর সাগরের গর্জন।

সহসা মরিস এত জোরে কথা বলে উঠল—চমকে গিয়ে লাফ দিল সবাই।

মরিস বলল, 'আমার বাবা বলেছেন, এখনো সাগরের সব জন্তুর খোঁজ পাওয়া যায় নি।'

তর্ক শুরু হল আবার। র‍্যাল্‌ফ বাড়িয়ে ধরল জ্বলজ্বলে শাঁখটা এবং মরিস সেটা হাতে নিল সুবোধ ছেলের মতো। মরিসের কথা শোনার জন্যে শান্ত হল সভা। মরিস বলল,

'আমি বলতে চাইছি, জ্যাক যে বলল তোমরা ভয় পেতে পার, কারণ মানুষ কোনো না কোনোভাবে ভয় পেয়ে থাকে, এটা ঠিক আছে। তবে যখন সে বলল এই দ্বীপে জন্তু বলতে শুধু শূকর রয়েছে, এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে আমার। আমি আশা করছি তার কথাই ঠিক, কিন্তু সে জানে না, সত্যিকারে, নিশ্চিতভাবে জানে না ব্যাপারটা—' মরিস দম নিল একটু—'আমার বাবা বলেছেন, সাগরে এক ধরনের প্রাণী রয়েছে, যারা কালি ছড়িয়ে থাকে—এরা হচ্ছে স্কুইড—শত শত গজ লম্বা হয়ে থাকে এই প্রাণী, আস্ত একটা তিমি খেয়ে ফেলে।' আবার থামল মরিস। সানন্দে হেসে বলল, 'আমি অবিশ্যি এ ধরনের জন্তুজানোয়ারে বিশ্বাসী নই। পিগি যেমন বলেছে, জীবনটা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত একটা ব্যাপার, কিন্তু আমরা তো জানি না সেটা, বলো তোমরা—জানি ? নিশ্চিতভাবে জানি না, আমি মনে করি—'

মরিস ওর কথা শেষ করার আগেই কে একজন চেঁচিয়ে বলল,

'একটা স্কুইড কখনো পানি থেকে উঠে আসতে পারে না!'

'পারে!'

'না, পারে না!'

মুহূর্তের মধ্যে তর্কাতর্কিতে ভরে উঠল গোটা মঞ্চ। কথার তুবড়ি ছোটানোর সাথে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করছে তারা। অন্ধকারে ছায়ার মতো লাগছে তাদের সেই অঙ্গ দোলানো কায়া। বসে থাকা র‍্যাল্‌ফের কাছে মনে হল, এই তর্ক পুরো স্বাভাবিক পরিবেশটাকেই মাটি করে দিচ্ছে। ভয়ভীতি, জন্তুজানোয়ার—এসব নিয়ে মেতে উঠেছে ওরা, অথচ আগুনটাই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এদিকে কারো কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এবং একজন যখন তর্কের বিষয়টাকে সোজা পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করল, তর্ক চলে গেল অন্য পথে। নতুন এক অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে এল।

অন্ধকারেই হাতের কাছে সাদা কিছু একটা দেখতে পেল র‍্যাল্‌ফ। সেই শাঁখটা। মরিসের কাছ থেকে চট করে ওটা কেড়ে নিয়ে যত জোরে পারে—বাজাতে লাগল ও। একটা ধাক্কা খেয়ে চুপ মেরে গেল সবাই।

সাইমন একদম কাছে রয়েছে র‍্যাল্‌ফের, শাঁখটা এখন ওর হাতে। কিছু একটা বলার তাগিদ অনুভব করছে ও, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। সভায় এতগুলো ছেলের সামনে কিছু বলাটা ভীষণ একটা ব্যাপার ওর কাছে।

'হয়তোবা', জড়তা নিয়ে বলল সাইমন। 'হয়তোবা একটা হিংস্র জন্তু আছে এখানে।'

প্রচণ্ড ক্ষোভে চিৎকার দিয়ে উঠল সবাই এবং বিস্ময়ের ধাক্কায় দাঁড়িয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ।

'সাইমন, তুমি ? তুমিও বিশ্বাস কর এসব ?'

'জানি না', বলল সাইমন। হার্টবিট বেড়ে গেছে ওর। 'কিন্তু...'

চারদিক থেকে ওঠা কথার ঝড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সাইমনের কণ্ঠ।

'বসে পড়!'

'চুপ কর!'

'ওর শাঁখটা নিয়ে নাও তো!'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার!'

'চুপ কর!' চিৎকার দিয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ।

'ওর কথা শুনে নাও সবাই! কারণ শাঁখটা এখন ওর হাতে!'

সাইমন মিনমিন করে বলল, 'আমি যা বলতে চাই, তা হচ্ছে ...হয়তোবা এটা শুধু আমাদেরই।'

'পাগল আর কি!' সভার শালীনতা ভেঙে বলে উঠল পিগি।

সাইমন বলে চলল, 'আমরা হতে পারি এক ধরনের...' মানুষের ভেতর গ্যাঁট্ হয়ে থাকা মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে বলতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলল সাইমন।

শেষে নিজে নিজেই অনুপ্রাণিত হয়ে বলল, 'মানুষের ভেতর সবচেয়ে নোংরা জিনিসটা কী হতে পারে ?'

উত্তর দেওয়ার সময় দুর্বোধ্য এক নীরবতা দেখা গেল জ্যাকের মাঝে, শেষে কষে একটা গাল দিল সে। গালটা বেরোল চরম উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশের মতো। যে পিচ্চিরা ছট্‌ফটে ওই গুঁড়িটার ওপর ফিরে গিয়েছিল, গালির দাপটে আবার গড়িয়ে পড়ল ওরা এবং এই পতন নিয়ে মাথা ঘামাল না। মজা পেয়ে হইচই করে উঠল শিকারিরা।

সাইমনের কিছু বলার চেষ্টাটা বৃথা গেল শেষে। সবার হাসাহাসি নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করল তাকে। তীব্র বিদ্রূপের মাঝে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সে। অসহায় একটা ভাব নিয়ে ফিরে গেল নিজের আসনে।

অবশেষে আবার নিশ্চুপ হল সভা। শাঁখটা না নিয়ে হঠাৎ কে একজন বলে উঠল,

'বোধহয় ভূতপ্রেত কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে ও।'

শাঁখটা তুলে নিয়ে অন্ধকারে চোখ দুটো সরু করে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। আঁধারের ভেতর সবচেয়ে ফিকে দেখাচ্ছে ফ্যাকাসে সাগর সৈকত। এ মুহূর্তে ছোটরাই কি ওর সবচেয়ে কাছে? হ্যাঁ—কোনো সন্দেহ নেই এতে, মাঝখানে ঘাসের ভেতর পরস্পর দৃঢ়ভাবে জড়াজড়ি করে আছে ওরা। হঠাৎ এক ঝলক বাতাস ঝাপ্‌টা মেরে গেল, অমনি ফিস্‌ফিস্ কথা ছড়াল তালগাছগুলোর পাতায়, পরিবেশ গুণেই শব্দটা বড় জোরালো মনে হল এখন, আঁধার আর নিস্তব্ধতা মিলে বিশেষ তাৎপর্য এনে দিল এ শব্দের। দুটো ধূসর গাছ পরস্পরকে এমনভাবে ঘষা দিচ্ছে, গা-শিউরানো ভুতুড়ে শব্দ হচ্ছে অন্ধকারে, অথচ দিনে কারো চোখে পড়ে নি ব্যাপারটা।

পিগি শাঁখটা তুলে নিয়ে ক্ষোভ আর অবজ্ঞার সাথে বলল,

'ভূতপ্রেতে কোনো বিশ্বাস নেই আমার—কখনোই না!

এদিকে জ্যাকেরও গেছে মেজাজ চড়ে, অকারণ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে বলল,

'তোর বিশ্বাসে কী আসে যায় রে—মোটকু!'

'দেখ, শাঁখটা কিন্তু আমার হাতে!' ঘাড় বাঁকিয়ে বলল পিগি।

মৃদু ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল এবং শাঁখটা একবার এদিক আরেকবার ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বেগতিক দেখে র‍্যাল্‌ফ চলে এল দু জনের মাঝখানে।

চেঁচিয়ে বলল, 'শাঁখটা ফিরিয়ে দাও তোমরা!'

ধস্তাধস্তি থামাতে গিয়ে বুকে সজোরে ধাক্কা খেল র‍্যাল্‌ফ। তবে শাঁখটা শেষমেশ কারো হাত থেকে মুচড়ে কেড়ে নিল, পরমুহূর্তে বসে পড়ল ধপাস করে। বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে ওর।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে র‍্যাল্‌ফ বলল,

'ভূতপ্রেত নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আজ রাতের মতো এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ। দিনের জন্যে বিষয়টা রাখা যাক না হয়।'

র‍্যাল্‌ফের কথায় নীরবতা নেমে এল।

সহসা কে যেন বলে উঠল, 'বোধহয় সেই জন্তুটাই—একটা ভূত!'

কথাটা একটা দমকা বাতাসের মতো শিহরন জাগাল সভায়।

'নিয়ম ছাড়া পালাহীনভাবে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে', র‍্যাল্‌ফ বলল সবাইকে। 'যদি আমরা আইনের প্রতি অটল না থাকি, তা হলে তো সুস্থিরভাবে কোনো সভা হবে না।'

র‍্যাল্‌ফ থেমে গেল আবার। সভাটা শুরু করার আগে মনে মনে যেভাবে পরিকল্পনা নিয়েছিল, সব ভেস্তে গেছে।

'তোমরা তা হলে কোন কথাটা আশা কর আমার কাছ থেকে?' খেদ ঝেড়ে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'এত দেরিতে সভা ডেকে আসলে ভুল করেছি আমি। ভূতের ব্যাপারটি নিয়ে ভোটাভুটি করতে হবে আমাদের। তারপর যার যার মতো আশ্রয়ে ফিরে যাব আমরা, কারণ সবাই খুব ক্লান্ত। আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে বলছি, ভূতপ্রেতে কোনো বিশ্বাস নেই আমার। কিংবা ভূতপ্রেত নিয়ে মাথাও ঘামাই না। কারণ এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে না আমার। আর এই আঁধারে দাঁড়িয়ে এখন ভূত নিয়ে কথা বলার কোনো ইচ্ছেই নেই। কিন্তু আমাদের একটা সিদ্ধান্তে যেতে হবে—আসলে ব্যাপারটা কী!'

মুহূর্তের জন্যে শাঁখটা তুলে ধরল র‍্যাল্‌ফ।

বলল, 'ঠিক আছে, সমাধানটা হয়ে যাক তা হলে। আমার ধারণা, ভূত আছে কি নেই—এর একটা সুরাহা হলে, মূল রহস্যটাও উন্মোচিত হবে।'

মুহূর্তেক থেমে প্রশ্নটা মনে মনে সাজিয়ে নিল র‍্যাল্‌ফ।

তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কাদের ধারণা এখানে ভূত থাকতে পারে?'

দীর্ঘ সময় ধরে নীরবতা বিরাজ করল, কারো কোনো নড়াচড়া নেই। আঁধারের দিকে ঝুঁকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। হাত তুলেছে ভূত বিশ্বাসকারীরা, সেগুলো খুঁজে বের করল ও। তারপর হতাশ কণ্ঠে বলল,

'ও, তা হলে এই অবস্থা!'

একটা জগৎ, যে জগতটা সহজ বোধগম্য আর আইনে ধরাবাঁধা, ক্রমশ যেন সেটা দূরে সরে যাচ্ছে। একসময় নিয়মের ভেতর ছিল সবকিছু এবং সুন্দর ছিল দিনগুলো। আর এখন চারদিকে বিশৃঙ্খলা—এবং এজন্যেই তো জাহাজটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

শাঁখটা র‍্যাল্‌ফের হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল কে যেন, পরমুহূর্তে শোনা গেল পিগির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ,

'আমি কখনো ভূতের পক্ষে ভোট দিই নি!'

ঝটিকা বেগে সভার চারদিকে একটা চক্কর মারল পিগি।

বলল, 'তোমরা সবাই মনে করে দেখ সেটা!'

পিগির দুপ্‌দাপ্ পা ফেলার শব্দ শোনা গেল। সরোষে সে বলতে লাগল, 'আমরা কী—বলো তো? মানুষ? নাকি জন্তু? না অসভ্য? এখানে বড়রা থাকলে কী চিন্তা করতেন? কখনোই শূকর শিকারে যেতেন না, আগুন নিভিয়ে দিতেন না—অথচ আমরা এখন কী করে বেড়াচ্ছি!'

একটা ছায়া উগ্র মূর্তির মতো এসে দাঁড়াল পিগির সামনে। 'চুপ কর, কুঁড়ের হাড্ডি মোটকু!'

অন্ধকারে আক্রোশ ঝাড়ল জ্যাক।

মুহূর্তের জন্যে একটা ধস্তাধস্তি চলল, আঁধারে ঝিলিক দেওয়া শাঁখটাকে ঝাঁকুনি খেতে দেখা গেল ওপর-নিচে। বিপদ বুঝে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ।

'জ্যাক! জ্যাক! শাঁখটা নিও না তুমি। পিগিকে কথা বলতে দাও।'

জ্যাকের মুখটা একদম কাছে চলে এল র‍্যাল্‌ফের।

র‍্যাল্‌ফকে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, 'চোপরাও! তুমি এখানে কথা বলার কে ? ওখানে বসে বসে ওদেরকে বলো কী করতে হবে। তুমি শিকার করতে পার না, গান গাইতে পার না—'

'আমি কিন্তু তোমাদের প্রধান। আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।'

'তা— নির্বাচিত হয়ে এমন কী কাজ করেছ তুমি ? স্রেফ শুধু হুকুম ঝাড়ো, যা কোনো কাজেই আসে না—'

'শাঁখটা এখন পিগির কাছে। কাজেই কথা বলবে ও।'

'ঠিক আছে—পিগিকেই সুযোগ দাও, বরাবরই তো দিয়ে এসেছ—'

'জ্যাক !'

র‍্যালফের কণ্ঠ অনুকরণ করে খেঁকিয়ে উঠল জ্যাক, 'জ্যাক! জ্যাক!'

'আইন !' চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ। 'আইন ভাঙছ তুমি!'

'কে কেয়ার করে ?'

র‍্যাল্‌ফ এবার বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, 'এখানে একমাত্র আইনই তো আমাদের সম্বল !'

কিন্তু জ্যাক গলা ফাটিয়ে বলেই চলল,

'আইনের নিকুচি করি! আমরা শক্তিশালী— আমরা শিকার করে থাকি ! যদি এখানে কোনো হিংস্র পশু থেকে থাকে, ওটাকে শিকার করব আমরা! চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ক্রমাগত পেটাতে থাকব ওটাকে—!'

বুনো উত্তেজনায় ঘোঁৎ করে একটা বিদ্‌ঘুটে শব্দ বেরোল জ্যাকের মুখ থেকে, বিবর্ণ বালির ওপর লাফিয়ে নামল সে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা মঞ্চ ভরে গেল ভয়ানক শোরগোলে, ছড়িয়ে পড়ল তীব্র উত্তেজনা। শুরু হল হুড়োহুড়ি, চিৎকার, হাসাহাসি। সভা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। যে যার মতো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, তালতলা থেকে পানির ধার পর্যন্ত এলোপাতাড়ি ঘুরতে লাগল তারা, সৈকত ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকে মিশে গেল রাতের আঁধারে। গালে শাঁখের স্পর্শ অনুভব করল র‍্যাল্‌ফ, শাঁখটা নিয়ে নিল পিগির কাছ থেকে।

'বড়দের মতো ভাব নিয়ে কী বলতে চায় ওরা ?' পিগি গলা চড়াল আবার। 'তাকিয়ে দেখ ওদের!'

বিকট শব্দ করে মিছেমিছি শিকারের মহড়া দিচ্ছে ওরা, বিকারগ্রস্তের মতো হাসছে, সব মিলিয়ে সত্যিকারের আতঙ্ক ধেয়ে আসছে সাগর সৈকত থেকে।

'শাঁখটা বাজাও, র‍্যাল্‌ফ।'

অনুনয়ের সুরে বলল পিগি। এ মুহূর্তে সে র‍্যাল্‌ফের এত কাছে, ওর একচক্ষু চশমাটার কাচের ঝিক্‌মিক্ দেখতে পাচ্ছে র‍্যাল্‌ফ।

পিগিকে ও বলল, 'তোমাকে সবাই অকর্মার ধাড়ি ভাবে, অথচ তোমার চশমার কাচটা যে আগুন যোগাচ্ছে, সেটা কি দেখতে পায় না ওরা?'

পিগি বলল, 'তোমাকে এখন শক্ত হতে হবে। তুমি যা চাও, করিয়ে নাও ওদের দিয়ে।'

পরিস্থিতি বিবেচনা করে র‍্যাল্‌ফ সতর্ক কণ্ঠে বলল,

'যদি শাঁখ বাজানোর পর ওরা ফিরে না আসে, পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেবে। আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখতে পারব না আমরা। একদম পশুর মতো হয়ে যাব সবাই। কখনোই আর উদ্ধার পাব না কেউ।'

'যদি শাঁখ না বাজাও', পিগি অটল তার কথায়, 'তা হলে আরো দ্রুত পশু বনে যাব আমরা। অন্ধকারে ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি কী করছে এখন ওরা।'

বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া কায়াগুলো একসঙ্গে এসে জড়ো হল বালির ওপর, তৈরি হল ঘন কালো একটা পুঞ্জ। পুঞ্জটা ঘুরপাক খেতে লাগল ছন্দময় তালে। সুর করে কিছু একটা গাইছে সবাই মিলে, আর ছোটরা যারা পিল্‌পিল্‌ করে হাঁটতে হাঁটতে বেশ দূরে চলে গেছে, বড়দের সুরের সাথে তাল মিলিয়ে ধ্বনি দিচ্ছে তারা।

র‍্যাল্‌ফ শাঁখটা ঠোঁটে তুলে নিয়ে নামিয়ে ফেলল আবার।

পিগিকে বলল, 'সমস্যাটা হচ্ছে এখানে সত্যিই কি ভূত আছে, পিগি ? কিংবা হিংস্র জন্তু?'

'অবশ্যই এসব নেই।'

'কেন নেই ?'

'ভূতের ব্যাপারটা ধর, কাল্পনিক একটা জিনিস। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট এবং—ধর টিভি—এসব জড় বস্তু যেমন কোনো কাজ করতে পারবে না, ভূতও তেমনি অনুভূতিহীন অসাড় একটা জিনিস। এক্কেবারে ভুয়া।'

সৈকতে ছেলেরা সব ইচ্ছেমতো নাচল এবং গাইল। ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে না পড়া পর্যন্ত চালিয়ে গেল এই ফুর্তি। শেষে ওদের গান বলতে রইল শুধু শব্দহীন একটা ছন্দ।

র‍্যাল্‌ফ পিগিকে বলল, 'ধরে নিলাম, ভূতের কোনো অনুভূতি নেই। এখানে, এই দ্বীপে ওদের কোনো তৎপরতা এখনো দেখা যাচ্ছে না। তাই বলে এমন কি হতে পারে না, ভূতেরা আমাদের ওপর নজর রাখছে এবং অপেক্ষা করছে ?'

কথাগুলো বলতে গিয়ে ভয়ানক রকম শিউরে উঠল র‍্যাল্‌ফ, পিগির দিকে আরেকটু এগোতে গিয়ে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল দু জনের, চমকে উঠল ওরা।

পিগি বিরক্তির সাথে বলল, 'এসব কথা বন্ধ কর তো! এমনিতেই আমরা প্রচুর সমস্যায় পড়ে গেছি, র‍্যাল্‌ফ। আমার আর সহ্য করার ক্ষমতা নেই। ভূত যদি থেকেই থাকে—'

র‍্যাল্‌ফ মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল,

'প্রধানের পদটা আসলে আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত। ওদেরকে শোনাও একথা।'

'ও ঈশ্বর ! না না !'

খপ্‌ করে র‍্যাল্‌ফের একটা হাত ধরে বসল পিগি।

শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'জ্যাক দলনেতা হলে সারাক্ষণ শুধু শিকার করে বেড়াবে এবং আগুন জ্বলতে দেবে না। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই থেকে যাব আমরা।'

সহসা তীক্ষ্ণ চিঁ-চিঁ কণ্ঠে বলে উঠল পিগি,

'ওখানে বসে আছে কে ?'

'আমি। সাইমন।'

'কত্তো ভালো আমরা তাই না', বিদ্রূপের সুরে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'তিন কানা ইঁদুর এখানে পড়ে আছি চুপচাপ। প্রধানের পদটা ছেড়েই দেব আমি।'

'যদি ছেড়ে দাও', ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল পিগি, কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক, 'তা হলে কী হবে আমার ?'

'কিচ্ছু হবে না।'

'জ্যাক ঘৃণা করে আমাকে। জানি না কেন। সে যা চায়, তা যদি করতে পারে—বড্ড বেকায়দায় পড়ে যাব। অবিশ্যি তোমার কিছু হবে না। তোমাকে সমীহ করে সে। তা ছাড়া—তুমি মারবে তাকে।'

'এইমাত্র তুমি নিজেও তো জ্যাকের সাথে জব্বর ফাইট দিলে একটা।'

পিগি সরল কণ্ঠে বলল, 'ফাইটটা কি আর সাধে দিয়েছি ? শাঁখটা তখন আমার হাতে, কাজেই কথা বলার ক্ষমতা শুধু আমারই ছিল।'

সাইমন অন্ধকারে নড়েচড়ে বলল,

'তুমিই প্রধান থাকো।'

র‍্যাল্‌ফ ধমকে উঠল, 'তুমি চুপ কর, সাইমন। একেবারেই কাঁচা মাথা তোমার ! তুমি তখন বললে না কেন, এখানে কোনো হিংস্র জন্তু নেই?'

সাইমন কোনো জবাব দিল না। পিগি বলল, 'আমি ভয় পাই জ্যাককে। এবং এজন্যেই তাকে ভালো করে চিনি। তুমি যদি কাউকে ভয় পাও, তাকে ঘৃণা করতে পার, কিন্তু তার চিন্তাটা কখনো দূর করতে পারবে না মাথা থেকে। তুমি হয়তো প্রবোধ দেবে নিজেকে—ওর কথা ভেবে আর কী হবে, কিন্তু যখনি আবার তাকে দেখবে, অ্যাসমার মতো একটা সমস্যা সৃষ্টি হবে, ভালো করে শ্বাস টানতে পারবে না। আসল ব্যাপারটা বলে দিলাম তোমাকে। সে তোমাকেও ঘৃণা করে, র‍্যাল্‌ফ—'

'আমাকে ? আমাকে কেন ?'

'জানি না। তুমি আগুনের ব্যাপারটা নিয়ে চেপে ধরেছ তাকে। এবং তুমি দলের প্রধান, আর সে তা নয়।'

'কিন্তু তারও তো একটা বিশেষ পরিচিতি আছে। সে হচ্ছে, সে হচ্ছে—জ্যাক মেরিডিউ!'

'আমি আসলে বেশির ভাগ সময় শুয়ে থাকি বলে চিন্তাভাবনার সুযোগ পাই। অন্যদের সম্পর্কে জানি। জানি নিজের সম্পর্কেও। আর জানি জ্যাককে। সে তোমাকে আঘাত করতে পারে না, কিন্তু যদি তুমি তার বিপরীতে গিয়ে দাঁড়াও, তখন তোমার ঘনিষ্ঠ কাউকে মেরে ঝাল মেটায়। এবং সেই ঘনিষ্ঠজন আমি।'

'পিগি ঠিকই বলেছে, র‍্যাল্‌ফ', সমর্থন জানাল সাইমন। 'এই হচ্ছে তোমার আর জ্যাকের আসল সম্পর্ক। তুমিই প্রধান থেকে যাও।'

র‍্যাল্‌ফ আক্ষেপের সুরে বলল, 'আমরা সবাই এখানে গা-ছাড়া ভাব নিয়ে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর পরিস্থিতি দিনকে দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। বাড়িতে সব সময় একজন গার্জেন থাকে সবার। প্রত্যেকেই তাকে হুজুর হুজুর করে চলে। প্লিজ, স্যার ; প্লিজ, মিস ; —এরকম সম্বোধন করার পর তবেই সাড়া মেলে। এখানে আমি সেটা আশা করব কীভাবে !'

'এখানে বড় কাউকে গার্জেন হিসেবে আশা করলে, আমিও আমার খালাকে আশা করব।' মনের ইচ্ছেটা জানিয়ে দিল পিগি।

সাইমন বলল, 'আমি চাইব আমার বাবাকে...কিন্তু আমার বাবা এখানে করবেনটা কী ?'

'কেন, আগুনটাকে ধরে রাখবেন।' সমাধান দিল র‍্যাল্‌ফ।

ইতোমধ্যে নাচ শেষ হয়েছে ওদের, শিকারিরা সবাই ফিরে যাচ্ছে যার যার আশ্রয়ে।

‘আসলে বড়দের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা, তাঁরা সব সমস্যার সমাধান জানেন’, বলল পিগি। ‘বিপদকে ভয় পান না তাঁরা। বিপদ এলে সবাই বসে যান এক জায়গায়, চা আর আলোচনা একসঙ্গে চলে। তারপর সব ঠিক—’

‘এরকম পরিস্থিতিতে তারা কখনো গোটা দ্বীপ জুড়ে আগুন ছড়িয়ে দেবেন না। কিংবা হারাবেন না কাউকে—’

‘তাঁরা ঠিকই একটা জাহাজ গড়ে নেবেন—’

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তিন ছেলে মাহাত্ম্য বোঝার চেষ্টা করছে প্রাপ্তবয়স্কদের জাঁকাল জীবনের, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সফল হচ্ছে না। একের পর এক নানা রকম মন্তব্য করে যাচ্ছে তিনজন।

‘তাঁরা এভাবে ঝগড়া করবেন না—’

‘কিংবা আমার মতো কারো চশমা ভাঙবেন না—’

‘কোনো হিংস্র জন্তু নিয়ে কথা বলবেন না—’

‘তাঁরা যদি কোনো রকমে একবার শুধু আমাদের একটা মেসেজ পেতেন’, মরিয়া হয়ে খেদ ঝাড়ল র‍্যাল্‌ফ। ‘যদি বড়দের কাছ থেকে কোনো সঙ্কেত বা এ ধরনের কিছু আসত...’

ক্ষীণ একটা বিলাপ শোনা গেল অন্ধকারে। দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন কেঁপে উঠল এই কান্নার সুরে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা। কান্নার সুর বেড়ে গেল, যেন দূর থেকে ভেসে আসছে এই অপার্থিব শব্দ। কান্নার ভেতর আধো আধো বোলে কী যেন বলা হচ্ছে— ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যে কাঁদছে, তার নাম পারসিভাল ওয়েমিস ম্যাডিসন। হারকোর্ট সেন্ট অ্যান্থোনিতে, এক পল্লীযাজকের বাসভবন এই ছোট্ট ছেলেটির ঠিকানা। ছেলেটি বর্তমানে এমন এক পরিবেশে বাস করছে, যেখানে এই ঠিকানাটা তাকে কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারবে না।

ছয়
হাওয়াই জন্তু

তারার ঝিকিমিকি ছাড়া কোথাও আর কোনো আলো নেই। তিনজন যখন বুঝতে পারল এই ভুতুড়ে কান্নাটা কোত্থেকে আসছে এবং পারসিভাল যখন আবার চুপ করল, তখন র‍্যাল্‌ফ আর সাইমন মিলে তাকে বয়ে নিয়ে গেল একটা ছাউনিতে। পিগি ওদের ঘাড়ের ওপর ঝুলে রইল সাহস যোগানোর জন্যে, শেষে বড়দের দলের এই তিন ছেলে মিলে শুতে গেল পরের ছাউনিটাতে। অস্থির একটা ভাব নিয়ে ওরা মচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলে শুয়ে পড়ল শুকনো পাতার ওপর। লেগুনের দিকে ফেরানো খোলা মুখ দিয়ে তাকিয়ে রইল তারকারাজির দিকে। থেকে থেকে একটা বাচ্চার কান্না আসছে আশপাশের কোনো ছাউনি থেকে এবং বড় ছেলেদের একজন হঠাৎ কথা বলতে শুরু করল অন্ধকারে। তারপর এই তিনজনও হারিয়ে গেল ঘুমের রাজ্যে।

দিগন্তের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রুপোলি চাঁদ, তবে ধবধবে একটা আলোর পথ তৈরির জন্যে যথেষ্ট বড় নয় ওটা, এমনকি চাঁদটা যখন জলের ওপর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব ফেলল, তখনো দেখা নেই সেরকম আলোর। কিন্তু চাঁদের আলো ছাড়া অন্যান্য আলোও রয়েছে আকাশে। এই আলো কোনোটা ছুটে যাচ্ছে দ্রুত, কোনোটা মিট্‌মিট্‌ করছে, কিংবা নিভে যাচ্ছে, যদিও দশ মাইল উঁচুতে এ মুহূর্তে সঞ্জটিত যুদ্ধ থেকে গোলাগুলির টুঁ শব্দটিও আসছে না। তবে বড়দের জগৎ থেকে একটা কিছু চলে এল এদিকে, যদিও এখন ব্যাপারটা বোঝার মতো জেগে নেই কেউ। সহসা উজ্জ্বল একটা বিস্ফোরণ ঘটল আকাশে, ছিপি খোলার পাকানো তারের মতো একটা রেখা ফুটে উঠল আকাশে ; তারপর আবার সেই অন্ধকার এবং তারকারাজির ঝিকিমিকি। দ্বীপের ওপর দেখা যাচ্ছে একটা কিছু, একটা প্যারাশুটের নিচে দ্রুত নামছে একটা কায়া, হাত-পাগুলো ড্যাং ড্যাং করে ঝুলছে কায়াটার। শূন্যে হাওয়ার গতি একেক উচ্চতায় একেক রকম, পরিবর্তনশীল এই হাওয়া যখন যেখানে পারছে—ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ঝুলন্ত কায়াটাকে। তারপর, মাটি থেকে মাইল তিনেক ওপরে, স্থির হল বাতাসের মতিগতি এবং অবতরণের সুযোগ করে দিল কায়াটাকে। আকাশে চক্কর মেরে নিচে নেমে আসার মতো একটা বাঁক তৈরি হল, তারপর কায়াটা বাতাসের তোড়ে তির্যকভাবে নেমে যেতে লাগল প্রবাল প্রাচীর এবং লেগুনের ওপর দিয়ে—সোজা পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের পার্শ্বদেশে নীল ফুলগুলোর মাঝে গিয়ে পড়ল কায়াটা, তবে এখানে বাতাসও আছে একটুখানি, ফলে প্যারাশুটটা দুলতে লাগল বাতাসের ধাক্কায়, টক্কর খেল পাহাড়ের গায়ে এবং টেনে নিয়ে চলল আরোহীকে। প্যারাশুটে ঝুলন্ত অবস্থায় মাটিতে পা

ছেঁচড়ে যাচ্ছে আরোহীর, মৃদু বাতাসের আলোড়নে প্যারাশুটটা চুপসে যাচ্ছে, ফুলে উঠছে এবং ওপরের দিকে টান পড়ছে। ফলে প্যারাশুটের সাথে ঝুলন্ত কায়াটাও উঠতে লাগল ওপরের দিকে। দমে দমে, এক গজ দু গজ করে কায়াটাকে মৃদু হাওয়া টেনে নিয়ে যেতে লাগল নীল ফুলগুলোর মাঝ বরাবর, গোল গোল বড় বড় শিলাখণ্ড এবং লাল পাথরগুলোর ওপর দিয়ে। উঠতে উঠতে একেবারে পাহাড়-চুড়োয় গিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাথরগুলোর মাঝে জবুথবু হয়ে বসল সে। এখানে থেমে থেমে বইছে মৃদু বাতাস, ফলে প্যারাশুটের দড়িগুলোতে টানটান ভাবটা আর রইল না। দড়িগুলো জট পাকিয়ে একটা ফেস্টুনে পরিণত হল প্যারাশুট। এদিকে কায়াটা বসেছে তার হেলমেটসুদ্ধ মাথাটা দুই হাঁটুর মাঝে গুঁজে দিয়ে। দড়িদড়ায় জট পাকিয়ে গেছে শরীরটা। যখন একটুখানি বাতাস ঝাপ্‌টা মেরে যায়, দড়িগুলো টানটান হয়ে ওঠে, আরোহীর মাথাটাও ঝট্ করে উঠে যায় এবং বুকটা হয়ে যায় খাড়া। ফলে কায়াটা পাহাড়ের প্রান্ত বরাবর উঁকি দিতে পারছে হয়তো। তারপর, প্রতিবারই যখন বাতাস পড়ে যায়, দড়িদড়া ঢিলে হয়ে যায়, তার মাথাটাও অমনি ঝুপ্ করে নেমে আসে হাঁটু দুটোর মাঝখানে। তারাগুলো যেমন আকাশে এই নেভে এই জ্বলে, পাহাড়-চুড়োয় বসে থাকা কায়াটার মাথাও যেন তেমনি এই উঠছে এই নামছে।

ঊষার আঁধারে কলগুঞ্জন শোনা গেল বড়সড় এক পাথরখণ্ডের ধারে, এক চিলতে ছোট্ট পথটার মাঝে, যে পথটা নেমে গেছে পাহাড়ের পাশ দিয়ে। ছোট ছোট ডালপালা এবং শুকনো পাতার স্তূপ থেকে বেরিয়ে এল দুটি ছেলে। হালকা আঁধারে মৃদু কায়া ফুটে আছে তাদের। ঘুমজড়ানো কণ্ঠে কথা বলছে দু জন। তারা হচ্ছে যমজ দু ভাই, আগুনের দায়িত্বে রয়েছে যারা। কথা ছিল একজনের ঘুমানোর, আরেকজন থাকবে আগুনের পাহারায়। কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করতে গিয়ে কখনো সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না তারা। দু জনের পক্ষেই একটানা সারা রাত জেগে থাকা অসম্ভব, এজন্যে একসঙ্গে ঘুমোতে গিয়েছিল দু ভাই। অগ্নি-সঙ্কেতের উৎস লক্ষ করে এগোতে লাগল তারা, বারবার হাই দিচ্ছে, চোখ ডলছে, হেঁটে যাচ্ছে অভ্যস্ত পায়ে। যখন দু জন আগুনের উৎসে গিয়ে পৌঁছুল, হাই তোলা বন্ধ হয়ে গেল তাদের। একজন দ্রুত ছুটল শুকনো ডালপালা আর পাতা নিয়ে আসতে।

আরেকজন সেখান বসল হাঁটু মুড়ে।

আপন মনে বলে উঠল, 'আমার বিশ্বাস নিভে গেছে আগুনটা।'

শুকনো ডাল দিয়ে স্তূপটা খুঁচিয়ে দেখল সে।

হতাশভাবে বলল, 'নাহ্, হচ্ছে না।'

শুয়ে পড়ে ঠোঁট দুটো কয়লার কাছে নিয়ে এল সে। ফুঁ দিল আস্তে করে। লালচে আগুন জ্বলে উঠল কয়লার মাঝে, সে আলোতে ফুটে উঠল তার চেহারা। এবার মুহূর্তের জন্যে ফুঁ দেওয়া বন্ধ করল সে। উঁচু গলায় বলল, 'স্যাম—শুকনো খড়কুটো কিছু একটা দাও তো।'

এরিক আবার ঝুঁকল কয়লার দিকে, আস্তে করে ফুঁ দিতে লাগল জায়গাটা উজ্জ্বল না হয়ে ওঠা পর্যন্ত। স্যাম এসে পলকা একটুখানি শুকনো কাঠ দিয়ে খোঁচা মারল গরম জায়গাটায়, তারপর সেখানে একটা ডাল রাখল। হলকা বেড়ে গেল আরো এবং আগুন ধরল ডালটাতে। স্যাম আরো ডালপালা এনে রাখতে লাগল আগুনের ওপর।

'বেশি কাঠ পুড়িও না', ভাইকে বারণ করল এরিক। 'তুমি কিন্তু আগুনে বেশি কাঠ রাখছ।'

'একটু গরম হতে দাও।'

'আমাদের শুধু শুধু বেশি করে কাঠ আনতে হবে তা হলে।'

'কিন্তু আমার তো শীত করছে।'

'আমারও একই অবস্থা।'

'তা ছাড়া এখনো তো—'

'অন্ধকারের কথা বলছ। ঠিক আছে, থাক তা হলে।'

পিছিয়ে এসে জড়সড় হয়ে বসল এরিক। দেখতে লাগল স্যামের আগুন তৈরি করা। শুকনো কাঠ সাজিয়ে ছোট্ট একটা তাঁবু তৈরি করেছে স্যাম। সেই তাঁবুতে নিরাপদে জ্বলছে আগুন।

'ধরা তো প্রায় খেয়ে যাচ্ছিলাম।'

'সে কিন্তু—'

'ভীষণ চটে যেত।'

'হুঁম।'

মুহূর্ত কয়েক আগুনের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল দু ভাই। তারপর এরিক ফিচলে হাসি ছেড়ে বলল, 'তখন সে কেমন খেপেছিল, মনে আছে?'

'কী ব্যাপারে—'

'আরে—ওই যে আগুন নেভানো আর শূকর মারা।'

'আমাদের সৌভাগ্য যে, শুধু জ্যাকের ওপর চড়াও হয়েছিল, আমাদের কিছু বলে নি।'

'হুঁম। আমাদের স্কুলের সেই রাগী বুড়োটার কথা মনে পড়ে?'

'ছেলে—তুমি কিন্তু আস্তে আস্তে খেপিয়ে তুলছ আমাকে!'

একসঙ্গে হেসে উঠল দু ভাই। হুবহু একই হাসি। তারপর আঁধারের দিকে তাকিয়ে হাসি থেমে গেল তাদের। আঁধারের সাথে অন্যান্য ভীতিও পেয়ে বসল। চারদিকে তাকাল অস্বস্তি নিয়ে। কাঠের তাঁবুটাতে এখন দাউদাউ করছে আগুন, সেদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল দু ভাই। প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে থাকা কাঠপোকাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে এরিক, আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাতে চরমভাবে ব্যর্থ হল পোকাগুলো। ঝাঁ করে প্রথম দিন আগুন লাগার সেই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল ওর। এখান থেকে ঠিক নিচেই লেগেছিল সেই আগুন—পাহাড়ের অধিকতর খাড়া অংশটায় লেগেছিল, যেখানে এখন পুরোপুরি অন্ধকার। এই দুঃসহ স্মৃতি মনে করতে চায় না এরিক, দৃষ্টি সরিয়ে পাহাড়ের চুড়োর দিকে তাকাল ও।

উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে এখন, আগুনের এই ওম বেশ উপভোগ করছে দু ভাই। আগুনের যতটা কাছে বসা সম্ভব, বসেছে স্যাম। আগুনে ডালপালা দেওয়ার কাজটায় বেশ মজা পাচ্ছে ও। সামনে দু হাত ছড়িয়ে দিয়েছে এরিক, খুঁজে বেড়াচ্ছে সহনীয় তাপের সীমানা। আগুন পেরিয়ে ওপাশে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়েছে ও, দেখছে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলো। অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখাচ্ছে পাথরগুলোকে। দিনের আলোতে কোন পাথরটা কোথায় দেখা যাবে মনে মনে সাজাতে লাগল এরিক। ঠিক ওখানে রয়েছে বড় পাথরখণ্ড, এবং ছোট তিনটে পাথর ওখানে, তারপর রয়েছে ফেটে যাওয়া পাথরটা, তার ওপাশে একটুখানি ফাঁকা জায়গা—ঠিক ওখানটায়—

'স্যাম!'

'উঁম?'

'না, কিছু না।'

আগুনের শিখাগুলো এখন প্রভুত্ব করছে ডালগুলোর ওপর, ছালবাকল সব আগুনে পুড়ে কুঁকড়েমুকড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ফটাস্ করে ফেটে যাচ্ছে কাঠ। কাঠের তাঁবুটা ক্রমশ দেবে যাচ্ছে ভেতরের দিকে, প্রশস্ত এক আলোর বৃত্ত ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়-চুড়োয়।

'স্যাম—'

'উঁম ?'

'স্যাম! স্যাম!'

স্যাম বিরক্তির সাথে তাকাল এরিকের দিকে। এরিকের দৃষ্টির তীব্রতা দিক নির্দেশ করল, যেদিকে ও তাকিয়ে আছে ভয়ার্ত চোখে। তবে জায়গাটা স্যামের জন্যে উলটো। কাজেই সে আগুনটাকে ঘুরে এসে দাঁড়াল গুটিসুটি মেরে থাকা এরিকের পাশে এবং তাকাল জিনিসটা দেখার জন্যে। নিশ্চল হয়ে গেছে দু জন। কারো কোনো সাড়া নেই। দু জন চেপে ধরেছে পরস্পরের বাহু। চার চোখে কোনো পলক নেই, হাঁ হয়ে আছে মুখ দুটো।

ওদের অনেক নিচে, নিশ্বাস ফেলল বনের গাছগুলো, তারপর শোঁ-শোঁ গর্জন। দু ভাইয়ের কপালে ঝুলে পড়া চুলগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে মৃদু বাতাসে, অগ্নিকুণ্ডের শিখাগুলো লক্‌লক্ করছে বাইরের দিকে। আর ওদের গজ পনের সামনে কাপড়ের মতো একটা জিনিস পত্‌পত্ করছে বাতাসে, অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জিনিসটা উন্মুক্ত অবস্থায় উড়ছে।

যমজ দু ভাই চিৎকার দিল না ঠিকই, তবে পরস্পরের বাহু আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরল। দারুণ বড় হয়ে উঠল মুখ দুটো। দশ সেকেন্ডের মতো জড়সড় হয়ে রইল দু জন, এর মধ্যে আগুনের লক্‌লকে শিখা ধোঁয়া ছাড়ল, স্ফুলিঙ্গ ছড়াল এবং অস্থির একটা আলো ঢেউ ভাঙতে লাগল পাহাড়-চুড়োয়।

তারপর আতঙ্ক যেন ছেঁকে ধরল ওদের। হাঁচড়পাঁচড় করে ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলো দ্রুত পেরিয়ে যেতে লাগল ওরা এবং পালিয়ে গেল সবেগে।

স্বপ্ন দেখছে র‍্যাল্‌ফ। শুকনো পাতার বিছানায় বেশ ক'ঘণ্টা ধরে ঘুমিয়ে আছে ও। ঘুমের ঘোরে বারবার এপাশ-ওপাশ করছে বলে মচ্‌মচ্ শব্দ হচ্ছে পাতায়। কিন্তু এই শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছে না ও। এমনকি অন্যান্য ছাউনি থেকে দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠার শব্দও কানে ঢুকছে না র‍্যাল্‌ফের। কারণ যেখান থেকে ও এসেছে, ঘুমের ভেতর ফিরে গেছে সেখানে। বাগানের বেড়ার ওপর দিয়ে র‍্যাল্‌ফ চিনি খাওয়াচ্ছে টাট্টু ঘোড়াগুলোকে। এমন সময় কে যেন ঝাঁকুনি মারল ওর হাতে, র‍্যাল্‌ফকে বলল—চা পানের সময় হয়ে গেছে।

'র‍্যাল্‌ফ! জেগে ওঠো!'

বাইরে বাতাসের দমকে যেন সাগরের গর্জন উঠেছে পাতাগুলোতে।

'র‍্যাল্‌ফ, উঠে পড়।'

'কী হয়েছে ?' চোখ মেলল র‍্যাল্‌ফ।

'আমরা দেখেছি—'

'—একটা হিংস্র জন্তু—'

'—একদম স্পষ্ট!'

'কে তোমরা ? ও, যমজ দু ভাই ?'

'আমরা দেখেছি জন্তুটাকে—'

'চুপ কর। এই পিগি!'

পাতাগুলো এখনো গর্জন করে চলেছে। র‍্যাল্‌ফের ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল পিগি। ঘটনার আকস্মিকতায় ধাক্কা খেল নিজে নিজে। প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারল না, লম্বা হয়ে ম্লান তারাগুলোর দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে বোঝার চেষ্টা করল পরিস্থিতি। যমজ ভাইদের একজন তাকে জাপটে ধরে বলল,

'বাইরে যেও না—ওটা কিন্তু ভয়ঙ্কর!'

'পিগি—আমাদের বর্শাগুলো কোথায় ?'

'শুনতে পাচ্ছি—' কথা বলল সদ্য জেগে ওঠা সাইমন।

'আর শুনতে হবে না, চুপ করে থাক। শুয়ে থাক নট-নড়নচড়ন হয়ে।'

শুয়ে শুয়ে ওরা শুনতে লাগল যমজ দু ভাইয়ের কথা। প্রথমে দু ভাইয়ের এই ঘটনা নিয়ে সন্দেহ ছিল ওদের, কিন্তু অচিরেই কেটে গেল সন্দেহটা। দু ভাইয়ের বর্ণনা শুনে এক সময় আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল ওরা। শিগগির বাইরের অন্ধকার ভরে গেল ধারালো নখরে, চারদিক যেন ভরে গেছে অজানা সব ভয়ঙ্কর প্রাণীতে। একটা অম্লান ভোর এল অপসৃয়মাণ তারাগুলোকে ঢেকে দিয়ে, এবং অবশেষে আলোর দেখা মিলল, বিষণ্ন ধূসর আলো আর তা ক্ষীণধারায় ঢুকতে লাগল আশ্রয়গুলোতে। নড়াচড়া শুরু করল ওরা, যদিও ছাউনির বাইরের জগৎটা এখনো ওদের কাছে অসম্ভব রকমের বিপজ্জনক। আঁধারের গোলকধাঁধা কেটে গেছে সবখানে, আকাশের একদম উঁচুতে খুদে মেঘের সারি উষ্ণ হয়ে উঠেছে রোদের রঙ মেখে। একটা নিঃসঙ্গ সামুদ্রিক পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে ওপরের দিকে, ওটার কর্কশ কূজন প্রতিধ্বনি তুলছে এখন, ওদিকে বনের ভেতর তীব্র কণ্ঠে ডেকে উঠল কিছু একটা। দিগন্তের কাছাকাছি আঁকাবাঁকা সাজে ছড়ানো মেঘগুলো এখন জ্বলজ্বলে হয়ে উঠছে গোলাপি আভায়। তালগাছের মাথায় পালকের মতো ছড়ানো পাতাগুলো এখন আর কালো নেই, স্বাভাবিক সবুজ।

ছাউনির দরজায় হাঁটু গেড়ে বসে সাবধানে বাইরে উঁকি দিল র‍্যাল্‌ফ। সতর্ক দৃষ্টি বোলাল চারদিকে।

'স্যাম, এরিক—যাও, ডাক সবাইকে। একটা সভা হবে আমাদের। চুপচাপ কাজ করবে। যাও।'

যমজ দু ভাই ভয়ে গা জড়াজড়ি করে বেরিয়ে এল বাইরে, খুব সাহস করে কয়েক গজ এগিয়ে পৌঁছুল পরের ছাউনিতে, ছড়িয়ে দিল ভয়াবহ খবরটা। র‍্যাল্‌ফ উঠে দাঁড়াল এবার, নিজের মান রক্ষার জন্যেই বেরিয়ে এল বাইরে। যদিও শিরদাঁড়ায় কেমন একটা শিরশিরে ভাব, তবু সাহস করে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল ও। পিগি আর সাইমন অনুসরণ করল ওকে, অন্যান্য ছেলেরাও এগিয়ে এল চুপিচুপি।

র‍্যাল্‌ফ যে গুঁড়িটাতে নিয়মিত বসে, সেই মসৃণ আসনে রাখা আছে শাঁখটা। ওটা তুলে নিয়ে ঠোঁটের ওপর রাখল ও। কিন্তু ফুঁ দিতে গিয়ে দ্বিধা এসে গেল। শাঁখটা শেষে না বাজিয়ে তুলে ধরল ও, সবাইকে দেখাল ওটা এবং ওরা বুঝল এর তাৎপর্য।

দিগন্তরেখার নিচ থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে সূর্যের আলো, সে আলো এখন নেমে এসেছে চোখের লেভেলে। র‍্যাল্‌ফ মুহূর্তের জন্যে তাকাল ক্রমশ জেগে ওঠা সোনার টুকরোটার দিকে, যে টুকরোটা ডান দিক থেকে আলো ছড়াচ্ছে ওদের ওপর। মনে মনে একটা শক্তি অনুভব করল র‍্যাল্‌ফ—এবার হয়তো কিছু বলা সম্ভব। র‍্যাল্‌ফের সামনে বৃত্তাকারে দাঁড়ানো ছেলেদের হাতে একটা করে শিকারের বর্শা।

যমজ দু ভাইয়ের ভেতর র‍্যাল্‌ফের সবচেয়ে কাছে রয়েছে এরিক, তার হাতে শাঁখটা দিল ও।

'আমরা ওই ভয়াল জন্তুটাকে আমাদের নিজ চোখে দেখেছি', বলল এরিক। 'না—মোটেও ঘুমোই নি আমরা—'

ভাইয়ের কাছ থেকে গল্পটাকে নিয়ে নিল স্যাম। নিয়ম অনুযায়ী শাঁখটা এখন দু ভাইয়ের জন্যেই একসঙ্গে কাজ করছে। ওদের অচ্ছেদ্য একতার কথা সবার জানা। এরিক যা, স্যামও তা-ই। কাজেই ওরা কিছু বলতে গেলে, শুধু একজনের কাছে শাঁখটা থাকলেই চলে।

'জন্তুটা রোমশ', বলে চলল স্যাম। 'ওটার মাথার পেছনে নড়ছিল কী যেন—সম্ভবত পাখা। জন্তুটা নড়াচড়াও করছিল—'

এরিক বলল, 'প্রাণীটা ভয়ঙ্কর। বসে ছিল ওটা—'

'আগুনটা উজ্জ্বল ছিল তখন—'

'আমরা যেই ওটাকে দেখি—'

'আরো ভালো করে নজর দিই—'

'চোখ আছে ওটার—'

'দাঁত আছে—'

'নখর আছে—'

'ভড়কে গিয়ে যত দ্রুত সম্ভব, ছুটতে থাকি আমরা—'

'যাকে বলে—ভেঙেচুরে দৌড় ! বিভিন্ন জিনিসের সাথে সজোরে টক্কর খেয়েছি আমরা—'

'ওই জন্তুটা পিছু নেয় আমাদের—'

'ডালপালার আড়ালে ওটাকে লুকিয়ে আসতে দেখেছি আমি—'

'আমাকে তো প্রায় ধরেই ফেলেছিল—'

র‍্যাল্‌ফ সভয়ে এরিকের মুখের দাগ দেখাল সবাইকে, ঝোপঝাড় ভেঙে ছোটার সময় আঁচড় খেয়ে পড়েছে এই লম্বা দাগ। কিন্তু ওদের সন্দেহটা অন্য।

'কীভাবে পড়ল এই আঁচড় ?' সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাইল র‍্যাল্‌ফ।

এরিক স্পর্শ করে দেখল আঁচড়টা।

বলল, 'সারাটা পথ এলোপাতাড়ি ছুটে এসেছি। তখন কোথাও হেঁচকা টান পড়েছে। রক্ত বেরোচ্ছে নাকি ?'

বৃত্তাকারে দাঁড়ানো ছেলেরা সঙ্কুচিত হল আতঙ্কে। ছোট্ট জনি হাই তুলছে এখনো, ভয় পেয়ে গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়ে দিল সে। কিন্তু বিলের চড় খেয়ে থামতে হল তাকে। এভাবে ত্রস্ত হয়ে উঠল উজ্জ্বল সকাল এবং ছেলেদের বৃত্তের মাঝে এল পরিবর্তন। বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল সবাই, ছুঁচাল কাঠ দিয়ে বানানো বর্শাগুলো মিলে একটা বেড়া তৈরি করল।

জ্যাক ওদেরকে ডাকল মাঝখানে ফিরে আসতে। একরাশ উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'এটা হবে সত্যিকারের একটা শিকার! কে কে আসবে—বলো ?'

র‍্যাল্‌ফ ছুটে এল অস্থিরভাবে।

বলল, 'এই বর্শাগুলো কিন্তু কাঠের। কাজেই বোকামি কোরো না।'

জ্যাক টিটকিরি করে বলল, 'ভয় পাচ্ছ ?'

'অবশ্যই ভয় পাচ্ছি। কে পাবে না—বলো ?'

সমর্থন আদায়ের জন্যে যমজ দু ভাইয়ের দিকে ফিরল র‍্যাল্‌ফ, চোখেমুখে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু হতাশ করল ওরা। বরং যমজ দু ভাইয়ের একজন বলল,

'আশা করি, আমাদের পা টেনে ধরবে না তুমি ?'

জবাবে র‍্যাল্‌ফ ওদের মনের সাথে মন মিলিয়ে এমন কথা বলল, যা কেউ আশা করে নি।

পিগি এবার শাঁখটা হাতে নিয়ে বলল,

'আচ্ছা, আমরা কি এখানেই থেকে যেতে পারি না? হয়তো জন্তুটা আসবে না আমাদের ধারেকাছে।'

পিগির মনোভাবটা টের পেল র‍্যাল্‌ফ। সে ভাবছে, কিছু একটা নজর রাখছে ওদের ওপর। মেজাজটা বিগড়ে গেল র‍্যাল্‌ফের। পিগির দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল,

'এখানে থাকব ? ছোট্ট এই দ্বীপটাতে নিজেরাই নিজেদের আটকে রাখি, আর সারাক্ষণ বাইরে উঁকিঝুঁকি মারি—তাই না ? তা হলে আমরা আমাদের খাবার পাব কীভাবে ? আর আগুনেরই বা কী হবে ?'

'চল, বেরিয়ে পড়ি', অস্থির কণ্ঠে তাড়া দিল জ্যাক। 'অযথা সময় নষ্ট করছি আমরা।'

'না, সময় নষ্ট হচ্ছে না', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'আমরা এখন বেরোলে ছোটদের কী হবে ?'

'বসে বসে ওরা আঙুল চুষুক!'

'ওদের দেখাশোনার জন্যে কাউকে রেখে যেতে হবে।'

'কারো এত দায় পড়ে নি।'

'না, এত দিন ওদের দেখাশোনার দরকার পড়ে নি কারো ! কিন্তু এখন দরকার। পিগি ওদের দেখাশোনা করবে।'

'তা তো করবেই। নইলে বিপদ থেকে ও রক্ষা পাবে কী করে ?'

'ঘটে কিছু বুদ্ধি রেখো। এক চোখ দিয়ে পিগি কী করতে পারে—বলো দেখি ?'

বাকি ছেলেরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার জ্যাক আরেকবার র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকাচ্ছে।

'এবং এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে', জ্যাককে স্মরণ করিয়ে দিল র‍্যাল্‌ফ। 'এখানে একটা সাধারণ শিকারের মতো শিকার করতে পারবে না তুমি। কারণ এখানে সেই হিংস্র জন্তুটা কোনো পায়ের ছাপ রাখে নি। যদি রেখে যেত, তা হলে তো দেখতেই পেতে। অবস্থাদৃষ্টে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, জন্তুটা বিচরণ করে গাছে গাছে, যা তার স্বভাব আর কি।'

সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল র‍্যাল্‌ফের কথায়।

'কাজেই আমাদের ভেবেচিন্তে এগোতে হবে।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

শাঁখটা রেখে চোখ থেকে ভাঙা চশমাটা খুলে নিল পিগি। একমাত্র লেন্সটা পরিষ্কার করতে করতে বলল,

'আমাদের কী হবে, র‍্যাল্‌ফ ?'

'তোমার হাতে কিন্তু শাঁখটা নেই', মনে করিয়ে দিল র‍্যাল্‌ফ। 'এই যে এখানে ওটা।'

চশমা চোখে দিয়ে শাঁখটা হাতে নিল পিগি। বলল, 'আমি যা বলতে চাই—আমাদের কী হবে, বলো ? ধর, ওই জন্তুটা এমন এক সময় এল, যখন তোমরা সবাই দূরে, কী করব তখন ? আমি তো ভালোভাবে দেখতেও পাই না এবং এ অবস্থায় যদি ভড়কে যাই—'

জ্যাক অবজ্ঞার সুরে বলল,

'তুমি তো সব সময়ই ভয় পাও।'

'শাঁখটা কিন্তু আমার হাতে—'

'শাঁখ! শাঁখ!' বিরক্তির সাথে চেঁচাল জ্যাক। 'এই শাঁখের আর কোনো দরকার নেই আমাদের। আমরা জানি কাদের এখন বলা উচিত। সাইমন, কিংবা বিল, বা ওয়াল্টার বলতে

গিয়ে কি আর এমন ভালো বলে ? এটা এমন এক সময়, কিছু ছেলে জানে—তাদের এখন চুপ থাকতে হবে এবং সিদ্ধান্ত যা কিছু—সব ছেড়ে দিতে হবে বাকি—এই আমাদের ওপর—'

র‍্যাল্‌ফ আর সহ্য করল না জ্যাকের কথা। গালের রক্ত গরম হয়ে উঠেছে ওর। ঝাঁজের সাথে বলল, 'তোমার হাতে যেহেতু শাঁখটা নেই, কাজেই চুপটি করে বস।'

জ্যাকের চেহারাটা এমন ফ্যাকাশে হল, ফুটকি দাগ সব ফুটে উঠল পরিষ্কার। সাদা ত্বকের ওপর বাদামি ফুটকি। নিজের ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে অটল দাঁড়িয়ে রইল জ্যাক। গোঁ ধরে বলল,

'এটা একজন শিকারির কাজ।'

বাকি ছেলেরা ওদেরকে দেখছে গভীর আগ্রহ নিয়ে। পিগি নিজেকে আবার একটা ঝামেলার ভেতর আবিষ্কার করে বড্ড অস্বস্তিতে পড়ে গেল। শাঁখটা র‍্যাল্‌ফের হাঁটুর মাঝে গুঁজে দিয়ে বসে পড়ল সে। নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠল, পিগি ধরে রাখল তার নিশ্বাস।

'এটা একজন শিকারির কাজের চেয়েও বেশি কিছু', অবশেষে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'কারণ তুমি সহজে অনুসরণ করতে পারছ না জন্তুটাকে। তা ছাড়া তুমি কি উদ্ধার পেতে চাও না ?'

সভার দিকে ফিরল র‍্যাল্‌ফ। সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'এখান থেকে উদ্ধার পেতে চাও না তোমরা ?'

জ্যাকের দিকে আবার ফিরল র‍্যাল্‌ফ।

বলল, 'এর আগেও আমি বলেছি, এখানে আগুনটাই হচ্ছে আসল জিনিস। এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে নির্ঘাত নিভে যাবে আগুন—'

আগের সেই প্রচণ্ড ক্ষোভটাই বাঁচাল র‍্যাল্‌ফকে এবং এ থেকেই সবাইকে আক্রমণের শক্তিটা পেল।

ঝাঁজিয়ে উঠে বলল, 'আক্কেল নেই তোমাদের ? আগুনটাকে যে আবার জ্বালাতে হয়েছিল আমাদের, মনে আছে ? এ নিয়ে কখনো একটু ভাব নি, জ্যাক, বলো— ভেবেছ ? নাকি তোমরা কেউ চাও না এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পেতে ?'

হ্যাঁ, ওরা উদ্ধার পেতে চায়, কোনো সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে ; ঘাট মেনে উন্মত্তের মতো র‍্যাল্‌ফের পাশ কেটে চলে গেল জ্যাক, সেইসঙ্গে উদ্ভূত ওই ঝামেলাটাও কেটে গেল। হাঁ করে নিশ্বাস ছাড়ল পিগি, কিন্তু আবার দম নিতে গিয়ে ব্যর্থ হল। একটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে শুয়ে পড়ল সে। হাঁ হয়ে আছে মুখটা, নীল ছায়া হামাগুড়ি দিচ্ছে ঠোঁটের চারদিকে। কেউ মন দিল না ওর দিকে।

জ্যাককে জিজ্ঞেস করল র‍্যাল্‌ফ, 'এখন একটু ভেবে দেখ, জ্যাক। এই দ্বীপে এমন কোনো জায়গা আছে, যেখানে এখনো যাও নি ?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল জ্যাক,

'একটাই জায়গা আছে শুধু—যেখানে যাই নি এখনো! মনে পড়ে তোমার ? এই দ্বীপের যে প্রান্তটা লেজের মতো, যেখানে জমে আছে পাথরের স্তূপ। জায়গাটার কাছাকাছি গিয়েছিলাম আমি, ওখানে বড়সড় একটা পাথর অনেকটা সেতুর মতো হয়ে আছে। ওটাই হচ্ছে ওপরে ওঠার একমাত্র পথ।'

'এবং ওই জন্তুটা সেখানে বাস করতে পারে।' মন্তব্য করল র‍্যাল্‌ফ।

মুহূর্তে সরব হয়ে উঠল সভা। কার আগে কে কথা বলবে—রীতিমতো হুড়োহুড়ি।

র‍্যাল্‌ফ বলল, 'চুপ কর তোমরা! ঠিক আছে, ওই জায়গায় গিয়ে খুঁজে দেখব আমরা। সেখানে যদি জন্তুটা না থাকে, তা হলে পাহাড়ে গিয়ে দেখব। এবং আগুন জ্বালব।'

'চল যাই।' সবাইকে আমন্ত্রণ জানাল জ্যাক।

'না, আগে খেয়ে নেব আমরা। তার পর যাব।'

এটুকু বলে থামল র‍্যাল্‌ফ। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'বর্শাগুলো নিয়ে গেলে ভালো হবে।'

খাওয়াদাওয়ার পর বড়দের নিয়ে রওনা হল র‍্যাল্‌ফ। হাঁটতে লাগল সৈকত বরাবর। পিগিকে ওরা মঞ্চের ওপর রেখে গেল ছোটদের দেখাশোনার জন্যে। অন্যান্য দিনের মতোই আজকের দিনটাও গোলাকার গম্বুজের মতো নীল আকাশটার নিচে সূর্যস্নানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। ওদের সামনে দিয়ে লম্বা হয়ে যাওয়া সাগর সৈকত হালকা বাঁক নিয়ে মিলেছে গিয়ে বনের সাথে। শূন্যে মরীচিকার অস্পষ্ট ঘোমটা তৈরি হওয়ার মতো যথেষ্ট সময় গড়ায় নি এখনো। র‍্যাল্‌ফের নির্দেশমতো তালতলার চাতাল বরাবর সাবধানে এগোতে লাগল ওরা। পানির ধারে গরম বালি মাড়িয়ে যেতে সাহস করল না কেউ। জ্যাককে ইচ্ছে করেই সামনে রেখেছে র‍্যাল্‌ফ। জ্যাকের হাঁটার মাঝে নাটকীয় একটা সাবধানতা, যেন আশপাশে কোনো বিপদ ওত পেতে আছে, অথচ সামনে বিশ গজের মধ্যে কোনো শত্রুর দেখা নেই। র‍্যাল্‌ফ হাঁটছে সবার পিছনে, আপাতত দায়িত্ব এড়াতে পেরে ও ধন্য।

সাইমন হাঁটছে র‍্যাল্‌ফের সামনে, অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে সে—একটা ভয়াল জন্তু আছে এখানে, আঁচড় কাটার মতো নখর আছে যার, পাহাড়-চুড়োয় বসে ছিল ওটা, জন্তুটা কোনো পায়ের ছাপ রাখে নি, আবার স্যাম এবং এরিককে ধরার মতো যথেষ্ট দ্রুতও নয়। জন্তুটা নিয়ে সাইমন যা-ই ভাবুক না কেন, ওর মনের পরদায় একটা মানুষের ছবি ফুটে উঠল নিমেষে, যে মানুষটি বীর অথচ অসুস্থ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাইমন। অন্যেরা একটি সভায় দাঁড়িয়ে কত স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে। দৃশ্যত, ব্যক্তিত্বের চাপ কোনোরকম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না তাদের মনে। সবার সামনে তারা এমনভাবে কথা বলতে পারে, যেন মাত্র একজনের সঙ্গে কথা বলছে। এক পাশে সরে গিয়ে পিছন দিকে তাকাল সাইমন। র‍্যাল্‌ফ আসছে এগিয়ে, কাঁধের ওপর সে ধরে রেখেছে তার বর্শাটা। মনে সংশয় নিয়ে হাঁটার গতি কমিয়ে দিল সাইমন। র‍্যাল্‌ফ ওর কাছে এসে পৌঁছুনো পর্যন্ত ধীর পায়ে হাঁটল, তারপর পাশাপাশি এগোতে লাগল দু জন। চোখের ওপর ঝুলে পড়া রুক্ষ কালো চুলগুলোর ফাঁক দিয়ে র‍্যাল্‌ফের দিকে চোখ তুলে তাকাল সাইমন। র‍্যাল্‌ফ সাইমনের দিকে ফিরে জোর করে একটু হাসল, যেন সভায় তার বোকা সাজার কথাটা ভুলে গেছে ও। সাইমনকে আশ্বস্ত করে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আবার অন্য দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। নিমেষেই মনটা ভালো হয়ে গেল সাইমনের। যাক, ওর বোকামির ব্যাপারটা মনে রাখে নি দলনেতা। মেনে নিয়েছে। নিজেকে নিয়ে অস্বস্তিটা দূর হল ওর। তবে আনমনে চলতে গিয়ে একটা গাছের সাথে সজোরে ধাক্কা খেল সাইমন। র‍্যাল্‌ফ ওর দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকাল এবং রবার্ট হেসে উঠল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। মাথাটা চরকার কাটিমের মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরছে সাইমনের। কপালের এক জায়গায় সাদা একটা দাগ দেখা গেল প্রথমে, পরমুহূর্তে জায়গাটা লাল হয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরতে লাগল। র‍্যাল্‌ফ সাইমনকে ফেলে ফিরে গেল নিজের অপ্রিয় কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা পৌঁছে যাবে পাথরের দুর্গটায়, কাজেই এখন নেতাকে এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

জ্যাক হালকাভাবে ছুটতে ছুটতে পিছিয়ে এসে বলল,

'সেই জায়গাটায় এখন আমরা।'

'ঠিক আছে', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'আমরা এখানে যতটা যাওয়া যায়—যাব।'

জ্যাককে অনুসরণ করে দুর্গের দিকে এগোল র‍্যাল্‌ফ, যেখানকার মাটি অল্প একটু উঠে

গেছে ওপরের দিকে। ওদের বাঁ দিকে লতাপাতা এবং গাছগাছালি মিলে এমন জট পাকিয়েছে, যা ভেদ করা সম্ভব নয়। সেদিকে তাকিয়ে র‍্যাল্‌ফ বলল,

'এরকম একটা জায়গায় হিংস্র কোনো প্রাণী থাকবে না কেন—বলো ?'

'থাকলে দেখতে পেতে। এই জঙ্গলে কোনোকিছু ঢোকে না বা বেরোয় না কখনো।'

'আচ্ছা, দুর্গের ব্যাপারে কী করবে ?'

'দেখ—কী করা যায়।'

সামনে থেকে ঘাসের পরদা সরিয়ে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। আর মাত্র কয়েক গজ রয়েছে পাথুরে জমি, তারপর দ্বীপের দু দিকে এসে মিলে গেছে প্রায়। কাজেই এ অংশটাকে সাগরে গিয়ে মেশা মূল ভূখণ্ডের চুড়ো বলা যেতে পারে। তবে জায়গাটা সঙ্কীর্ণ শৈলশিরা না হয়ে কয়েক গজ প্রশস্ত এবং পনের গজের মতো লম্বা হয়ে বেরিয়ে এসেছে সাগরের দিকে। ওখানে জমা হয়েছে আরো কিছু চৌকো গোলাপি পাথর, যেগুলো দ্বীপের কাঠামোটার নিচে ঠেকনা হিসেবে কাজ করছে। দুর্গের এই অংশটা হয়তো শ'খানেক ফুট উঁচু হবে, যে গোলাপি প্রাচীরটা ওরা পাহাড়-চুড়ো থেকে দেখেছিল। দুরারোহ প্রাচীরটার পাথুরে গায়ে চিড় ধরেছে, একদম মাথায় জমে আছে বড় বড় শিলাখণ্ড, দেখে মনে হচ্ছে টলছে।

র‍্যাল্‌ফের পেছনে লম্বা ঘাসগুলোর আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে নিঃশব্দ শিকারিরা।

র‍্যাল্‌ফ জ্যাকের দিকে তাকিয়ে বলল,

'তুমি তো একজন শিকারি।'

জ্যাক লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'সে তো আমি জানিই।'

'আর আমি হচ্ছি দলনেতা', র‍্যাল্‌ফের বলার ভঙ্গিতে গভীর একটা কিছু রয়েছে।

'আমি যাব এখন। কোনো তর্ক করবে না আমার সঙ্গে।'

এবার অন্যদের দিকে ফিরল র‍্যাল্‌ফ।

বলল, 'তোমরা লুকিয়ে থাক এখানে। অপেক্ষা কর আমার জন্যে।'

কথাগুলো র‍্যাল্‌ফ একদম আস্তেও বলল না, আবার খুব জোরেও না।

জ্যাকের দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'ভাবছ কিছু ?'

'এই জায়গা ছাড়া দ্বীপের সবখানেই গেছি আমি', বিড়বিড়িয়ে বলল জ্যাক। 'জন্তুটা অবশ্যই আছে এখানে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

সাইমন দ্বিধা জড়ানো ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'এখানে কোনো হিংস্র জন্তু আছে বলে মনে হয় না আমার।'

র‍্যাল্‌ফ ওকে নরম কণ্ঠে বলল, 'না, আমি তা মনে করি না।'

যেন পরিবেশ বুঝে মন্তব্য করল ও। মুখটা শক্ত এবং ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। মাথার চুলগুলো আস্তে আস্তে ঠেলে দিল পিছনে। সবাইকে বলল, 'ঠিক আছে, আবার দেখা হবে।'

জায়গাটার গলা অবধি পৌঁছুনো পর্যন্ত দু পায়ের ওপর জোর খাটাতে হল র‍্যাল্‌ফকে।

ওর চারদিকে এখন খোলা বাতাস। আশপাশে লুকানোর মতো কোনো জায়গা নেই, এমনকি কেউ যদি এখানে গ্যাঁট্ হয়ে থেকে যেতে চায়, তবু পারবে না। সরু গলাটার কাছে থেমে নিচের দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। নিমেষে ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল ওর চোখে। এরকম দুর্গ পরিবেষ্টিত একটা দ্বীপ গড়তে শত শত বছর লেগেছে সাগরের। ডান দিকে রয়েছে লেগুন, অহর্নিশ যে জলাধার সয়ে যাচ্ছে খোলা সাগরের নিরন্তর উপদ্রব ; আর বাঁ দিকে—

ব্যাপারটা উপলব্ধি করে কেঁপে উঠল র‍্যাল্‌ফ। মূলত লেগুনটাই ওদেরকে রক্ষা করছে প্রশান্ত মহাসাগরের ভয়াল ঢেউগুলো থেকে। এদিকে জ্যাক এখন অন্য পাশে, কিছু কারণে সোজা পানির ধারে চলে গেছে ও। স্থলবাসীর অনভ্যস্ত চোখে দেখছে সাগরজলের খেলা। ব্যাপারটা বিস্ময়কর কোনো প্রাণীর শ্বাস টেনে নেওয়ার মতো। ধীরে ধীরে পাথরগুলোর নিচে চলে যাচ্ছে পানি, বেরিয়ে আসছে গোলাপি পাথরের ফলক, অদ্ভুত গড়নের প্রবাল, ছোটখাটো সামুদ্রিক প্রাণী এবং সাগর আগাছা। নামছে, নামছে, নেমে যাচ্ছে পানি, বনের মাথায় বাতাস যেমন কানাকানি করে, তেমনি একটা শোঁ-শোঁ শব্দ এই নেমে যাওয়ার ভেতর। চেটাল একটা পাথর রয়েছে ওখানে, টেবিলের মতো ছড়ানো, ওটার আগাছাময় চারদিক দিয়ে নেমে যাচ্ছে পানি, আর পাথরটা ক্রমশ ফুটে উঠছে খাড়া প্রাচীরের মতো। ঘুমন্ত সাগর সজোরে নিশ্বাস ছাড়ল এবার—ফুঁসে উঠল পানি, ভেসে গেল আগাছা, পাথরের টেবিলটায় সগর্জনে আছড়ে পড়ল উছলে ওঠা ঢেউ। কোত্থেকে যে ঢেউগুলো আসছে, বোঝার সাধ্যি নেই। শুধু মিনিট খানেক সময় নিয়ে পানির ওঠা-নামাটাই টের পাওয়া যাচ্ছে। পানি নামছে, উঠছে, নামছে।

খাড়া লাল প্রাচীরটার দিকে এগোল র‍্যাল্‌ফ। পিছনে লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে অপেক্ষা করছে ওরা, দলনেতা কী করতে পারে—দেখার জন্যে উদগ্রীব সবাই। র‍্যাল্‌ফ খেয়াল করল, ওর হাতের তালুতে জমে ওঠা ঘাম শীতল হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে বিস্ময়ের সাথে উপলব্ধি করল, আসলে ও চাইছে না কোনো হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি হতে। এবং ওই জন্তুটার ব্যাপারে আদৌ যদি কিছু করতে হয়, তা হলে যে কী করবে—সেটাও জানা নেই ওর।

র‍্যাল্‌ফ ভেবে দেখল, খাড়া প্রাচীরটা বেয়ে উঠতে পারবে ও, কিন্তু আদৌ কোনো দরকার নেই এর। দালানকোঠার স্তম্ভমূলে যেমন প্লিন্থ লেভেল থাকে, প্রাচীরের গোড়ায় জমে থাকা পাথরগুলোর চৌকো আকৃতি তেমনি এক ধরনের প্লিন্থ তৈরি করেছে চারদিকে। কাজেই ডান দিক বরাবর, লেগুনের ওপর দিয়ে, সঙ্কীর্ণ শৈলশিরা ধরে একটু একটু করে এগিয়ে, কোণের বাঁকটা ঘুরে একজন চলে যেতে পারে ওপাশে, চোখের আড়ালে। র‍্যাল্‌ফ তা-ই করল। সহজেই এগিয়ে গেল ও, এবং শিগগির উঁকি দিল ওপাশে।

না, অন্য কিছু নেই এখানে। যা আশা করা যায়, তাই আছে ; ইতস্তত ছড়ানো গোল গোল গোলাপি পাথরখণ্ড, যেগুলোর ওপর বরফের পরতের মতো জমে আছে সামুদ্রিক পাখির বিষ্ঠা। আর আছে দুর্গের মতো সেই খাড়া প্রাচীর, যার মাথায় মুকুটের মতো সাজানো সব পাথরখণ্ড।

সহসা একটা শব্দ শুনে পিছনে ঘুরল র‍্যাল্‌ফ। সঙ্কীর্ণ শৈলশিরা ধরে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে জ্যাক।

'এ কাজটা নিজে নিজে করতে পার না তুমি।'

জ্যাকের কথায় কিছু বলল না র‍্যাল্‌ফ। পাথরের ওপর দিয়ে আগে আগে এগিয়ে গেল ও, ছোটখাটো গুহার মতো একটা ফোকর পরীক্ষা করে দেখল। কিছু পচা ডিম ছাড়া ভয়ঙ্কর কোনো জিনিস নেই ওখানে। শেষে এক জায়গায় বসে পড়ল র‍্যাল্‌ফ। নিজের চারদিকে নজর বোলাতে বোলাতে বর্শার বাঁট ঠুকতে লাগল পাথরের ওপর।

জ্যাক উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,

'একটা দুর্গের জন্যে কী চমৎকার এই জায়গা!'

ঢেউয়ের তোড়ে হঠাৎ ছিটকে এল পানি, ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে ভিজিয়ে দিল দু জনকে।

'এখানে কোনো মিষ্টি পানি নেই।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

'ওটা কী তা হলে ?' আঙুল তুলে দেখাল জ্যাক।

ওপরের দিকে অর্ধেক পথ বরাবর লম্বা একটা সবুজ প্রলেপ দেখা যাচ্ছে। ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছে ওখানে। দু জনে উঠে গিয়ে স্বাদ নিল পানিটার।

জ্যাক বলল, 'একটা নারকেল-খোসা রাখতে পার এখানটায়, সারাক্ষণ পানিপূর্ণ থাকবে।'

'দরকার নেই, বাপু। এটা একটা পচা জায়গা।'

পাশাপাশি একসঙ্গে প্রাচীরটার শেষ মাথায় উঠে গেল দু জন, যেখানে পাথরের ছোট হয়ে আসা স্তূপে মুকুটের মতো বসে আছে শেষ একটি ভাঙা পাথর। জ্যাক ঘুসি চালাল কাছের একটা পাথরখণ্ডে, অল্প একটু কর্কশ শব্দ করল ওটা।

'মনে পড়ে তোমার—?' কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল জ্যাক।

ওরা দু জন এক হলে প্রায়ই প্যাঁচ লেগে যায়। এই দুঃসময়ের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল উভয়েই।

জ্যাক দ্রুত কথা শেষ করল, 'ওই যে ওটার নিচে যে একটা তালগাছ, জোরে ঝাঁকুনি দাও ওটায়, কোনো শত্রু এলে ওরা কী করে—দেখ !'

ওদের শ খানেক ফুট নিচে সরু একটা পথ বাঁধের মতো চলে গেছে, বাঁধের পর পাথুরে জমি, তারপর লম্বা লম্বা ঘাস—যেখানে বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে মাথাগুলো, এবং এর পিছনে রয়েছে বন।

'একটা পাথর ফেলে দিলে', উল্লসিত কণ্ঠ জ্যাকের। 'ওটা যদি ঘুরতে ঘুরতে...!'

হাত দিয়ে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা বোঝাল জ্যাক। র‍্যাল্‌ফ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাকাল পাহাড়ের দিকে।

'কী হয়েছে ?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

র‍্যাল্‌ফ ঘুরে বলল, কেন ?'

'পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিলে ?'

'এখন আর কোনো সঙ্কেত নেই। আমাদের অবস্থান দেখানোর মতো কিছুই রইল না আর।'

'এই সঙ্কেত সঙ্কেত করেই পাগল হলে তুমি।'

নীল দিগন্ত আঁটোভাবে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে ওদের, এক জায়গায় শুধু ছেদ ঘটিয়েছে পাহাড়-চূড়ো।

'সঙ্কেতটাই তো এখন আমাদের সব।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

টলমলে পাথরটার গায়ে হাতের বর্শাটা ঠেকিয়ে রেখে দু হাতে মাথার চুলগুলো পিছনে ঠেলে দিল র‍্যাল্‌ফ। বলল, 'আমাদের এখন ফিরে গিয়ে উঠতে হবে পাহাড়টাতে। ওখানেই তো জন্তুটাকে দেখেছিল ওরা।'

'জন্তুটা নেই ওখানে।'

'কিন্তু ওখানে খোঁজা ছাড়া আর কী করতে পারি আমরা ?'

ঘাসের আড়াল থেকে অন্যেরা জ্যাক এবং র‍্যাল্‌ফকে অক্ষত অবস্থায় দেখে বেরিয়ে এল আলোতে। নতুন কিছু অনুসন্ধানের উত্তেজনায় জন্তুটার কথা ভুলে গেল ওরা। দল বেঁধে সবাই এগোল সেতুটার দিকে এবং শিগগির হল্লা করে উঠতে লাগল ওপরের দিকে। র‍্যাল্‌ফ দাঁড়িয়ে আছে এ মুহূর্তে, এক হাত রাখা আছে সুবিশাল একটা পাথরখণ্ডের বিপরীতে। পাথরের ব্লকটা একটা মিলের চাকার মতো প্রকাণ্ড, চিড় ধরে গিয়ে ঝুলছে ওটা এবং টলছে।

বিষণ্নদৃষ্টিতে পাহাড়টা পর্যবেক্ষণ করল র‍্যাল্‌ফ। ডান হাতের মুঠি পাকিয়ে হাতুড়ির মতো ঘা মারল ডান দিকের লাল দেয়ালে। ওর ঠোঁট দুটো আঁটো হয়ে চেপে আছে পরস্পর, চুলের ঝালরে ঢাকা পড়া চোখ দুটোতে ফুটে উঠেছে আকুল আকাঙ্ক্ষা।

'ধোঁয়া চাই।'

হাতের মুঠিতে ছড়ে যাওয়া জায়গাটায় মুখ লাগিয়ে চুষল ও।

ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, 'জ্যাক! চল যাই।'

কিন্তু জ্যাক ধারেকাছে নেই। ছেলেদের একটা জটলা ভয়ানক শোর তুলেছে, যা এতক্ষণ খেয়াল করে নি র‍্যাল্‌ফ। একটা পাথরখণ্ড ক্রমাগত ঠেলছিল ওরা। র‍্যাল্‌ফ যখন ওদের দিকে ফিরল, নিচ থেকে আলগা হয়ে গেল পাথরটা, তারপর আস্ত পাথরটা ডিগবাজি খেতে খেতে পড়ল গিয়ে সাগরে, পরমুহূর্তে পিলে চমকানো শব্দ তুলে প্রাচীরের অর্ধেকটা পর্যন্ত ছিটকে এল পানি।

'থাম ! থাম ! চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ।

র‍্যাল্‌ফের ধমক খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ওরা।

'ধোঁয়া চাই !'

সহসা অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেল র‍্যাল্‌ফের মাথার ভেতর। ওর চিন্তাশক্তিকে ঝাপসা করে দিয়ে বাদুড়ের পাখার মতো কিছু একটা তড়পাচ্ছে।

'ধোঁয়া !'

মুহূর্তেই ফিরে এল চিন্তাশক্তি, এবং রাগটাও।

'ধোঁয়া চাই আমাদের। তোমরা ওখানে অযথা সময় নষ্ট করছ, অকারণে ফেলে দিচ্ছ পাথর।'

রজার চেঁচিয়ে বলল,

'প্রচুর সময় আছে আমাদের হাতে!'

র‍্যাল্‌ফ মাথা নেড়ে বলল,

'আমরা এখন পাহাড়ের দিকে যাব।'

নিস্তব্ধতা ভেঙে শুরু হল কলরব। ছেলেদের একটা অংশ ফিরে যেতে চায় সৈকতে। কিছু আবার মেতে থাকতে চায় পাথর ফেলে দেওয়ার আনন্দে। রোদ এখন বেশ উজ্জ্বল এবং আঁধার কেটে যাওয়ার মতোই সবার মন থেকে মুছে গেছে বিপদের আশঙ্কা।

র‍্যাল্‌ফ বলল, 'জ্যাক, জন্তুটা হয়তো দ্বীপের অন্য প্রান্তে রয়েছে। আবার তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পার আমাদের। তুমি তো এর আগেও গিয়েছিলে সেখানে।'

'আমরা উপকূলের ওদিকটায় যেতে পারি', বলল জ্যাক। 'ফলমূল আছে সেখানে।'

বিল র‍্যাল্‌ফের কাছে এগিয়ে এসে বলল,

'এখানে আরেকটু থাকি না আমরা ?'

'হ্যাঁ, তা-ই।' সমর্থন যোগাল আরেকজন।

'এখানে দুর্গ রয়েছে আমাদের—'

'কিন্তু এখানে আমাদের জন্যে কোনো খাবার নেই', র‍্যাল্‌ফ বলল, 'এবং কোনো আশ্রয়ও নেই। নেই প্রচুর পরিমাণে খাওয়ার পানি।'

'জায়গাটা আমাদের জন্যে দারুণ একটা দুর্গ হতে পারে।' গোঁ ধরল বিল।

'এখান থেকে পাথর গড়াতে পারি আমরা—'

'ফেলতে পারি সোজা সেতুর ওপর—'

'আমি বলছি আমরা চলে যাব', উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ। 'ওই জন্তুটার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে আমাদের। কাজেই এখন চলে যাব আমরা।'

'না, এখানেই থাকব—' আবার সেই এক গোঁ বিলের।

'আশ্রয়ে ফিরে চল—'

'আমি ক্লান্ত—'

'না !'

র‍্যাল্‌ফ ওর আঙুলের গাঁটগুলো টিপে দেখল। না, সেরকম ব্যথা লাগছে না।

সবাইকে ও শান্তকণ্ঠে বলল, 'আমি তোমাদের প্রধান। কাজেই আমি যা বলছি, তা-ই হবে। আমাদের আগে নিশ্চিত হতে হবে ওই জন্তুটার ব্যাপারে। পাহাড়টা কি দেখতে পাচ্ছ না তোমরা ? কোনো সঙ্কেত নেই ওখানে। পাহাড়টার ওপাশে কোনো জাহাজও তো থাকতে পারে। কিন্তু ধোঁয়া না থাকলে এদিকে ফিরবে না ওটা। আচ্ছা, তোমরা সবাই কি খেপে গেলে নাকি ?'

ছেলেদের কারো এ মুহূর্তে র‍্যাল্‌ফের আদেশ মানার ইচ্ছে নেই। কেউ চুপ করে আছে নিঃশব্দ প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে, কেউবা আবার বিড়বিড় করে বিদ্রোহ প্রকাশ করছে। কিন্তু শেষমেশ নড়তে হল সবাইকে।

দলটাকে পথ দেখিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল জ্যাক, এগোতে লাগল সেতু বরাবর।

সাত
ছায়া এবং উঁচু উঁচু গাছ

অপর প্রান্তে, পানির ধারে ইতস্তত ছড়ানো পাথরগুলোর খুব কাছ দিয়ে চলে গেছে শূকরদের তৈরি পথ, সেই পথ ধরে আগে আগে এগোচ্ছে জ্যাক, র‍্যাল্‌ফ হৃষ্টচিত্তে অনুসরণ করছে তাকে। যদি সাগরের ঢেউগুলোর তরতরিয়ে নেমে যাওয়ার শব্দ এবং ফিরে আসার ভয়াল গর্জন থেকে কান দুটোকে দূরে রাখা যায়, যদি পথের ওপর উপচে পড়া দু ধারের অনুদঘাটিত পর্ণাঙ্গগুলোর কথা ভুলে থাকা যায়, তা হলে একটা সুযোগ আছে ওই জন্তুটাকে মন থেকে মুছে দেওয়ার এবং ক্ষণিকের জন্যে স্বপ্নাবিষ্ট হওয়ার। সূর্যটা এখন খাড়া হয়ে ঝুলছে মাথার ওপর এবং তীব্র তাপে পুড়ছে গোটা দ্বীপ। র‍্যাল্‌ফ একটা মেসেজ পাঠাল জ্যাকের কাছে এবং পরে যখন ফল-বাগানে এসে গেল ওরা, গোটা দল থেমে গেল খাওয়ার জন্যে।

খোলা জায়গায় এসে এই প্রথম দিনের প্রচণ্ড তাপ সম্পর্কে সচেতন হল র‍্যাল্‌ফ। বিরক্তির সাথে নিজের ধূসর শার্টটা হেঁচকা টানে খুলে ফেলল ও। বড়ই করুণ দশা ওর শার্টের। পরিষ্কার করতে গেলে বিরাট ঝক্কি যাবে নির্ঘাৎ। অন্যান্য দিনের চেয়ে দ্বীপে গরমটা যেন আজ একটু বেশি। এই অস্বাভাবিক গরমের ভেতর বসে নিজের পরিচর্যা নিয়ে ভাবল র‍্যাল্‌ফ। চুল কাটার জন্যে একটা কাঁচির দরকার। বেশ বড় হয়ে গেছে চুলগুলো। কাঁচি পেলে আধা ইঞ্চির মতো ছোট করে ফেলবে। সামনে ঝুলে পড়া চুলের গোছা ঝট্‌কা মেরে পিছনে নিয়ে গেল ও। ওর গোসল করাও দরকার। সাবান দিয়ে গা ডলে গোসল করতে হবে। দাঁতের ওপর জিভ চালিয়ে অবস্থাটা দেখে নিল র‍্যাল্‌ফ। হ্যাঁ, একটা টুথব্রাশও দরকার। তারপর রয়েছে নখগুলো—

হাতের নখগুলো দেখে নিল র‍্যাল্‌ফ। নখগুলো চূড়ান্ত রকমের বেড়ে গেছে। বিচ্ছিরি এক অবস্থা। র‍্যাল্‌ফের মনে পড়ে না নখগুলো কবে থেকে নতুন করে বাড়তে শুরু করেছিল, কিংবা ঠিক কখন থেকে নখগুলোকে বেড়ে উঠতে লাই দিয়েছিল।

'এরপর আমার বুড়ো আঙুল চুষতে থাক—'

আপন মনে খেদ ঝাড়ল র‍্যাল্‌ফ। হয়তোবা দুর্দৈবকে উদ্দেশ করেই বলল। পরমুহূর্তে বিব্রত হল নিজে নিজেই। চোরা চাউনিতে দেখে নিল চারপাশ। না, মনে হয় না কেউ শুনেছে ওর কথা। শিকারিরা ছড়িয়ে আছে আশপাশে। সহজলভ্য সাধারণ খাবারে উদরপূর্তি করছে ওরা। খাবারটা হচ্ছে কলা এবং জলপাই—ধূসর জেলির মতো এক ধরনের ফল। সবার এমন একটা ভাব, যেন নিজেদের বোঝানোর চেষ্টা করছে—যে খাবার পাওয়া গেছে, তা-ই

যথেষ্ট। একসময়কার মানসম্পন্ন পরিচ্ছন্ন জীবনের কথা স্মরণ করে এই নোংরা জীবনের দুঃখটাকে উপেক্ষা করে গেল ও। ওরা নোংরা ঠিকই, তবে কাদায় পড়ে গিয়ে যে ময়লা লাগে কিংবা বৃষ্টিমুখর দিনে কাদাজল লেগে জবুথবু হওয়া—সেটা নেই এই নোংরামিতে। ওদেরকে যে শুধু গোসলের অভাবেই নোংরা থাকতে হচ্ছে—তা নয়, এ ছাড়াও রয়েছে চুলের সমস্যা। সবারই চুল বড় বেশি লম্বা হয়ে গেছে। মাথার এখানে-ওখানে জট পাকিয়েছে চুল, গিঁঠ বেঁধেছে কোনো মরা পাতা কিংবা অলক্ষিতে চুলে এসে পড়া কুটোতে। ঘাম এবং খাওয়ার পর মুখ ধোয়ার ব্যাপারটা মিলে সবার মুখমণ্ডল পরিষ্কার রেখেছে বটে, তবে কারো চেহারাই আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, বলা যায় মূল অবয়বের একটা ছায়া। র‍্যাল্‌ফের নিজের পোশাকের মতো অন্যদের কাপড়ের হালও এক। একটানা ব্যবহারের ফলে ক্ষয় ধরে গেছে, ক্রমাগত ঘামে ভিজে এবং শুকিয়ে শক্ত খরখরে হয়ে গেছে, কাপড়গুলো এখন আর কেউ শালীনতা রক্ষা বা আরাম পাওয়ার জন্যে পরছে না, পরছে নিতান্ত অভ্যাস বশে। নিরন্তর লোনা জলের পরশে মামড়ি-মরামাসে ভরে গেছে সবার ত্বক—

গোটা পরিস্থিতি উপলব্ধি করে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল র‍্যাল্‌ফের। আবিষ্কার করল, কী অস্বাভাবিক একটা পরিবেশে দিন কেটে যাচ্ছে ওদের, অথচ এটাই এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর কাছে এবং এ নিয়ে কিছু মনে করছে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাল্‌ফ। গাছের যে ডালটা থেকে ফল ছিঁড়ে খাচ্ছিল, ডালটা ছেড়ে দিল ও। দলের অন্যান্যরা বনের ভেতর নয়তো বড় বড় পাথরখণ্ডগুলোর ধারে ফল আহরণে ব্যস্ত। ঘুরে সাগরের দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ।

এখানে, দ্বীপের এই আরেক প্রান্তে, দৃশ্যটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। মরীচিকার জাদু এখানে টিকতে পারে না সাগরের ঠাণ্ডা জলের কারণে এবং দিগন্তটা দেখায় আঁটো নিরেট নীল। র‍্যাল্‌ফ হাঁটতে হাঁটতে নেমে গেল পাথরগুলোর নিচে। এখানে এই নিচে, প্রায় সমুদ্র সমতলে এসে, দু চোখ ভরে দেখা যায় গভীর সাগরের উঁচু উঁচু ঢেউয়ের অবিরাম ছলাৎ ছলাৎ। মাইলকে মাইল বিস্তৃত এই বিপুল জলরাশি, ঢেউগুলোকে প্রতিহত করার মতো কোনো বাধা দৃশ্যত নেই, কিংবা নেই অগভীর জলে মাথা তুলে দাঁড়ানো শৈলশ্রেণী। ওরা এই দ্বীপের দৈর্ঘ্য বরাবর ভ্রমণ করেছে এক ধরনের ঔদাসীন্য নিয়ে এবং ব্যস্ত থেকেছে নিজেদের অন্যান্য কাজে, কিন্তু সাগরের ঢেউগুলোর গুরুত্বপূর্ণ উত্থানপতনের সাথে তাল মিলিয়ে কোনো উন্নতি করতে পারে নি। সাগরের পানি নেমে যাবে এখন, জলপ্রপাত তৈরি হবে সঙ্গে সঙ্গে, উঁচু জায়গা থেকে গড়গড়িয়ে নেমে যেতে থাকবে পানি, জেগে উঠবে ডুবে থাকা পাথরগুলো, নিচে জলজ উদ্ভিদের প্রলেপ পড়বে চিক্‌চিক্ করা চুলের মতো ; তারপর একটুখানি বিরতি, শক্তি সঞ্চয় করে সগর্জনে ফুঁসে উঠতে থাকবে পানি, অপ্রতিরোধ্যভাবে ফেঁপে উঠবে চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত, ধেয়ে আসতে আসতে ডুবিয়ে দেবে ছোটখাটো পাথুরে প্রাচীর, একদম শেষে তটরেখায় এসে ছড়ানো আঙুলের মতো ছিটিয়ে দেবে একমুঠি ফেনিল জল, তীরে এসে গজখানেক মতো জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে তা।

ঢেউয়ের পর ঢেউ উত্থানপতন দেখল র‍্যাল্‌ফ, যে পর্যন্ত না সাগরের দূরবর্তী কিছু একটা ওর মগজটাকে অসাড় করে দিল। তারপর জলের এই সীমাহীন বিস্তার ধীরে ধীরে মনোযোগ কেড়ে নিল ওর। এই বিপুল জলরাশিই হচ্ছে বাধা, প্রতিবন্ধকতা। দ্বীপের অপর প্রান্তে, শান্ত লেগুনের বর্ম অবলম্বন করে মাঝদুপুরে যখন মরীচিকার খেলা দাপিয়ে বেড়ায়, তখন দ্বীপের বন্দিজীবন থেকে উদ্ধার পাওয়ার স্বপ্ন একজন দেখতেই পারে ; কিন্তু এখানে অনুভূতিহীন রূঢ় মহাসাগরের বিপুল বিশাল জলরাশির মুখোমুখি হয়ে বাধা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। মাইলের পর মাইল জুড়ে অজস্র বিভক্তি, কোনো সংবাদ প্রেরণের সুযোগ নেই, কোনো সাহায্য-সহযোগিতা নেই, আছে নিন্দার জ্বালা, আরো আছে—

যেন প্রায় কানের কাছে মুখ এনে কিছু একটা বলছে সাইমন। এতক্ষণে সংবিৎ ফিরল র‍্যাল্‌ফের। দেখে, যে পাথরটাতে ও আছে, সেটাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরেছে সজোরে ; এত শক্তি প্রয়োগ করেছে, ব্যথা ধরে গেছে হাতে। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেছে শরীর, শক্ত হয়ে গেছে ঘাড়ের পেশিগুলো, মুখটা হাঁ হয়ে আছে টানটান অবস্থায়।

'যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই ফিরে যেতে হবে তোমাকে।'

কথা ক'টি বলে মাথা নাড়ল সাইমন। এক হাঁটুতে ভর করে ঝুঁকে আছে ও, র‍্যাল্‌ফের পাথরটার চেয়ে খানিকটা উঁচু ওর পাথর, পাথরটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে সাইমন, আরেক পা নামিয়ে দিয়েছে র‍্যাল্‌ফের লেভেলে।

সাইমনের কথা শুনে ধাঁধায় পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। সাইমনের মুখের দিকে তাকিয়ে সূত্র খুঁজে বেড়াল এই রহস্যময় কথার।

শেষে বলল, 'সাগরটা এত বড়, মানে বলতে চাইছি—'

র‍্যাল্‌ফ কথা শেষ করার আগেই সাইমন মাথা নেড়ে বলল,

'হোক গে বড়। তবু ফিরে যেতেই হবে তোমাকে। আমি তাই মনে করি—তা তুমি যা-ই বলো না কেন।'

সাইমনের আশাব্যঞ্জক কথায় শরীরের ক্লান্তি খানিকটা চলে গেল র‍্যাল্‌ফের। সাগরের দিকে একবার তাকাল ও, তারপর সাইমনের দিকে তাকিয়ে হাসল। মলিন এক টুকরো হাসি।

'পকেটে করে জাহাজ নিয়ে এসেছ নাকি ?' ভুরু নাচাল র‍্যাল্‌ফ।

ওর কৌতুক শুনে দাঁত বের করে হাসল সাইমন, মাথা দুলিয়ে সাড়া দিল এ কৌতুকে।

র‍্যাল্‌ফ বলল, 'জাহাজ ছাড়া যাওয়ার ব্যবস্থাটা তা হলে হবে কীভাবে ?'

সাইমন কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে র‍্যাল্‌ফ কাঠখোট্টা ভাষায় বলল, 'তোমার মাথাটা বড্ড অস্থির।'

সাইমন এ বদনাম মেনে নিতে গিয়ে এত জোরে মাথা দোলাল, ওর রুক্ষ কালো চুলগুলো ঝট্ করে পিছনে গিয়ে আবার চলে এল সামনে, একেবারে মুখের ওপর।

'না, যাওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আমার যা মনে হয়েছে, তা-ই বলেছি। তোমাকে তো ফিরে যেতে হবেই।'

মুহূর্তের জন্যে কথা হারিয়ে ফেলল ওরা। কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল দু জন।

রজারের ডাক শোনা গেল। শূকরদের আসা-যাওয়ার পথের পানে জংলা জায়গা থেকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাল সে,

'এস তোমরা, দেখে যাও!'

রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়েছে শূকরদের আনাগোনার পথটার পাশে, চেনা বাষ্প ছড়ানো টাটকা লাদা পাওয়া গেছে সেখানে। জ্যাক কুঁজো হয়ে লাদাটাকে এমনভাবে পরীক্ষা করছে, যেন সে কত পছন্দ করে এ জিনিস।

লোভ সংবরণ করতে না পেরে জ্যাক বলেই ফেলল, 'র‍্যাল্‌ফ—মাংসের দরকার আছে আমাদের, যদিও এখন অন্য কিছু শিকার করছি আমরা—তবু দরকার আছে মাংসের।'

র‍্যাল্‌ফ সুবোধ বালকের মতো বলল, 'তুমি যদি ভালো মনে কর, অসুবিধা কী, শিকার করব আমরা।'

আবার রওনা হল ওরা। অজানা সেই জন্তুর ভয়ে আরো কিছুটা ঘনিষ্ঠ হল শিকারিরা। দলটার নেতৃত্ব নিল জ্যাক। র‍্যাল্‌ফ যেভাবে বলেছিল, তার চেয়ে অনেক ধীরগতিতে

এগোতে লাগল ওরা। এর পরেও র‍্যাল্‌ফ খুশি। দেরিতে চলছে বলেই বর্শাটা বয়ে নেওয়া সহজ হয়েছে আরো। জরুরি কিছু কৌশল খাটাবে জ্যাক, এ জন্যে শিগগিরই থামতে হল গোটা দলকে। র‍্যাল্‌ফ আরাম করে হেলান দিল একটা গাছের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে দিবাস্বপ্ন এসে ভিড় জমাল সামনে। জ্যাক রয়েছে শিকারের দায়িত্বে, কাজেই ওর চিন্তা কী, তা ছাড়া পাহাড়ে ওঠার সময়ও পাওয়া যাবে—

এলোমেলো ভাবনার জাল বুনতে বুনতে পিছনের দিনগুলোতে ফিরে গেল র‍্যাল্‌ফ।

বাবার সাথে ওরা চাথাম থেকে ডেভনপোর্ট পর্যন্ত যত জায়গায় গেছে, এর মধ্যে শেষবার বসত গাড়তে হয়েছিল বিশাল এক মেঠো প্রান্তরের ধারে, সুন্দর একটা কটেজে। এখানে আসার আগে যে ক'টা বাড়িতে থেকেছে ও, সেগুলোর মধ্যে এই বাড়িটার স্মৃতিই সবচেয়ে উজ্জ্বল। এর কারণও আছে। সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর দূরের এক স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ওকে। এই বাড়িতে বসবাসের সময় মা সারাক্ষণ থাকতেন ওদের সাথে এবং বাবা তাঁর কাজ সেরে আসতেন প্রতিদিন। সুন্দর একটা বাগান ছিল বাড়িতে। বাগানের নিচে পাথরের দেয়ালটার কাছে আসত বুনো টাট্টু ঘোড়ার দল। বাড়ির ঠিক পিছনেই ছিল ছাউনির মতো একটা জায়গা, ইচ্ছে করলে সেখানে শুয়ে শুয়ে দেখা যেত—পাখির পালকের মতো নকশাদার তুষারকণা কেমন পাক খেয়ে খেয়ে পড়ছে। দেখা যেত স্যাঁতসেঁতে জায়গা, যেখানে তুষারের কোনো আস্তর পড়ে বিলীন হয়ে গেছে। এভাবে একটার পর একটা স্নো-ফ্লেক নামত, আর গলে গলে মিশে যেত মাটিতে। তারপর সহসা আবিষ্কৃত হত প্রথম কোনো স্নো-ফ্লেক যেটি আর গলছে না। এবার থেকে যত স্নো-ফ্লেক নামে, একটিও আর গলে না। এভাবে তুষারের ফলক জমে জমে সাদা হয়ে যেত মাটি। তখন ঠাণ্ডাও পড়ত খুব। বাইরে আর টেকা যেত না। কিন্তু তাতে কী, চলে যাও ঘরের ভেতর, বসে যাও জানালার ধারে, তাতেও মজা কিছু কমবে না। যে জানালাটার ধারে গিয়ে ও বসত, তার পাশেই ছিল তামার তৈরি উজ্জ্বল একটা কেটলি এবং ছোট ছোট নীল মানুষ আঁকা একটা প্লেট।

র‍্যাল্‌ফ যখন শুতে যেত বিছানায়, চিনি আর ক্রিম মেশানো এক পেয়ালা কর্নফ্লেক্স থাকত সেখানে। আর থাকত বইগুলো—শেল্‌ফটা ছিল ঠিক বিছানার পাশেই। বইগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখত না র‍্যাল্‌ফ। এজন্যে শেল্‌ফটার একদম ওপরের তাকে সব সময় দু'তিনটে বই একসঙ্গে শুয়ে থাকত খাড়া থাকার বদলে। বইগুলোর কোনো কোনো পাতার কোনা ভাঁজ করা থাকত এবং এখানে-সেখানে দাগ থাকত কলমের। একটা বই ছিল উজ্জ্বল, ঝকঝকে। বইটা কখনো পড়া হয় নি বলে হাতও পড়ে নি ওতে। এজন্যেই ঔজ্জ্বল্য অটুট ছিল। টপ্‌সি এবং মপসি নামে দুটি মেয়ের কাহিনী নিয়ে এ বই। এ কারণেই বইটা পড়ে নি র‍্যাল্‌ফ। জাদুকরের কাহিনী নিয়ে ছিল আরেকটি বই, যে বইটি পড়তে গিয়ে টানটান শিহরন অনুভব করেছে ও। মাকড়সার ভয়াল ছবির জন্যে সব সময় এ বইয়ের সাতাশ নম্বর পৃষ্ঠা ডিঙিয়ে গেছে। একটা বই ছিল এমন সব লোকদের নিয়ে, যারা মাটি খুঁড়ে বিভিন্ন জিনিস উদ্ধার করেছে ; সবই মিসরীয় জিনিস। আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে—'বয়েজ বুক অভ ট্রেইনস' এবং 'বয়েজ বুক অভ শিপ্‌স'। বইগুলো প্রাণরসে ভরপুর হয়ে এসেছিল ওর কাছে। বইগুলোর কাছে চট করে পৌঁছে যেতে পারত ও, স্পর্শ করতে পারত, ওজন অনভুব করতে পারত। 'ম্যামথ বুক ফর বয়েজ'—এই সিরিজের নতুন বইটির জন্যে অধীর আগ্রহে

অপেক্ষা করত ও, তারপর সেই বইটি বেরোনো মাত্র এক নিশ্বাসে শেষ...

এভাবে চমৎকার কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো, ঠিকঠাক ছিল সব, প্রতিটা জিনিসই ছিল বেশ মজার এবং আনন্দের।

ওদের সামনে, ঝোপটার ভেতর হুড়মুড় করে কেমন একটা শব্দ হল। নিমেষে বুনো উন্মাদনা নিয়ে সামনের দিকে ছুটল শূকরের পথ অনুসরণ করতে থাকা ছেলেরা। চিৎকার-চেঁচামেচি করে সবাই অস্ত্রের মতো হাতড়ে বেড়াতে লাগল ঝোপঝাড়। র‍্যাল্‌ফের চোখের সামনে হঠাৎ একটা গুঁতো খেয়ে একপাশে পড়ে গেল জ্যাক। তারপর একটা জন্তুকে শূকরের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে ধেয়ে আসতে দেখা গেল জ্যাকের দিকে। দাঁতাল শূকর একটা। ওটার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা ধারালো দাঁত ঝিলিক দিচ্ছে প্রখর রোদে, প্রচণ্ড রাগে ঘোঁৎঘোঁৎ করছে ভয়াল জন্তুটা। ঠাণ্ডা মাথায় শূকরটার দূরত্ব মেপে নিল র‍্যাল্‌ফ, তারপর লক্ষ্য স্থির করল। দাঁতাল শূকরটা যখন গজ পাঁচেক দূরে, তখন একমাত্র হাতিয়ার কাঠের ঠুনকো বর্শাটা সবেগে ছুড়ে মারল র‍্যাল্‌ফ। সাঁ করে বর্শাটা গিয়ে আঘাত করল শূকরটার উঁচিয়ে রাখা তুণ্ডে, গেঁথে রইল এক মুহূর্ত, তারপরই ঝপাৎ। শূকরটার ভয়াল ঘোঁৎঘোঁৎ নিমেষে বদলে গেল, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছেড়ে দিক পরিবর্তন করল ওটা। সেঁধিয়ে গেল একপাশে, ঝোপজঙ্গলের ভেতর। শূকরদের আনাগোনার পথটা আবার মুখরিত হয়ে উঠল ছেলেদের পদভারে, প্রবল উত্তেজনায় চিৎকার করছে সবাই। ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে জ্যাক। সবেগে ছুটে এল সে, খোঁচাখুঁচি করতে লাগল ঝোপের ভেতর।

'এই যে, এখানে—'

'কিন্তু ওটা আমাদের ক্ষতি করতে পারে।' সতর্ক করে দিল র‍্যাল্‌ফ।

জ্যাক পাত্তা না দিয়ে বলল, 'আমি বলছি, এই বরাবর— '

শূকরটা দুদ্দাড় করে ছুটে চলেছে, সরে যাচ্ছে দূরে। প্রথম পথটার সমান্তরালে আরেকটা শূকরের পথ পেয়ে গেল ওরা। জ্যাক ছুটল সেই পথটা ধরে।

এদিকে র‍্যাল্‌ফের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একদিকে ভয়, আবার নিজের কাণ্ডে গর্বও হচ্ছে। উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে ও বলে উঠল,

'আমি মেরেছি ওটাকে! আমার বর্শাটা গেঁথে গিয়েছিল—'

ছুটতে ছুটতে অপ্রত্যাশিতভাবে খোলা একটা জায়গায় এসে পড়ল ওরা। জায়গাটা সাগরের ধারে। উদোম পাথরের কোনাকাঞ্চিতে শূকরটাকে খুঁজে বেড়াল জ্যাক, বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে। শেষে হতাশ কণ্ঠে বলল,

'চলে গেছে ওটা।'

'আমি আঘাত করেছি ওটাকে', আবার বলল র‍্যাল্‌ফ। 'বর্শাটা খানিকক্ষণ গেঁথে ছিল ওটার গায়ে।'

মনে মনে সাক্ষীর প্রয়োজন অনুভব করল র‍্যাল্‌ফ।

'এই মরিস, তুমি বর্শা চালাতে দেখ নি আমাকে ?'

মরিস মাথা নেড়ে বলল, 'দেখেছি। ঠিক ওটার নাকের ওপর লেগেছে বর্শাটা— হি-হি-হি!'

র‍্যাল্‌ফ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চলল,

'মেরেছি বটে ওটাকে। বর্শাটা গেঁথে গিয়েছিল। আহত হয়েছে ওটা!'

সবাই নতুন এক শ্রদ্ধা নিয়ে তাকাল র‍্যাল্‌ফের দিকে। অন্তরটা আলোকিত হল র‍্যাল্‌ফের। অনুভব করল, শিকার করাটা মন্দ নয়, বেশ ভালো জিনিস। গর্বটা ধরে রাখতে না পেরে আবার ঝেড়ে দিল ও,

'একেবারে জায়গামতো লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ধারণা, ওটাই সেই জন্তু!'

জ্যাক পাথরের ওখান থেকে ফিরে এসে বলল,

'ওটাই সেই জন্তু নয়। ওটা একটা শূকর।'

'আমি আঘাত করেছি ওটাকে।'

'তুমি ওটাকে জাপটে ধরলে না কেন ? আমি তো চেষ্টা করেছি —'

র‍্যাল্‌ফ পাল্টা যুক্তি দেখাল,

'কিন্তু ওটা তো একটা বুনো শূকর!'

সহসা মুখখানি রক্তিম হয়ে উঠল জ্যাকের।

ঝাঁজের সাথে বলল, 'তুমি তখন বলছিলে, শূকরটা আমাদের ক্ষতি করতে পারে। তা— এতই যখন ভয়, বর্শাটা ছুড়েছিলে কী কারণে ? অপেক্ষা করলে না কেন ?'

জ্যাক ওর একটা বাহু বাড়িয়ে ধরে বলল,

'এই যে, দেখ।'

সবাইকে দেখানোর জন্যে বাঁ বাহুটা উল্টে ধরল জ্যাক। সামনে, বাইরের দিকে একটা জায়গা চিরে গেছে। ক্ষতটা খুব গভীর নয়, তবে রক্ত বেরোচ্ছে।

'দাঁতালটা তার দাঁত দিয়ে এই কাজ করেছে। আমি সময়মতো বর্শাটা চালাতে পারি নি।'

সবার দৃষ্টি এখন জ্যাকের ওপর।

'বেশ কেটেছে কিন্তু', বলল সাইমন। 'মুখ লাগিয়ে এখুনি চোষা উচিত ওখানটায়।'

জ্যাক চুষে নিল বাড়তি রক্ত।

'আমি আঘাত করেছি ওটাকে', একসঙ্গে রাগ আর ঘৃণা ঝাড়ল র‍্যাল্‌ফ। 'আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করেছি ওটাকে, আহত করেছি।'

অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল র‍্যাল্‌ফ।

বলল, 'শূকরদের আসা-যাওয়ার পথটা ধরে ধেয়ে আসছিল ওটা। আমি তখন বর্শাটা ছুড়ে মারলাম, ঠিক এভাবে—'

রবার্ট শূকরের মতো ভঙ্গি করে ধেয়ে এল, ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করল নাক দিয়ে, র‍্যাল্‌ফও ওর দিকে বর্শাটা ছুড়ে মারার ভঙ্গি করল, দু জনের কাণ্ড দেখে হেসে উঠল সবাই। রবার্ট এবার নকল শূকর সেজে ছুটে পালাতে লাগল, আর সবাই ধেয়ে গেল ওর দিকে।

জ্যাক চেঁচিয়ে বলল,

'একটা বৃত্ত তৈরি কর!'

রবার্টের চারদিকে একটা বৃত্ত তৈরি হল। নকল শূকরটা আতঙ্কিত হওয়ার ভান করে কিঁচ্‌কিঁচ্ জুড়ে দিল। সবাই বর্শা দিয়ে খোঁচাচ্ছে ওটা। কিন্তু খোঁচাটা একসময় জোরে লেগে গেল ঝোঁকের বশে। সত্যি সত্যি ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল রবার্ট,

'উহ্! থাম, থাম! তোমরা সত্যিই ব্যথা দিচ্ছ আমাকে!'

একটা বর্শার পিছন দিক দুম্ করে এসে পড়ল রবার্টের পিঠে এবং খোঁচাখুঁচিরত বর্শাগুলোর মাঝে এই বর্শাটাই সবচেয়ে বেশি অবিবেচকের কাজ করল।

'ধর ওকে!'

উত্তেজিত কণ্ঠে ছুটে এসে হাত-পা আঁকড়ে ধরল রবার্টের। র‍্যাল্‌ফ আকস্মিক উত্তেজনার প্রবল তোড়ে কেড়ে নিল এরিকের বর্শাটা, তারপর সেটা দিয়ে খোঁচাতে লাগল রবার্টকে। সেইসঙ্গে উন্মত্তের মতো বলতে লাগল,

'মার ওকে ! মার ওকে!'

সহসা ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার জুড়ে দিল রবার্ট এবং সেইসঙ্গে প্রবল শক্তিতে হাত-পা ছুড়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাতে লাগল। এদিকে রবার্ট বেচারাকে জ্যাক কব্জা করল চুলের মুঠি ধরে, তারপর ওর ছোরা ঘোরাতে লাগল গলায় পোঁচানোর ভঙ্গিতে। জ্যাকের ঠিক পিছনেই রজার, ঠেলাঠেলি করছে রবার্টের কাছে ঘেঁষার জন্য। একটি নাচের অনুষ্ঠান বা শিকার অভিযানে শেষ মুহূর্তে সবাই যেমন সুর করে আনন্দ প্রকাশ করে, তেমনি এক উন্মাদনায় মেতে উঠল ওরা। সুর করে বলতে লাগল :

'শূকরটাকে মার! গলা কাট তার! শূকরটাকে মার! মেরে গুঁড়িয়ে দাও!'

র‍্যাল্‌ফও শিকারের কাছে ঘেঁষার জন্যে যুদ্ধ করছে রীতিমতো, শূকরটার শরীর থেকে পেতে চাইছে এক খাবলা বাদামি মাংস। দুর্ভেদ্য বৃত্ত ভেদ করে, নকল শূকরটার কাছে গিয়ে, ওটাকে আঘাত করার ইচ্ছেটা এখন পেয়ে বসেছে র‍্যাল্‌ফকে।

জ্যাকের ছোরাসহ হাতটা নেমে এল সবেগে; বুনো উত্তেজনায় আনন্দধ্বনি দিল নকল শূকরটাকে শূন্যে তুলে ধরা ছেলেরা, পর মুহূর্তে অদ্ভুত একটা ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ তুলল ওরা—যে শব্দটা বেরোয় মৃত্যুগামী শূকরের কণ্ঠ চিরে। তারপর থেমে গেল সব।

মাটিতে সবাই নেতিয়ে পড়ল শান্ত হয়ে, হাঁ করে হাঁপাতে লাগল ওরা, শুনতে লাগল রবার্টের বকাবকি। ভীষণ ভয় পেয়েছে বেচারা রবার্ট। এখন কাঁদছে আর অনর্গল বকে চলেছে সবাইকে। ময়লা হাত দিয়ে নিজের মুখ মুছল রবার্ট, চেষ্টা করল স্বাভাবিক হয়ে উঠতে।

'ওহ্, আমার পাছাটা গেছে একেবারে।'

নিদারুণ দুঃখে নিজের পাছাটা ঘষল রবার্ট। শুয়ে থাকা জ্যাক একটা গড়ানি দিয়ে বলল,

'খেলাটা আসলে দারুণ জমেছিল!'

'হ্যাঁ, নিছক একটা খেলা', অস্বস্তির সাথে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'একবার সাধারণ রাগবি খেলা থেকেই গুরুতর আঘাত পেয়েছিলাম।'

'আমাদের একটা ঢোল থাকা উচিত', বলল মরিস। 'তা হলে এই খেলাটা আরো ভালোভাবে চালিয়ে যেতে পারব।'

'ভালোভাবে মানে ? কীভাবে ?' মরিসের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল র‍্যাল্‌ফ।

'আমি ঠিক জানি না। তুমি যেমন আগুন চাও, তেমনি আমার মনে হচ্ছে—একটা ঢোল দরকার। খেলার সময় ঢোল থাকলে তাল ঠিক রাখা যাবে।'

'তোমরা চাও আসলে একটা শূকর', বলল রজার। 'যাতে সত্যিকারের শিকারের আনন্দ পাওয়া যায়।'

'কিংবা কেউ শূকর সাজলেও চলবে', বলল রজার। 'ধর, কাউকে শূকরের মতো করে সাজানো হল এবং সে অভিনয় করে গেল। আমাকে আঘাত করার জন্যে তেড়ে এল নকল শূকর, তারপর সবাই মিলে—'

'না, তোমাদের দরকার একটা সত্যিকারের শূকর', বলল রবার্ট, বেচারা এখনো সস্নেহে হাত বোলাচ্ছে নিতম্বে। 'কারণ ওই শূকরটাকে তোমরা মেরে ফেলতে চাও।'

'কোনো পিচ্চিকে ধরে শূকর সাজিয়ে দেব', বলে উঠল জ্যাক, ওর কথায় মজা পেয়ে হেসে উঠল সবাই।

আধশোয়া থেকে উঠে বসল র‍্যাল্‌ফ।

সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'শোন এবার। এ অবস্থা চলতে থাকলে, আমরা যা খুঁজে বেড়াচ্ছি—কোনো হদিস পাব না তার।'

একে একে দাঁড়িয়ে গেল ওরা, ঠিকঠাক করে নিল যার যার পোশাক।

এবার জ্যাকের দিকে ফিরল র‍্যাল্‌ফ,

'চল, পাহাড়ের দিকে যাই।'

মরিস মনে করিয়ে দিল, 'সন্ধে নামার আগেই কি পিগির কাছে ফিরে যাওয়া উচিত নয় আমাদের ?'

যমজ দু ভাই একসঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল,

'হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে। সকালে না হয় পাহাড়ে উঠব আমরা।'

র‍্যাল্‌ফ সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল,

আগুনটাকে আবার জ্বালাতে হবে আমাদের।'

'পিগির চশমাটা তো নেই তোমার কাছে', বলল জ্যাক। 'কাজেই আগুন জ্বালাতে পারবে না।'

'তা হলে আমরা খুঁজে দেখব, পাহাড়ে সত্যিই জন্তুটা আছে কিনা।'

মরিস কিছু একটা বলতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগতে লাগল। সে চায় না, কেউ তাকে ভীতুর ডিম ভাবুক।

শেষমেশ বলেই ফেলল, 'ধর, জন্তুটা যদি ওত পেতে থাকে পাহাড়ে ?'

জ্যাক বীরদর্পে ওর বর্শাটা ঘুরিয়ে বলল, 'তা হলে ওটাকে মেরে ফেলব আমরা।'

সূর্যের তেজ কিছুটা যেন কমে এসেছে। জাক সাঁই করে বাতাসে বর্শাটা ঘুরিয়ে বলল, 'আমরা এখানে অপেক্ষা করছি কী জন্যে ?'

রওনা হওয়ার আগে র‍্যাল্‌ফ বলল, 'আমার মতে, সাগরের পাশ দিয়ে এই পথ ধরে যদি যাই আমরা, তা হলে রোদে অতটা পুড়তে হবে না কাউকে। তারপর ধীরেসুস্থে পাহাড়ে উঠতে পারব আমরা।'

আরো একটিবার সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল জ্যাক। সাগরের তীর ধরেই এগোচ্ছে ওরা। সাগরে এখন প্রখর রোদের ঝিলিক, তাকালে ধাঁধিয়ে যায় চোখ। ঢেউগুলো তালে তালে নেমে যাচ্ছে এবং ফুঁসে উঠছে।

পথ চলার যত জ্বালাযন্ত্রণা সব সুদক্ষ পা দুটোর ওপর ছেড়ে দিয়ে আবার স্বপ্নাবিষ্ট হল র‍্যাল্‌ফ। তবে পা দুটো যে আগের মতো আর চলতে চাইছে না। বেশিরভাগ পথ ওরা পেরোচ্ছে পানির ধার ঘেঁষে ছড়ানো অনাবৃত পাথরের ওপর দিয়ে। তারপর সরে আসতে হচ্ছে পাথর আর আঁধারের প্রাচুর্যে ভরা বনের মাঝখানে। মাঝে মাঝে সামনে পড়ছে ছোটখাটো কিছু পাথুরে প্রাচীর। কোনোটাতে আরোহণ করতে হচ্ছে, কোনোটা বা ব্যবহার করা যাচ্ছে সাধারণ পথের মতোই। থেকে থেকে সামনে পড়ছে সুদীর্ঘ সর্পিল চড়াই। একটা তো পেরোতে হল রীতিমতো চার হাত-পা ব্যবহার করে। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে সাগরজলে ভেজা বড় বড় পাথর। সেগুলোতে ওঠা বড় ঝক্কি। চার হাত-পা মিলিয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠতে হচ্ছে এক একটায়। জোয়ারের জল কয়েক জায়গায় রেখে গেছে ছোট ছোট স্বচ্ছ জলাশয়। সেই পানিপূর্ণ গর্তগুলো পেরোতে হচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা খাঁজের কাছে চলে এল। সঙ্কীর্ণ জোয়ার-রেখা এবং ভাটা-রেখার মাঝখানে সরু এই ফাটলটা যেন একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। দেখে মনে হল, যেন তলা নেই ফাটলটার। ভয়ে ভয়ে ওরা উঁকি দিল অন্ধকার ফাটলটার ভেতর। পানির গল্‌গল্‌ শোনা যাচ্ছে নিচে। ওরা উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে ফিরে এল

ঢেউ। প্রথমে বলকের মতো বুদ্বুদ উঠল ফাটলটায়, পরমুহূর্তে ছিটকে অনেক দূর উঠে এল পানির ছাট। নিমেষে ছেলেরা সব ভিজে সারা, উচ্ছ্বাস আর দুর্গতি মিলিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ওরা। ফাটলটাকে এড়িয়ে বনের ভেতর দিয়ে পথ করে নিতে চাইল সবাই, কিন্তু পারল না। এদিকে বনটা খুব ঘন, পাখির বাসার মতো ঠাসবুনট লতাপাতার। শেষে কোনো উপায় না দেখে এক এক করে লাফিয়ে পেরোতে লাগল ফাটলটা, তবে কাজটা সারতে হল পানি নেমে যাওয়ার পর। এরপরেও সবাইকে একসঙ্গে পেরোতে পারল না ফাটল। শেষ কয়েকজনকে দ্বিতীয়বার ভিজে পেরোতে হল বিপত্তি। কিন্তু এর পর হাজির আরেক বাধা। সামনে যে পাথরগুলো রয়েছে, সেগুলো মোটামুটি দুর্গম মনে হল সবার কাছে। কাজেই খানিকটা সময় নিয়ে বসে গেল ওরা। জীর্ণ ভেজা কাপড়গুলো শুকোতে দিল রোদে, তারপর পর্যবেক্ষণ করতে লাগল এগিয়ে যাওয়ার পথটা। এখানকার পাথরগুলো বেলুনাকার, রোলারের মতো দেখতে। কাজেই আরোহণটা সহজসাধ্য নয়। এই রোলারগুলো একটার পর একটা সন্নিবিষ্ট হয়ে, একটা প্রান্তরেখা তৈরি করে, ধীর ভঙ্গিতে পেরিয়ে গেছে দ্বীপটাকে। এক জায়গায় ছোট ছোট উজ্জ্বল রঙা পাখির হুটোপুটি দেখে ফলের খোঁজ পেল ওরা। সেখানে পোকার দঙ্গলের মতো ভিড় করেছে পাখিগুলো। ফল খাওয়ার পর র‍্যাল্‌ফ সবাইকে সচেতন করে দিল, পথ চলতে বড় বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে ওদের। র‍্যাল্‌ফ শেষে নিজেই একটা গাছের মাথায় উঠে ডালপালা সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। পাহাড়ের চৌকো মাথাটা ও দেখতে পেল ঠিকই, কিন্তু মনে হল এখনো অনেক দূরের পথ। সময় নষ্ট না করে আবার রওনা হল ওরা। দুর্গম পাথরগুলোর ওপর দিয়ে দ্রুত এগোতে চেষ্টা করল সবাই, কিন্তু মোটেও সুবিধে হল না। বরং ঘটে গেল অঘটন। হাঁটুতে হঠাৎ চোট পেল রবার্ট। বড় বিচ্ছিরিভাবে কেটে গেল অনেকখানি। ওরা টের পেল, এ পথ দিয়ে নিরাপদে চলতে চাইলে অবশ্যই ধীর গতিতে এগোতে হবে। কাজেই এরপর থেকে ওরা এমনভাবে এগোতে লাগল, যেন বিপজ্জনক কোনো পাহাড় বেয়ে উঠছে। তবে শেষতক থামতে হল ওদের, যখন পাথরগুলো আপসহীন এক দুরারোহ চড়াইয়ে পরিণত হল। খাড়া এই চড়াইয়ের মাথাটা আবার ঝুঁকে আছে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের দিকে এবং নিচের দিকে পুরো বিপথগামী হয়ে নেমে গেছে সাগরে।

র‍্যাল্‌ফ সূর্যের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,

'সন্ধের পূর্ব মুহূর্ত আর কি। চা পানের পর যে সময়টা আসে, এখন সেই বিকেল।'

'দুর্গম এই জায়গাটার কথা মনে পড়ছে না আমার', হতাশ কণ্ঠ জ্যাকের। 'কাজেই এদিকে অবশ্যই আগে কখনো আসি নি।'

র‍্যাল্‌ফ মাথা নেড়ে বলল,

'আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

কিন্তু সবার জন্যে ভাবতে গেলে যে আত্মসচেতনতা দরকার, সেটা এ মুহূর্তে নেই র‍্যাল্‌ফের। সিদ্ধান্ত যা নেবে ঝটপট, যেন দাবা খেলতে বসেছে ও। কিন্তু সমস্যা একটাই—র‍্যাল্‌ফ কখনো ভালো দাবাড়ু হতে পারবে না। ছাউনিতে ফেলে আসা ক'টি কচি মুখ আর পিগির চিন্তা পেয়ে বসেছে ওকে। কল্পনায় পিগির অবস্থাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। ছোটদের নিয়ে গাদাগাদি করে কোন্ এক ছাউনিতে সেঁধিয়ে আছে সে, যেখানে দুঃস্বপ্নের ভয়াল আর্তনাদ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

র‍্যাল্‌ফ সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'আমরা ছোটদেরকে একাকী পিগির কাছে ছেড়ে দিতে পারি না। সারা রাতের জন্যে তো নয়ই।'

বাকি ছেলেরা কেউ কোনো কথা বলল না, সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে র‍্যাল্‌ফের দিকে।

জ্যাক গলাটা পরিষ্কার করে বলল,

'যদি আমরা ফিরে যেতে চাই, তা হলে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে পৌঁছুতে।'

কথাগুলো টানটান এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলল জ্যাক।

র‍্যাল্‌ফ নিজের কথায় অটল থেকে বলল, 'কিন্তু আমরা তো অবশ্যই পিগির কোনো অঘটন ঘটতে দিতে পারি না, বল—পারি ?'

এরিকের বর্শাটার নোংরা ডগা দিয়ে নিজের দাঁতে টোকা দিল র‍্যাল্‌ফ।

'আমরা যদি আড়াআড়ি যাই—'

কথা অসমাপ্ত রেখে সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল র‍্যাল্‌ফ।

তারপর বলল, 'আমাদের কাউকে আড়াআড়ি গিয়ে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে আশ্রয়ে। পিগিকে খবর দিতে হবে, সন্ধের পর ফিরব আমরা।'

বিল অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বলল,

'এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আড়াআড়ি যেতে হবে তাকে ? এই—এখন ?'

'আমরা একজনের বেশি দূত পাঠাতে পারি না।'

সাইমন সবাইকে ঠেলেঠুলে র‍্যাল্‌ফের কনুইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

বীরের মতো বলল, 'যদি তোমার পছন্দ হয়, তা হলে আমি যাব খবর দিতে। সত্যিই, তাতে কিছু মনে করব না আমি।'

সাইমন দূত হওয়ার অনুমতি চাইল ঠিকই, কিন্তু র‍্যাল্‌ফকে কিছু বলার সুযোগ সে দিল না। তার আগেই মুচকি হেসে দ্রুত ঘুরে রওনা হয়ে গেল এবং ঢুকে পড়ল বনের ভেতর।

জ্যাকের দিকে ফিরল র‍্যাল্‌ফ, দেখতে লাগল একদৃষ্টে, এই প্রথম জ্যাকের দিকে রাগী দৃষ্টিতে তাকাল ও।

বলল, 'জ্যাক—সেসময় পুরোটা পথ পেরিয়ে পাথরের দুর্গে গেছ তুমি।'

ভুরু কোঁচকাল জ্যাক।

'হ্যাঁ!'

'তখন এই উপকূলের কিছু অংশ ধরে এগিয়েছ তুমি—পাহাড়ের নিচে, ওদিকটা ছাড়িয়ে।'

'হ্যাঁ।' মনে পড়েছে জ্যাকের।

'এবং তারপর ?'

'একটা শূকরদের পথ পেয়ে যাই। মাইল কয়েক চলে গেছে ওটা।'

মাথা ঝাঁকাল র‍্যাল্‌ফ। বনের দিকে আঙুল তুলে বলল,

'কাজেই শূকরদের পথ অবশ্যই ওদিকে কোথাও থাকবে।'

সবাই বিজ্ঞের মতো সায় দিল এ কথায়।

'ঠিক আছে', সোৎসাহে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাল র‍্যাল্‌ফ। 'তা হলে চল, শূকরদের ওই পথটা না পাওয়া পর্যন্ত জঙ্গল চষে বেড়াই আমরা।'

এক পা এগিয়ে আবার থামল র‍্যাল্‌ফ।

বলল, 'এক মিনিট দাঁড়াও তোমরা! আচ্ছা, জ্যাক, শূকরদের ওই পথটা গেছে কোন দিকে?

'কেন, পাহাড়ের দিকে', বলল জ্যাক। 'তোমাকে তো আগেই বললাম।'

হঠাৎ অবজ্ঞা ফুটে উঠল জ্যাকের কথায়, 'পাহাড়ের দিকে যেতে চাও না তুমি ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাল্‌ফ। বিরোধের আভাস পেল ও। ফুঁসে উঠছে সেটা জ্যাকের মনের ভেতর। পরিষ্কার বুঝতে পারছে র‍্যাল্‌ফ, নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর থেকে কী শুরু হয়েছে জ্যাকের মনে।

'আমি ভাবছি আলোর কথা। অন্ধকারে তো হোঁচট খাব আমরা।'

'আমরা কিন্তু ওই জন্তুটার খোঁজে বেরিয়েছি—'

'তা বেরিয়েছি, কিন্তু বনের ভেতর তো পর্যাপ্ত আলো নেই।'

'এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই', উত্তপ্ত কণ্ঠ জ্যাকের। 'গন্তব্যে না পৌঁছুনো পর্যন্ত যাবই আমি। তুমি কি তা হলে যেতে চাও না ? ছাউনিতে ফিরে পিগিকে এসব জানানোটাই কি ভালো মনে করছ ?'

জ্যাকের এই উগ্র আচরণে রাগে লাল হওয়ার কথা র‍্যাল্‌ফের, কিন্তু সেই কথাগুলো মনে পড়ে যাওয়ায় সংযত হল ও। পিগি নতুন এক উপলব্ধি এনে দিয়েছে ওর মাঝে। কাজেই রাগের বদলে হতাশা প্রকাশ পেল র‍্যাল্‌ফের কণ্ঠে,

'বলো তো, তুমি আমাকে ঘৃণা কর কেন ?'

জ্যাক কোনো জবাব দিল না। ছেলেদের হাবভাবে একটা অস্বস্তি ফুটে উঠল, যেন অশোভন কিছু বলা হয়েছে। নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী হল।

র‍্যাল্‌ফ এখনো ভেতরে ভেতরে গরম এবং আহত, তবু সে-ই প্রথম পা বাড়াল সামনে।

বলল, 'চল সবাই।'

র‍্যাল্‌ফ রইল সবার আগে, সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ও। লতাপাতার জট যখনই পথের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াল, র‍্যাল্‌ফ ছোরা চালাল সেগুলোর ওপর। জ্যাক পড়ে রইল একদম পিছনে, দল থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন সে এবং চিন্তিত।

শেষমেশ পাওয়া গেল শূকরদের সেই পথটা। পথ তো নয়, যেন অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গ। বনের ভেতর এমনিতেই ছায়ার অভাব নেই, তার ওপর সূর্যটা দ্রুত হেলে পড়ছে দিগন্তের দিকে। এজন্যেই পথটার এ অবস্থা। তবে পথটা বেশ প্রশস্ত এবং শূকরগুলোর অবিরাম পা পড়ার ফলে সমতল একটা ভাব রয়েছে। বলতে গেলে, স্বচ্ছন্দেই পথটা ধরে ছুটতে ছুটতে এগোতে পারল ওরা। তারপর একসময় হঠাৎ পাতার ছাউনি থেকে সবাই বেরিয়ে এল খোলা জায়গায় এবং থামল। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে সবার। একদম পাহাড়ের সামনে চলে এসেছে ওরা। পাহাড়-চুড়ো ঘিরে মিটিমিটি জ্বলছে গুটিকয়েক তারা।

'এই তো—এসে পড়েছ তোমরা।'

র‍্যাল্‌ফের কথায় মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। সবারই চেহারায় সন্দেহ। অন্ধকারে ওরা পাহাড়ে যেতে অনিচ্ছুক।

র‍্যাল্‌ফ ওর সিদ্ধান্ত জানাল, 'আমরা এখন সোজা মঞ্চে চলে যাব এবং পাহাড়ে উঠব আগামীকাল।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল ছেলেদের মাঝে। র‍্যাল্‌ফের সিদ্ধান্তে রাজি ওরা। কিন্তু জ্যাক খোঁচা মেরে বলল, 'তুমি যদি ভয় পেয়ে থাক, তা হলে তো অবশ্যই—'

র‍্যাল্‌ফ ওর দিকে ফিরে বলল, 'পাথরের ওই দুর্গটায় কে আগে উঠেছিল ?'

'ওখানে তো আমিও উঠেছি। এবং সেসময় দিনের আলো ছিল।'

'ঠিক আছে। তোমরাই বলো, পাহাড়ে এখন উঠতে চাও কারা ?'

সবাই নিশ্চুপ। এটাই ওদের উত্তর।

র‍্যাল্‌ফ তবু বলল, 'স্যাম আর এরিক ? তোমাদের খবর কী ?'

'আমাদের তো ফিরে গিয়ে পিগিকে খবর দেওয়া উচিত—'

'—হ্যাঁ, পিগিকে গিয়ে বলব যে—'

'কিন্তু সাইমন তো গেছে!'

'আমাদেরও পিগির কাছে যাওয়া উচিত—বলা তো যায় না, সাইমন যদি ঠিক মতো—'

'রবার্ট ? বিল ? তোমরা কী বলো ?'

ওরাও ফিরে যেতে চায়। সবাই এখন সোজা ফিরে যেতে চাইছে মঞ্চে। না, অবশ্যই ভয় পাচ্ছে না ওরা—তবে সবাই ভীষণ ক্লান্ত।

র‍্যাল্‌ফ জ্যাকের দিকে ফিরে বলল,

'দেখছ তো অবস্থা ?'

'তা যাই হোক, আমি কিন্তু পাহাড়েই যাচ্ছি।'

জ্যাকের কথায় এমন এক বিদ্বেষ ফুটে উঠল, যেন সে অভিশাপ দিচ্ছে। এবার র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকাল জ্যাক। ওর রোগা শরীরটা টানটান হয়ে আছে উত্তেজনায়, বর্শাটা এমনভাবে ধরেছে—যেন হুমকি দিচ্ছে র‍্যাল্‌ফকে।

'জন্তুটাকে খুঁজতে পাহাড়ে যাচ্ছি আমি—এবং এক্ষুনি!'

উন্মত্তের মতো কথা ক'টি বলল জ্যাক। তারপর সর্বোচ্চ হুলটি ফোটাল ও। আচম্বিতে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল মর্মভেদী শব্দ,

'আসবে ?'

শব্দটার তোড়ে আশ্রয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ভুলে গেল ওরা। সবার মনোযোগ এখন দুই তেজস্বীর দিকে, এই আঁধারে নতুন করে ঠোকাঠুকি লাগতে যাচ্ছে দু জনের। সেই লক্ষণটা ফুটে উঠেছে পরিষ্কার।

আসবে ?

—জ্যাকের এই আমন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে গভীর একটা ভালোলাগার ব্যাপার, আবার শব্দটার দ্যোতনায় তেতোর পরিমাণটাও কম নয়, সেইসঙ্গে শব্দটা ভয়ও ধরিয়েছে অত্যন্ত সফলভাবে—সব মিলিয়ে কথাটা বারবার কানের ভেতর বাজছে সবার। আশ্রয়ে ফেরার কথা ভেবে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি অনুভব করছিল র‍্যাল্‌ফ, লেগুনের বন্ধুসুলভ শান্ত জল মনের পরদায় ভেসে উঠতেই একধরনের স্বস্তি এসে গিয়েছিল ওর টানটান স্নায়ু জুড়ে, ঠিক এমন সময় বাগড়া দিল জ্যাক।

'আমার তো যেতে কোনো আপত্তি নেই।' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল র‍্যাল্‌ফ।

ওর অভাবনীয় জবাবে বেশ অবাক হয়ে গেল জ্যাক। ভোঁতা হয়ে গেল জ্যাকের ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা। আমতা-আমতা করে বলল, 'যদি তোমার কোনো অসুবিধে না থাকে, তা হলে অবশ্যই যাবে।'

'আরে—না, মোটেও অসুবিধে নেই আমার।'

জ্যাক এক পা বাড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চল তা হলে—'

পাশাপাশি হেঁটে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল দু জন, বাকিরা পিছন থেকে দেখছে ওদের।

কিছু দূর গিয়ে থামল র‍্যাল্‌ফ।

জ্যাককে বলল, 'আমরা কিন্তু বোকামি করছি। মাত্র দু জন যাচ্ছি কেন ? যদি সেরকম কিছু পেয়ে যাই সামনে, শুধু দু জনে পেরে উঠব না—'

হুড়োহুড়ির শব্দ শোনা গেল। পাহাড়ে যাওয়ার কথা শুনে ছুটে পিছিয়ে যাচ্ছে ছেলেরা। এর মাঝেও ঘটে গেল অবাক কাণ্ড। জোয়ারের বিপরীতে বেরিয়ে এল একটা কালো মূর্তি।

'কে, রজার ?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাল্‌ফ।

'হ্যাঁ।'

'এই তো—তিনজন হয়ে গেলাম তা হলে।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার জন্যে আবার রওনা হল ওরা। অন্ধকার যেন ওদের চারদিকে জোয়ারের মতো বয়ে চলেছে। জ্যাকের মুখে কোনো কথা নেই, হঠাৎ করেই শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, খুক্‌খুক্‌ করে কাশতে লাগল ও। এমন সময় এক ঝলক দমকা বাতাস এসে তিনজনকেই বেকায়দায় ফেলে দিল। কিছু একটা গেছে র‍্যাল্‌ফের চোখে, তাকাতে পারছে না বেচারা, অশ্রু গড়াচ্ছে চোখ থেকে।

'ছাই আসছে', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'পোড়া জায়গাটার প্রান্তে আছি আমরা।'

ওদের পা পড়ার তালে তালে এবং থেমে থেমে বয়ে চলা মৃদুমন্দ বাতাসের আকস্মিক ঝাপটায় ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে ছোট ছোট। এখন আবার থামল ওরা, র‍্যাল্‌ফ কাশছে আর তলিয়ে দেখছে ব্যাপারটা—কেমন বোকা ওরা। যদি কোনো জন্তু না থাকে—এবং প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এখানে সেরকম কোনো হিংস্র জন্তু নেই, তা হলে তো কোনো কথা নেই—ভালো ; কিন্তু পাহাড়-চুড়োয় সত্যিই যদি ভয়ঙ্কর কোনো কিছু ওত পেতে থাকে—তিনজন মিলে কী আর এমন করতে পারবে ওটার সাথে, যেখানে অস্ত্র বলতে রয়েছে বয়ে নেওয়া বর্শা নামের লাঠিগুলো? এর মধ্যে আবার বিরাট প্রতিকূলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাতের আঁধার।

'আমরা বোকামি করছি আসলে।' কথাটা বলেই ফেলল র‍্যাল্‌ফ।

অন্ধকারে জবাব এল,

'ঘাবড়ে গেলে নাকি ?'

বিরক্তির সাথে মাথা নাড়ল র‍্যাল্‌ফ। দোষ তো সব জ্যাকেরই।

'অবশ্যই ঘাবড়ে গেছি। তবে বোকামিটা করে যাচ্ছি এখনো।'

'তুমি যদি এগিয়ে যেতে না চাও', তীব্র ব্যঙ্গ জ্যাকের কণ্ঠে। 'আমি একাই যাব ওপরে।'

এই বিদ্রূপ শুনে জ্যাকের প্রতি ঘৃণা হল র‍্যাল্‌ফের। দু চোখে ছাইয়ের যন্ত্রণা, ক্লান্তি, ভয়—সব মিলে খেপিয়ে তুলল ওকে। রাগ ঝেড়ে বলল ও,

'ঠিক আছে, তুমি যাও তা হলে! আমরা অপেক্ষা করব এখানে।'

জ্যাক নীরব।

র‍্যাল্‌ফ এবার পাল্টা খোঁচা মারল ওকে, 'কী হল, যাচ্ছ না কেন ? ভয় পাচ্ছ ?'

আঁধারের পটভূমিতে একটা কায়া নড়ে উঠল, এই কায়াটা হচ্ছে জ্যাক, তিনজনের দলটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল ও।

পিছন থেকে র‍্যাল্‌ফ বিদায় জানাল ওকে,

'ঠিক আছে, যাও। আবার দেখা হবে।'

দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল কায়াটা। আরেকটা কায়া এসে দখল করল তার স্থান।

কঠিন কিছুর সাথে লেগে গেল র‍্যাল্‌ফের হাঁটু, দুলে উঠল পুড়ে যাওয়া একটা গাছের গুঁড়ি।

গুঁড়িটার গা বেশ ধারালো। পুড়ে গিয়ে খরখরে হয়ে আছে ছাল, এজন্যে হাঁটুতে বেশ তীক্ষ্ণভাবে লেগেছে। র‍্যাল্‌ফ টের পেল, ধারেকাছেই নিচে কোথাও বসেছে রজার। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে রজারের পাশে গিয়ে বসল ও। অদৃশ্য ছাইয়ের মাঝে দুলতে লাগল পুড়ে যাওয়া গাছের গুঁড়িটা। র‍্যাল্‌ফকে কিছু বলল না রজার। ছেলেটি আসলে এমনই, মিশুক নয় তেমন। জন্তুটা নিয়ে র‍্যাল্‌ফের কাছে কোনো মন্তব্য ঝাড়ল না সে, কিংবা বলল না কী মনে করে এই খেপাটে অভিযানটা বেছে নিয়েছে। স্রেফ বসে বসে গাছের গুঁড়ি দোলাতে লাগল মৃদু লয়ে। র‍্যাল্‌ফ খেয়াল করল, কোথাও দ্রুত কিছু ঠোকার শব্দ হচ্ছে।

বড়ই বিরক্তিকর শব্দটা। শব্দের উৎস আবিষ্কারে সময় লাগল না। র‍্যাল্‌ফ টের পেল, রজার ওর কাঠের ঠুনকো লাঠিটা ঠুকছে কোনো কিছুর ওপর।

এভাবে এক ঠায় বসে রইল ওরা। গুঁড়িতে দোলা দিচ্ছে, লাঠি ঠুকছে, অভেদ্য রজার এবং র‍্যাল্‌ফের সামনে ক্রমশ ধোঁয়াটে হয়ে উঠছে পরিবেশ। ওদের চারদিকে রয়েছে তারকাখচিত আকাশ, একদম কাছে চলে এসেছে আকাশটা, ওপরে যেখানটায় পাহাড়-চুড়ো আকাশের কিছু অংশ ঢেকে রেখেছে কালো একটা গর্তের মতো, শুধু সে জায়গাটায় তারা নেই—আর সবখানেই চলছে ঝিকিমিকি।

ওদের মাথার ওপর, বেশ উঁচুতে, থপ্‌থপ্ করে লাফাচ্ছে কিছু একটা। পাথর কিংবা ছাইয়ের ওপর বিপজ্জনকভাবে বড় বড় পা ফেলে ছুটছে কেউ। কে আর ছুটবে এভাবে ? জ্যাক। খানিক পর সে নেমে এল নিচে, খুঁজে নিল দুই সঙ্গীকে। ভয়ে রীতিমতো কাঁপছে জ্যাক, কণ্ঠস্বরে কেমন ঘড়ঘড় শব্দ, বাকি দু জন কোনো রকমে চিনে নিতে পারল তাকে।

'একটা জিনিস দেখে এলাম ওপরে।' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল জ্যাক।

জ্যাকের পতন-শব্দ শুনল দু জন, গাছের গুঁড়িটার সাথে বেধে গিয়ে পড়ে গেছে মাটিতে। গুঁড়িটা দুলে উঠেছে ভয়ানক রকম। মাটিতে শুয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল জ্যাক, তারপর বিড়বিড়িয়ে বলল,

'ভালো করে চোখ রাখ ওদিকে, ওটা অনুসরণ করে আসতে পারে এদিকে।'

বৃষ্টির মতো কিছুটা ছাই ছড়িয়ে পড়ল ওদের ওপর। শোয়া থেকে উঠে বসল জ্যাক। বলল, 'একটা জিনিস দেখে এলাম পাহাড়ের মাথায়। ক্রমাগত ফুলছিল ওটা।'

'এটা নিছক তোমার কল্পনা', দ্বিধা জড়ানো কণ্ঠ র‍্যাল্‌ফের। 'কারণ ফুলে ওঠার মতো কিছু নেই। এ ধরনের কোনো প্রাণী নেই বাস্তবে।'

'ওটা একটা ব্যাঙ।'

আচানক বলে উঠল রজার, বাকি দু জন ভয়ে লাফিয়ে উঠল অমনি, রজারের কথা ভুলেই গিয়েছিল ওরা।

জ্যাক হাসল বোকার মতো, ভয়ে কাঁপ ধরে গেছে তার। দু জনকে সে বলল, 'ব্যাঙের কথা বলছ ? আমার তা মনে হয় না। ওই জিনিসটা কেমন শব্দও করছিল। এক ধরনের পত্‌পত্ শব্দ। তারপর ফুলে উঠল জিনিসটা।'

জ্যাকের কাণ্ডে র‍্যাল্‌ফ অবাক। তবে জ্যাকের বলার ধরনে যত না অবাক হয়েছে, তার চেয়ে বেশি অবাক তার সাহসের বড়াই দেখে। এত বীরগিরি দেখিয়ে শেষমেশ ঠুস্।

'আমরা গিয়ে দেখে আসব ব্যাপারটা।'

র‍্যাল্‌ফের কথায় কিছুটা যেন বিব্রত হল জ্যাক। জ্যাককে ও যতদূর জানে, এই প্রথম তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে।

'এখন —?' বলল সে।

যেন পাহাড়-চুড়োয় এখন যেতে না পারলেই বেঁচে যায় জ্যাক। তবু জবাব এল,

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

বাধা হয়ে থাকা পোড়া গুঁড়িটাকে সরিয়ে রওনা হল র‍্যাল্‌ফ। অন্ধকারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ছড়িয়ে আছে আরো কিছু পুড়ে যাওয়া গুঁড়ি। সেগুলোর মাঝ দিয়ে আগে আগে এগোতে লাগল ও এবং বাকি দু জন অনুসরণ করতে লাগল ওকে।

এমনিতে মুখ নড়ছে না র‍্যাল্‌ফের, এখনকার মতো নীরব, কারণ কথা বলছে সে মনে মনে। সেইসঙ্গে অন্যেরা কী বলছে—সেটাও মনে মনে কান পেতে শুনছে। ফিরে

যাওয়া ছেলেদের কাছে ওর কীর্তি শুনে নির্ঘাত 'অপোগণ্ড' বলে ভর্ৎসনা করছে পিগি। আরেকটা কণ্ঠ ওকে সাবধান করছে বোকামি না করতে। সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপারটা হচ্ছে পরিবেশ। ডেন্টিস্টের চেয়ারে বসলে যেমন অবাস্তব একটা জগতের সম্মুখীন হতে হয়, এই অন্ধকার এবং বেপরোয়া অভিযান তেমনি অচেনা করে তুলেছে এই রাতটাকে।

ওপরের দিকে উঠতে উঠতে ওরা যখন শেষ ঢালটায় এসে গেল, জ্যাক এবং রজার কাছাকাছি চলে এল পরস্পর, কালির মতো দাগ থেকে খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল ওদের কায়া। দু জন একমত হয়ে থামল ওখানটায় এবং একসঙ্গে গুটিসুটি মারল। ওদের পিছনে, দিগন্ত বরাবর, একটুখানি হালকা হয়েছে আকাশ, খুব শিগগির চাঁদ উঠবে ওখানে। বাতাস আবারো শোঁ-শোঁ গর্জন তুলল বনের ভেতর, বাতাসের ঝাপটায় ওদের ছিন্ন কাপড়গুলো লেপ্টে গেল শরীরের সাথে।

ওপর থেকে র‍্যাল্‌ফের আমন্ত্রণ এল,

'কী হল, চলে এস।'

দু জন হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সামনের দিকে, রজার পিছিয়ে পড়ল একটু। জ্যাক আর র‍্যাল্‌ফ একসঙ্গে ঘুরে এল পাহাড়ের কাঁধ। ওদের নিচে ঝিলিমিলি করছে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা লেগুন, তারপর রয়েছে লম্বা একটা সাদা প্রলেপের মতো প্রবাল প্রাচীর। পিছন থেকে রজার এসে যোগ দিল ওদের সাথে।

জ্যাক ফিস্‌ফিস্ করে বলল,

'চল, হাত এবং হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোই আমরা। জন্তুটা হয়তো ঘুমিয়ে আছে।'

জ্যাককে এবার পিছনে ফেলে সামনে এগোল রজার এবং র‍্যাল্‌ফ, জ্যাকের কথাবার্তার ধরনে তার সাহস বুঝতে আর বাকি নেই ওদের। সমতল চুড়োয় চলে এল ওরা, যেখানে হাত এবং হাঁটুর জন্যে পাথরগুলো একটু বেশি শক্ত।

ফুলে ওঠা একটা জন্তু—এই ভয়াল চিন্তা এখন তড়পাচ্ছে ওদের মাথায়।

অন্ধকারে এগোতে গিয়ে ঠাণ্ডা, নরম ছাইয়ের ওপর হাত ফেলল র‍্যাল্‌ফ। অপ্রত্যাশিত এই ঝামেলা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হাত এবং কাঁধ ঝাঁকাতে লাগল ও। বমি-বমি একটা ভাব এসেই মিলিয়ে গেল আবার। র‍্যাল্‌ফের ঠিক পিছনেই শুয়ে আছে রজার, তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করল জ্যাক,

'ওই যে ওখানে, পাথরগুলোর মাঝে যে ফাঁকা জায়গাটা, কুঁজের মতো একটা কিছু রয়েছে—দেখতে পাচ্ছ?'

মৃত আগুন থেকে হুড়মুড়িয়ে ছাই এসে লাগল র‍্যাল্‌ফের চোখেমুখে। ফাঁকা জায়গা বা অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও। বমি-বমি ভাবটা আবার এসে গেছে ওর। বনবন করে ঘুরছে মাথা। চোখের সামনে সবুজ আলো দেখতে পাচ্ছে, আলোটা বাড়ছে ক্রমশ, পাহাড়-চুড়ো সরে যাচ্ছে একদিকে।

দূর থেকে আরেকবার জ্যাকের ফিস্‌ফিস্ শুনতে পেল ও,

'ভয় পেয়েছ?'

হ্যাঁ, ভয় পেয়েছে র‍্যাল্‌ফ, তবে বিবশ হয়ে যাওয়ার মতো ভয় পায় নি। শুধু নট-নড়নচড়ন হয়ে আছে—এই যা। ওর চোখের সামনে এখন ঘুরছে পাহাড়, তবে কমে এসেছে গতি। জ্যাক দূরে সরে গেছে ওর কাছ থেকে। রজার হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, শ্বাস টানতে গিয়ে

দম আটকে গেল তার—হিস্‌হিস্‌ শব্দ হল, তারপর খানিকটা সামনের দিকে চলে এল সে। জ্যাক আর রজারের ফিস্‌ফিস্‌ শুনতে পেল র‍্যাল্‌ফ।

'দেখতে পাচ্ছ কিছু?' জ্যাকের কণ্ঠ।

'ওখানে একটা—' বলল রজার।

ওদের সামনে, মাত্র তিন–চার গজ দূরে, বিশাল এক পাথরখণ্ডের মতো একটা কুঁজ, তবে জিনিসটা মোটেও পাথর নয়। কিট্‌–কিট্‌–কিট্‌...মৃদু একটা ছন্দময় শব্দ শুনতে পেল র‍্যাল্‌ফ। পরে টের পেল, শব্দটা হয়তো ওর নিজের মুখ থেকেই বেরোচ্ছে, দাঁতে দাঁত ঠোকার শব্দ। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এক করে ভয়টাকে ঘৃণার সাথে তাড়িয়ে দিল র‍্যাল্‌ফ। তারপর দাঁড়াল সোজা হয়ে। ভারী পা দুটো টেনে এগোল দু কদম।

ওদের পিছনে চাঁদের রুপোলি আলোতে উদ্ভাসিত দিগন্ত। সামনে বিশাল বনমানুষের মতো কিছু একটা ঘুমোচ্ছে বসে বসে, মাথাটা দুই হাঁটুর মাঝে গোঁজা। এমন সময় বাতাসের শোঁ–শোঁ গর্জন উঠল বনে, একটা অনিশ্চয়তা ফুটে উঠল অন্ধকারে, ওই প্রাণীটা ঝট করে তুলে ফেলল তার মাথা, একটি মুখের ধ্বংসাবশেষ মুখোমুখি হল ওদের।

র‍্যাল্‌ফ সহসা আবিষ্কার করল, বড় বড় পা ফেলে ছাইয়ের ওপর দিয়ে দুদ্দাড় ছুটছে ও। ওর দুই সঙ্গীও ছুটছে চিৎকার করতে করতে। অন্ধকার ঢালের ভয়ভীতিকে তুচ্ছ করে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে ওরা। পাহাড়–চুড়ো এ মুহূর্তে ফাঁকা, শুধু আছে তিনজনের ফেলে যাওয়া লাঠি এবং মাথা নিচু করে থাকা কায়া।

আট
আঁধারের জন্যে উপহার

ঊষার আলোতে ফ্যাকাসে রঙ ধরেছে সাগর সৈকতে। সেখান থেকে অন্ধকার পাহাড়ের দিকে দুঃখী দৃষ্টিতে তাকাল পিগি। জানতে চাইল, 'তুমি নিশ্চিত ? মানে, সত্যিই তুমি নিশ্চিত ?'

'এ নিয়ে তোমাকে অন্তত বারো বার বলেছি', র‍্যাল্‌ফ বলল, 'আমরা দেখেছি ওটা।'

'তুমি কি মনে কর—আমরা এখানে নিরাপদ ?'

'বা রে, সেটা আমি জানব কী করে ?'

র‍্যাল্‌ফ একটা ঝাঁকুনি মেরে সরে এল পিগির কাছ থেকে, সৈকত বরাবর হাঁটল কয়েক কদম। নিচে হাঁটু গেড়ে বসেছে জ্যাক, তর্জনী দিয়ে বৃত্তাকার একটা ছবি আঁকছে বালির ওপর। বিশেষ এক সাবধানতা নিয়ে পিগি দু জনকে উদ্দেশ করে বলল,

'তোমরা নিশ্চিত ? সত্যিই ?'

'যাও, পাহাড়ে গিয়ে দেখে এস', ঘৃণার সাথে বলল জ্যাক। 'তা হলে আর সন্দেহ থাকবে না মনে।'

'ভয়ের কিছু নেই ?'

'জন্তুটার দাঁত আছে ধারালো', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'বড় বড় কালো চোখ।'

পিগি কেঁপে উঠল ভয়ানক রকম। একচক্ষু চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে লাগল একমাত্র কাচটা।

'তা হলে এখন কী করতে যাচ্ছি আমরা ?' পিগির প্রশ্ন।

মঞ্চের দিকে ঘুরল র‍্যাল্‌ফ। গাছগুলোর মাঝে ঝিক্‌মিক্ করছে শাঁখটা, দিগন্তে যেখানে সূর্য উঠবে—সেখানে সাদা হয়ে ফুটেছে গোল একটা চিহ্ন। নিজের ঘন চুলগুলো পিছন দিকে ঠেলে দিল র‍্যাল্‌ফ। পিগির প্রশ্নের জবাবে বলল,

'আমি ঠিক জানি না।'

পাহাড়ের গা বেয়ে দ্রুত পালিয়ে আসার স্মৃতি মনে পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফের।

মনে কী আতঙ্ক! বলল, 'ওরকম সাইজের কোনো জন্তুর সাথে আমরা কখনো লড়তে পারব বলে মনে হয় না। তুমি তো জান, যা সত্যি আমি তা-ই বলছি। আমরা বড় বড় কথা বলি বটে, কিন্তু একটা বাঘের সাথে লড়তে যাব না। বিপদ এলে লুকিয়ে পড়ব। এমনকি জ্যাকের মতো বীরও সেঁধিয়ে যাবে গর্তে।'

জ্যাক এখনো বালির দিকে তাকিয়ে।

সে জানতে চাইল, 'আমার শিকারিদের খবর কী ?'

ছাউনিগুলোর ছায়া থেকে বেরিয়ে এল সাইমন। ওর চলার মাঝে কেমন লুকোছাপা একটা ভাব। জ্যাকের প্রশ্নটাকে পাত্তা দিল না র‍্যাল্‌ফ। সাগরের ওপরে হলুদের যে পরশ লেগেছে, সেদিকে আঙুল তুলে বলল,

'যতক্ষণ আলো আছে, ততক্ষণ আমরা যথেষ্ট সাহসী। কিন্তু তারপর ? সমস্যাটা আবার ঘোরাল হয়ে উঠেছে জন্তুটা আগুনের পাশে গ্যাঁট হয়ে থাকায়, যেন ওটা চায় না আমরা উদ্ধার পাই—'

অন্যমনস্কভাবে নিজের হাত কচলাচ্ছে র‍্যাল্‌ফ, 'কাজেই অগ্নিসঙ্কেত ধরে রাখতে পারছি না আমরা...এবং জন্তুটার কাছে হেরে গেছি।'

একটা স্বর্ণবিন্দু বেরিয়ে এল সাগরের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল আলো।

'আমার শিকারিদের খবর কী ?' আবার সেই একই প্রশ্ন জ্যাকের।

'দেখো গে, লাঠি নিয়ে কেমন সেজেছে তোমার ছেলেরা !' টিটকিরি ছুড়ল র‍্যাল্‌ফ।

জ্যাক দাঁড়িয়ে গেল দু পায়ে। হনহনিয়ে চলে যাওয়ার সময় চেহারাটা লাল দেখাল তার। একচক্ষু চশমাটা পরে নিয়ে র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকাল পিগি।

বলল, 'এখন তুমিই দুর্ব্যবহার করলে। নির্মমতা দেখালে ওর শিকারিদের প্রতি।'

'আহ্, চুপ কর তো!' খেঁকিয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ।

শাঁখের শব্দ বাগড়া দিল দু জনের কথায়। আনাড়ির মতো বাজানো হচ্ছে শাঁখটা। যেন সূর্যোদয়কে স্বাগত জানানো হচ্ছে সুরে সুরে। ছাউনিগুলো থেকে সবাই বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত এভাবে একটানা শাঁখ বাজাল জ্যাক। শিকারিরা গুটিসুটি মেরে হাজির হল মঞ্চে, ছোটরা এসে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ শুরু করে দিল—আজকাল এ কাজটি প্রায়ই করে থাকে ওরা। শাঁখের আহ্বানে মঞ্চে উঠতে বাধ্য হল র‍্যাল্‌ফ, পিগি এবং অন্যেরাও এগিয়ে গেল মঞ্চে।

'কথা', বিরক্তির সাথে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'কথা, কথা আর কথা।'

জ্যাকের কাছ থেকে শাঁখটা নিয়ে শুরু করল ও, 'এই সভা—'

জ্যাক ওকে বাধা দিয়ে বলল, 'সভাটা আমি ডেকেছি।'

'তুমি যদি না ডাকতে, আমাকেই সভাটা ডাকতে হত। তুমি স্রেফ শাঁখটা বাজিয়েছ।'

'ও, তা হলে সভাটা আমি ডাকি নি ?'

'ঠিক আছে, বাপু, নাও এটা! বলে যাও—কী বলবে!'

শাঁখটা জ্যাকের হাতে গুঁজে দিয়ে গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসল র‍্যাল্‌ফ।

'আমি একটা সভা ডেকেছি', বলল জ্যাক। 'কারণ আলোচনার অনেক বিষয় রয়েছে। প্রথমত—তোমরা এখন জান, জন্তুটা আমরা দেখতে পেয়েছি। পাহাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠেছিলাম আমরা। মাত্র কয়েক ফুট দূরে ছিলাম জন্তুটা থেকে, ওটা ঝট্ করে খাড়া হয়ে আমাদের দিকে তাকাল। আমি জানি না জন্তুটা কী করে বেড়ায়। এমনকি ওটা যে কী জন্তু, সেটাও জানতে পারি নি আমরা—'

'জন্তুটা এসেছে সাগর থেকে—' মন্তব্য করল কেউ।

'আঁধারের জন্তু—' বলল আরেকজন।

'গাছ থেকে নেমেছে— '

'চুপ কর!' চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক। 'শোন তোমরা। জন্তুটা যা-ই হোক না কেন, ওটা একঠায় বসে ছিল ওখানে—'

'হয়তো অপেক্ষা করছিল ওটা—'

'শিকারের জন্যে।'

'হ্যাঁ, শিকারের জন্যে।'

'শিকারের কথা বলছ', বলল জ্যাক। বনের ভেতর যুগের মতো দীর্ঘ শিহরনের কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'হ্যাঁ, জন্তুটা একটা শিকারি বটে। এখন—একদম চুপ! পরের বিষয়টা হচ্ছে—জন্তুটাকে আমরা মারতে পারি নি। এবং তারপর যে বিষয়, তা হচ্ছে—র‍্যাল্‌ফ আমাকে বলেছে, আমার শিকারিরা মোটেও ভালো নয়।'

'আমি কখনোই তা বলি নি !' প্রতিবাদ করল র‍্যাল্‌ফ।

'শাঁখটা এখন আমার কাছে, কাজেই আমিই শুধু বলব। র‍্যাল্‌ফের ধারণা, তোমরা সবাই কাপুরুষ, সেই দাঁতাল শূকর এবং জন্তুর ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছ। এবং ঘটনা এখানেই শেষ নয়।'

দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা কিছু বিরাজ করছে মঞ্চে, যেন সবাই জানে কী ঘনিয়ে আসছে। জ্যাক বলে চলেছে তার মতো। তার কণ্ঠস্বরে ভীরুতা, তবু সে বলবেই। গোটা সভা একদম নিশ্চুপ। এই নীরবতায় সহযোগিতার কোনো আভাস নেই, এর পরেও এক দিকে ঠেলে নেওয়ার মতো বলে চলেছে জ্যাক,

'র‍্যাল্‌ফ হচ্ছে পিগির মতো। পিগির মতো কথা বলে সে। এই ছেলে মোটেও নেতা হওয়ার উপযুক্ত নয়।'

জ্যাক শাঁখটা সজোরে আঁকড়ে ধরে র‍্যাল্‌ফকে দেখিয়ে বলল,

'ও হচ্ছে একটা কাপুরুষ।'

মুহূর্তেক বিরতি নিয়ে আবার বলে চলল জ্যাক,

'পাহাড়-চুড়োয়, রজার আর আমি যখন এগোচ্ছিলাম—পেছনে থেকে গিয়েছিল ও।'

'না, আমিও গিয়েছিলাম!' দৃঢ়কণ্ঠ র‍্যাল্‌ফের।

'হ্যাঁ, গিয়েছ, তবে পরে।'

চোখের সামনে ঝুলে পড়া চুলের পরদা ভেদ করে পরস্পরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল দু জন।

'আমিও এগোচ্ছিলাম', জেদের সুরে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'তারপর দৌড়ে পালিয়ে আসি। তুমিও তাই করেছ।'

'আমাকে কাপুরুষ বল তা হলে।'

জ্যাক শিকারিদের দিকে ফিরে বলল,

'ও শিকারি নয়। আমাদের জন্যে কখনো মাংসের ব্যবস্থা করতে পারে নি। এ পর্যন্ত কোনো কিছুর নায়ক হতে পারে নি ও এবং ওর সম্পর্কে তেমন কোনো কিছুই জানি না। ও শুধু হুকুম দেয় আর আশা করে—সবাই নিঃস্বার্থভাবে মেনে যাবে ওকে। এসব কথা— '

'এসব কথা!' চিৎকার করল র‍্যাল্‌ফ। 'কথা, কথা! কে চেয়েছিল এসব ? কারই বা দরকার ছিল এই সভার ?'

র‍্যাল্‌ফের দিকে ঘুরল জ্যাক। লাল হয়ে গেছে ওর চেহারাটা। চিবুকটা সরে গেল পেছনে। তীব্র ভ্রূকুটি তার চোখে। একদৃষ্টে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'ঠিক আছে তা হলে', গভীর কোনো অর্থ ফুটে উঠল জ্যাকের কণ্ঠে, এবং হুমকিও আছে তার এই বলার ধরনে। 'ঠিক আছে।'

এক হাতে শাঁখটা ধরে বুকের ওপর রাখল জ্যাক, আরেক হাতের তর্জনী চালিয়ে বলল,

'আচ্ছা, বলো তো, কারা ভাবছে দলনেতা থাকা উচিত নয় র‍্যাল্‌ফের ?'

চারদিকে সমবেত ছেলেদের দিকে বড় আশা নিয়ে তাকাল জ্যাক, সবাই জমে আছে বরফের মতো। মৃত্যুপুরীর নীরবতা নেমে এসেছে তালতলায়।

'কী হল, হাত তোল', জোরালো কণ্ঠে বলল জ্যাক। 'র‍্যাল্‌ফকে নেতা হিসেবে চাও না কে—সাড়া দাও ?'

নীরবতা রয়েই গেল, পরিবেশটা শ্বাসরুদ্ধকর, ভারি এবং খুবই লজ্জা। জ্যাকের গাল দুটো থেকে লালচে ভাবটা মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে, তারপর আবার দ্রুত লাল হয়ে উঠল গাল। তবে এবারকার লালে রাগ-ক্ষোভ নেই, আছে পরিপূর্ণ বেদনা। ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে মাথাটা একটু কোণের দিকে ঘোরাল জ্যাক, কাজেই কারো চোখে চোখাচোখি হয়ে বিব্রত হওয়ার যাতনা থেকে রেহাই পেল ও।

'তোমরা ক'জন মনে কর—'

কথাটা বলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল জ্যাক, একটা দ্বিধা এসে আটকে দিল কণ্ঠ। শাঁখ ধরা হাতটা নড়ে উঠল জ্যাকের। গলাটা পরিষ্কার করে উঁচু কণ্ঠে বলল,

'ঠিক আছে তা হলে।'

শাঁখটা অত্যন্ত যত্নের সাথে পায়ের কাছে ঘাসের ওপর রেখে দিল জ্যাক। অপমানের জ্বালায় চোখে পানি এসে গেছে ওর। দু চোখের কোণ বেয়ে টপ্‌টপ্ করে পড়ছে অশ্রু।

'তোমাদের সাথে আর থাকছি না আমি। তোমাদের সাথে নয়।'

সভার বেশিরভাগ ছেলে এখন নিচের দিকে তাকিয়ে, হয় ঘাসের দিকে, নয় তো পায়ের দিকে দৃষ্টি। জ্যাক ওর গলাটা আবার পরিষ্কার করে নিয়ে বলল,

'র‍্যাল্‌ফের দলের হয়ে আর থাকছি না আমি—'

ডান দিকের গুঁড়িগুলোর দিকে তাকাল জ্যাক। গুনে দেখল শিকারিদের সংখ্যা, একসময় ওরা সবাই ছিল ওর দলে।

'আমি চলে যাচ্ছি আমার মতো। র‍্যাল্‌ফ ওর শূকরগুলোকে ধরে রাখতে পারলে ধরুক। কেউ যদি শিকার করতে চাও, যখন আমি শিকারে যাব, আসতে পার আমার সঙ্গে।'

সভার ত্রিভুজ থেকে বেরিয়ে এল জ্যাক। মঞ্চ থেকে সাদা বালিতে গিয়ে নামবে ও।

'জ্যাক!'

হঠাৎ পিছন থেকে ডাকল র‍্যাল্‌ফ। জ্যাক ঘুরল এবং ফিরে তাকাল র‍্যাল্‌ফের দিকে। মুহূর্তের জন্যে শুধু থামল ও, তারপর প্রচণ্ড রাগে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল,

'—না !'

মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে সৈকত বরাবর দৌড়ে গেল জ্যাক। চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু গড়িয়ে চলেছে ওর, কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ছুটতে ছুটতে জ্যাক বনের ভেতর হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত র‍্যাল্‌ফ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

রাগ আর ঘৃণা প্রকাশ পেল পিগির কথায়,

'কথাটা না বলে পারছি না, র‍্যাল্‌ফ। ছেলেটা ওভাবে চলে গেল, আর তুমি দিব্যি দাঁড়িয়ে দেখলে—'

পিগির দিকে নরম দৃষ্টিতে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। মনটা অন্য জগতে থাকায় পিগিকে দেখতে পেল না ও।

স্বগতোক্তি করল, 'ফিরে আসবে জ্যাক। সূর্য ডুবে গেলে ফিরে আসবে।'

পিগির হাতে শাঁখ দেখে র‍্যাল্‌ফ জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

'না, কিছু না। ঠিক আছে!'

র‍্যাল্‌ফকে তীব্র ভাষায় তিরস্কারের চিন্তাটা বাদ দিল পিগি। নিজের চশমাটা আবার ঘষে নিয়ে ফিরে গেল নিজের প্রসঙ্গে।

বলে চলল, 'জ্যাক মেরিডিউকে ছাড়াই চলতে পারব আমরা। জ্যাক ছাড়াও অনেক ছেলে আছে এই দ্বীপে। কিন্তু এখন সত্যিই আমরা একটা জন্তুর দেখা পেয়েছি, যদিও এটা বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। এখন আমাদের সবাইকে এই মঞ্চের কাছাকাছি থাকা দরকার। জ্যাক এবং তার শিকারের তেমন একটা প্রয়োজন নেই আমাদের। কাজেই আমরা এখন মূল সমস্যাটার বিষয়ে সত্যিকারের সিদ্ধান্ত নিতে পারব।'

'এখানে কোনো সাহায্য পাবে না, পিগি। কিচ্ছুটি করার নেই।' হতাশ কণ্ঠ র‍্যাল্‌ফের।

খানিকক্ষণ নীরব বিষণ্নতায় ডুবে রইল ওরা। তারপর সাইমন উঠে দাঁড়াল এবং শাঁখটা নিল পিগির কাছ থেকে। পিগি এতই অবাক যে বসতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। র‍্যাল্‌ফ চোখ তুলে তাকাল সাইমনের দিকে।

জিজ্ঞেস করল, 'সাইমন ? এ সময় আবার কী ?'

সভার বৃত্ত জুড়ে হালকা একটা বিদ্রূপের ঢেউ বয়ে গেল। সাইমনকে ব্যঙ্গ করল সবাই। সাইমন সঙ্কুচিত হল ঠিকই, তবে দমল না মোটেও। বলল, 'আমি ভেবে দেখলাম, কিছু একটা করার আছে হয়তোবা। কিছু একটা আমরা—'

সভার অন্যান্য ছেলেদের হাসি-কলরোল আবার ঢেকে ফেলল সাইমনের কণ্ঠ। অসহায়ভাবে সাহায্য এবং সহানুভূতি খুঁজে বেড়াল ও। বেছে নিল পিগিকে। পিগির দিকে অর্ধেকটা ঝুঁকে গেল সাইমন, নিজের বাদামি বুকের সাথে শাঁখটাকে চেপে ধরে বলল,

'আমি মনে করি, পাহাড় বেয়ে ওঠা উচিত আমাদের।'

আতঙ্কে কেঁপে উঠল গোটা সভা। সাইমন তার বক্তব্য শেষ করে তাকাল পিগির দিকে। পিগি ওর কথার সারমর্ম বুঝতে পারে নি কিছু, বরং সাইমন কোনো হাসির কথা বলেছে—এমন একটা ভাব নিয়ে সে তাকিয়ে আছে।

'র‍্যাল্‌ফ এবং অন্য দু জন যেখানে গিয়ে কিছু করতে পারে নি, সেখানে আমরা পাহাড়ে গিয়ে জন্তুটার ব্যাপারে ভালো কী করব—শুনি ?'

পিগির প্রশ্নে ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিল সাইমন,

'তা হলে আর কী করার আছে, বলো ?'

সাইমন যা বলার বলেছে, কাজেই ওর হাত থেকে শাঁখটা পিগিকে নিতে দিল ও। এবার অন্যদের কাছ থেকে যতটা দূরে যাওয়া সম্ভব—গিয়ে বসে পড়ল বিশ্রাম নিতে।

পিগি এখন বক্তব্য রাখছে সবার সামনে, বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে আগের চেয়ে আরো বেশি নিশ্চয়তা দিচ্ছে সে। তার কথায় এমন একটা কিছু ফুটে উঠেছে, পরিস্থিতি এমন গুরুতর না হলে, অন্যেরা মজা পেত খুব।

'আমি তো বলেছি', বলল পিগি। 'নির্দিষ্ট একজন ছাড়াই সব কাজ স্বচ্ছন্দে করতে পারি আমরা। এখন আমার কথা হচ্ছে—কী করণীয় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। এবং আমি মনে করি, র‍্যাল্‌ফ পরবর্তী সময় যা বলতে যাচ্ছে, সেটা এখন বলতে পারবে তোমাদের। এই দ্বীপে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে ধোঁয়া; এবং আগুন ছাড়া কিছুতেই ধোঁয়া পাবে না তোমরা।'

র‍্যাল্‌ফ অস্থির কণ্ঠে বলে উঠল,

'কোনো উপায় নেই, পিগি। কিছুতেই আগুন মিলবে বলে মনে হয় না। ওই জিনিসটা গ্যাঁট হয়ে বসে আছে সেখানে—কাজেই আমাদেরও থাকতে হবে এখানেই।'

শাঁখটা উঁচু করে ধরল পিগি, যেন সে তার পরের কথাগুলোতে শক্তি যোগাতে চাইছে শাঁখটার মাধ্যমে।

শেষে বলল, 'পাহাড়ে আমরা আগুন পাচ্ছি না ঠিকই, কিন্তু এখানে আগুন জ্বালাতে অসুবিধে কী ? পাথরের ওপর যেমন আগুন জ্বালানো যায়, বালিতেও তেমনি যাবে। আমরা ঠিক একই রকম ধোঁয়া তৈরি করতে পারব।'

'একদম ঠিক!' খুশিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ।

'হ্যাঁ, ধোঁয়া!'

'গোসলের পুকুরটার পাশে!'

আনন্দে কল্‌কল্ করতে লাগল ছেলেরা। পাহাড় থেকে আগুন সরিয়ে আনার পরামর্শটা একমাত্র পিগিই দিতে পারল, ওরই ছিল শুধু এই বুদ্ধিদীপ্ত সাহস।

'কাজেই আগুনটা আমরা এখানেই জ্বালব', আশপাশে দৃষ্টি বোলাল র‍্যাল্‌ফ। 'গোসলের পুকুর এবং এই মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গাটায় আগুন জ্বালাতে পারি আমরা। অবিশ্যি—'

কথা শেষ না করে থামল র‍্যাল্‌ফ, ভুরু কুঁচকে ভাবল ব্যাপারটা নিয়ে, আনমনে একটা আঙুলের নখ খুঁটতে লাগল দাঁত দিয়ে।

বলল, 'অবিশ্যি এই ধোঁয়া সেরকমভাবে দেখা যাবে না। অনেক দূর থেকে দেখতে পাবে না কেউ। তবু কাছে যাওয়ার দরকার নেই—'

র‍্যাল্‌ফ কথা শেষ করার আগেই ওরা বুঝে গেল—কার কাছে যাওয়ার দরকার নেই। সবাই মাথা দুলিয়ে সায় দিল র‍্যাল্‌ফের কথায়। না, কাছে যাওয়ার দরকার নেই ওটার।

'আমরা এখন আগুন তৈরি করব।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

মহত্তম বুদ্ধিগুলোই হয়ে থাকে সবচেয়ে সহজ। এখন এমন একটা কিছু করবে ওরা, যেকাজে থাকবে ওদের প্রচণ্ড আবেগ। পিগির মনটা ভরে আছে পরমানন্দে, জ্যাক চলে যাওয়ায় স্বাধীনতাও বেড়ে গেছে ওর। সবার কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরে এতই গর্ব হচ্ছে পিগির, হাত গুটিয়ে আর বসে থাকতে পারল না ও। সেও হাত লাগাল কাঠ সংগ্রহের কাজে। যেখান থেকে পিগি কাঠ কুড়িয়ে আনছে, জায়গাটা একদম হাতের কাছেই। মঞ্চে একটা গাছ পড়ে আছে অনেক দিন, সভার সময় যে গুঁড়িটার কোনো দরকার হয় নি কখনো। মঞ্চের পবিত্রতা রক্ষার জন্যেই এতদিন অপ্রয়োজনীয় গাছটায় হাত দেয় নি কেউ। এখন বেশ কাজে লেগে যাচ্ছে। যমজ দু ভাই উপলব্ধি করল, ওদের ধারেকাছে আগুন থাকলে বেশ মজা হবে রাতে। এই উপলব্ধি ছোটদের মাঝেও ফুর্তি এনে দিল। ওরা কয়েকজন এখন ইচ্ছেমতো নাচছে আর হাততালি দিচ্ছে।

পাহাড়ে জ্বালানি হিসেবে যে কাঠ ওরা পুড়িয়েছে, সেগুলোর মতো অতটা শুকনো নয় এখানকার কাঠ। বেশিরভাগ কাঠে পচা একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব এবং পোকায় ভর্তি। বসতিতে হানা দেওয়ায় ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে পোকাগুলো। গাছের এই শুকনো গুঁড়িগুলো সাবধানে মাটি থেকে তুলতে হচ্ছে ওদের, নইলে সেগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ঝুরঝুরে পাউডারে পরিণত হয়ে যাবে। বনের গভীরে গিয়ে কাঠ আনার চেয়ে হাতের কাছ থেকে কাঠ যোগাড়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে ওরা। এজন্যে কাছেপিঠে পড়ে থাকা শুকনো গুঁড়িগুলোতে নতুন কোনো গাছ জট পাকিয়ে থাকলেও পরোয়া করছে না কেউ। বনের ধারগুলো এবং এবড়োখেবড়ো জঙ্গুলে পথ সবই ওদের অত্যন্ত সুপরিচিত, শাঁখ এবং ছাউনিগুলোর আশপাশের জায়গা যথেষ্ট

বন্ধুসুলভ ওদের কাছে—কিন্তু সবই দিনের আলোতে। রাতের আঁধারে এসব জায়গা কী রূপ ধরতে পারে—ওরা চিন্তাও করতে পারে না কেউ। এজন্যে বেলা থাকতে থাকতে বিরাট প্রাণপ্রাচুর্য এবং কর্মশক্তি নিয়ে কাজে নেমেছে সবাই। অবিশ্যি চুপিচুপি সময় চলে যাচ্ছে বলে একটা তাড়া কাজ করছে ওদের ভেতর। কর্মশক্তিতে ভর করছে আতঙ্ক, আনন্দফুর্তিতে এসে যাচ্ছে হিস্টিরিয়ার ভাব। শুকনো পাতা, খড়কুটো, ডালপালা এবং গাছের গুঁড়ি দিয়ে একটা পিরামিড বানাল ওরা। মঞ্চের পাশে অনাবৃত বালির ওপর তৈরি হল এই পিরামিড। দ্বীপে এই প্রথমবারের মতো ঘটল ঘটনাটা। পিগি নিজেই খুলে নিল তার একচক্ষু চশমাটা। হাঁটু গেড়ে বসে লেন্সের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো ফেলল কাঠকুটোর স্তূপে। শিগগির সেখানে ধোঁয়া দেখা গেল, জ্বলে উঠল হল্‌দে শিখা।

ছোটরা যারা সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের এই প্রথমবার এরকম আগুন দেখেছে, বুনো উত্তেজনায় মেতে উঠল সবাই। ধেই ধেই করে নাচতে লাগল তারা, গাইতে লাগল গলা ছেড়ে। এভাবে উৎসবের একটা আমেজ ছড়াল ছেলেদের মাঝে।

অবশেষে কাজ রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফ। নোংরা হাত দিয়ে ঘাম মুছল মুখের।

বলল, 'এ থেকে একটুখানি আগুন পাব আমরা। বড় মুশকিল হয়ে যাবে এই আগুনকে ধরে রাখা।'

বালির ওপর সাবধানে বসে গেল পিগি এবং চশমার কাচ ঘষতে শুরু করল।

'আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি ব্যাপারটা', বলল পিগি। 'প্রথমে আমরা দেখতে পারি, মোটামুটি তাপ ছড়ানোর মতো ছোটখাটো আগুন তৈরি করা যায় কীভাবে। তারপর ধোঁয়া তৈরির জন্যে সবুজ ডালপালা এনে রাখতে পারি আগুনে। এই পাতাগুলো অবশ্যই ভালো অন্য পাতার চেয়ে।'

আগুনের তেজ যেই মরে আসতে লাগল, উত্তেজনাও কমে আসতে লাগল তেমনি। নাচ-গান থামিয়ে ছোটরা ছড়িয়ে পড়তে লাগল দূরে। ওরা ক'জন গেল সাগরের দিকে, ক'জন গেল ফলগাছের দিকে, ক'জন আবার সেঁধোল গিয়ে ছাউনিতে।

র‍্যাল্‌ফ ধপ্ করে বসে পড়ল বালিতে।

বলল, 'যারা আগুনের দায়িত্বে থাকবে, নতুন একটা তালিকা করতে হবে তাদের।'

'যদি তাদের খুঁজে পাও, কর তালিকা।' বলল পিগি।

চারদিকে দৃষ্টি বোলাল র‍্যাল্‌ফ। এই প্রথম টের পেল ব্যাপারটা। মাত্র অল্প ক'জন বড় ছেলে রয়েছে এখানে, বাকিরা উধাও। র‍্যাল্‌ফ বুঝতে পারল, এজন্যেই কাঠ যোগাড় করতে এত হিমশিম খেতে হয়েছে।

'মরিস কোথায় ?' জানতে চাইল র‍্যাল্‌ফ।

পিগি তার চশমার কাচটা আবার মুছে নিয়ে বলল,

'আমার ধারণা...না, বনের ভেতর যাবে না সে। যাবে ?'

লাফ মেরে দাঁড়িয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ, দ্রুত দৌড়ে আগুনের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে দাঁড়াল এসে পিগির পাশে। নিজের চুলগুলো পিছন দিকে টেনে ধরে বলল,

'কিন্তু আমাদের একটা লিস্ট করতে হবে! এই যে—তুমি আছ, আমি আছি, স্যাম এবং এরিক আছে, আর—'

পিগির দিকে না তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলল, র‍্যাল্‌ফ,

'বিল আর রজার কোথায় ?'

পিগি সামনের দিকে ঝুঁকে এক টুকরো কাঠ রাখল আগুনে।

বলল, 'আমার ধারণা, চলে গেছে ওরা। ধরে নাও, ওরাও থাকবে না আমাদের সঙ্গে।'

বসে পড়ল র‍্যাল্‌ফ। বালিতে একগাদা ছোট ছোট গর্ত। সেই গর্তগুলো খোঁচাতে লাগল আঙুল দিয়ে। একটা গর্তে হঠাৎ এক ফোঁটা রক্ত দেখে অবাক হয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। যে আঙুলের নখ কামড়েছিল, সেটা চোখের সামনে ধরে পরীক্ষা করল ও। রক্তের ছোট এক গোলক তৈরি হয়েছে আঙুলটার মাথায়। দাঁতে নখ খুঁটতে গিয়ে অজান্তেই ছিঁড়ে নিয়েছে একটুখানি চামড়া।

পিগি বলে চলল,

'যখন আমরা কাঠ কুড়িয়ে আনছি, তখন চুপিচুপি সটকে পড়তে দেখেছি ওদের। জ্যাক যে পথ ধরে চলে গেছে, ওরাও গেছে ঠিক সেই একই পথে।'

আঙুলের ছোট ক্ষতটা দেখে নিয়ে শূন্যে দৃষ্টি মেলে দিল র‍্যাল্‌ফ। আকাশটাকে আজ অন্যরকম মনে হল ওর। যেন ওদের মাঝে বিরাট এই পরিবর্তন দেখে সমবেদনা জানাচ্ছে আকাশ। কিছু জায়গায় এত কুয়াশা জমেছে, উত্তপ্ত আকাশ সাদা হয়ে আছে সেই স্থানগুলোতে। ম্লান রুপোলি আলো নিয়ে ফুটে আছে সূর্যের গোল চাকতিটা, যেন ওটা আরো কাছে নেমে এসেছে এবং তেজও তেমন নেই, যদিও বাতাস দিব্যি গুমোট।

'ওরা সব সময় এ রকম সমস্যা করে আসছে, করছে না?'

র‍্যাল্‌ফের একদম কাঁধের কাছ থেকে কথাগুলো বলল পিগি। কণ্ঠস্বরে ফুটে আছে উদ্বেগ।

'ওদের ছাড়া বেশ চলতে পারব আমরা। এখন আরো সুখে থাকতে পারব আমরা, কি বলো?'

র‍্যাল্‌ফ কিছু বলল না, বসে রইল চুপচাপ। যমজ দু ভাইকে দেখা গেল এগিয়ে আসতে। দু জন মিলে টেনে নিয়ে আসছে বিশাল এক গুঁড়ি। মুখে ওদের বিজয়ের হাসি। গুঁড়িটা ওরা ধপাস্ করে ফেলল জ্বলন্ত অঙ্গারে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে এল আগুন থেকে।

'আমরা আমাদের মতো ঠিকঠাক করতে পারব সব, কি পারব না?' আবার উৎসাহ দেখাল পিগি।

অনেকক্ষণ লেগে গেল গুঁড়িটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যেতে, তারপর আগুন ধরল ওটায় এবং গনগনে লাল হয়ে গেল শুকনো গুঁড়িটা। র‍্যাল্‌ফ বালির ওপর বসে আছে একঠায়, কোনো কথা নেই মুখে। যমজ দু ভাইয়ের কাছে গিয়ে পিগির ফিস্‌ফিস্ দেখতে পেল না ও। ওরা তিনজন চুপিসাড়ে কীভাবে বনের ভেতর ঢুকল, সেটাও টের পেল না র‍্যাল্‌ফ।

'এই যে, এখনো আছ দেখছি এখানে।'

এগিয়ে এসে র‍্যাল্‌ফকে মৃদু ঝাঁকুনি দিল পিগি। র‍্যাল্‌ফ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, পিগির সাথে যমজ দু ভাইও ওর পাশে দাঁড়িয়ে। প্রচুর ফল নিয়ে এসেছে তিনজন।

পিগি বলল, 'ভাবলাম, এবার চারটে খেয়ে নেওয়া উচিত আমাদের।'

তিনজন বসে গেল র‍্যাল্‌ফের পাশে। ফল এনে ভরিয়ে ফেলেছে ওরা। সবগুলোই পেকে টস্‌টস্। ওদের কাছ থেকে কিছু ফল নিয়ে খেতে শুরু করল র‍্যাল্‌ফ। ও খাচ্ছে বলে খুশি হল ওরা। দাঁত বেরিয়ে পড়ল তিনজনের।

র‍্যাল্‌ফ ধন্যবাদ জানাল ওদের। তাও দু দু বার। প্রথম ধন্যবাদ ফল খাওয়ানোর জন্যে। দ্বিতীয় ধন্যবাদ ফল নিয়ে আসার চমকের জন্যে। ওদের এই কাণ্ডে সত্যিই আনন্দিত র‍্যাল্‌ফ।

'সবকিছু নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নেব আমরা', বলল পিগি। 'ওদের আসলে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অভাব রয়েছে, এজন্যেই নানা রকম ঝামেলা বাধে এই দ্বীপে। সামান্য একটু গন্‌গনে আগুন অনায়াসে করে নিতে পারব আমরা— '

র‍্যাল্‌ফের মনে পড়ে গেল, কোন ব্যাপারটি ওর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিগিকে জিজ্ঞেস করল,

'সাইমন কোথায় ?'

'জানি না।'

'ও আবার পাহাড় বেয়ে উঠছে না তো, কী মনে কর ?'

হি-হি করে হাসল পিগি, তুলে নিল আরো কিছু ফল।

'হতে পারে', মুখভর্তি ফল নিয়ে বলল পিগি। 'ওর মাথায় আবার ছিট আছে তো।'

বনের যে অংশে ফলগাছগুলো রয়েছে, সেদিক দিয়ে এগোচ্ছে সাইমন। অন্যান্য দিন পিচ্চিরা পিছু নেয় ওর, কিন্তু আজ সবাই সৈকতে আগুন নিয়ে মেতেছে বলে কেউ আসে নি পিছু পিছু। বনের গভীরে, খোলা জায়গাটার ধারে, বিশাল সেই মাদুরটার কাছে না পৌঁছুনো পর্যন্ত লতাপাতার মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেল সাইমন। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। পাতার ছাউনির ওপাশে তীব্র তাপ ছড়াচ্ছে প্রখর রোদ এবং জায়গাটার মাঝখানে অবিরাম নেচে চলেছে প্রজাপতিগুলো। সাইমন হাঁটু গেড়ে বসতেই ওর ওপর তীরের মতো এসে পড়ল রোদ। অন্যান্য দিন এই তাপের সাথে বাতাস যেন একটা স্পন্দন তোলে, সেরকম অনুভূত হয় না গরম। কিন্তু আজকের এই উত্তাপ রীতিমতো একটা হুমকি। শিগগির সাইমনের লম্বা লম্বা রুক্ষ চুলগুলো থেকে ঘামের স্রোত নামল। অস্থিরভাবে এখানে-ওখানে সরে গিয়ে গা বাঁচাতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু সূর্যটাকে এড়ানোর কোনো উপায় নেই। এ মুহূর্তে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে সাইমনের, খানিক পর তেষ্টাটা চরমে পৌঁছুল।

কিন্তু তবু সেখানে বসেই রইল ও।

দূরে, সৈকতের এক জায়গায় ছেলেদের ছোট্ট একটা দলের সামনে দাঁড়িয়ে জ্যাক। চেহারায় উজ্জ্বল হাসিখুশি ভাব।

শিকারের প্রসঙ্গ তুলল জ্যাক। ইতোমধ্যে ওদেরকে বশ করে ফেলেছে ও। সবার মাথায় একটা করে জরাজীর্ণ কালো টুপি, যে টুপি পরে একসময় গির্জার ভেতর ওরা দুটি সারিতে দাঁড়াত শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গিতে, ওদের কণ্ঠে ধ্বনিত হত দেবতাদের স্তবগান।

'শিকারে যাব আমরা', ঘোষণা করল জ্যাক। 'আর আমি হতে যাচ্ছি তোমাদের দলনেতা।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সবাই। সঙ্কটটা কেটে গেল সহজেই। এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে এল ওরা। বনের দিকে তাকিয়ে সবাই জানতে চাইল জন্তুটার ব্যাপারে। কী করবে ওরা ?

'এ ব্যাপারে আমার কথা হচ্ছে', বলল জ্যাক। 'জন্তুটাকে নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাব না আমরা।'

মাথা নাড়ল জ্যাক, 'হ্যাঁ, জন্তুটাকে ভুলে যাব আমরা।'

'সেই ভালো!' মন্তব্য করল একজন।

'হ্যাঁ!' আরেকজনের সমর্থন।

'ভুলে যাও জন্তুটাকে!'

ওদের সমর্থন পেয়ে ভেতরে ভেতরে খুব অবাক হলেও, বাইরে সেটা প্রকাশ করল না জ্যাক। নির্বিকার থেকে বলল, 'এবং আরেকটা জিনিস। আমরা খুব বেশি বিচরণ করব না ও জায়গায়। জায়গাটা দ্বীপের প্রায় শেষ মাথায়।'

এখানে যন্ত্রণাদগ্ধ এক কঠিন জীবন কাটাচ্ছে ওরা। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ বলে আর কিছু নেই ওদের। এই জ্বালাময় জীবনের গভীর থেকে উৎসারিত আবেগের বশে জ্যাকের কথায় সায় দিল সবাই।

'এখন শোন তোমরা', বলল জ্যাক। 'এরপর পাথরের দুর্গের দিকে যেতে পারি আমরা। তবে এখন আরো কিছু বড় ছেলে দলে ভেড়াতে যাচ্ছি ওই শাঁখের কবজা থেকে। একটা শূকর মেরে ভোজের উৎসব করব আমরা।'

এ পর্যন্ত বলে একটু থামল জ্যাক। তারপর আগের চেয়ে আরো ধীরে বলল, 'এবং ওই জন্তুটার ব্যাপারেও একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। যখন আমরা শিকার করব, শিকারের কিছু অংশ রেখে আসব ওই জন্তুটার জন্যে। তা হলে হয়তো জন্তুটা বিরক্ত করতে আসবে না আমাদের।'

আকস্মিক একটা ঝোঁক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল জ্যাকের মাঝে।

সবাইকে বলল, 'চল, এখুনি বনে যাব আমরা এবং শিকার করব।'

বনের দিকে ঘুরে হালকাভাবে ছুটল জ্যাক। মুহূর্তেক পর বাকিরা বাধ্য ছেলের মতো অনুসরণ করল ওকে।

দুরুদুরু একটা ভাব নিয়ে বনের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল ওরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুঁড়ে তোলা আলগা মাটি এবং ছড়িয়ে থাকা ছিন্নভিন্ন শেকড়ের সন্ধান পেল জ্যাক। এবং শিগগির পাওয়া গেল শূকরদের আনাগোনার এক নতুন পথ। সঙ্কেতের মাধ্যমে বাকি শিকারিদের চুপ থাকতে বলে একাই পথটা ধরে এগোল জ্যাক। এ মুহূর্তে মনটা বড় ফুরফুরে ওর, নিজের জীর্ণ কাপড়গুলোর মতোই আপন হয়ে গেছে বনের এই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার। একটা ঢাল নেমে গেছে পাথরের স্তূপ এবং সাগরের তীরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গাছগুলোর কাছে। সেই ঢাল ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল জ্যাক।

গাছের ছায়ায় দিব্যি আরামে শুয়ে আছে শূকরগুলো। চর্বির ফুলে ওঠা থলে একেকটা। এদিকে বাতাস নেই বলে কোনো রকম সন্দেহও নাড়া দিচ্ছে না ওদের। এদিকে এতদিনে শিকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে জ্যাক। শব্দ না করে একদম ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে গেছে ও। লুকিয়ে থাকা শিকারিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে চুপিচুপি আবার এগোল জ্যাক। এ মুহূর্তে সবাই ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে শিকারের দিকে, আর দরদরিয়ে ঘামছে নিস্তব্ধতা এবং গরমের ভেতর। গাছের নিচে একটা শূকর কান নাড়ল অলসভাবে। বাকিদের থেকে একটু দূরে মাতৃস্নেহের অপার সুখে ডুবে আছে এক শূকরী। দলের ভেতর এটাই সবচেয়ে বড় শূকরী। ওটার পেটের কাছে ঝালরের মতো রয়েছে একদঙ্গল শূকরছানা। কোনোটা ঘুমোচ্ছে, কোনোটাবা গুটিসুটি মেরে কুঁইকুঁই করছে।

বিশ্রামরত শূকরদল থেকে গজ পনের দূরে থামল জ্যাক। ওর একটা বাহু একদম ঋজু হয়ে ধাড়ি শূকরীটাকে তাক করল। চারদিকে তাকিয়ে জ্যাক নিশ্চিত হয়ে নিল, প্রত্যেকেই ওর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে কি না। সবাই মাথা দুলিয়ে বোঝাল—হ্যাঁ, ওরা বুঝতে পেরেছে। সবার ডান হাত ধীরে ধীরে চলে গেল পেছনে।

'এখন !' আদেশ করল জ্যাক।

শোয়া থেকে লাফিয়ে উঠতে শুরু করল শূকরের দল। মাত্র গজ দশেক দূরে থাকতে শিকারিরা ছুড়ে দিল যার যার বর্শা। আগুনের তাপে শক্ত করা কাঠের বর্শাগুলোর ছুঁচাল

মাথাগুলো শাঁ–শাঁ করে ছুটে গেল বাছাই করা শূকরীটার দিকে। একটা শূকরছানা ভয়ার্ত ডাক ছেড়ে সোজা সাগরের দিকে ছুটল, রজারের বর্শা ধেয়ে গেল ওটার পেছনে। আক্রান্ত শূকরী মরণ আর্তনাদ ছেড়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, ওটার জঙ্ঘা এবং পাঁজরের মাঝখানে, পুরুষ্টু জায়গাটায় গেঁথে আছে দুটো বর্শা। ছেলেরা চিৎকার করতে করতে ছুটল সামনের দিকে, শূকরছানাগুলো দিশেহারা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে এবং শূকরীটা আগুয়ান শিকারিদলটার মাঝখান দিয়ে মারল ভোঁ দৌড়—হুড়মুড়িয়ে ছুটল জঙ্গল বরাবর।

'পিছু নাও ওটার!' মরিয়া হয়ে বলল জ্যাক।

শূকরদের তৈরি পথ ধরে ছুটল ওরা, কিন্তু বনের ভেতরটা এত অন্ধকার আর জট পাকানো, স্বচ্ছন্দে ছুটতে পারল না কেউ। নিষ্ফল আক্রোশে শূকরীটাকে কষে গাল দিতে দিতে সবাইকে থামাল জ্যাক। তারপর ওদেরকে গাছে গাছে চড়িয়ে দেওয়া হল শূকরটাকে খুঁজে বের করার জন্যে, কিন্তু লাভ হল না কোনো। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না জ্যাক, কিন্তু তীব্র উত্তেজনায় এত জোরে জোরে শ্বাস টানছে ও, ভয় পেয়ে গেল শিকারিরা। একটা অস্বস্তি নিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল ওরা।

'এই যে, দেখ—' আঙুল খাড়া করে মাটির দিকে দেখাল জ্যাক।

অন্যেরা সেই রক্তের ফোঁটা পরীক্ষা করার আগেই দ্রুত একপাশে সরে গেল জ্যাক। দুমড়ানো একটা ডাল স্পর্শ করে দেখল ও। বুঝে নিল কোন দিকে গেছে শূকরীটা। এবার এগোল সেদিকে। সঠিক পথে এগোচ্ছে কি না—একটা রহস্য কিন্তু রয়েই গেল। অন্যান্য শিকারিরা ছুটতে লাগল ওকে অনুসরণ করে।

বড়সড় একটা ঝোপের সামনে এসে থামল ওরা।

'ওটার ভেতরই আছে।' বলল জ্যাক।

লতাপাতায় ছাওয়া ঘন ঝোপটাকে ঘিরে ফেলল সবাই, কিন্তু শূকরীটা ছুটে পালিয়ে গেল পেটের পাশে আরেকটা বর্শা নিয়ে। তবে ওটার ছুটে চলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল গায়ে বেঁধা বর্শার বাঁটগুলো। তা ছাড়া বর্শার সুতীক্ষ্ণ তেকোনা মাথাগুলো বিরাট এক যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়াল। ছুটতে ছুটতে একটা গাছের সাথে বেমক্কা ধাক্কা খেল শূকরীটা, অমনি বিঁধে থাকা একটা বর্শা ঢুকে গেল আরো খানিকটা। রক্তের ফোঁটাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল আগের চেয়ে। এবার যে কোনো শিকারি খুব সহজে অনুসরণ করতে পারবে শূকরীটাকে। একে তো কুয়াশাচ্ছন্ন বিকেল, তার ওপর আবার ভয়ানক ভাপসা গরম ; এর মধ্যে শূকরীটা টালমাটাল অবস্থায় ছুটে চলেছে ওদের সামনে দিয়ে, রক্ত ঝরছে অবিরাম, যন্ত্রণায় বিগড়ে গেছে মাথা। এদিকে শিকারিরা একটানা অনুসরণ করে চলেছে ওটাকে, বুনো উন্মাদনা চরিতার্থ করতে ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হচ্ছে শূকরীটার। দীর্ঘ অনুসরণ এবং শূকরীর গা থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত উত্তেজিত করে তুলেছে ওদের।

শূকরীটাকে এখন দেখতে পাচ্ছে ওরা, প্রায় পৌঁছে গেছে ওটার কাছে, কিন্তু গায়ের শেষ শক্তিটুকু কাজে লাগিয়ে আবার এগিয়ে গেল শূকরীটা। স্খলিত পায়ে ছুটতে ছুটতে ওটা যখন একটা খোলা জায়গায় এসে গেল, তখন ঠিক পেছনেই শিকারিদল। উজ্জ্বল ফুলে শোভিত জায়গাটা, প্রজাপতিরা নাচছে পরস্পরের চারদিকে এবং এখানকার বাতাসটা গরম আর নিশ্চল। এখানে প্রচণ্ড তাপ সইতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শূকরীটা। আর যায় কোথা, শিকারিরা যার যার বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার ওপর। অচেনা জগৎ থেকে আসা এই প্রাণঘাতী আক্রমণ দিশেহারা করে ফেলল শূকরীটাকে। প্রাণভয়ে চিৎকার করতে লাগল

ওটা, আঘাতে আঘাতে দুমড়েমুচড়ে গেল শরীর, ছটফট করতে লাগল মৃত্যুযন্ত্রণায় ; ঘাম, কোলাহল, রক্ত এবং আতঙ্কে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। সবাই ছেঁকে ধরেছে শূকরীটাকে, রজার ওর বর্শাটা নিয়ে ছুটোছুটি করছে ভিড়ের চারদিকে, যখনই সুযোগ পাচ্ছে বর্শাটা দিয়ে মারছে। জ্যাক রয়েছে শূকরীটার মাথার কাছে, শূকরীটার গায়ে ক্রমাগত ছোরা চালাচ্ছে সে। সহসা বর্শা চালানোর মতো মোক্ষম একটা সুযোগ পেয়ে গেল রজার, অমনি বর্শাটা চেপে ধরল জায়গামতো, গায়ের সমস্ত ভর চাপিয়ে দিল সামনের দিকে। শূকরীটার শরীরে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঢুকে যেতে লাগল বর্শাটা, ওটার আতঙ্কিত ঘোঁৎঘোঁৎ কান ফাটানো চিৎকারে পরিণত হল। জ্যাক এবার পেয়ে গেল শূকরীটার গলায় ছোরা চালানোর সুযোগ, পর মুহূর্তে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তে ভরে গেল তার দু হাত। এবার সবাই একসঙ্গে চেপে বসল শূকরীটার ওপর, ওদের দুঃসহ ভারের তলায় নিথর পড়ে রইল ওটা। খোলা জায়গার মাঝখানটা এখনো দখলে রেখে দিব্যি নেচে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির ঝাঁক।

শেষমেশ থিতিয়ে এল শিকারের উত্তেজনা। ছেলেরা সরে এল শূকরীর ওপর থেকে। জ্যাক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িয়ে ধরল তার দু হাত। সগর্বে বলল,

'এই দেখ।'

সে খিকখিক করে হাসতে লাগল, তাদের দিকে অঙ্গভঙ্গি করল আর ছেলেরা সব হো-হো করে হেসে উঠল ওর হাতের এই দুরবস্থা দেখে। জ্যাকও খিক্‌খিক্ করে দুষ্টু হাসি হাসল এবং মরিসকে পাকড়াও করে তার দু গালে মেখে দিল শূকরের রক্ত। রজার শূকরীটার গা থেকে খুলে নিচ্ছে ওর বর্শাটা, অন্যেরা এই প্রথম লক্ষ করল সেটা। রবার্ট রঙ্গ করে বলল,

'একদম পশ্চাদদেশ দিয়ে ঘায়েল কর।'

একটা হুল্লোড় পড়ে গেল কথাটা নিয়ে। সবাই বেশ মজা পেয়েছে এ কথায়। কেউ কেউ রজারকে চিৎকার করে বলল, 'শুনেছ কথাটা ?'

'রবার্ট কী বলেছে—শুনতে পেয়েছ ?'

'একদম পশ্চাদদেশ দিয়ে...হেঁ হেঁ!'

এ সময় রবার্ট এবং মরিস দুটি ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাল। মরিস অভিনয় করল—শূকরীটা কীভাবে ধেয়ে আসা বর্শা থেকে গা বাঁচাতে চেষ্টা করেছে। তার অঙ্গভঙ্গি বেশ হাসির খোরাক যোগাল, হো-হো হাসিতে গড়িয়ে পড়ল সবাই।

অবশেষে এই রঙ্গরসও ঝিমিয়ে এল। জ্যাক ওর রক্তাক্ত হাত দুটো মুছে নিল পাথরে ঘষে। বসে গেল শূকরীটাকে নিয়ে। পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে আনল ওটার। বিচিত্র রঙের এই জিনিসগুলো স্তূপ করে রাখল পাথরের ওপর। বাকিরা চুপচাপ দেখছে ওর কাজ। হাত চালাতে চালাতে কথাও বলতে লাগল জ্যাক।

বলল, 'আমরা এই মাংস নিয়ে সৈকতে চলে যাব। মঞ্চে গিয়ে ওদেরকে দাওয়াত করব ভোজে। এভাবে আরো ক'জনকে হাত করার সুযোগ এসে যাবে।'

রজার বলল, 'নেতা—'

'উঁম্— ?' সুন্দর সাড়া দিল জ্যাক।

'আমরা আগুন তৈরি করব কীভাবে ?'

জ্যাক একটু পিছিয়ে এসে ভুরু কুঁচকে তাকাল শূকরীটার দিকে। বলল, 'আচমকা হামলা চালিয়ে আগুন নিয়ে আসব আমরা। সেখানে তোমাদের চারজনকে অবশ্যই থাকতে হবে। হেনরি থাকবে, তুমি থাকবে, বিল এবং মরিস থাকবে। রঙ মেখে ছদ্মবেশে

কাজটা সেরে আসব। রজার গিয়ে তুলে আনবে জ্বলন্ত একটা ডাল, বাকি তিনজন নিরাপদে ডালটা নিয়ে আসবে যথাস্থানে। সেখানে আগুন তৈরি করব আমরা। এবং তারপর—'

কথা শেষ না করে থামল জ্যাক, দাঁড়িয়ে গেল বসা থেকে। গাছগাছালির নিচে ছায়াগুলোর দিকে তাকাল ও।

আগের চেয়ে নিচু কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু শিকারের কিছু অংশ আমরা রেখে যাব সেই—'

কথা অসমাপ্ত রেখে আবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জ্যাক, ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজের ছুরিটা নিয়ে। ছেলেরা এসে ভিড় করল ওর চারদিকে।

জ্যাক রজারের দিকে ফিরে বলল, 'একটা লাঠির দুটো মাথাই চোখা করে ফেল।'

জ্যাক উঠে দাঁড়িয়েছে এখন, দু হাতে ধরে রেখেছে শূকরীটার মাথা, ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ছে সেখান থেকে।

'কই, সেই লাঠিটা কোথায় ?'

'এই যে।'

দু দিকেই চোখা লাঠিটা বাড়িয়ে ধরল রজার। জ্যাক বলল, 'ওটার এক প্রান্ত ঢুকিয়ে দাও মাটিতে।' পরমুহূর্তে ভুল শুধরে বলল, 'ও—ওখানে তো মাটি নেই, সব পাথর। আচ্ছা, ওখানে ওই ফাটলটার মাঝে গুঁজে দাও লাঠির এক মাথা।' ঠিক ওইখানটায়।

লাঠির আরেক ছুঁচাল মাথা খাড়া হয়ে আছে শূন্যে। জ্যাক শূকরীর মাথাটা নিয়ে নরম গলাটা খাড়া বসিয়ে দিল লাঠির ছুঁচাল প্রান্তে, গলা ভেদ করে মুখের ভেতর ঢুকে গেল লাঠির ছুঁচাল মাথা। এবার পেছনে সরে এল জ্যাক, মাথাটা ঝুলে রইল লাঠির মাথায়। একটুখানি রক্ত গড়িয়ে নামল লাঠিটা বেয়ে।

সহজাত একটা তাড়না থেকেই জ্যাকের সঙ্গে বাকি ছেলেরাও পিছু হটে গেল। বনটা এ মুহূর্তে বড় বেশি নিঝুম। মাছির ভন্‌ভন্‌ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। নাড়িভুঁড়ির স্তূপে মচ্ছব বসিয়েছে মাছিগুলো। চারদিক নিস্তব্ধ বলে জোরালো হয়ে কানে বাজছে মাছির ভন্‌ভন্‌।

জ্যাক বিশেষ একটা ভঙ্গিতে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল,

'শূকরীটাকে তুলে নাও তোমরা।'

মৃত শূকরীটাকে লাঠিতে গেঁথে কাঁধে তুলে নিল মরিস এবং রবার্ট। অসম্ভব গুরুভার নিয়ে রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি ওরা। এই নিস্তব্ধতার মাঝে, শুকনো রক্তের পাশে দাঁড়িয়ে, সহসা একটা পালাই পালাই ভাব ফুটে উঠল ওদের মাঝে।

জ্যাক উঁচু গলায় বলে উঠল,

'ওই জন্তুটার জন্যে রইল এই মাথা। আমাদের তরফ থেকে এটা হচ্ছে ভেট।'

গভীর নীরবতার কাছে দেওয়া হল এই উপহার। ওরা সবাই আতঙ্কিত। মাথাটা পড়ে আছে লাঠির মাথায়, ঘোলা চোখ, দাঁত বের করে মৃদু হাসছে যেন, দু সারি দাঁতের মাঝে ক্রমশ কালো হয়ে যাচ্ছে রক্ত। অকস্মাৎ দৌড়ে পালাতে শুরু করল ওরা, বনের মাঝ দিয়ে প্রাণপণ ছুটল সবাই খোলা সৈকতের দিকে।

সাইমন যেখানে ছিল, এখনো ঠিক সেখানেই আছে। পাতার আড়ালে পড়ে আছে ওর ছোটখাটো বাদামি শরীর। যদিও সাইমন চোখ বুজে আছে, শূকরীর মাথাটা এখনো দিব্যি ফুটে আছে ওর মনের পরদায়। এক জীবনের সীমাহীন নিন্দা জমে আছে শূকরীটার আধ-বোজা অনুজ্জ্বল চোখে। চোখ দুটো সাইমনকে নিশ্চিত করেছে, এখানে যা ঘটে গেছে, সবই ছিল অন্যায়।

'আমি জানি সেটা।'

সাইমন আবিষ্কার করল, কথাটা উঁচু গলায় বলেছে ও। ত্বরিত চোখ মেলে তাকাল সাইমন। অদ্ভুত এক আলো ফুটে আছে চারদিকে, সেই আলোতে দাঁত বের করে হাসছে শূকরীর মাথা। যেন কিছু একটা দেখে বেশ মজা পাচ্ছে ওটা। মাছির ঝাঁক, হড়হড়ে নাড়িভুঁড়ি, এমনকি একটা লাঠির মাথায় হেলাফেলাভাবে গেঁথে থাকার অসম্মানকেও তোয়াক্কা করছে না।

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিল সাইমন।

ভয়াল সেই জন্তুর জন্যে ভেট রেখে গেছে ওরা। কিন্তু সেই জন্তুটা হয়তো আসবে না এই উপহারের জন্যে ? সাইমনের মনে হল, ওই মাথাটাও যেন ওর ভাবনার সাথে একমত। পালিয়ে যাও, মাথাটা যেন নিঃশব্দে বলল ওকে, ফিরে যাও ওদের কাছে। ওটা ছিল সত্যিই একটা কৌতুক—এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? তুমি ভুল করেছিলে, ব্যস এই। একটু মাথাব্যথা হচ্ছে, কিছু একটা খেয়েছ হয়তো। ফিরে যাও, বাছা, নিঃশব্দে বলল মাথাটা।

ওপরের দিকে তাকাল সাইমন, নিজের ভেজা চুলের ভার অনুভব করল ও, তারপর দৃষ্টি মেলল আকাশের দিকে। আকাশের সীমানায় একবারের জন্যে শুধু দেখা গিয়েছিল বিশাল কয়েক খণ্ড পুঞ্জীভূত মেঘ। সেগুলো এখন বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এই দ্বীপের ওপর। অনেক রঙ এই মেঘমালার—কোনোটা ধূসর, কোনোটা ঘিয়ে, কোনোটাবা তামাটে। মেঘগুলো ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে এই ভূমির ওপর ; আলিঙ্গন করছে পরস্পরকে, একটু একটু করে তৈরি করছে যন্ত্রণাদায়ক গুমট গরম। এমনকি প্রজাপতিগুলো পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে খোলা জায়গাটা ছেড়ে পালিয়েছে, যেখানে এখন কদাকার জিনিসটা হাসছে এবং রক্ত ফেলছে ফোঁটায় ফোঁটায়। মাথা নামিয়ে নিল সাইমন। সাবধানে চোখ বুজে চোখ দুটো আড়াল করল একটা হাত দিয়ে। তারপর আবার তাকাল। কোনো ছায়া নেই গাছগুলোর নিচে, কিন্তু সবখানেই মুক্তোদানার মতো মসৃণ একটা নিশ্চলতা, এজন্যে যা বাস্তব সেটাই যেন অলীক এবং বর্ণনাতীত। নাড়িভুঁড়ির স্তূপ এখন ছেঁকে ধরা মাছির একটা কালো পিণ্ডে পরিণত হয়েছে, করাতের গুঞ্জনের মতো শব্দ হচ্ছে সেখানে। খানিক পর সাইমনকে পেয়ে গেল এই মাছিগুলো। গণ্ডেপিণ্ডে রক্ত গিলে এসেছে মাছিগুলো, এবার ওরা চড়াও হল সাইমনের ঘামস্রোতে। ওর নাকের নিচে সুড়সুড়ি দিচ্ছে মাছিগুলো, একটার পিঠে আরেকটা জড়াজড়ি করছে দুই উরুর ওপর। মাছিগুলো কালো এবং গাঢ় সবুজ রঙের, সংখ্যায় অগণিত। এদিকে সাইমনের সামনে মাছিদের প্রভু দিব্যি ঝুলে আছে লাঠিটার মাথায়, দাঁত বের করে হাসছে। অবশেষে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সাইমন, তাকাল পিছন দিকে, কিন্তু সেই একই দৃশ্য। সাদা দাঁত, নিষ্প্রভ চোখ এবং রক্ত—ওর দৃষ্টি এখন আটকা পড়ে গেছে এড়িয়ে চলার অসাধ্য প্রাচীন সেই নিদর্শনের কাছে। সাইমনের কপালের ডান পাশে একটা নাড়ি ক্রমাগত আঘাত করে চলল ওর মগজে।

বালিতে শুয়ে আছে র‍্যাল্‌ফ আর পিগি, একদৃষ্টে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, অলসভাবে ছোট ছোট নুড়ি ছুড়ে দিচ্ছে ধোঁয়াহীন আগুনের মাঝখানে।

'ওই ডালটা তো গেল।' বলল পিগি।

'স্যাম আর এরিক কোথায় ?' র‍্যাল্‌ফের প্রশ্ন।

'আমাদের আরো কিছু কাঠ যোগাড় করা দরকার। সবুজ ডালপালা তো একদম নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফ। মঞ্চের ওপর তালতলায় কোনো ছায়া নেই। অদ্ভুত একটা আলো ফুটে আছে সেখানে। এই আলোটা যেন সহসা সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে একভাবে। ওপরে জমাট মেঘ গর্জন করে চলেছে আগ্নেয়াস্ত্রের মতো।

'বৃষ্টি পেতে যাচ্ছি আমরা।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

'আগুনের কী হবে ? শঙ্কা ফুটে উঠল পিগির কণ্ঠে।

র‍্যাল্‌ফ প্রায় ছুটতে ছুটতে ঢুকে গেল বনের ভেতর। ফিরে এল ছড়ানো কচি ডালসহ বড়সড় একটা ডাল নিয়ে। আগুনের ওপর দুম্ করে ফেলে দিল সেটা। ফুট্‌ফাট্ করে পুড়তে লাগল ডালটা, পাতাগুলো কুঁকড়ে যেতে লাগল আগুনে, ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে লাগল হলদেটে ধোঁয়া।

পিগি ওর আঙুল দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছোট্ট এক নকশা আঁকল বালিতে। র‍্যাল্‌ফকে বলল,

'সমস্যাটা হচ্ছে, আগুনটাকে জিইয়ে রাখার মতো যথেষ্ট ছেলে নেই আমাদের। স্যাম আর এরিককে প্রতি পালায় একসঙ্গে কাজে লাগাচ্ছ তুমি। সবকিছুই ওরা একসঙ্গে করে—'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'কিন্তু এটা তো ঠিক হচ্ছে না। তুমি কি ভেবে দেখেছ ব্যাপারটা ? ওদের দু জনের আলাদা দুটো পালায় থাকা উচিত।'

র‍্যাল্‌ফ বিবেচনা করে দেখল ব্যাপারটা এবং বুঝতে পারল। মনে মনে বিরক্ত হল র‍্যাল্‌ফ—কত কম চিন্তাভাবনা করে ও। আবারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাল্‌ফ। দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে দ্বীপের পরিস্থিতি।

পিগি আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল,

'তোমার শিগগির আরেকটা সবুজ ডালের দরকার হতে পারে।'

র‍্যাল্‌ফ গড়িয়ে পড়ল।

'পিগি। তুমি কী করতে যাচ্ছ বলো তো ?'

'স্রেফ ওদেরকে ছাড়া কাজ চালিয়ে যেতে চাইছি।'

'কিন্তু—আগুন?'

আগুনের সাদা-কালো স্তূপের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। কয়লা এবং ছাই মিলে তৈরি হয়েছে এই জঞ্জাল, যেখানে পড়ে আছে ডালপালার অদগ্ধ প্রান্ত। আগুন ধরে রাখার ব্যাপারটি একটা ছকে সাজানোর চেষ্টা করল ও।

পিগি বলল, 'ভয় হচ্ছে আমার।'

ওপরের দিকে তাকিয়ে কী যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে পিগি।

'না, জন্তুকে ভয় পাওয়ার কথা বলছি না', বলল পিগি। 'জন্তুটাকে ভয় পাই ঠিকই, কিন্তু আমার এ মুহূর্তে ভয় হচ্ছে আগুন নিয়ে। আগুনের ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে না কেউ। যদি তুমি ডুবে মরতে বস, তখন যদি কেউ তোমার দিকে দড়ি ছুড়ে দেয়, ধরবে না সেটা ? যদি ডাক্তার তোমাকে বলে, এই ওষুধটা না খেলে মারা যাবে তুমি, তা হলে কি খাবে না ওষুধ ?'

'অবশ্যই খাব।'

'ওরা কি সেটা দেখতে পাচ্ছে না ? বুঝতে পারছে না ? ধোঁয়ার সঙ্কেত ছাড়া কি এখানে মারা যাব না আমরা ? তাকিয়ে দেখ ওদিকে!'

উষ্ণ বাতাসের একটা ঢেউ কেঁপে কেঁপে উঠছে ছাইগুলোর ওপর, কিন্তু ধোঁয়ার কোনো চিহ্ন নেই সেখানে।

'একবারও কোনো আগুন ধরে রাখতে পারছি না আমরা।' আক্ষেপের সুরে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'ওরা পাত্তাই দেয় না ব্যাপারটা। বলো, আর কী করা যায়—' গভীর বেদনা নিয়ে পিগির ঘাম ঝরা মুখের দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ।

নিজের কথার খেই ধরে বলল, 'আর কী করা যায়, মাঝে মধ্যে বুঝে উঠতে পারি না আমি। মনে হয় আমিও ওদের মতো হয়ে গেছি—গুরুত্ব দিচ্ছি না কোনো কিছু। আমাদের কী হবে, বলো তো?'

চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিল পিগি, বড্ড সমস্যা হচ্ছে।

বলল, 'আমি জানি না, র‍্যাল্‌ফ। আমরা স্রেফ দিন কাটিয়ে দিচ্ছি, ব্যস এই। বড়রাও তাই করে যেত।'

র‍্যাল্‌ফ সেই যে দায়দায়িত্ব থেকে ভারমুক্ত হতে শুরু করেছে, সেই প্রক্রিয়া চলছে এখনো।

'পিগি, বলো তো ভজঘটটা কী?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাল্‌ফ।

'তুমি কি বোঝাতে চাইছ ওই...?' পিগি অবাক চোখে তাকাল র‍্যাল্‌ফের দিকে।

'না, ওটা নয়...আমি বলতে চাইছি...ওরা যেভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, এর মূলে কারণটা কী?'

ধীরে ধীরে চশমার কাচ ঘষল পিগি, ভাবতে লাগল প্রশ্নটা নিয়ে। যখন সে উপলব্ধি করল, র‍্যাল্‌ফ মতামত নেওয়ার জন্যে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে তাকে, গর্বে গোলাপি হয়ে গেল তার চেহারা।

বলল, 'আমি ঠিক জানি না, র‍্যাল্‌ফ। তবে এর মূলে থাকতে পারে একজন।'

'জ্যাক?'

'হ্যাঁ, জ্যাক।' যেন অচ্ছুৎ কিছুর নাম বলেছে, এমন একটা ভাব ফুটে উঠল পিগির কথায়।

র‍্যাল্‌ফ গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমার তো মনে হয়, সে অবশ্যই আছে এর পেছনে।'

ওদের কাছাকাছি জঙ্গলে অকস্মাৎ তুমুল শোরগোল উঠল। মুখে সাদা, লাল এবং সবুজ রঙ মাখা কিছু ভুতুড়ে মূর্তি তেড়ে এল হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে, ভয়ে গলা ফাটাতে ফাটাতে পালাতে লাগল ছোটরা। র‍্যাল্‌ফ আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে পিগি। দুটো মূর্তি ছুটল আগুনের দিকে, র‍্যাল্‌ফ নিজেকে রক্ষার জন্যে তৈরি, কিন্তু মূর্তি দুটো আক্রমণ না করে, আগুন থেকে তুলে নিল আধপোড়া কিছু ডাল, তারপর সৈকত বরাবর ছুটে গেল। অন্য তিনজন এখন স্থির দাঁড়িয়ে, একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে র‍্যাল্‌ফকে; আর র‍্যাল্‌ফ তাকিয়ে দেখে, ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা যে মূর্তিটি, রঙ এবং একটা বেল্ট ছাড়া যে সম্পূর্ণ নগ্ন, সে জ্যাক।

আটকে রাখা শ্বাস টেনে নিয়ে র‍্যাল্‌ফ বলল,

'তা হলে এই?'

জ্যাক পাত্তা দিল না ওকে, নিজের বর্শাটা শূন্যে তুলে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'শোন তোমরা সবাই। আমি এবং আমার শিকারিরা, সৈকতের এক জায়গায় বড়সড় এক সমতল পাথরের ধারে বসবাস করছি। আমরা শিকার করছি, ভোজের উৎসব করছি, সেইসঙ্গে মজাও হচ্ছে প্রচুর। তোমরা যদি আমার দলে যোগ দিতে চাও, চলে এস তা হলে, দেখে যাও আমাদের। সম্ভবত তোমাদের স্থান করে দিতে পারব দলে, আবার না-ও পেতে পার সুযোগ।'

কথা শেষ করে চারদিকে নজর বোলাল জ্যাক। রঙের মুখোশ থাকায় লজ্জা বা আত্মসচেতনতা থেকে এখন সে নিরাপদ এবং একজন একজন করে সবার দিকে স্বচ্ছন্দে

তাকাতেও পারছে। দৌড়বিদ যেমন দৌড় শুরুর আগে তার মার্কে হাঁটু মুড়ে প্রস্তুত হয়ে নেয়, র‍্যাল্‌ফ ঠিক সেভাবে বসেছে অবশিষ্ট আগুনের পাশে, চেহারার অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গেছে চুল আর কালিতে। যমজ দু ভাই স্যাম-এরিক রয়েছে বনের ধারে, দু জন একসঙ্গে উঁকি দিচ্ছে একটা তালগাছের দু পাশ থেকে। গোসলের পুকুরটার পাশে চিৎকার দিয়ে বাঁকা হয়ে গেল এক পিচ্চি, বড় বেশি লাল দেখাচ্ছে তাকে। পিগি দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চে, দু হাতে আঁকড়ে ধরেছে সাদা শাঁখটা।

'আজ রাতে একটা ভোজের উৎসব করতে যাচ্ছি আমরা', বলল জ্যাক। 'একটা শূকর মেরে মাংস নিয়ে এসেছি। তোমরা যদি চাও আসতে পার, খেতে পার আমাদের সাথে।'

ওপরে মেঘের গভীর গিরিখাতগুলোতে আবার শোনা যাচ্ছে বজ্রের গর্জন। জ্যাক এবং তার দুই ছদ্মবেশী স্যাঙাতকে বিচলিত দেখা গেল। ওপরের দিকে তাকিয়ে আকাশের অবস্থা দেখে নিল তারা, তারপর আবার ধাতস্থ হল। ছোট্ট সেই ছেলেটি এখনো চিৎকার করে চলেছে। কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে জ্যাক। দুই সঙ্গীর কানে ফিস্‌ফিস্ করে জরুরি কিছু বলল সে। শেষে তাড়া দিল উঁচু গলায়, 'বলে ফেলো—এখন !'

স্যাঙাত দু জন কী যেন বলল বিড়বিড়িয়ে। জ্যাক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'চালিয়ে যাও!'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই স্যাঙাত, তারপর দু জন বর্শা উঁচিয়ে একসঙ্গে বলল,

'সর্দারের বক্তব্য এখানেই শেষ।'

তিনজন এবার ঘুরে মৃদু গতিতে ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

র‍্যাল্‌ফ এবার খাড়া হল দু পায়ে। ছদ্মবেশী তিনজন যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে ও। স্যাম-এরিক এগিয়ে এল র‍্যাল্‌ফের কাছে। ভীরু কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্ করতে লাগল ওরা।

এক ভাই বলল, 'আমি তো ভেবেছি ওরা—'

আরেক ভাই বলল, '—আর আমি—বাপ্ রে, কী ভয়টাই না পেয়েছি!'

পিগি আছে সবার ওপরে, সেই মঞ্চটায় দাঁড়িয়ে, এখনো ধরে রেখেছে শাঁখটা।

'ওরা ছিল জ্যাক, মরিস এবং রবার্ট', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'তিনজন কি মজা করে নি আমাদের সঙ্গে ?'

'আরে—আমি তো ভেবেছিলাম, অ্যাসমাটা বুঝি আবার পেয়ে বসে আমাকে।' নিজের অবস্থা জানাল পিগি।

র‍্যাল্‌ফ খানিকটা বিরক্তির সাথে বলল, 'রাখ তোমার অ্যাস-মার।'

'জ্যাককে দেখে আমি নিশ্চিত ছিলাম, নির্ঘাত শাঁখটা নিতে যাচ্ছে ও। কেন এটা মনে হল জানি না।'

সাদা শাঁখটার দিকে আবেগভরা শ্রদ্ধা নিয়ে তাকাল ছেলেরা। পিগি এগিয়ে এসে র‍্যাল্‌ফের হাতে দিল শাঁখটা। নির্ভরতার প্রতীক সুপরিচিত শাঁখটা দেখে সাহস ফিরে পেল ছোটরা। ছত্রভঙ্গ অবস্থা থেকে আবার ফিরে আসতে লাগল ওরা।

'না, এখানে নয়।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন অনুভব করে মঞ্চের দিকে পা বাড়াল ও। সাদা শাঁখটা হাতে নিয়ে র‍্যাল্‌ফ আগে ঢুকল মঞ্চে, তারপর খুব ভারিক্কি ভাব নিয়ে ঢুকল পিগি, তারপর যমজ দু ভাই, শেষে ছোটরা এবং অন্যান্যরা।

'বসো তোমরা সবাই', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'ওরা আগুনের জন্যে হানা দিয়েছিল আমাদের এখানে। আমাদের সাথে রঙ্গ করছে ওরা। কিন্তু—'

কথাটা শেষ করতে পারল না র‍্যাল্‌ফ। একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে হতবুদ্ধি হয়ে গেল ও। মাথার ভেতর একটা খড়খড়ি পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে তড়পাচ্ছে এখন। কিছু একটা বলতে চায় ও, কিন্তু ঝুপ্ করে সেই খড়খড়ি নেমে এসে বন্ধ করে দিল ওর কথা।

'কিন্তু—'

র‍্যাল্‌ফকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখছে ওরা, ওর যথাযোগ্যতা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কারো। চোখের সামনে থেকে চুলের জঞ্জাল সরিয়ে পিগির দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। কথার খেই ধরে বলল,

'কিন্তু...ও...হ্যাঁ, আগুন। অবশ্যই আগুন !'

হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল র‍্যাল্‌ফ।

তারপর হাসি থামিয়ে হড়বড়িয়ে বলে গেল, 'আগুন হচ্ছে আমাদের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আগুন ছাড়া উদ্ধার পাব না আমরা। যোদ্ধাদের মতো রঙ মেখে জংলী সাজে সাজতে আমারও ভালো লাগে। কিন্তু আমরা যা-ই পছন্দ করি না কেন, আগুনটাকে অবশ্যই জ্বেলে রাখতে হবে। আগুনটাই হচ্ছে এ দ্বীপে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কারণ, কারণ—'

আবার থেমে গেল র‍্যাল্‌ফ, সন্দেহে ভরে উঠল নিস্তব্ধতা এবং অবাক হয়ে গেল সবাই।

পিগি ত্বরিত ফিস্‌ফিস্ করল র‍্যাল্‌ফের কানে,

'উদ্ধারের কথা বলো।'

'ও, হ্যাঁ। আগুন ছাড়া কিছুতেই উদ্ধার পাব না আমরা। কাজেই আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে আগুনের পাশে এবং ধোঁয়া তৈরি করতে হবে।'

র‍্যাল্‌ফ কথা শেষ করার পর কেউ কিছু বলল না। এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অনেক বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতা হয়েছে, সে তুলনায় র‍্যাল্‌ফের এই বক্তব্য বড়ই অনুজ্জ্বল মনে হল সবার কাছে, এমনকি ছোটদের কাছেও।

শেষমেশ বিল হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল শাঁখটা।

বলল, 'এখন আমরা আগুনটাকে ধরে রাখতে পারছি না পাহাড়ের ওপর—কারণ পাহাড়ের ওপর ধরে রাখা যাচ্ছে না আগুন—আগুনটাকে জিইয়ে রাখতে গেলে আরো জনবল দরকার। চল, ওই ভোজে গিয়ে ওদেরকে বলি—আমাদের এই অল্প ক'জনের পক্ষে আগুনটাকে ধরে রাখা খুব কঠিন। আগে আগুনটাকে ঠিক রাখব আমরা, তারপর শিকার থেকে সবকিছু—মানে, জংলী বর্বর সাজলেও কোনো অসুবিধে নেই। বরং বেশ মজা হবে তখন।'

স্যাম আর এরিক মিলে শাঁখটা নিল এবার। দু ভাই মিলে বলে যেতে লাগল—

'বিল যেভাবে বলেছে, সত্যিই ভারি মজা হবে তা হলে—আর জ্যাক যেহেতু দাওয়াত করে গেছে আমাদের— '

'—ভোজের দাওয়াত—'

'—মাংস থাকবে—'

'—হইচই-ফুর্তি হবে—'

'—আমি কিছু মাংস খেতে পারব—'

র‍্যাল্‌ফ হাত তুলে থামাল ওদের।

বলল, 'আমাদের প্রয়োজনীয় মাংস আমরাই যোগাড় করছি না কেন ?'

দৃষ্টি বিনিময় করল যমজ দু ভাই। জবাবে বিল বলল,

'আমরা জঙ্গলে যেতে চাই না।'

র‍্যাল্‌ফ মুখবিকৃতি করে বলল, 'তোমরা তো জান—জ্যাক যায়।'

'ও তো শিকারি। ওরা সবাই শিকারি। ওদের কথা আলাদা।'

একমুহূর্ত কথা বলল না কেউ, তারপর পিগি বালির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'মাংস—'

ছোটরা বসে বিরস মুখে মাংসের কথা ভাবছে, আর জিভের জল ফেলছে। মাথার ওপর আবার কামানের গর্জন শোনা গেল মেঘের দেশে। আচমকা এক ঝলক উষ্ণ বাতাস এসে ঝাপটা মেরে গেল, শন্‌শন্ শব্দ উঠল তালগাছের শুকনো পাতাগুলোতে।

'ছোট্ট এক বোকা ছেলে তুমি', বলে উঠল মাছিদের প্রভু। 'একেবারে অজ্ঞ, ছোট্ট এক বোকা ছেলে।'

ফুলে ওঠা জিভটা নাড়ল সাইমন, তবে বলল না কিছু।

'কী, আমার সঙ্গে একমত নও?' বলল মাছিদের প্রভু, দ্য লর্ড অভ দ্য ফ্লাইস। 'তুমি কি ছোট্ট এক বোকা ছেলে নও?'

সাইমনও ঠিক একইভাবে জবাব দিল নিঃশব্দে।

'শোন তা হলে', বলল দ্য লর্ড অভ দ্য ফ্লাইস। 'এখন তুমি চলে যাও এখান থেকে, যোগ দাও অন্যদের সাথে, সেটাই বরং ভালো হবে তোমার জন্যে। ওদের ধারণা তুমি অস্থিরমতি, ছটফটে। কিন্তু তুমি চাও না—র‍্যাল্‌ফ তোমাকে এরকম কিছু ভাবুক, বলো—চাও? তুমি র‍্যাল্‌ফকে দারুণ পছন্দ কর, তাই না? পিগি এবং জ্যাক? ওদেরকেও কি এরকম পছন্দ কর?'

মাথাটা সামান্য ওপরে তুলল সাইমন, কোনো দৃষ্টিবিভ্রম ঘটল না চোখে, মাছিদের প্রভু এখনো ওর সামনে ঝুলে আছে শূন্যে।

'একাকী এখানে তুমি কী করছ, বলো তো? আমাকে ভয় পাচ্ছ না?'

কেঁপে উঠল সাইমন।

'এখানে তোমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। আছি শুধু আমি। এবং আমি একটা জন্তু।'

সাইমনের মুখ অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল স্পষ্ট কিছু শব্দ,

'তুমি একটা লাঠির ডগায় শূকরের মাথা।'

'ওই জন্তুটাকে নিয়ে অলীক কল্পনা তোমাদের। ভাবছ, জন্তুটা এমন একটা কিছু, যাকে শিকার করবে, মারবে।' কথাগুলো বলে হো-হো করে হেসে উঠল মাথাটা। গোটা বন এবং অস্পষ্টভাবে অনুভূত ধারেকাছের জায়গা জুড়ে প্রতিধ্বনি তুলল এই ব্যঙ্গ-হাসি। 'তুমি তো জানো ব্যাপারটা, কি-জানো না? আমি কি তোমারই একটা অংশ নই? আমরা ঘনিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ! আমি আছি বলেই তো মন থেকে কলুষতা যায় না তোমাদের। আমার জন্যেই তো পৃথিবী জুড়ে এত অনাচার।'

অট্টহাসিতে আবার কেঁপে উঠল চারদিক।

'শোন এখন', বলল মাছিদের প্রভু। 'অন্যদের কাছে ফিরে যাও এবং আমরা ভুলে যাব গোটা ব্যাপারটা।'

সাইমনের মাথাটা টলছে। চোখ দুটো আধ-বোজা, যেন লাঠির মাথায় ওই নোংরা জিনিসটাকে অনুকরণ করছে ও। সাইমন জানে, ওর জন্যে দ্রুত ঘনিয়ে আসছে বিশেষ একটা সময়। মাছিদের প্রভু ক্রমশ ফুলে উঠছে একটা বেলুনের মতো।

'তুমি যা বলছ নিতান্ত হাস্যকর', বলল সাইমন। সেই নিঃশব্দ ভাষা, 'তুমি খুব ভালো করেই জান, সেখানে গেলেই শুধু তোমার সাথে দেখা হবে আমার—কাজেই বাস্তবতাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা কোরো না!'

ধনুকের মতো বেঁকে শক্ত হয়ে গেল সাইমনের দেহ। মাছিদের প্রভু স্কুলশিক্ষকের ভঙ্গিতে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে। আমার হতভাগা, অবাধ্য ছেলে, তুমি কি ভাবছ, আমার চেয়ে বেশি বোঝ ?'

খানিকক্ষণ বিরতি।

তারপর মাছিদের প্রভু শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, 'আমি সতর্ক করে দিচ্ছি তোমাকে। রাগ উঠে যাচ্ছে আমার। দেখতে পাচ্ছ ? তুমি এখানে অবাঞ্ছিত। বুঝতে পারছ ? এই দ্বীপটাতে মজা করে বেড়াচ্ছি আমরা। কাজেই এখানে নাক গলাতে এসো না, আমার হতভাগা অবাধ্য ছেলে, তা নইলে—'

সাইমন আবিষ্কার করল, বিশাল এক মুখগহ্বরের দিকে তাকিয়ে আছে ও। ভেতরটা নিকষ কালো, এই কালো ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ।

'—তা নইলে', নিজের কথার সূত্র ধরল মাছিদের প্রভু। 'আমরা শেষ করে দেব তোমাকে। দেখতে পাচ্ছ ? জ্যাক, রজার, মরিস, রবার্ট, বিল, পিগি, র‍্যাল্‌ফ—ওরা সবাই কেমন ফুর্তিতে আছে। দেখতে পাচ্ছ ?'

এই বিশাল মুখগহ্বরে নিজেকে আবিষ্কার করল সাইমন। ব্যর্থ হল নিজেকে ধরে রাখতে এবং সংজ্ঞা হারাল।

নয়

একটি মৃত্যুদৃশ্য

দ্বীপের ওপর মেঘ জমছে তো জমছেই। পাহাড় থেকে প্রবহমান উষ্ণ বাতাস বয়ে চলেছে সারা দিন। ওপর থেকে এই বাতাস নেমে এসেছে খাড়া দশ হাজার ফুট নিচে, পাক খেয়ে খেয়ে গ্যাস হয়ে আবার ফিরে গেছে আগের অবস্থানে, যেখানে এখন জমাট গ্যাস নিশ্চল হয়ে আছে বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। সন্ধে নামার আগেই আড়ালে চলে গেছে সূর্য, পরিষ্কার দিবালোকের জায়গা দখল করে নিয়েছে পেতলের মতো জ্বলজ্বলে একটা আলো। এমনকি সাগর থেকে যে হাওয়া আসছে, সেটাও গরম এবং কোনো সজীবতা নেই তাতে। পানি, গাছপালা এবং পাথরের গোলাপি গা থেকে মুছে গেছে স্বাভাবিক রঙ, আকাশে বেড়ে চলছে সাদা এবং বাদামি মেঘ। কোথাও কোনো উন্নতি নেই, শুধু এক জায়গায় ব্যতিক্রম। সেখানে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ভন্‌ভন্‌। মাছিরা ওদের প্রভুকে ঢেকে একদম কালো করে ফেলেছে, আর হড়হড়ে নাড়িভুঁড়িকে ঢেকে এমন অবস্থা করেছে, কয়লার চক্‌চকে একটা স্তূপের মতো দেখাচ্ছে এই জঞ্জাল। এমনকি যখন সাইমনের নাকের একটা নালি ফেটে রক্তের ধারা ছুটল, তখনো ওকে দিব্যি উপেক্ষা করে গেল মাছির ঝাঁক। ওরা এখন শূকরের তীব্র দুর্গন্ধটাকেই বেশি পছন্দ করছে।

অবিরাম রক্ত বয়ে যাওয়ার ফলে ঘুমের ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইল মূর্ছা যাওয়া সাইমন। সন্ধে যখন ঘনিয়ে আসছে এবং আকাশে কামানের গর্জন অটুট, সাইমন তখনো শুয়ে আছে লতাপাতার মাদুরে। অবশেষে জেগে উঠল ও, চোখ মেলে আবছাভাবে দেখতে পেল গালের কাছে কালো মাটি। সাইমন নড়ল না, শুয়ে রইল সেখানে, মাটির দিকে পাশ ফিরে আছে ওর মুখ, নিষ্প্রভ চোখ দুটো তাকিয়ে আছে সামনে। এবার উপুড় হল ও, পা দুটো টেনে নিয়ে এল ওর নিচে, লতাগুলো আঁকড়ে ধরে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। লতাগুলো নাড়া খাওয়ামাত্র নাড়িভুঁড়ি থেকে বিস্ফোরণের মতো উড়ে গেল মাছিগুলো, ভয়ানক ভন্‌ভন্‌ শুরু হল ওদের, তারপর আবার ঝাঁক বেঁধে গিয়ে বসল যথাস্থানে। সাইমন সোজা হল দু পায়ে ভর করে। আলোটা অপার্থিব মনে হল ওর। লাঠির ওপর কালো একটা বলের মতো ঝুলে আছে মাছিদের প্রভু।

খোলা জায়গাটার দিকে ফিরে চেঁচাল সাইমন,

'আর কী করার আছে, বলো?'

কোনো জবাব এল না। খোলা জায়গাটা থেকে মুখ ফেরাল সাইমন, লতাগুলোর ফাঁকফোকর গলে হামাগুড়ি দিয়ে বনের আবছা আঁধারে ঢাকা অংশে চলে এল ও।

গাছগাছালির মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল সাইমন, ওর হাঁটার মাঝে নিরানন্দ একটা ভাব, চেহারায় ফুটে আছে শূন্যতা, রক্ত শুকিয়ে আছে মুখ আর চিবুকের চারপাশে। মাঝে মধ্যে যখন ও লতার দড়িগুলো সরাচ্ছে এবং কোনো বাঁক থেকে দিক বেছে নিচ্ছে, তখন শুধু ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে কিছু শব্দ—যেগুলো ধ্বনিত হচ্ছে না বাতাসে।

সাইমন এ মুহূর্তে যেখানটায় এসেছে, সেখানকার গাছগাছালিতে লতার জড়াজড়ি তুলনামূলকভাবে কম। এখানে গাছের ডালপালা ভেদ করে মুক্তোর মতো মসৃণ একটা আলো নেমে এসেছে আকাশ থেকে, আলোটা ছড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে। এই জায়গাটা হচ্ছে দ্বীপের মেরুদণ্ড, সামান্য উঁচু এ ভূমি শুয়ে আছে পাহাড়ের নিচে, যেখানে কমে এসেছে বনের ঘনত্ব। প্রশস্ত খোলা জায়গা, মাঝে মাঝে আবার ঘন ঝোপ এবং বড় বড় গাছ। এখানে যেন বনের দরজা খুলে গেছে। ভূমির গড়নটাই এমন, সাইমনকে পথনির্দেশ করল ওপরে উঠে যেতে। নিজেকে ঠেলতে ঠেলতে এগোল সাইমন, অসম্ভব ক্লান্তির কারণে মাঝে মধ্যে টলতে লাগল ও, তবু থামল না। স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য চলে গেছে ওর চোখ থেকে, এগিয়ে চলার এক ধরনের অদম্য মনোবল নিয়ে একজন বুড়োর মতো হেঁটে যাচ্ছে ও।

বাতাসের এক ঝলক ঝাপটা খেয়ে টলে উঠল সাইমন। তাকিয়ে দেখে, খোলা জায়গায়, পাথরের ওপর এসে পড়েছে ও। মাথার ওপর পেতলের মতো আকাশ। পা দুটো দুর্বল লাগছে ওর, আর জিভটা তো সারাক্ষণ দিচ্ছে যন্ত্রণা। বাতাসটা যখন পাহাড়-চুড়োয় পৌঁছল, কিছু একটা নজর কেড়ে নিল সাইমনের। বাদামি মেঘগুলোর বিপরীতে বাতাসে পত্‌পত্‌ করছে নীল একটা কিছু। নিজেকে সামনের দিকে ঠেলতে লাগল। আবার বাতাস এল । আগের চেয়ে তোড় বেশি বাতাসের, বনের মাথায় গিয়ে নাড়া দিল এ বাতাস এবং শোঁ-শোঁ গর্জন উঠল সেখানে। সাইমন দেখে, কুঁজো হয়ে থাকা কিছু একটা হঠাৎ ঝট্‌ করে সোজা হল পাহাড়-চুড়োয়, মাথা নিচু করে ওটা তাকাল ওর দিকে। মুখ লুকিয়ে বহু কষ্টে নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল ও।

এই কায়াটাকেও ঘিরে ধরেছে মাছির ঝাঁক। কায়াটা নড়ে ওঠায় মুহূর্তের জন্যে ভড়কে গেল মাছিগুলো, ওটার মাথার চারদিকে উড়তে লাগল কালো একটা মেঘ বানিয়ে। তারপর প্যারাশুটের নীল জিনিসটা যেই চুপসে গেল, স্থূল কায়াটা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, নিশ্বাস ছাড়ার মতো একটা শব্দ হল, মাছিগুলো আবার বসল গিয়ে তার ওপর।

সাইমন অনুভব করল, ওর হাঁটু দুটো ঘষা খাচ্ছে পাথরে। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল ও, শিগগির বুঝে গেল পুরো ব্যাপারটা। জট পাকানো রশিগুলো ওকে দেখাল এই রঙ্গলীলার আসল কারিকুরি। কায়াটাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল ও। পরীক্ষা করে দেখল নাকের সাদা হাড়, দাঁত, পচে যাওয়া মাংসের রঙ। সাইমন আরো দেখল, পচে যেতে থাকা দুর্ভাগা শরীরটাকে কী নির্মমভাবে ধরে রেখেছে ক্যানভাস এবং রবারের স্তরগুলো। তারপর আবার যখন বাতাস উঠল, অমনি ঝট্‌ করে উঠে গেল শরীরটা, আবার ঝুঁকল সামনে, দুর্গন্ধ ছাড়ল ওর দিকে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উপুড় হল সাইমন, হড়হড়িয়ে বমি করে দিল, চলল একটানা পেট খালি না হওয়া পর্যন্ত। তারপর প্যারাশুটের দড়িগুলোতে হাত দিল ও, পাথর থেকে জটমুক্ত করল দড়িগুলোকে, এবার বাতাসের অবজ্ঞা থেকে বেঁচে গেল শরীরটা।

অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল সাইমন। তাকাল নিচের দিকে, সৈকত বরাবর। মঞ্চের পাশে আগুনটা মনে হচ্ছে নিভে গেছে, কিংবা অন্তত ধোঁয়া উঠছে না। আরো দূরে, সৈকতের ভেতরেই এক জায়গায়, ছোট্ট নদীটা ছাড়িয়ে বিশাল এক সমতল পাথরের ধারে, ধোঁয়ার একটা সরু রেখা পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। সাইমন মাছিগুলোর কথা ভুলে গিয়ে হাত দুটো ছাউনির মতো রাখল দু চোখের ওপর। ভালো করে দেখার চেষ্টা করল

ধোঁয়াটা। এত দূর থেকেও দিব্যি দেখা যাচ্ছে, দ্বীপের বেশিরভাগ ছেলে—সম্ভবত সব ক'টা ছেলেই—জড়ো হয়েছে ওখানে। জন্তুটা থেকে দূরে থাকার জন্যে জায়গা বদল করেছে ওরা। জন্তুর কথা মাথায় আসতেই হতভাগ্য বিধ্বস্ত শরীরটার দিকে ঘুরল ও, জিনিসটা ওর পাশ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। হ্যাঁ, এটাই সেই জন্তু। নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর, তবে মোটেও ক্ষতিকর নয়। খবরটা যত দ্রুত সম্ভব জানাতে হবে ওদের। পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল ও, কিন্তু পা দুটোর কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল না। নিজেকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার অনেক চেষ্টা করেও টলতে লাগল ও।

'গোসল', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'এটাই এখন আমাদের একমাত্র করার মতো কাজ।'

চশমার ভেতর দিয়ে আকাশের দুরবস্থা দেখতে দেখতে পিগি বলল,

'আমি মেঘ পছন্দ করি না। মনে পড়ে, এখানে অবতরণের পরপরই কেমন বৃষ্টি হয়েছিল ?'

'আবার হতে যাচ্ছে বৃষ্টি।'

র‍্যাল্‌ফ ঝাঁপ দিল পুকুরে।

পুকুরের প্রান্তে খেলায় মগ্ন ছোট্ট দুটি ছেলে, রক্তের চেয়ে কবোষ্ণ এই পানি থেকে আরাম নেওয়ার চেষ্টা করছে ওরা। পিগি তার চশমা খুলে আড়ষ্ট একটা ভাব নিয়ে নামল পানিতে এবং আবার পরে নিল চশমা। র‍্যাল্‌ফ ভেসে উঠে পানি ছিটিয়ে দিল পিগির দিকে।

'আমার চশমাটার কথা মনে রেখো', গম্ভীর কণ্ঠ পিগির। 'কাচে যদি পানি যায়, তা হলে উঠে গিয়ে মুছতে হবে কাচটা।'

র‍্যাল্‌ফ আবার পানি ছিটিয়ে দিল পিগির দিকে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পিগিকে নিয়ে মজা করছে ও। আশা করছে, বরাবরের মতো ওর উপদ্রব ভদ্রভাবে হজম করবে পিগি এবং নীরবে গাল ফুলিয়ে থাকবে। কিন্তু এবার তা হল না। পিগিও পানি চালাতে লাগল দু হাতে।

'থাম, থাম!' চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ। 'কী, শুনতে পাচ্ছ না ?'

পিগি শুনল না র‍্যাল্‌ফের কথা, উন্মত্তের মতো প্রচণ্ড জোরে পানির ঝাপটা মারল র‍্যাল্‌ফের মুখে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে', হার মানল র‍্যাল্‌ফ। 'মাথা ঠাণ্ডা কর এবার।'

পানি চালানো বন্ধ করল পিগি। বলল, 'মাথাব্যথা করছে আমার। বাতাসটা মনে হচ্ছে আগের চেয়ে ঠাণ্ডা।'

'মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে।'

'আমাদের ঘরে ফেরা উচিত।'

পুকুরের যে ঢালটাতে বালি রয়েছে, সেখানে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল পিগি। শরীর ছাপিয়ে পেটটা বেরিয়ে রইল তার, শুকিয়ে যেতে লাগল পেটের পানি। আকাশের দিকে পানি ছিটিয়ে দিল র‍্যাল্‌ফ। মেঘমালার মাঝে আলোর বিস্তৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে সূর্যের উপস্থিতি। পানিতে হাঁটু গেড়ে বসে চারদিকে তাকাল ও। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধোল, 'গেল কোথায় সবাই ?'

উঠে বসল পিগি। বলল, 'হয়তো ছাউনির ভেতর শুয়ে আছে ওরা।'

'স্যাম-এরিক কোথায় ? বিল ?'

মঞ্চ ছাড়িয়ে আরো ওদিকে দেখাল পিগি, 'জ্যাকের উৎসবে গেছে ওরা।'

'যাক্ গে', অস্বস্তির সাথে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'পরোয়া করি না।'

'সামান্য মাংসের জন্যে—' কথা অসমাপ্ত রেখে খেদ ঝাড়ল পিগি।

'এবং শিকারের জন্যে', বিজ্ঞের মতো বলল র‍্যাল্‌ফ। 'এবং জংলী সেজে মজা করার জন্যে, আর রঙ মেখে সঙ সাজার জন্যে।'

পানির নিচে বালিতে নাড়া দিল পিগি। র‍্যাল্‌ফের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'হয়তো আমাদেরও যাওয়া উচিত।'

র‍্যাল্‌ফ চকিতে তাকাল পিগির দিকে, লজ্জায় লাল হয়ে গেল পিগি। জড়তা নিয়ে বলল, 'মানে—ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম, আমাদের মধ্যে আসলে কিছুই হয় নি।'

জ্যাকের ওখানে পৌঁছুনোর অনেক আগেই উৎসবের হইচই শুনতে পেল র‍্যাল্‌ফ আর পিগি। সেখানে, একটা জায়গায় বেশ খানিকটা ঘাসের বিস্তৃতি, যেখানে তালগাছগুলো বন আর সাগরতীরের মাঝখানে রেখে গেছে প্রশস্ত ঘাসের বন্ধনী। ঘাসের শেষ প্রান্তে, এক ধাপ নিচেই সাদা বালি—ধু-ধু করছে উঁচু ঢেউয়ের ওপর। বালি উষ্ণ, শুকনো এবং পদদলিত। এই বালির নিচে একটা বড়সড় পাথরখণ্ড লম্বা হয়ে আছে লেগুনের দিকে। তারপর অল্প একটু বালি, সবশেষে পানি। আগুন জ্বলছে একটা পাথরের ওপর। আগুনের অদৃশ্য শিখায় ঝলসানো হচ্ছে শূকরের মাংস, চর্বি গলে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে এই মাংস থেকে। পিগি, র‍্যাল্‌ফ, সাইমন এবং শূকরের দায়িত্বে থাকা ছেলে দুটি ছাড়া দ্বীপের সব ছেলে গিয়ে জড়ো হয়েছে ঘেসো জমিতে। একেকজন একেক ভঙ্গিতে রয়েছে সেখানে। কেউ হাসছে, কেউ গাইছে, কেউ শুয়ে আছে, কেউ উবু হয়ে আছে, কিংবা কেউ নিছক দাঁড়িয়ে আছে ঘাসে—প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে খাবার। তবে সবার তেলতেলে মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, মাংস খাওয়া প্রায় শেষ। কয়েকজনের হাতে নারকেল খোসাও দেখা যাচ্ছে, ভূরিভোজ সেরে তেষ্টা মেটাচ্ছে তারা। উৎসব শুরু হওয়ার আগে বিশাল এক গাছের গুঁড়ি টেনে নিয়ে আসা হল ঘাসের মঞ্চটার মাঝখানে। জ্যাক গিয়ে সেই গুঁড়িটাতে বসে রইল মূর্তির মতো। রঙ মেখে মালা পরে বিচিত্র সাজে সেজেছে সে। তার কাছে সবুজ পাতাগুলোতে রয়েছে মাংসের স্তূপ, ফলমূল এবং নারকেল খোসা ভরতি পানি।

পিগি আর র‍্যাল্‌ফ এসে গেল ঘাসের মঞ্চটার ধারে ; ওদেরকে দেখে একে একে নীরব হয়ে গেল সবাই, শুধু জ্যাকের পাশে দাঁড়ানো ছেলেটিকে কথা বলতে দেখা গেল। তারপর সেখানেও হানা দিল নীরবতা, জ্যাক ঘুরে তাকাল দু জনের দিকে। পিগি আর র‍্যাল্‌ফের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল জ্যাক, আগুনের ফুট্‌ফাট্ শব্দই এখন সবচেয়ে জোরালো আওয়াজ হয়ে উঠেছে। র‍্যাল্‌ফ দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল একদিকে। ওর চোখের সামনে পড়ে গেল স্যাম। সে ভাবল, র‍্যাল্‌ফ বুঝি তার দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। রীতিমতো ঘাবড়ে গেল স্যাম। বোকার মতো হেসে ছেড়ে দিল শূকরের চিবিয়ে খাওয়া হাড়টা। উদ্দেশ্যহীনভাবে এক কদম সামনে এগোল র‍্যাল্‌ফ, একটা তালগাছ দেখিয়ে কী যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল পিগির কানে, যা আর কেউ শুনতে পেল না ; তারপর দু জনেই হেসে উঠল স্যামের মতো। বালি থেকে উঁচুতে পা তুলল র‍্যাল্‌ফ, হাঁটতে লাগল আয়েশী চালে। পিগি চেষ্টা করল শিস্ দিতে।

এমন সময় ঘটে গেল এক ঘটনা। যে ছেলে দুটো মাংস ঝলসানোর কাজে ব্যস্ত ছিল, তারা হঠাৎ বড়সড় একটা মাংসের চাক নিয়ে ছুটল ঘাসের মঞ্চের দিকে। পিগির সাথে ধাক্কা লেগে গেল তাদের, গরম মাংসের ছ্যাঁকা খেয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল পিগি, সেইসঙ্গে নাচতে লাগল তিড়িংবিড়িং। সঙ্গে সঙ্গে হাসির ঝড় উঠল সেখানে, র‍্যাল্‌ফ বাকি ছেলেদের সাথে মিশে একাকার। পিগি আবারো সবার জন্যে হাসির খোরাক যোগাল, ওদের এই আনন্দ স্বাভাবিক করে দিল পরিবেশ। পরস্পর সহজ হয়ে এল ওরা।

জ্যাক উঠে দাঁড়িয়ে তার বর্শা নেড়ে বলল,

'কিছু মাংস দাও ওদের।'

কাঠের শলাকায় গেঁথে যে ছেলে দুটি মাংস নিয়ে এসেছে, র‍্যাল্‌ফ আর পিগিকে ওরা একটা করে লোভনীয় টুকরো ধরিয়ে দিল হাতে। ঝলসানো মাংসের সৌরভে জিভে জল এসে গেছে ওদের। মজা করে মাংস খেতে লাগল দু জন। ওপরে এদিকে ক্রমাগত গর্জে চলেছে পেতল-রঙা আকাশ, জোরেশোরে জানান দিচ্ছে—ঝড় এই এল বলে।

জ্যাক আবার তার বর্শা নেড়ে বলল,

'তৃপ্তির সাথে সবাই খেয়েছ তো?'

এখনো অনেক খাবার পড়ে আছে। কাঠের শলাকায় ঝলসানো মাংস থেকে ভাপ বেরোচ্ছে শোঁ-শোঁ করে, পাতার সবুজ থালায় রয়ে গেছে স্তূপ। আয়েশ করে একটা হাড় খাওয়ার শখ ছিল পিগির, কিন্তু পেটের জ্বালায় আর হল না। হাড়টা সৈকতের দিকে ছুড়ে দিয়ে আরো মাংস নেওয়ার জন্যে ঝুঁকল ও।

জ্যাক অধৈর্য কণ্ঠে আবার বলে উঠল,

'সবাই তৃপ্তি করে খেয়েছ তো?'

জ্যাকের কণ্ঠস্বরে বিশেষ একটা ইঙ্গিত, কর্তৃত্বের গর্ব থেকে বেরিয়েছে এ কথা, হাতে সময় থাকার পরেও খাওয়ার গতি বাড়িয়ে দিল ছেলেরা। জ্যাক দেখল খুব শিগগির এখানে কোনো বিরতি ঘটার সম্ভাবনা নেই, কাজেই নিজের গুঁড়ির সিংহাসন থেকে উঠে পড়ল সে, হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল ঘাসের শেষ প্রান্তে। রঙমাখা চেহারার আড়াল থেকে তাকাল পিগি আর র‍্যাল্‌ফের দিকে। সামান্য দূরে বালির ওপরে রয়েছে দু জন। আগুনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে খাচ্ছে র‍্যাল্‌ফ। ও খেয়াল করল, এই ম্লান আলোতেও এখন কেমন দিব্যি ফুটে আছে আগুনের শিখাগুলো, ব্যাপারটা বোধগম্য হল না ওর। সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে, তবে রোজকার মতো শান্ত সৌন্দর্য নিয়ে আসে নি, এসেছে ভয়ের উন্মত্ততা নিয়ে।

জ্যাক বলল,

'আমাকে একটু পানি দাও তো।'

নারকেল-খোসায় করে তার জন্যে পানি নিয়ে এল হেনরি। তেষ্টা মেটাতে গিয়ে খোসার খাঁজকাটা কানার ওপর দিয়ে পিগি আর র‍্যাল্‌ফকে দেখতে লাগল জ্যাক। ক্ষমতা এখন শুয়ে আছে তার দুই বাহুর বাদামি মাংসপিণ্ডে, কাঁধের ওপর জাঁকিয়ে বসেছে কর্তৃত্ব এবং কানের ভেতর ক্যাচরম্যাচর করছে একটা বনমানুষের মতো।

'সবাই বসে পড়।' আদেশ করল জ্যাক।

জ্যাকের সামনে এসে ছেলেরা সবাই সারিবদ্ধভাবে বসে গেল ঘাসের ওপর। কিন্তু ফুট খানেক নিচে, নরম বালিতে দাঁড়িয়ে রইল র‍্যাল্‌ফ ও পিগি। জ্যাক মুহূর্তের জন্যে উপেক্ষা করল ওদের, রঙের মুখোশ পরা মুখটা নিচু করে তাকাল বসে থাকা ছেলেদের দিকে। তারপর বর্শাটা ওদের দিকে ঘুরিয়ে বলল,

'বলো, কারা আমার দলে যোগ দিতে যাচ্ছ?'

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে হোঁচট খেল র‍্যাল্‌ফ। অমনি ছেলেরা ক'জন ফিরল ওর দিকে।

'আমি তোমাদের খাবার দিয়েছি', বলল জ্যাক। 'এবং আমার শিকারিরা সেই জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করবে তোমাদের। বলো, কে যোগ দেবে আমার দলে?'

'আমি তোমাদের প্রধান', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'কারণ তোমরা আমাকে বেছে নিয়েছ। আমরা সবাই মিলে আগুনটা যাতে নিভে না যায় সেজন্য যত্ন নিয়েছি। অথচ এখন তোমরা খাবারের পেছনে ছুটছ—'

'আর তুমি তো ছুটছ তোমার জন্যে!' চিৎকার করল জ্যাক। 'তোমার হাতের ওই হাড়টার দিকে তাকাও!'

লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ।

'আমি তো বলেছিই তোমরা শিকারি। এটাই তোমাদের কাজ।'

জ্যাক আবারো র‍্যাল্‌ফকে পাত্তা না দিয়ে বলল,

'বলো, কারা আমার দলে যোগ দেবে এবং মজা করবে?'

'আমি কিন্তু প্রধান', দুর্বল কণ্ঠে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'আগুনের ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ তোমরা? আর শাঁখটা রয়েছে আমার কাছে—'

'ওটা এখন সঙ্গে নেই তোমার', অবজ্ঞাভরে বলল জ্যাক। 'ফেলে এসেছ পেছনে। দেখ, কে চালাক? তা ছাড়া দ্বীপের এই প্রান্তে শাঁখটার কোনো মূল্য নেই—'

সহসা বাজ পড়ল কড়-কড়-কড়াৎ! ভোঁতা শব্দে বিদীর্ণ না হয়ে বেশ জোরেশোরেই ঘটল বজ্রের এই বিস্ফোরণ।

'শাঁখটার মূল্য এখানেও রয়েছে', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'শুধু এখানে কেন, দ্বীপের সবখানেই শাঁখটার সমান মূল্য রয়েছে।'

'তা হলে এখন তুমি কী করতে চাইছ শুনি?'

সারিবদ্ধ ছেলেদের তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করল র‍্যাল্‌ফ। কারো চেহারায় কোনো সাহায্যের আভাস নেই। দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ, মনে মনে দ্বিধাগ্রস্ত ও, গায়ে রীতিমতো ঘাম ছুটে গেছে। পিগি ওর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'আগুনের কথা বলো। আগুন মানে—উদ্ধার।'

'কে যোগ দেবে আমার দলে?' আবার শুধোল জ্যাক।

'আমি দেব।' বলল একজন।

'আমি।'

'আমি দেব।'

এভাবে বেশ সাড়া পেল জ্যাক।

'শাঁখটা বাজাব আমি', রুদ্ধশ্বাসে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'এবং একটা সভা ডাকব।'

'আমরা এখন থেকে শুনতে পাব না শাঁখের শব্দ।' বলে উঠল এক ছেলে।

র‍্যাল্‌ফের কবজি ধরে পিগি বলল, 'বাদ দাও। অযথা একটা ফ্যাসাদ বাধতে যাচ্ছে। যথেষ্ট মাংস পেয়েছি আমরা, আর খেতে হবে না।'

বনের ওপাশে তীব্র আলোর ঝলকানি দেখা গেল একটা, পর মুহূর্তে সশব্দে বাজ পড়ল আবার। ভয় পেয়ে কান্না জুড়ে দিল এক পিচ্চি। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল, ওদের গায়ে এই ফোঁটাগুলো পড়ামাত্র একেকজন একেকভাবে বিরক্তি প্রকাশ করল।

'ঝড় হতে যাচ্ছে', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'এবং এখানে আসার পর যেরকম বৃষ্টি হয়েছিল, সেরকম বৃষ্টি নামবে আকাশ ভেঙে। বলো এখন, কে বেশি চালাক? কোথায় তোমার আশ্রয়? এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিচ্ছ তুমি?

শিকারিরা অস্বস্তি নিয়ে তাকাল আকাশের দিকে, গুটিসুটি মেরে বৃষ্টির ফোঁটা থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা করছে ওরা। অস্থিরতার একটা ঢেউ তোলপাড় করে বেড়াতে লাগল ওদের

মাঝে। সামান্য একটা আশ্রয়ের জন্যে এদিক-সেদিক লক্ষ্যহীনভাবে ছুটোছুটি করতে লাগল সবাই। আকাশে বিজলির চমক আগের চেয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বিকট শব্দে বাজ পড়তে লাগল—যা কোনোরকমে সহ্য করার মতো। ছোটরা ছুটোছুটি করছে এলোপাতাড়ি, সেইসঙ্গে চিৎকার করছে ভয়ে।

জ্যাক লাফিয়ে নামল বালিতে।

সবাইকে আমন্ত্রণ জানাল, 'চল নাচি আমরা! এস! নাচি!'

ঘন বালিতে কোনোরকমে তাল সামলে জ্যাক ছুটল আগুনের ওপাশে, পাথরের খোলা চাতালের দিকে। বিজলির ঘন ঘন চমকের মাঝে কালো এবং ভয়ঙ্কর লাগছে আকাশ। ছেলেরা হইচই করতে করতে পিছু নিল জ্যাকের। শূকর সাজল রজার। ঘোঁৎঘোঁৎ করে তেড়ে এল জ্যাকের দিকে, জ্যাক পাশ কাটাল ওকে। শিকারিরা তুলে নিল তাদের বর্শা, পাচকেরা নিল কাঠের শলাকা, বাকিরা গদা হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল জ্বালানি কাঠ। রজার যখন শূকরের মতো ভঙ্গি করে ভয় দেখাল, ভোঁদৌড় দিল ছোটরা, লাফিয়ে পড়ল বৃত্তের বাইরে। বিক্ষুব্ধ আকাশের হুমকির নিচে দাঁড়িয়ে পিগি আর র‍্যাল্‌ফেরও ইচ্ছে হল এই উন্মাদনায় অংশ নিতে, তা ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তাও খানিকটা কাজ করল এখানে। পরস্পরের পিঠে হাত রেখে বৃত্তের বেড়া তৈরি করেছে ছেলেরা, এই বাদামি পিঠগুলো স্পর্শ করে খুশি হল দু জন। ওদের বেড়ার এই বুননিতে রয়েছে সন্ত্রাস, এবং এর মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে ওরা।

'জন্তুটাকে মার! গলাটাকে ফাড়! রক্ত ছুটিয়ে দাও!'

প্রাথমিক উত্তেজনার ধকল কাটিয়ে ওঠার পর স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে এল ওদের সুরে, একটি নাড়ির ছন্দময় স্পন্দনের মতো ওঠানামা করতে লাগল এই সুর। এদিকে মাঝখানে বিপত্তি ঘটাল রজার। শিকার হতে আর রাজি নয় সে। শূকর থেকে বনে গেল শিকারি। ফলে বৃত্তের মাঝখানটা হয়ে গেল ফাঁকা। এদিকে ছোটরা ক'জন মিলে আলাদা একটা বৃত্ত তৈরি করেছে নিজেদের মতো। ছন্দময় সুরের সাথে তাল মিলিয়ে বারবার ঘুরতে লাগল এই বৃত্তগুলো। যেন এই পুনরাবর্তনের মাঝেই অর্জিত হবে ওদের নিরাপত্তা। এই যে ওদের সুরের স্পন্দন, তালে তালে পা ফেলা, সবই উৎসারিত হচ্ছে একটি মাত্র উৎস থেকে।

একটা আঁকাবাঁকা নীলচে-সাদা রেখা ত্বরিত চিরে দিল কালো আকাশটাকে। পর মুহূর্তে বাজের বিকট শব্দ বিশাল এক চাবুকের মতো আঘাত করল ওদের। বেদনার দ্যোতনা ছড়াল সবার ছন্দময় সুরে।

'জন্তুটাকে মার ! গলাটাকে ফাড়। রক্ত ছুটিয়ে দাও!'

এখন সন্ত্রাসের বাইরে আরেকটা আকাঙ্ক্ষা চাগিয়ে উঠেছে ওদের। গভীর, জরুরি এবং অন্ধ একটা আকাঙ্ক্ষা।

'জন্তুটাকে মার ! গলাটাকে ফাড়! রক্ত ছুটিয়ে দাও!'

আবার নীলচে-সাদা রেখা আঁকাবাঁকা দাগ কাটল আকাশে এবং গন্ধকের পোড়া গন্ধ ছড়ানো বিস্ফোরণ নেমে এল নিচে। ছোটরা চিৎকার দিতে দিতে এলোপাতাড়ি ছুটল, বনের ধার থেকে দ্রুত পালিয়ে যেতে লাগল ওরা, এবং ওদের একজন হুড়মুড়িয়ে এসে ভেঙে দিল বড়দের বৃত্ত। আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে সে।

'ঠেকাও ওটাকে! ঠেকাও!'

ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচাল পিচ্চিটা।

বৃত্তটা নিমেষে অশ্বখুরের আকৃতি নিল, খুলে গেল একদিকে। বন থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে একটা জিনিস। জিনিসটা অস্পষ্ট, অনিশ্চিত তার লক্ষ্য। সবাই এত

জোরে গলা ফাটাচ্ছে, জন্তুটার কাছে রীতিমতো একটা যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়াল এই চিৎকার। জন্তুটা টলতে টলতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল অশ্বখুরের বেষ্টনীতে। সবাই এখন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে চলেছে :

'জন্তুটাকে মার! গলাটাকে ফাড় ! রক্ত ছুটিয়ে দাও !'

আকাশে আছেই নীলচে–সাদা রেখার আঁকিবুঁকি, অসহনীয় হয়ে উঠেছে বাজের কড়–কড়। জন্তুরূপী সাইমন চিৎকারে করে বলতে চাইছে পাহাড়ে দেখে আসা মরা মানুষটার ব্যাপারে, কিন্তু কে শোনে কার কথা ? বুনো উন্মাদনা পেয়ে বসেছে ওদের। সবাই একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে :

'জন্তুটাকে মার! গলাটাকে ফাড়! রক্ত ছুটিয়ে দাও !'

হাতের লাঠিগুলো ফেলে দিল ওরা, হুড়মুড়িয়ে বন্ধ করে দিল বৃত্তের মুখ, চিৎকার করতে লাগল বুনো উত্তেজনায়। জন্তুটা এখন বৃত্তের ঠিক মাঝখানে, ভর করে আছে দুই হাঁটুতে, হাত দুটো ভাঁজ করে রেখেছে মুখের ওপর। ওদের এই অশ্লীল চিৎকার ছাপিয়ে পাহাড়ের ওই মৃতদেহটার ব্যাপারে বলার জন্যে চিৎকার করছে জন্তুটা। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে সামনে এগোনোর চেষ্টা করল জন্তুটা, বৃত্ত ভেঙে পাথরের খাড়া প্রান্ত ডিঙিয়ে পড়ল গিয়ে নিচে, পানির ধারে বালির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল নিচে, জমা হল গিয়ে পাথরের ওপর, তারপর লাফিয়ে পড়ল জন্তুটার গায়ে। আদিম উল্লাসে চিৎকার করতে করতে আক্রমণ চালাল ওরা। আঘাতের পর আঘাত চলতে লাগল, কামড়ের পর কামড়, আঁচড়ের পর আঁচড়। তারপর আর কোনো হইচই নেই, জন্তুটারও সাড়া নেই, শুধু উন্মত্ত ছেলেদের দাঁত আর নখ চালানোর শব্দ শোনা যেতে লাগল।

মেঘের দুয়ার হাট করে খুলে গেল এবার, ঝেঁপে বৃষ্টি নামল জলপ্রপাতের মতো। পাহাড়–চুড়ো থেকে তীব্র বেগে ঢল নামল পানির, পাতা এবং ডালপালা ঝরে পড়তে লাগল গাছগাছালি থেকে, বালির ওপর আক্রমণরত ছেলেদের জটলায় শীতল বর্ষণ হয়ে ঝরতে লাগল পানি। জটলাটা ভেঙে গেল এবার। পরিশ্রান্ত কায়াগুলো ছড়িয়ে পড়ল একে একে। শুধু সেই জন্তুটা অনড় হয়ে রইল সাগর থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। এই তুমুল বৃষ্টির ভেতরেও ওরা দেখতে পেল কত ছোট এক জন্তু ওটা ; ইতোমধ্যে ওটার রক্ত রাঙিয়ে তুলতে শুরু করেছে বালি।

ঝড়ো বাতাস বইছে বৃষ্টির দিক থেকে, বনের গাছগুলো থেকে ছর্‌ছর্‌ করে নামছে পানি। পাহাড়–চুড়োয় সেই প্যারাশুটটা ভরে গেল বাতাসে এবং নড়ে উঠল ; প্যারাশুটে আটকে থাকা শরীরটাও হড়কে গেল বাতাসের টানে, খাড়া হল দু পায়ের ওপর, পাঁই করে ঘুরল, তারপর ওটা দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল ভেজা বাতাসের প্রাচুর্যের ভেতর দিয়ে। উঁচু গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে জবুথবু পা দুটো নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে চলল শরীরটা ; নামছে ওটা, এখনো নামছে, চলে যাচ্ছে সৈকতের দিকে। ছেলেরা কিম্ভূত এই জিনিসটা দেখে ভীষণ ভড়কে গেল। অন্ধকারে চিৎকার দিয়ে ছুটতে শুরু করল ওরা। প্যারাশুটটা শরীরটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল আরো সামনে, লেগুনের ওপর দিয়ে যেতে যেতে ওটা দুম্‌ করে বাড়ি খেল প্রবাল প্রাচীরের মাথায়, তারপর বেরিয়ে পড়ল খোলা সাগরে।

মাঝরাতের দিকে থেমে গেল বৃষ্টি এবং মেঘগুলো গেল সরে। আকাশ জুড়ে আবার ছড়িয়ে পড়ল অজস্র তারার প্রদীপ। তারপর বাতাসটা মরে গিয়ে সুনসান হয়ে গেল চারদিক। বিভিন্ন ফাটল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় এবং সরু ধারায় গড়িয়ে পড়া পানির শব্দ ছাড়া আর কোনো

শব্দ নেই কোথাও। গাছের পাতাগুলো থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ে ধুয়ে দিচ্ছে দ্বীপের বাদামি মাটি। আবহাওয়া ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে এবং পরিষ্কার ; এবং ঠিক এ মুহূর্তে পানির শব্দটাও থেমে গেছে। জন্তুটা এখন জবুথবু হয়ে পড়ে আছে বিবর্ণ সৈকতে, তার গা থেকে একটু একটু করে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

লেগুনের প্রান্তরেখায় এখন তৈরি হয়েছে ঢেউ-খেলানো বিনম্র আলো। জোয়ারের প্রবল ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ তীরের দিকে এগোচ্ছে এ দীপ্তিরেখা। লেগুনের স্বচ্ছ পানিতে প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে পরিষ্কার আকাশের, সেই প্রতিবিম্বে জ্বলজ্বল করছে কৌণিক তারকারাজি। অনুপ্রভার রেখা ফুলেফেঁপে এগিয়ে এসে স্পর্শ করছে বালুকণা এবং ছোট ছোট নুড়িগুলোকে ; স্পর্শ করামাত্র প্রতিটি কণা এবং পাথরে টোল পড়ছে পানির, তৈরি হচ্ছে টান, তার পর সেগুলোকে ভেতরের দিকে আচমকা টেনে নিচ্ছে নিঃশব্দে এবং আবার এগোচ্ছে অনুপ্রভা।

তীর বরাবর অগভীর যে স্বচ্ছ পানি এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, গায়ে চাঁদের আলো মাখা জ্বলজ্বলে চোখের অদ্ভুত জীবে পরিপূর্ণ সেই পানি। এখানে-সেখানে বড় সাইজের নুড়িগুলো পানির তোড় উপেক্ষা করে অটল রয়েছে নিজেদের শক্তিতে, চাঁদের আলোতে মুক্তোর প্রলেপের মতো লাগছে নুড়িগুলোর ভেজা গা। বৃষ্টির ফোঁটা অগণিত খুদে গর্তে ভরিয়ে ফেলেছে সৈকতের বালি। জোয়ারের পানি এসে সেই গর্তগুলোকে মসৃণ করে দিচ্ছে রুপোর স্তরের মতো। পানিটা এখন এই প্রথম স্পর্শ করল বিধ্বস্ত শরীরটা থেকে চুইয়ে নামা রক্তের ধারা। অদ্ভুত সেই জীবগুলো পানির শেষপ্রান্তে জড়ো হয়ে তৈরি করল সঞ্চরমাণ এক টুকরো আলো। জোয়ারের পানি আবার ফুঁসে উঠল এবং সাইমনের এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলোকে সুবিন্যস্ত করে ঔজ্জ্বল্য এনে দিল। ওর গালের কুঞ্চন ঝিলিক দিচ্ছে রুপোর মতো, ওর কাঁধের বাঁকটাকে মনে হচ্ছে খোদাই করা মার্বেল। অদ্ভুত সেই পরিচারক জীবেরা ওদের জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে ঘুরঘুর করছে সাইমনের মাথার চারপাশে। বালি থেকে এক ইঞ্চির ভগ্নাংশ পরিমাণ উঁচুতে উঠল সাইমনের শরীর, টুব্ করে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা বাতাসের বুদ্বুদ। তারপর শরীরটা মৃদুভাবে চলে যেতে লাগল পানির দিকে।

এই পৃথিবীর অন্ধকার সীমারেখার ওপরে কোথাও টান চলছে সূর্য আর চন্দ্রের ; এবং সেই টান ধরে রেখেছে পৃথিবী নামের এই গ্রহটির পানির স্তর। এখন পৃথিবীর মূল ভূখণ্ড নিজস্ব নিয়মে ঘুরছে, আর পানিটা একটু ফুঁসে উঠছে একদিকে। জোয়ারের বিশাল ঢেউ আবার ছুটে এল দ্বীপের দিকে এবং তুলে নিল সাইমনের নিষ্প্রাণ দেহ। সেই শরীরটাকে আলতো করে ঝালরের মতো ঘিরে ধরল কৌতূহলী জ্বলজ্বলে জীবগুলো, আকাশের অদম্য তারকারাজির নিচে ফুটে উঠল একটা রুপোর কাঠামো, তারপর খোলা সাগরের দিকে ছুটে গেল সাইমনের মৃত শরীর।

দশ
শাঁখ এবং চশমা

পিগি সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল আগুয়ান কায়াটার দিকে। আজকাল মাঝে মধ্যে যখন সে চশমাটা খুলে নিয়ে একমাত্র লেন্সটা অন্য চোখে ধরে, আরো ভালো করে দেখতে পায়। কিন্তু এভাবে ভালো করে দেখেও ফলটা দাঁড়াল কি, র‍্যাল্‌ফ সেই নির্ভুলভাবে র‍্যাল্‌ফই রয়ে গেল। অন্য কাউকে দেখতে পেল না পিগি। র‍্যাল্‌ফ এখন আসছে নারকেল বাগান থেকে। খোঁড়াচ্ছে ও, ধুলোময়লা লেগে আছে শরীরে, মরা পাতা ঝুলছে ওর চুলের জট থেকে। একটা গাল ফুলে ওঠায় সরু একটা ফাটল হয়ে গেছে এক চোখে এবং ওর ডান হাঁটুতে বেশ বড়সড় একটা ঘা। মুহূর্তেক থেমে উঁকিঝুঁকি মেরে মঞ্চের কায়াটাকে দেখে নিল র‍্যাল্‌ফ। তারপর উঁচু গলায় বলল, 'কে, পিগি ? তুমিই তা হলে একমাত্র রয়ে গেলে ?'

'না, ছোটরাও আছে ক'জন।'

'ওদের কথা ছাড়। বড়রা আর কেউ নেই ?'

'ও, হ্যাঁ—স্যাম আর এরিক আছে। কাঠ কুড়োতে গেছে ওরা।'

'আর কেউ নেই ?'

'আমার জানামতে—নেই।'

সাবধানে মঞ্চে উঠে এল র‍্যাল্‌ফ। যেখানে নিয়মিত সভা বসত, সেখানে এখনো গজাতে পারে নি রুক্ষ ঘাসগুলো। পলকা সাদা শাঁখটা এখনো দীপ্তি ছড়াচ্ছে মসৃণ আসনটার পাশে। শাঁখ এবং দলনেতার আসনটার মুখোমুখি হয়ে র‍্যাল্‌ফ বসে পড়ল ঘাসের ওপর। পিগি এসে হাঁটু গেড়ে বসল ওর বাঁ পাশে। দীর্ঘ এক মিনিট নীরব রইল ওরা।

অবশেষে র‍্যাল্‌ফ ওর গলা পরিষ্কার করে ফিস্‌ফিসিয়ে কিছু একটা বলল।

পিগি পাল্টা ফিস্‌ফিস্ করে জানতে চাইল, 'কী বলছ তুমি ?'

র‍্যাল্‌ফ এবার জোরেশোরেই বলল, 'সাইমন।'

পিগি বলল না কিছু, তবে মাথা নাড়ল গম্ভীরভাবে।

একঠায় বসেই রইল ওরা, দুর্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল দলনেতার আসন এবং রোদ ঝিল্‌মিল লেগুনের দিকে। ওদের মলিন শরীরে খেলা করতে লাগল তালতলার সবুজ আলো এবং রোদের ঝলমলে ছোপগুলো।

শেষমেশ উঠে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফ। এগিয়ে গেল শাঁখটার দিকে। শাঁখটা সযত্নে দু হাতে তুলে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল ও, হেলান দিল গুঁড়ির সাথে।

'পিগি।'

'উঁম্!'

'এখন কী করব আমরা ?'

পিগি শাঁখটা দেখিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'বাজাতে পার—'

'একটা সভা ডাকব ?'

বলেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে উঠল র‍্যাল্‌ফ। পিগি ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি কিন্তু এখনো প্রধান।'

আবারো হো-হো করল র‍্যাল্‌ফ।

'তুমি এখনো আছ আমাদের ওপরে।' জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করল পিগি।

'শাঁখটা দেখ আমার হাতে।'

সভায় শাঁখ হাতে কথা বলার সময় অন্য কেউ বাগড়া দিতে চাইলে ঠিক এভাবে বলত ওরা। কিন্তু র‍্যাল্‌ফ এখন বলল টিটকিরির সুরে।

'র‍্যাল্‌ফ ! ওভাবে আর হেসো না তো। দেখ, অন্যেরা কী ভাবছে না ভাবছে, সেটা দেখার তো কোনো প্রয়োজন নেই।'

র‍্যাল্‌ফ থামল শেষে। শরীরে কাঁপন শুরু হয়েছে ওর।

'পিগি।'

'উঁম্ ?'

'ওটা ছিল সাইমন।'

'এর আগেও বলেছ তুমি।'

'পিগি।'

'উঁম্ ?'

'ওটা একটা পরিষ্কার খুন।'

'তুমি থাম তো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাল পিগি। 'এসব বলে লাভটা কী শুনি ?'

লাফ দিয়ে দু পায়ে দাঁড়িয়ে গেল পিগি, র‍্যাল্‌ফের দিকে ঝুঁকে বলল, 'তখন অন্ধকার ছিল। উন্মত্তের মতো নাচছিল সবাই। বিজলি, বজ্রপাত আর বৃষ্টি ছিল। ভড়কে গিয়েছিলাম আমরা !'

'আমি ভয় পাই নি', ধীর কণ্ঠ র‍্যাল্‌ফের। 'আমি যে তখন—আমি জানি না তখন কী হয়ে গিয়েছিলাম।'

'আমরা ভয় পেয়েছিলাম!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল পিগি। 'তখন যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারত। এটা তা নয়—তুমি যা বলছ।'

ব্যাপারটাকে একটা সূত্রে ফেলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাল পিগি, তার অঙ্গভঙ্গিতে প্রকটভাবে ফুটে উঠল সেটা।

'আহ্, পিগি!'

র‍্যাল্‌ফের আহত নিচু স্বর থামিয়ে দিল পিগির কসরত। কুঁজো হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পিগি। শাঁখটা হাতের ওপর রেখে এদিক-ওদিক দুলতে লাগল র‍্যাল্‌ফ।

করুণ সুরে বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না, পিগি ? যে কাজটা আমরা করেছি—'

'ও হয়তোবা এখনো—'

'না।'

'সম্ভবত নিছক অভিনয় করছিল সে—'

র‍্যাল্‌ফের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ মেরে গেল পিগি।

র‍্যাল্‌ফ বলল, 'তুমি তো বাইরে ছিলে। বৃত্তের বাইরে। তুমি আদৌ কখনো ভেতরে আস নি। তুমি দেখ নি, আমরা—মানে ওরা কী জঘন্য কাণ্ড করেছে ?'

ঘৃণা এবং একইসঙ্গে একটা ব্যাকুলতা ফুটে উঠল র‍্যাল্‌ফের উত্তেজিত কণ্ঠে।

বলল, 'তুমি দেখ নি, পিগি ?'

'না, পুরোটা ভালো করে দেখি নি। বলতে গেলে, আমার তো মাত্র একটা চোখ এখন। তোমার তো এটা জানা আছে, র‍্যাল্‌ফ।'

এখনো এদিক-ওদিক দুলছে র‍্যাল্‌ফ।

'এটা আসলে একটা দুর্ঘটনা', সহসা বলে উঠল পিগি। 'এটাই আসল কথা। একটা দুর্ঘটনা।' তার কণ্ঠ আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'অন্ধকারে ওভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এগোনোটা মোটেও ঠিক হয় নি ওর। বড় চঞ্চল প্রকৃতির ও। ওকে বলাও হয়েছে এ ব্যাপারে।'

এবার আরো বেশি করে হাত নাড়ল পিগি।

'এটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনা।'

'তুমি দেখ নি', একই সুরে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'কী করেছে ওরা—'

'দেখ, র‍্যাল্‌ফ। আমাদের এটা ভুলে যেতে হবে। এ নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই, বুঝতে পেরেছ ?'

'আমি ভয় পেয়েছি', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'আমাদেরকেই ভয় পাচ্ছি আমি। আমি বাড়ি যেতে চাই। ওহ্ ঈশ্বর, বাড়ি যাব আমি!'

'এটা একটা দুর্ঘটনা', একগুঁয়ে কণ্ঠ পিগির। 'এবং এটাই আসল কথা।'

র‍্যাল্‌ফের অনাবৃত কাঁধে হাত রাখল পিগি, র‍্যাল্‌ফ কেঁপে উঠল মানুষের স্পর্শে।

'আর দেখ, র‍্যাল্‌ফ', চকিতে চারপাশটা একবার দেখে নিল পিগি, তারপর ঝুঁকে আরেকটু ঘনিষ্ঠ হল র‍্যাল্‌ফের। বলল, 'আমরা যে ওই নাচে ছিলাম, কাউকে বলে দিও না যেন। স্যাম আর এরিককেও না।'

'কিন্তু আমরা ছিলাম ! আমরা সবাই ছিলাম !'

পিগি মাথা নেড়ে বলল,

'শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই ছিলাম না। অন্ধকারে ওরা ভালো করে দেখে নি অবিশ্যি। তুমিই তো বললে, বৃত্তের বাইরে ছিলাম আমি—'

'আমিও তাই', বিড়বিড়িয়ে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'আমিও তো ছিলাম বাইরে।'

পিগি মাথা নেড়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বলল,

'ঠিকই বলেছ। বাইরে ছিলাম আমরা। আমরা কখনোই কিছু করি নি, কখনোই কিছু দেখি নি। '

পিগি একটু থেমে আবার বলে উঠল,

'আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে চলব, আমরা এই চারজন—'

'মাত্র চারজন। আগুনটাকে জ্যান্ত রাখার জন্যে মোটেও যথেষ্ট নই আমরা এই ক'জন।'

'চেষ্টা তো করব, নাকি ? আগুনটা জ্বেলেছি আমি।'

স্যাম-এরিক মিলে বিশাল এক লগ টানতে টানতে নিয়ে এল বন থেকে। আগুনের পাশে ধপাস্ করে গুঁড়িটা ফেলে পুকুরের দিকে ঘুরল ওরা। র‍্যাল্‌ফ দাঁড়িয়ে গেল ঝট্ করে।

'এই যে, দু ভাই!' ডাকল র‍্যাল্‌ফ।

মুহূর্তের জন্যে থামল দু ভাই, তারপর হাঁটতে লাগল আবার।

'ওরা গোসলে যাচ্ছে, র‍্যাল্‌ফ।'

'যেতে দেওয়াই ভালো।'

র‍্যাল্‌ফকে দেখে ভীষণ অবাক যমজ দু ভাই। লজ্জায় লাল হল ওরা, পিছন ফিরে বলল, 'আরে—র‍্যাল্‌ফ যে ! বড় ভালো লাগছে তোমাকে দেখে!'

দু ভাই মিলে পালা করে বলে যেতে লাগল :

'এইমাত্র বনে গিয়েছিলাম আমরা—'

'—আগুনের জন্যে কাঠ আনতে গিয়েছিলাম—'

'—কাল রাতে চলে এসেছি আমরা।'

র‍্যাল্‌ফ ওর পায়ের আঙুলগুলো পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'তোমরা চলে এসেছ ...'

পিগি কাচ পরিষ্কার করছে চশমার।

র‍্যাল্‌ফ কথা শেষ করার আগেই স্যাম রুদ্ধনিশ্বাসে বলে উঠল, 'খাওয়ার পর এসেছি আমরা।'

এরিক মাথা নেড়ে সায় দিল ভাইয়ের কথায়, 'হ্যাঁ, খাওয়ার পর।'

'আমরা আগেভাগেই চলে এসেছি', দ্রুত বলল পিগি। 'কারণ ক্লান্ত ছিলাম আমরা।'

'এজন্যেই চলে এসেছি—'

'—বেশ আগেভাগে—'

'—ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম আমরা।'

কপালের একটা আঁচড়ে হাত রাখল স্যাম, পরমুহূর্তে হাতটা সরিয়ে নিল দ্রুত। এরিক আঙুল রাখল ওর চেরা ঠোঁটের ওপর।

'হ্যাঁ, বড্ড ক্লান্ত ছিলাম আমরা', স্যাম একই কথা বলল আবার, 'এজন্যেই শিগগির চলে এসেছি। এসে ভালোই হয়েছে—'

একটা জিনিস জানা আছে সবার, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছে না। এই অব্যক্ত কথাই ভারী করে তুলেছে পরিবেশ। কোমর দুলিয়ে পাক দিল স্যাম এবং ওর মুখ থেকে গুলির মতো বেরিয়ে এল অশ্লীল শব্দ, '—নাচবে ?'

রাতের যে আদিম নৃত্যে ওরা কেউ যোগ দেয় নি বলে দাবি করছে, সেই নাচের রোমহর্ষক স্মৃতি প্রচণ্ড আলোড়ন তুলল চারজনের ভেতর। ওরা তবু বলতে লাগল,

'আগেভাগেই চলে এসেছি আমরা। '

যে ভূমি পাথরের দুর্গটাকে মূল ভূখণ্ডের সাথে জোড়া লাগিয়েছে, সেই জায়গাটার মুখে এসে মোটেও ভড়কাল না রজার। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সৎসাহস আছে ওর। ভয়াল সেই রাতে উপলব্ধি করতে পেরেছে ও, এই দ্বীপের যাবতীয় আতঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দলের অন্তত কিছু সদস্যের নিরাপদ জায়গায় থাকা উচিত।

উঁচুতে, যেখানে ছোট ছোট চুড়ো মিলে পরস্পর ভারসাম্য বজায় রেখেছে, সেখান থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ কণ্ঠ,

'থাম! কে যায় ওখানে ?'

'আমি, রজার।'

'এগোও, বন্ধু।'

এগোল রজার। বলল, 'তুমি তো দিব্যি দেখতে পাচ্ছ আমাকে।'

জবাব এল, 'আমাদের দলনেতা বলেছে, এখানে যে আসবে, তাকেই চ্যালেঞ্জ করতে হবে আমাদের।'

রজার ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু আমি যদি আসতে চাই, তুমি তো থামাতে পারবে না আমাকে।

'পারব না! উঠে এসে দেখ।'

রজার চার হাত-পা ব্যবহার করে কষ্টেসৃষ্টে উঠে গেল মইয়ের মতো খাড়া দুরারোহ প্রাচীরে।

'এদিকে তাকাও।' বলল রবার্ট।

সবচেয়ে উঁচুতে যে পাথরটা রয়েছে, সেটার নিচে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে গাছের একটা গুঁড়ি, আরেকটা গোঁজা হয়েছে হাতলের মতো করে। এই হাতলের ওপর আলতো করে ঝুঁকে চাপ দিল রবার্ট, অমনি গড়্‌গড়্‌ করে উঠল পাথরটা। পুরো শক্তি খাটালে পাথরটা ভীম বেগে গিয়ে পড়বে জায়গাটার গলার কাছে। রজার প্রশংসা করল জ্যাকের,

'সে-ই আসলে প্রকৃত দলনেতা, কী বলো?'

রবার্ট মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল,

'আরে সে-ই তো আমাদের শিকারে নিয়ে যাচ্ছে।'

দূরের ছাউনিগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রজার, সেখানে সুতোর মতো একটা সাদা ধোঁয়ার রেখা পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে। খাড়া প্রাচীরটার একদম কিনারে বসে রজার, বিরস মুখে পেছন ফিরে দেখছে দ্বীপটাকে, আর আনমনে আঙুল চালাচ্ছে একটা নড়বড়ে দাঁতে। ঘুরেফিরে রজারের দৃষ্টি গিয়ে স্থির হল দূরের পাহাড়-চুড়োয়, এবং না বলা যে বিষয়টা তড়পাচ্ছিল দু জনের মনে, রবার্ট পাল্টে দিল সেই প্রসঙ্গ।

বলল, 'জ্যাক আজ পিট্টি লাগাবে উইলফ্রেডকে।'

'কী জন্যে?' শুধোল রজার।

রবার্ট সংশয়ের সাথে মাথা নেড়ে বলল,

'আমি জানি না। বলে নি সে। তবে জ্যাক খুব রেগেছে এবং আমাদের দিয়ে বেঁধেছে উইলফ্রেডকে। আর, সে তো—' উত্তেজিত কণ্ঠে খিক্‌খিক্‌ করে হাসল রবার্ট, 'কয়েক ঘণ্টা ধরেই তো বাঁধা অবস্থায় আছে সে, অপেক্ষা করছে—'

'কিন্তু ওকে শাস্তি দেওয়ার কারণ আমাদের দলনেতা বলে নি?'

'আমি শুনি নি একবারও।'

প্রখর রোদে প্রকাণ্ড সব পাথরগুলোর ওপর বসে এই খবরটাকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নিল রজার। দাঁতে আঙুল চালানো বাদ দিয়ে বসে রইল নিশ্চুপ, তলিয়ে দেখল এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্তৃপক্ষের সম্ভাবনাগুলো। তার পর আর একটি কথাও না বলে পাথরের পিঠ বেয়ে নামতে লাগল গুহার দিকে, যেখানে রয়েছে দলের বাকি সবাই।

দলনেতা বসে আছে সেখানে, কোমর পর্যন্ত উদোম, সাদা এবং লাল রঙে রঞ্জিত মুখ। দলের বাকি সবাই অর্ধবৃত্তাকারে বসে তার সামনে। সদ্য পিটুনি খাওয়া বাঁধনমুক্ত উইলফ্রেড সশব্দে শ্বাস টানছে মাটিতে পড়ে। রজার গিয়ে গুটিসুটি মারল বাকি সবার সাথে।

'দলনেতা বলল, আগামীকাল আবার শিকারে বেরোব আমরা।'

জ্যাক আদিম সাজে সজ্জিত দলটার দিকে তার বর্শা ঘুরিয়ে বলল,

'তোমরা ক'জন থাকবে গুহাটা ঠিকঠাক করার জন্যে, আর গেটটাও আগলে রাখতে হবে। অল্প ক'জন শিকারি নিয়ে বেরোব আমি এবং মাংস নিয়ে ফিরব। গেটের রক্ষীরা, দেখবে, অনাহূত কেউ যেন ঢুকতে না পারে ভেতরে—'

হাত তুলল দলের এক জংলীমানব, দলনেতা তার কাঠখোট্টা রঙমাখা মুখ ফেরাল সেই দিকে।

'অন্য কেউ আমাদের এখানে ঢুকতে চাইবে কেন, সর্দার ?

সরদার প্রশ্নটার প্রতি আগ্রহ দেখাল ঠিকই, কিন্তু জবাব দিল লেপাপোঁছা।

বলল, 'অন্য কেউ এখানে আসবে আমাদের কাজকর্ম সব ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্যে। কাজেই গেটের প্রহরীরা অবশ্যই সাবধান থাকবে। এবং তারপর—'

একটু থামল দলনেতা। সবাই দেখে, গোলাপি একটা ত্রিভুজ সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, অমনি আবার অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

'—এবং তারপর', আবার শুরু করল দলনেতা। 'সেই জন্তুটা এখানে হানা দেওয়ার চেষ্টা চালাতে পারে। তোমরা মনে করে দেখ, কীভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল ওটা—'

অর্ধবৃত্তটা কেঁপে উঠল এ কথায়, মৃদু কণ্ঠে সমর্থন জানাল সবাই।

'ওটা এসেছিল—ছদ্মবেশে। জন্তুটা আবার আসতে পারে, যদিও আমরা আমাদের শিকার করা শূকরের মাথা দিয়ে এসেছি ওটাকে। কাজেই চোখ রেখো এবং সাবধান থেকো।'

স্ট্যানলি তার একটা বাহু তুলে ধরল একটা পাথরের ওপর থেকে, প্রশ্ন করার ইঙ্গিত নিয়ে খাড়া হয়ে রইল একটা আঙুল।

'বলো, কী তোমার প্রশ্ন ?' জানতে চাইল দলনেতা।

'কিন্তু আমরা কি মারি নি, আমরা মারি নি—?'

কথা শেষ না করে থেমে গেল স্ট্যানলি। অস্বস্তিতে শরীর মোচড়াতে লাগল নিচের দিকে তাকিয়ে।

'না!' কণ্ঠ যেন কেঁপে উঠল জ্যাকের।

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ রইল ওরা। এই নিস্তব্ধতার ভেতর সভার রঙমাখা প্রতিটা বর্বর সঙ্কুচিত হয়ে পিছিয়ে এল যার যার ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে।

'না !' আবার চেঁচাল জ্যাক। 'আমরা কীভাবে মারব ওটাকে—?'

জন্তুর সেই আতঙ্কটা আবার ফিরে এল বর্বরবেশী ছেলেদের মাঝে। ওরা ভেবেছিল জন্তুটা শেষ, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ওটার ফিরে আসার ষোলআনা সম্ভাবনা এখনো আছে। আধা-স্বস্তি, আধা-ভয়, এরকম মিশ্র অনুভূতির ভেতর তালগোল পাকিয়ে ফেলল ওরা। এক ধরনের অস্বস্তি নিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল সবাই।

'জন্তুর ভয় যেহেতু আছে', গম্ভীর কণ্ঠে সমাধান দিল দলনেতা। 'কাজেই পাহাড়ে যাওয়ার চিন্তাটা ছেড়ে দাও সবাই। 'আর যদি কখনো শিকারে যাও, তা হলে শিকারের মাথাটা রেখে আসতে হবে ওটার জন্যে।'

আবার আঙুল খাড়া করল স্ট্যানলি।

বলল, 'আমার ধারণা, জন্তুটা ছদ্মবেশ নিয়ে আছে।'

'সম্ভবত', বলল দলনেতা। ঐশ্বরিক দিব্যদৃষ্টির মতো উপস্থাপিত হল বিষয়টা। 'যে করেই হোক, ওটার আসল রূপের প্রতি নজর রাখতে হবে আমাদের। ওটা কখন কী করে বসে, কিছুই বলা যায় না।'

ব্যাপারটা বিবেচনা করে কেঁপে উঠল ওরা, যেন এক ঝলক দমকা বাতাস এসে ঝাপটা মারল ওদের গায়ে। দলনেতা তার কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

'কিন্তু কালকে আমরা শিকারে যাব', বলল জ্যাক। 'এবং যখন মাংসের ব্যবস্থা হবে, ভোজের উৎসব করব আমরা।'

বিল তার হাত তুলে বলল,

'সর্দার।'

'বলো ?'

'আগুন জ্বালানোর জন্যে কী ব্যবহার করব আমরা ?'

দলনেতার মুখের রক্তিম আভা সাদা এবং লাল কাদার নিচে। সহসা কোনো কথা যোগাল না তার মুখে। দলনেতার এই অনিশ্চিত নীরবতার সুযোগে গুঞ্জন উঠল আবার। দলনেতা এবার হাত তুলে থামাল সবাইকে।

বলল, 'ওদের কাছ থেকে আগুন নিয়ে আসব আমরা। আগামীকাল আমরা শিকার করব এবং মাংস নিয়ে আসব। তবে আজ রাতে বেরোব শুধু দু জনকে নিয়ে। তোমরা কে কে যাবে আমার সঙ্গে ?'

মরিস এবং রজার হাত তুলল।

'মরিস—'

'বলো, সর্দার ?'

'ওদের আগুন কোথায় ?'

'পুরানো জায়গাটার পেছনে, আগুন-পাথরটার পাশে।'

দলনেতা মাথা নেড়ে বলল,

'সূর্য ডোবার পর জলদি জলদি ঘুমিয়ে পড়তে পার তোমরা। কিন্তু মরিস, রজার এবং আমি—এই তিনজনকে কাজে বেরোতে হবে। বেলা ডোবার ঠিক আগ দিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা—'

মরিস হাত তুলে বলল,

'কিন্তু আমরা যদি জন্তুটার মুখোমুখি হয়ে যাই, তখন—'

হাত নেড়ে অবজ্ঞার সাথে মরিসের আপত্তিটাকে একপাশে সরিয়ে দিল দলনেতা।

বলল, 'আমরা তো বনের ধারে যাব না, সব সময় বালির ধারেই থাকব। তার পরেও যদি ওটা আসে, তখন আমরা, আমরা নাচ শুরু করব আবার।'

'মাত্র আমরা তিনজন মিলে ?'

আবার একটা গুঞ্জন উঠে মিলিয়ে গেল সেখানে।

পিগি তার চশমাটা র‍্যাল্‌ফের কাছে দিয়ে আবার দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। কাঠগুলোতে কেমন স্যাঁতসেঁতে একটা ভাব। আর এ নিয়ে তিনবারের মতো আগুন জ্বেলেছে ওরা। পিছনে সরে এসে আপন মনে বলে উঠল র‍্যাল্‌ফ,

আরেকটা রাত আগুন ছাড়া কাটাতে চাই না আমরা।'

সামনে দাঁড়ানো তিনজনের দিকে অপরাধী দৃষ্টিতে তাকাল ও। এই প্রথমবারের মতো আগুনের দ্বিগুণ কাজের তারিফ করল মনে মনে। ধোঁয়ার স্তম্ভ তৈরি করে জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের নির্দিষ্ট কাজটা তো আছেই, তা ছাড়া এখন সুন্দর একখানা উনুন পাওয়া যাচ্ছে, এবং এ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত। কাঠ জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত একটানা ফুঁ দিয়ে গেল এরিক। শেষে বেরিয়ে এল ছোট্ট এক শিখা। সাদা এবং হলদে ধোঁয়ার বড়সড় কুণ্ডলী পাক খেয়ে উঠতে লাগল ওপরে। পিগি ওর চশমাটা ফিরিয়ে নিয়ে হৃষ্টচিত্তে তাকাল ধোঁয়ার দিকে।

‘ইস্, যদি আমরা শুধু একটা রেডিও বানাতে পারতাম!’ আফসোস করল পিগি।

‘কিংবা একটা বিমান—’ বলল যমজ ভাইদের একজন।

‘—কিংবা একটা নৌকো!’ যোগ করল আরেকজন।

র‍্যাল্‌ফ দুনিয়া সম্পর্কে ওর ঝাপসা জ্ঞানগম্যি হাতড়ে বলল,

‘আমরা কিন্তু লাল ফৌজদের হাতে বন্দি হতে পারি!’

এরিক ওর চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল,

‘তারাও অনেক ভালো—’

‘কাদের চেয়ে ভালো—’

মুখ ফুটে কথাটা বলল না এরিক। তবে স্যাম সৈকত বরাবর বিশেষ ইঙ্গিত করে বাক্যটা শেষ করে দিল।

র‍্যাল্‌ফের মনে পড়ে গেল প্যারাশুটের সেই জবুথবু কায়াটার কথা।

‘একটা মানুষের ব্যাপারে কিছু বলছিল ও—’ এ কথা বলে ধরা পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। সে রাতের সেই আদিম নৃত্যে যে ও-ও ছিল, ওর এ কথাই তার স্বীকারোক্তি। বেদনার রঙে রক্তিম হয়ে গেল র‍্যাল্‌ফের চেহারা।

ধোঁয়ার দিকে ব্যগ্র একটা ভাব নিয়ে ছুটে এল র‍্যাল্‌ফ।

ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, ‘থামিস না, বাবা—উঠে যা !’

‘ধোঁয়াটা ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে’, বলল পিগি।

‘আমাদের আরো কাঠ আনতে হবে, এমনকি ভেজা হলেও।’

‘কিন্তু আমার যে অ্যাসমা—’

কোনোরকম সহানুভূতি পেল না পিগি। বরং যন্ত্রের মতো নিষ্প্রাণ কণ্ঠে জবাব এল,

‘গোল্লায় যাক তোমার অ্যাস-মার!’

‘আমি যদি কাঠের গুঁড়ি টানাটানি করি’, কাতর কণ্ঠ পিগির, ‘তা হলে আমার অ্যাসমার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে। কাজেই আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না, র‍্যাল্‌ফ, কিন্তু এরপরেও যদি দরকার হয়—’

পিগিকে রেখে বাকি তিনজন চলে গেল বনে। দু হাতে ভরে পাঁচা কাঠ নিয়ে ফিরে এল ওরা। আবারো ধোঁয়া উঠতে লাগল, হল্‌দে ঘন ধোঁয়া।

‘আমাদের কিছু খাওয়া দরকার।’ প্রস্তাব করল র‍্যাল্‌ফ।

চারজন একসঙ্গে এগোল ফলগাছগুলোর দিকে। সাথে নিয়ে গেল যার যার বর্শা, হাপুস-হুপুস করে খেয়ে নিল পেটুকের মতো। পেট পুরে খেয়ে যখন ওরা বন থেকে বেরিয়ে এল, সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন, আগুনের ওখানে আছে শুধু গনগনে কয়লা, ধোঁয়ার বালাই নেই।

‘আমি আর কাঠ বয়ে আনতে পারছি না’, বলল এরিক। ‘হাঁপ ধরে গেছে আমার।’

র‍্যাল্‌ফ গলা পরিষ্কার করে বলল,

‘আমরা কিন্তু পাহাড়ের ওপর আগুন জ্বেলে রেখেছিলাম।’

‘পাহাড়ের ওপর তো আগুনটা ছিল ছোট। কিন্তু এই আগুন বেশ বড়।’

র‍্যাল্‌ফ এক টুকরো কাঠ এনে ছাড়ল আগুনে। তাকিয়ে দেখল ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে গোধূলির আলোতে।

‘আগুনটাকে আমাদের জিইয়ে রাখতে হবে।’ বলল র‍্যাল্‌ফ।

এরিক বসে পড়ল ধপাস করে। বলল, ‘আমি বড্ড ক্লান্ত। তা ছাড়া আগুন জ্বেলে লাভটাই বা কী ?’

‘এরিক!’ আহত কণ্ঠে চেঁচাল র‍্যাল্‌ফ। ‘ওভাবে কথা বলো না!’

স্যাম হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এরিকের পাশে।

ভাইয়ের সাথে সুর মিলিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, বলো—আগুন জ্বেলে লাভটা কী হবে?’

ঘৃণা আর রাগ চিড়বিড়িয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফের ভেতর। আগুন জ্বেলে রাখার ভালো দিকগুলো মনে করার চেষ্টা চালাল ও। আগুন জ্বেলে রাখার লাভ তো অবশ্যই আছে কিছু। কিন্তু মাথায় রাগ চেপে থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়ছে না। খুব ভালো কিছু ফল পাওয়া যাবে এই আগুন জ্বালানোর ফলে।

‘র‍্যাল্‌ফ এ ব্যাপারে যথেষ্ট বলেছে তোমাদের’, ভারিক্কি চালে বলল পিগি। ‘আগুন ছাড়া আর কীভাবে এখান থেকে উদ্ধার পাব আমরা?’

‘অবশ্যই!’ সমর্থন পেয়ে গলায় জোর পেল র‍্যাল্‌ফ। ‘আমরা যদি ধোঁয়া না তৈরি করি—’

ঘনিয়ে আসা সন্ধের আবছা আলোতে তিনজনের সামনে উবু হয়ে বসে আছে র‍্যাল্‌ফ।

‘বুঝতে পারছ না তোমরা?’ বলল র‍্যাল্‌ফ। ‘এই যে তোমরা রেডিও এবং নৌকো কামনা করছ, এসব চেয়ে লাভ কী বলো?’

হাত দুটো বাড়িয়ে মুঠি পাকাল র‍্যাল্‌ফ।

বলল, ‘একমাত্র এই একটা জিনিসের মাধ্যমেই আমরা বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি। যে কেউ শিকার নিয়ে মেতে থাকতে পারে, আমাদের মাংস খাওয়াতে পারে—’

কথাটা শেষ করার আগেই থেমে গেল র‍্যাল্‌ফ। সামনে বসা তিনজনের মুখের ওপর একে একে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল। সহসা প্রচণ্ড আবেগ এবং তীব্র এক অভিযোগ আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে, মাথার ভেতর একটা পরদা এসে ছেদ ঘটাল চিন্তাস্রোতে, যা নিয়ে বলছিল ভুলে গেল ও। এ মুহূর্তে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে বসে আছে র‍্যাল্‌ফ, হাত দুটো মুঠি পাকানো। একবার এই মুঠি আরেকবার আরেকটি—এভাবে ঘোরাফেরা করছে ওর বিষণ্ন দৃষ্টি, তারপর আবার আচম্বিতে সরে গেল পর্দাটা। মনে পড়ে গেল প্রসঙ্গ।

র‍্যাল্‌ফ বলল, ‘ও, হ্যাঁ। কাজেই আমাদের ধোঁয়া তৈরি করতে হবে, আরো ধোঁয়া—’

‘কিন্তু আগুনটাকে ধরে রাখতে পারছি না আমরা। ওই যে দেখ!’

হ্যাঁ, সত্যিই নিভে যাচ্ছে আগুন।

‘তোমরা দু জন আগুনের দিকে একটু মন দাও’, দু ভাইকে উদ্দেশ করে বলল র‍্যাল্‌ফ, তারপর কিছুটা নিজেকে শোনানোর মতো করে বলল, ‘প্রতিদিন বারো ঘণ্টা করে পাহারা দেবে একেক জন।’

‘আমরা আর কাঠ আনতে পারব না, র‍্যাল্‌ফ—’ একসঙ্গে আপত্তি জানাল দু ভাই।

‘—অন্ধকারে পারব না যেতে—’

‘—রাতের বেলা পারব না—’

‘প্রতিদিন সকালে আগুন জ্বালাতে পারব আমরা’, সমাধান বাতলে দিল পিগি। ‘অন্ধকারে কেউ ধোঁয়া দেখতে পাবে না। কাজেই আগুনের দরকার নেই রাতে।’

জোরালোভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল স্যাম।

বলল, ‘আগুনটা যখন পাহাড়ের ওপর ছিল,

তখন অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম।’

র‍্যাল্‌ফ উঠে দাঁড়াল। আঁধার যত ঘনিয়ে আসছে, কেন জানি অরক্ষিত মনে হচ্ছে নিজেদের।

'আজকের রাতটার মতো জ্বলতে দাও আগুন।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

তিন সঙ্গীকে নিয়ে প্রথম ছাউনিটার দিকে এগোল ও। নড়বড়ে হয়ে গেছে ছাউনিটা, তবে দাঁড়িয়ে আছে এখনো। বিছানার পাতাগুলো পড়ে আছে ভেতরে, শুকনো পাতাগুলো স্পর্শ করলেই মচ্‌মচ্‌ শব্দ হয়। পরের ছাউনিতে এক পিচ্চি কথা বলছে ঘুমের ঘোরে। চারজন এক ছাউনিতে ঢুকে গা ডুবিয়ে দিল পাতার ভেতর। এক পাশে যমজ দু ভাই শুয়েছে একসঙ্গে, র‍্যাল্‌ফ আর পিগি ওদের অন্য পাশে। খানিকক্ষণ খচ্‌মচ্‌ চলল ওদের, আরাম করে ঘুমোনোর জন্যে সুবিধে মতো শুতে গিয়ে পাতাগুলোতে খচরমচর করল ওরা।

'পিগি।' ডাকল র‍্যাল্‌ফ।

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছ তো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

থেকে থেকে পাতার খচরমচর ছাড়া পুরোটা ছাউনি ডুবে গেল একদম নৈঃশব্দ্যে। ওদের সামনে যে আয়তাকার খোলা প্রবেশদ্বার, তার মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারার উজ্জ্বল চুমকি বসানো কালো আকাশ। দূর থেকে ভেসে আসছে প্রবাল প্রাচীরের সাগর তরঙ্গের আছড়ে পড়ার ফাঁপা শব্দ। রোজ রাতের মতো র‍্যাল্‌ফ আজো মগ্ন হল কল্পনা খেলায়...

মনে মনে ভাবছে ও—সবাই মিলে জেট বিমানে করে ফিরে যাচ্ছে বাড়িতে। ভোর হওয়ার আগেই উইল্টশায়ারের বিশাল বিমানবন্দরে নামবে ওরা। তারপর গাড়িতে চড়ে বাড়ি যাবে সবাই। না, ট্রেনে গেলেই বরং বাড়ি ফিরে যাওয়াটা বেশ মজার হবে। সব পথ পেরিয়ে অবশেষে ডেভনে গিয়ে পৌঁছুবে ও, ফিরে যাবে আবার সেই কটেজে। তারপর বাগানের নিচে আবার আসবে টাট্টু ঘোড়ার দল, বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি মারবে ওরা...

পাতার ভেতর অস্থিরভাবে পাশ ফিরল র‍্যাল্‌ফ। বুনো একটা ভাব রয়েছে ওই জায়গাটায়, টাট্টু ঘোড়াগুলোও তাই। কিন্তু এসবের সেই বুনো আকর্ষণটা হারিয়ে গেছে ওর মন থেকে।

র‍্যাল্‌ফের মনটা এখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা শুনশান শহর, যেখানে কোনো বর্বরতা পা রাখতে পারবে না। ল্যাম্পের আলোয় উদ্ভাসিত এবং চাকায় ভরা একটি বাস ডিপোর চেয়ে নিরাপদ হবে যে শহর।

সহসা র‍্যাল্‌ফ নিজেকে নৃত্যরত অবস্থায় দেখতে পেল, ঘুরে ঘুরে নাচছে ও একটা ল্যাম্পপোস্টের চারদিকে। একটা বাস ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে একটা বাস স্টেশন থেকে, অদ্ভুত একটা বাস...

'র‍্যাল্‌ফ! এই র‍্যাল্‌ফ!'

পিগির ডাকে সাড়া দিল র‍্যাল্‌ফ, 'কী হয়েছে?'

'ওরকম শব্দ কোরো না তো—'

'দুঃখিত।'

অন্ধকারে, ছাউনির দূর প্রান্তে, ভয়াবহ গোঙানির শব্দ শোনা গেল। পাতাগুলোকে ছিটিয়ে দিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল র‍্যাল্‌ফ এবং পিগি। ওরা দেখে, গলাগলি অবস্থায় জড়িয়ে আছে স্যাম-এরিক, ধস্তাধস্তি চলছে ওদের।

'স্যাম! স্যাম!'

'এই—এরিক!'

থেমে গেল ঘুমের ঘোরে দু ভাইয়ের কোস্তাকুস্তি। তারপর আবার সবাই নিশ্চুপ।

পিগি মৃদু কণ্ঠে র‍্যাল্‌ফকে বলল, 'এই অবস্থা থেকে বেরোতে হবে আমাদের।'

'তুমি কিসের কথা বলছ ?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাল্‌ফ।

'উদ্ধার পেতে চাইছি।'

চারদিকে ঘনায়মান আঁধারকে তুচ্ছ করে সারা দিনে এই প্রথম হাসল র‍্যাল্‌ফ। বিদ্রূপের হাসি।

'আমি গুরুত্ব দিয়েই বলছি', ফিস্‌ফিস্ করল পিগি। 'শিগগির বাড়ি ফিরে যেতে না পারলে অস্থিরমস্তিষ্ক হয়ে যাব আমরা।'

'বলো বিকৃতমস্তিষ্ক।' শুধরে দিল র‍্যাল্‌ফ।

'তখন শুধু ধ্বংসই হবে আমাদের আনন্দ।'

'বদ্ধ উন্মাদ বনে যাব সবাই।'

র‍্যাল্‌ফ ওর চোখের ওপর থেকে ভেজা চুলের গোছা সরিয়ে বলল, 'তোমার খালার কাছে একটা চিঠি লিখে ফেলো।'

পিগি গম্ভীরভাবে তলিয়ে দেখল বিষয়টা। তারপর বলল, 'আমি তো জানি না আমার খালা এখন কোথায়। তা ছাড়া এখানে খাম এবং টিকিট পাব কোথায়? এবং কোনো ডাকবাক্সও নেই। কিংবা একজন ডাকপিওনের কথাই ধর ?'

পিগিকে নিয়ে আসলে মজা করছে র‍্যাল্‌ফ। ছোট্ট একটা কৌতুক। কিন্তু পিগি সেটা বুঝতে পারে নি। নিজের এই কৌতুকে খুব মজা পেল র‍্যাল্‌ফ। হাসতে লাগল দম ফাটানো হাসি। সে হাসি বাগে আনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। হাসির দমকে লাফিয়ে উঠতে লাগল সে, ঝাঁকুনি খেতে লাগল শরীর।

পিগি নিজের মান বজায় রেখে তিরস্কার করল র‍্যাল্‌ফকে,

'আমি এমন কিছু বলি নি যে ওভাবে হাসতে হবে—'

বুকে ব্যথা ধরে যাওয়ার পরেও হো-হো করে হাসতে লাগল র‍্যাল্‌ফ। হাসির দমকে ঝাঁকুনি খেতে খেতে যখন ওর দম ফুরিয়ে যায়, তখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ও পড়ে থাকে করুণ অবস্থায়, তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে আবার হাসি। এভাবে চলতে লাগল হাসি আর বিরতি। তার পর একবার এই বিরতির সময় টুপ করে ওকে কুপোকাত করে ফেলল ঘুম।

'—র‍্যাল্‌ফ !' বিরক্তির সাথে বলল পিগি। 'তুমি কিন্তু আবার শব্দ করছ! একটু স্থির হও, র‍্যাল্‌ফ, কারণ—'

পাতার ভেতর থেকে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল র‍্যাল্‌ফ। ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় অবিশ্যি ভালোই হয়েছে। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল ও। সেই বাসটা এসে গিয়েছিল আরো কাছে, আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ওটা।

'কেন ঘুম ভাঙালে—কারণটা কী ?' চাপা উষ্মা র‍্যাল্‌ফের কণ্ঠে।

'চুপচাপ শুনে যাও।'

পাতাগুলোতে লম্বা এক নিশ্বাসের শব্দ তুলে সন্তর্পণে শুয়ে পড়ল র‍্যাল্‌ফ। গুঙিয়ে উঠে কিছু বলল এরিক, তারপর আবার স্থির। দরজার ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আয়তাকার আকাশ, যেখানে অগণিত তারার ঝিকিমিকি আদৌ কোনো আলোর ঝলক তৈরি করছে না, আকাশ ছাড়া বাকি সবখানেই অন্ধকার জমাট বেঁধেছে পুরু কম্বলের মতো।

'কই, কিছু তো শুনতে পাচ্ছি না!' অসহিষ্ণু কণ্ঠ র‍্যাল্‌ফের।

'কিছু একটা ঘোরাফেরা করছে বাইরে।'

মাথার ভেতর তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা অনুভব করল র‍্যাল্‌ফ। রি রি করে উঠল শরীরের রক্ত। রক্তের শব্দে অন্য সব শব্দ গেল তলিয়ে। আবার স্বাভাবিক হয়ে এল অনুভূতি।

'আমি এখনো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

'শোন', নিজের সন্দেহে অটল পিগি। 'লম্বা সময় নিয়ে শোন।'

একদম পরিষ্কার শোনা গেল জোরালো শব্দটা। ছাউনির পিছনে, এক-দেড় গজ দূরে, মড়াত করে ভেঙে গেল একটা লাঠি। গায়ের রক্ত আবার শোর তুলল র‍্যাল্‌ফের কানে। কী হতে পারে—আঁচ করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল ও। একাধিক সন্দেহ উঁকি দিল মনে, একটা আরেকটাকে ধাওয়া করতে লাগল। মনের পরদায় ভেসে ওঠা সন্দেহের কায়াগুলো ঘুরঘুর করতে লাগল ছাউনির চারদিকে। র‍্যাল্‌ফ অনুভব করল, পিগির মাথাটা ওর কাঁধে এসে ঠেকেছে, আর যে হাতে সে ওকে সজোরে আঁকড়ে ধরেছে, সেই হাতটা কাঁপছে প্রবলভাবে।

'র‍্যাল্‌ফ! র‍্যাল্‌ফ!' তরস্ত কণ্ঠ পিগির।

'চুপ কর এবং শোন।' নিচু স্বরে ধমক দিল র‍্যাল্‌ফ। ও এখন মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছে, ওই জন্তুটা যেন এদিকে না এসে ছোটদেরকে বেছে নেয়।

বাইরে থেকে ভয়ঙ্কর একটা কণ্ঠ ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'পিগি—পিগি—'

'এসেছে ওটা !' হাঁ করে শ্বাস টানল পিগি। 'ওটা সত্যি!' র‍্যাল্‌ফকে সজোরে আঁকড়ে ধরল পিগি, আবার দম ফিরে পেল।

'পিগি, বাইরে বেরোও। আমি তোমাকে চাই, পিগি।' সেই ভয়াল কণ্ঠস্বর বলে উঠল আবার।

পিগির কানে মুখ লাগিয়ে র‍্যাল্‌ফ বলল, 'খবরদার, কিছু বলবে না।'

'পিগি—কোথায় তুমি, পিগি ?' ক্রমশ এগিয়ে আসছে ওটা।

ছাউনির পিছনের বেড়ায় ঘষা খাচ্ছে কিছু। একমুহূর্ত স্থির থাকার পর অ্যাসমায় আক্রান্ত হল পিগি। পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে ফেলল সে, দু পা দিয়ে খচরমচর শুরু করল পাতায়। র‍্যাল্‌ফ গড়িয়ে সরে গেল পিগির কাছ থেকে।

আক্রোশ ভরা গর্জন শোনা গেল ছাউনির প্রবেশমুখে, জ্যান্ত কিছু থপ্‌থপ্ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কেউ একজন লাফিয়ে বেড়াচ্ছে র‍্যাল্‌ফ আর পিগির কোণটাতে। গর্জন করছে, সশব্দে পাতা মাড়াচ্ছে এবং সবেগে হাত-পা ছুড়ছে—সে এক জগাখিচুড়ি অবস্থা। ঢিসুম করে একটা ঘুসি এসে লাগল র‍্যাল্‌ফের গায়ে, মুহূর্তেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল ওর। ইতোমধ্যে ও টের পেয়েছে, যার ঘুসিটা ও খেল, সে দেখতে অন্য দশটি ছেলের মতোই সাধারণ—কোনো জন্তুটন্তু নয়। দেরি না করে শত্রুকে জাপটে ধরল র‍্যাল্‌ফ। দু জন হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল ঘরের মেঝেতে, একের পর এক গড়াগড়ি খেতে লাগল ; সেইসঙ্গে চলল আঘাত-পাল্টা আঘাত, খামচাখামচি, কামড়াকামড়ি। এক জায়গায় কেটে গেছে র‍্যাল্‌ফের, এখন ঝাঁকুনি খাচ্ছে সজোরে, মুখের ভেতর সহসা ক'টা আঙুল পেয়ে গেল ও, দিল আচ্ছা মতন কামড়ে। ততক্ষণে একটা ঘুসি খাওয়া হয়ে গেছে র‍্যাল্‌ফের, আরেকটা ঘুসি নেমে এল পিস্টনের মতো, অন্ধকার ছাউনির ভেতর আলোর ফুলঝুরি দেখতে পেল র‍্যাল্‌ফ। পরমুহূর্তে আবিষ্কার করল, একটা শরীরের ওপর ঘুরতে ঘুরতে ও সরে যাচ্ছে একদিকে, গালের ওপর গরম নিশ্বাসও টের পেল। আর যায় কোথা ? হাতের মুঠিটাকে র‍্যাল্‌ফ হাতুড়ির মতো চালাতে লাগল নিচের মুখটাতে—যেন হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে, এমন একটা দুরন্ত আবেগ কাজ করল ওর ভেতর, রক্তে রক্তে মুখটা পিচ্ছিল না হওয়া পর্যন্ত ঘুসি মেরেই চলল ও। সহসা একটা হাঁটু ধাম করে এসে লাগল র‍্যাল্‌ফের দু পায়ের সংযোগস্থলে। অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে গেল ও। পড়ে গেল একপাশে। এই সুযোগে লড়াইটা চলে গেল বিপক্ষে। তারপর শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পতন হল ছাউনির। ছদ্মবেশী মূর্তিগুলো

লড়াই করে ওদের পথ পরিষ্কার করে নিল। শেষে ধ্বংসস্তূপ থেকে কালো মূর্তিগুলো বেরিয়ে লঘু পায়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল দূরে। ছোটদের কান্না আর চিৎকারে ভারী হয়ে উঠল অন্ধকার, আবার শোনা যেতে লাগল পিগির শ্বাসকষ্টের শব্দ।

র‍্যাল্‌ফ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'ছোটরা সবাই ঘুমোতে যাও। এটা আর কিছুই নয়, অন্যদের সাথে একটা ফাইট হল আমাদের। এখন ঘুমোতে যাও তোমরা।'

স্যাম–এরিক কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল র‍্যাল্‌ফকে। র‍্যাল্‌ফ ওদেরকে বলল, 'তোমরা দু জন ঠিক আছ তো ?'

'মনে হচ্ছে ঠিক আছি—' বলল এক ভাই।

'—আমি মার খেয়েছি।' আরেকজনের জবাব।

'আমারও একই অবস্থা। পিগির খবর কী ?'

ছাউনির ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে বের করা হল পিগিকে এবং ওকে বসিয়ে দেওয়া হল একটা গাছের সাথে ঠেস দিয়ে। রাত এখন শান্ত এবং অবাঞ্ছিতদের সরাসরি সন্ত্রাস থেকে মুক্ত। পিগির শ্বাসপ্রশ্বাস আগের চেয়ে কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে।

'আঘাত পাও নি তো, পিগি ?' আন্তরিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল র‍্যাল্‌ফ।

'খুব বেশি পাই নি।'

'ওরা ছিল জ্যাক এবং তার শিকারিরা', তেতো মুখে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'কেন যে ওরা ছাড়তে পারে না আমাদের ?'

'আমরা ওদের দেখিয়ে দিয়েছি এবার, বুঝবে ভালো করে', বলল স্যাম। সততার সাথে বলে গেল সত্যি, 'অন্তত তুমি দেখিয়ে দিয়েছ মজা। আমি তো তালগোল পাকিয়ে নিজেকে নিয়ে পড়ে ছিলাম এক কোণে।'

'আমি বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি ওদের একজনের', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'ইচ্ছেমতো ঘুসিয়ে একেবারে ছাতু করে দিয়েছি। চটজলদি আর এদিকে এসে আমাদের সাথে লড়তে চাইবে না সে।'

'আমিও তাই করেছি', বলল এরিক। 'জেগে দেখি, একজন লাথি মারছে আমার মুখে। আমার ধারণা, তখন রক্তে একেবারে ভেসে গিয়েছিল মুখ। কিন্তু শেষে দিলাম বেটাকে শিক্ষা!'

'কী করেছিলে ?'

'ধাঁই করে হাঁটুটা ওপরের দিকে ওঠালাম', গর্বের সাথে বলল এরিক। 'লাগিয়ে দিলাম দুই উরুর মাঝখানে। তোমার তো তার চিৎকার শুনে থাকার কথা।'

চিৎকার শুনবে কি, এই চিৎকার তো র‍্যাল্‌ফ নিজেই দিয়েছে। বোকারাম এরিক! মার খেল শত্রুর, আর মারল গিয়ে নিজের দলনেতাকে!

অপ্রস্তুত র‍্যাল্‌ফ অস্বস্তি কাটাতে হঠাৎ এগোল অন্ধকারে, এমন সময় এরিক কিছু একটা করতে লাগল মুখের ভেতর। শব্দ শুনে টের পেল র‍্যাল্‌ফ।

জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, এরিক ?'

'দেখলাম দাঁত ক'টা গেছে। তা—সাকল্যে একটা।'

পা দুটো টেনে নিল পিগি।

র‍্যাল্‌ফ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ, পিগি ?'

পিগি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, শাঁখটা নিতে চায় ওরা।'

ফ্যাকাসে সাগর সৈকতের মাঝ দিয়ে লঘু পায়ে ছুটল র‍্যাল্‌ফ। লাফিয়ে উঠে পড়ল মঞ্চে। দলনেতার আসনের পাশে এখনো ঝিলিক দিচ্ছে শাঁখটা। শাঁখটার দিকে মুহূর্ত কয়েক একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আবার পিগির কাছে ফিরে এল র‍্যাল্‌ফ।

'শাঁখটা নিয়ে যায় নি ওরা।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

'আমি বুঝতে পারছি। শাঁখটা নিতে আসে নি ওরা। ওরা এসেছিল অন্য কিছু নিতে। র‍্যাল্‌ফ—আমি এখন কী করে চলব বলো তো?'

অনেক দূরে, সৈকতের ওপর দিয়ে দুলকি চালে তিন মূর্তি ছুটে চলেছে পাথরের দুর্গের দিকে। বন থেকে দূরে রয়েছে ওরা, পানির ধার ঘেঁষে এগোচ্ছে। মাঝে মধ্যে হালকা সুরে গাইছে কোনো গান, থেকে থেকে আবার ওরা নেমে যাচ্ছে আরো নিচে, হালকা আলোয় সঞ্চরমাণ আঁকাবাঁকা রেখা মাড়িয়ে ছুটছে। পথ দেখানোর দায়িত্বে রয়েছে দলনেতা, দৃঢ় পায়ে ছুটছে সে, নিজের নতুন কৃতিত্বে অত্যন্ত আনন্দিত। সত্যিকার অর্থেই এখন সে দলনেতা। ছুটতে ছুটতে হাতের বর্শাটা দিয়ে আঘাত হানার ভঙ্গি করছে দলনেতা। তার বাঁ হাতে ঝুলছে পিগির সেই ভাঙা চশমাটা।

এগার
পাথরের দুর্গ

দিনের আলো ফোটার পর একটু ঠাণ্ডা থাকে স্বল্প সময়ের জন্যে। এ সময় চারজন গিয়ে জড়ো হল কালো স্তূপটার কাছে, আগুন ছিল যেখানে। হাঁটু মুড়ে বসে ফুঁ দিতে লাগল র‍্যাল্‌ফ। পালকের মতো হালকা ধূসর ছাইগুলো উড়ে যেতে লাগল এখানে-সেখানে, কিন্তু আগুনের দেখা নেই। যমজ দু ভাই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে র‍্যাল্‌ফের কাজ, চেহারায় উৎকণ্ঠা ওদের। পিগি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না কিছু, ওর ক্ষীণদৃষ্টি পড়েছে পরিচ্ছন্ন দেয়ালটার পেছনে, অভিব্যক্তি ভাবলেশহীন। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ না করা পর্যন্ত একটানা ফুঁ দিয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ, তারপর ভোরের প্রথম হাওয়া নিয়ে নিল ওর কাজ, ছাই উড়িয়ে অন্ধ করে দিল ওকে। গুটিসুটি মেরে পিছিয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ, গালি ছাড়ল বিরক্তির সাথে, এবং চোখ ডলতে ডলতে পানি বের করে ফেলল।

'কোনো কাজ হচ্ছে না', হতাশ কণ্ঠ র‍্যাল্‌ফের।

এরিকের মুখে লাল মুখোশ, শুকিয়ে লেপ্টে আছে রক্ত। পিগি এমনি তাকিয়ে আছে র‍্যাল্‌ফের দিকে।

'এই ছাই দিয়ে অবশ্যই কোনো কাজ হবে না, র‍্যাল্‌ফ। এখন আমাদের আগুন বলে আর কিছুই নেই।'

র‍্যাল্‌ফ ওর মুখটা নিয়ে এল পিগির ফুট দুয়েক সামনে। বলল, 'দেখতে পাচ্ছ আমাকে?'

'একটুখানি।'

র‍্যাল্‌ফ ওর ফুলে ওঠা গালটা আরো কাছে নিয়ে গেল পিগির। বলল, 'ওরা নিয়ে গেছে আমাদের আগুন।'

প্রচণ্ড আক্রোশে চেঁচাল র‍্যাল্‌ফ, 'ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে ওটা!'

'হ্যাঁ, তাই', বলল পিগি। 'ওরা অন্ধ করে দিয়ে গেছে আমাকে। দেখতে পাচ্ছ? এটা জ্যাক মেরিডিউয়ের অপকর্ম। তুমি একটা সভা ডাক, র‍্যাল্‌ফ। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কী করব আমরা।'

'শুধু এই চারজনের জন্যে একটা সভা?'

'না, আমরা সবাই থাকব এ সভায়। স্যাম—আমাকে একটু ধরে রাখ তো, ভাই।'

সবাই মিলে এগিয়ে গেল মঞ্চটার দিকে।

'শাঁখটা এবার বাজাও, র‍্যাল্‌ফ', বলল পিগি। 'যত জোরে পার—বাজাও।'

শাঁখের শব্দ অনুরণন তুলল গোটা বন জুড়ে। পাখিরা উড়ে গেল ডানা ঝাপটে, কিচিরমিচির করতে করতে বেরিয়ে এল গাছের মাথা থেকে, অনেক দিন আগে এক সকালে ঠিক এমনি করে

উড়ে গিয়েছিল পাখিরা। সৈকতের উভয় দিকই এখন বিরান, কেউ নেই কোনো দিকে। ছোটরা ক'জন বেরিয়ে এল ছাউনি থেকে। র‍্যাল্‌ফ বসেছে সেই মসৃণ গুঁড়িটার ওপর, বাকি তিনজন ওর সামনে দাঁড়িয়ে। মাথা নেড়ে বসার ইঙ্গিত করল র‍্যাল্‌ফ, স্যাম আর এরিক বসল ওর ডান পাশে। শাঁখটা পিগির হাতে গুঁজে দিল র‍্যাল্‌ফ। চক্‌চকে জিনিসটা খুব সাবধানে ধরল পিগি, পিট্‌পিট্ করে তাকাল র‍্যাল্‌ফের দিকে।

'শুরু কর, তা হলে।' আদেশ করল দলনেতা র‍্যাল্‌ফ।

'আমি শাঁখটা নিয়েছি শুধু এই কথা বলার জন্যে যে, আমি আর দেখতে পাচ্ছি না আগের মতো এবং আমার চশমাটা ফেরত চাই আমি। ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড ঘটে গেছে এই দ্বীপে। আমি তোমাকে ভোট দিয়েছিলাম দলনেতা করার জন্যে। এখানে একমাত্র সেই নেতাই শুধু সব সময় যে কোনো কিছু করার অধিকার রাখে। কাজেই আমাদের এখন বলে দাও, র‍্যাল্‌ফ, কী করব আমরা—আর তা নইলে—'

কথা শেষ করার আগেই ভেঙে পড়ল পিগি, কেঁদে ফেলল ভেউভেউ করে। শাঁখটা ফিরিয়ে নিল র‍্যাল্‌ফ, পিগি গিয়ে বসল তার জায়গায়।

র‍্যাল্‌ফ বলে চলল, 'নিছক সাধারণ একটা আগুন। তোমরা তো ভেবেছিলে, আগুনটা আমরা জ্বেলে রাখতে পারতাম, কী—ভাব নি তোমরা? স্রেফ একটা ধোঁয়ার সঙ্কেতের জন্যেই উদ্ধার পেতে পারি আমরা। কিন্তু তা আর হচ্ছে কই? আমরা কি বর্বর না অন্য কিছু? এই যে এখন, ধোঁয়ার কোনো সঙ্কেত যাচ্ছে না ওপরে। জাহাজগুলো হয়তো ঠিকই চলে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। মনে পড়ে তোমাদের, প্রথমবার জ্যাক শিকারে যাওয়ার ফলে কীভাবে আগুন নিভে গিয়েছিল, এবং একটা জাহাজ চলে গিয়েছিল পাশ দিয়ে ? অথচ ওরা সবাই ভাবছে, দলনেতা হিসেবে জ্যাকই সবচেয়ে উপযুক্ত। তারপর সে রাতে, সে রাতে ... এর মূলেও কিন্তু জ্যাক। যদি সে ওভাবে জংলী নাচের আয়োজন না করত, তা হলে ওই নারকীয় কাণ্ড ঘটত না কখনো। আর এখন যে পিগি দেখতে পাচ্ছে না, এটাও ওদের কারণেই হয়েছে। ওরা এসে চশমাটা চুরি করে নিয়ে গেছে—' গলা চড়ে গেল র‍্যাল্‌ফের। '—রাতের আঁধারে। আর চশমাটার সঙ্গে আমাদের আগুনও চুরি করেছে ওরা। ওরা যদি বলত, এমনিতেই আগুন দিতাম আমরা কিন্তু ওরা সেটা না করে চুরির পথ বেছে নিয়েছে, শেষ হয়ে গেছে সঙ্কেত পাঠানোর আশা, আর কখনো উদ্ধার পাব না আমরা। তোমরা বুঝতে পারছ না, কী বলতে চাইছি আমি ? এমনিতেই ওদেরকে আগুনটা দিতাম আমরা, কিন্তু ওরা সেটা শুধু চুরি করে নিয়েছে। আমি—'

শেষের দিকে কেমন তালগোল পাকিয়ে ফেলল র‍্যাল্‌ফ। সেই পরদাটা আবার পত্‌পত্ করছে মাথার ভেতর। পিগি হাত বাড়াল শাঁখটা নেওয়ার জন্যে।

'তুমি কী করতে যাচ্ছ, র‍্যাল্‌ফ ? কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া একটানা শুধু কথাই বলে যাচ্ছ। আমি আমার চশমাটা চাই।'

'ব্যাপারটা ভেবে দেখার চেষ্টা করছি আমি। ধর, একটু সেজেগুজে আমরা গেলাম সেখানে। ধুলোময়লা এবং রক্ত ধুয়েমুছে নিলাম, চুলটা ঠিকঠাক করে নিলাম—যা-ই বলো না কেন, আমরা তো আর সত্যি সত্যি অসভ্য জংলী নই এবং উদ্ধার পাওয়াটা কোনো খেলার বিষয় নয়—'

গালের চামড়া টেনে ফাঁক করল র‍্যাল্‌ফ, তাকাল যমজ দু ভাইয়ের দিকে।

বলল, 'আমরা একটু ফিটফাট হয়ে তারপর রওনা দেব—'

'সঙ্গে বর্শাগুলো নিয়ে যেতে হবে', বলল স্যাম। 'এমনকি পিগিকেও।'

'—কারণ ওগুলো দরকার হতে পারে।' বলল আরেক ভাই।

'তোমাদের কাছে কিন্তু শাঁখ নেই।'

মনে করিয়ে দিল পিগি। শাঁখটা উঁচু করে ধরে বলল, 'চাইলে তোমরা নিতে পার বর্শা, কিন্তু আমি নেব না। লাভ কী তাতে? আমাকে তো যেতে হবে স্রেফ একটা কুকুরের মতো। হ্যাঁ, হাসো। চালিয়ে যাও হাসি। এই দ্বীপে যে কোনো জিনিস নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে। তাতে ফলটা কী দাঁড়াল? সাইমন খুন হল, যে কচি ছেলেটির মুখে দাগ ছিল—তার কোনো খোঁজ-পাত্তা নেই। আমরা এই জায়গাটাতে প্রথমবার আসার পর আর কে দেখেছিল তাকে?'

'পিগি! থাম এক মিনিট!' মিনতি ফুটে উঠেছে র‍্যাল্‌ফের কণ্ঠে।

'শাঁখটা আমার হাতে, কাজেই আমি বলবই। আমি এখন যাচ্ছি জ্যাক মেরিডিউয়ের কাছে এবং সব বলব তাকে। যাচ্ছি আমি।'

'ওখানে গেলে আঘাত পাবে তুমি।'

'এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারবে সে? আমি তাকে প্রকৃত ঘটনাই বলব। শাঁখটা আমাকে নিয়ে যেতে দাও, র‍্যাল্‌ফ। আমি তাকে দেখাব, এই একটি জিনিস এখনো পায় নি সে।'

এক মুহূর্তের জন্যে থামল পিগি, সরু চোখে দৃষ্টি বোলাল অস্পষ্ট কায়াগুলোর ওপর। পুরোনো এই সভাস্থলের নির্দিষ্ট একটা আকার তৈরি হয়েছে, ক্রমাগত পা মাড়ানোর চিহ্ন ফুটে আছে ঘাসের মাঝে, ওরা মন দিয়ে শুনছে ওর কথা।

পিগি বলে চলল, 'শাঁখটা আমি হাতে করে নিয়ে যাচ্ছি জ্যাকের কাছে। শাঁখটা তার সামনে বাড়িয়ে ধরে বলব—দেখ, তুমি আমার চেয়ে শক্তিশালী এবং তোমার কোনো অ্যাসমা নেই। বলব—তুমি পরিষ্কার দেখতে পাও, দুটো চোখই ভালো আছে তোমার। কিন্তু আমি ভালো দেখতে পাই না। তাই বলে চশমাটা ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমার কোনো বিশেষ দয়া আমি কামনা করছি না। আমি তোমাকে খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিতেও বলছি না। তুমি আমার চেয়ে শক্তিশালী বলে নয়, আমার ন্যায্য অধিকারের জোরেই বলছি। ফিরিয়ে দাও আমার চশমা—দিতে বাধ্য তুমি!'

কথা শেষ করে কাঁপতে লাগল পিগি, প্রচণ্ড ক্ষোভ আর আবেগে লাল হয়ে গেছে চেহারা। শাঁখটা সে দ্রুত গুঁজে দিল র‍্যাল্‌ফের হাতে, যেন ত্বরিত এর দায়ভার থেকে মুক্ত হতে চাইল। তারপর চোখ থেকে অশ্রু মুছে নিল পিগি। তালতলার নরম সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়েছে ওদের গায়ে। শাঁখটা রাখা আছে র‍্যাল্‌ফের পায়ের কাছে, সাদা পলকা একটা জিনিস। পিগির আঙুল এড়িয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গিয়ে পড়েছে শাঁখটাতে, সেই অশ্রুকণা এখন তারার মতো জ্বলজ্বল করছে ওটার কোমল বাঁকটাতে।

র‍্যাল্‌ফ শেষে সোজা হয়ে বসে চুলগুলো ঠেলে দিল পেছনে।

পিগিকে বলল, 'ঠিক আছে, আমার কথা হচ্ছে—তুমি যদি ভালো মনে কর, এভাবে চেষ্টা চালিয়ে দেখতে পার। আমরা যাব তোমার সাথে।'

'মুখে রঙ মেখে বর্বর সাজে থাকবে জ্যাক', ভীরু কণ্ঠে বলল স্যাম। 'তোমরা তো জান, কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে—'

'—আমাদের তেমন পাত্তা দেবে না সে—' বলল এরিক।

'—যদি সে হঠাৎ রেগে যায়, তা হলে ভেস্তে যাবে সব—'

র‍্যাল্‌ফ ভুরু কুঁচকে তাকাল স্যামের দিকে। হালকাভাবে মনে পড়ে গেল, সেই পাথরগুলোর পাশে একবার সাইমনও ওকে ঠিক এভাবে কিছু একটা বলেছিল।

'বোকার মতো কথা বোলো না', স্যামকে বলল র‍্যাল্‌ফ। তারপর তাড়া দিল সবাইকে, 'চল, রওনা হয়ে যাই।'

শাঁখটা পিগির দিকে বাড়িয়ে ধরল র‍্যাল্‌ফ। পিগি লাল হল গর্বে।

'তোমাকেই বয়ে নিতে হবে এটা।' বলল র‍্যাল্‌ফ।

'আমরা সবাই যখন প্রস্তুত, আমিই বয়ে নেব এটা—'

সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এই শাঁখটা বয়ে নেওয়ার যে আবেগপূর্ণ ইচ্ছে, সেই অনুভূতি প্রকাশের জন্যে মনের ভেতর জুতসই শব্দ খুঁজে বেড়াল পিগি। শেষে বলল, '—আমি কিছুই মনে করব না। আমি বরং খুশিই হব, র‍্যাল্‌ফ। আমাকেই তো শুধু এটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

র‍্যাল্‌ফ শাঁখটা শেষে পিগিকে না দিয়ে মসৃণ গুঁড়িটার ওপর রাখল।

তারপর বলল, 'আমাদের আগে খেয়ে নিলে ভালো হয়, তারপর না হয় তৈরি হব।'

তছনছ করে দেওয়া সেই ফলগাছগুলোর দিকে এগোল ওরা। পিগি নিজের খাবার নিজেই যোগাড় করল। কিছু ফল সে পেড়ে আনল নিচ থেকে দাঁড়িয়েই। খেতে খেতে র‍্যাল্‌ফ বিকেলের কথা ভাবল।

ওদেরকে বলল, 'আমরা যেমন ছিলাম তেমনই থাকব। আমরা থাকব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—'

স্যাম মুখভর্তি খাবার গপাগপ্ গিলে আপত্তি জানাল,

'আমরা তো প্রতিদিনই গোসল করি। এর মধ্যে আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের কথা আসছে কেন ?'

কপালের সামনে ঝুলে থাকা ময়লা চুলগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাল্‌ফ। বলল, 'চুল আঁচড়ানো দরকার আমাদের। বড় বেশি লম্বা হয়ে গেছে চুলগুলো।'

'আমার দুটো মোজাই রাখা আছে ছাউনিতে', বলল এরিক। 'মোজাগুলো মাথায় পরে টুপির কাজটা সারতে পারি আমরা।'

'একটা কিছু খুঁজে নিতে পারি আমরা', বলল পিগি। 'যা দিয়ে তোমার চুল বাঁধা যাবে।'

'একটা মেয়ের মতো!' বলল এরিক।

'না, অবশ্যই না!'

'এভাবে ফিটফাট হয়ে আমরা যাব সেখানে', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'এবং গিয়ে দেখব কোনো উন্নতি হয় নি ওদের।'

র‍্যাল্‌ফকে থামতে ইঙ্গিত করে এরিক বলল, 'কিন্তু ওরা থাকবে রঙ মাখা অবস্থায়! তুমি তো জান এ অবস্থায়—'

বাকিরা মাথা নেড়ে সায় দিল। ওরা খুব ভালো করেই জানে, রঙের আড়ালে ওদের বর্বরতা কী সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছে।

'তা যা-ই হোক', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'আমরা রঙ মাখব না। কারণ আমরা বর্বর নই।'

স্যাম আর এরিক মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'তারপরেও—'

যমজ ভাইদের একজন বলতে চাইল কিছু, র‍্যাল্‌ফ চিৎকার করে থামিয়ে দিল তাকে,

'না, রঙ চলবে না!'

রঙের চেয়ে জরুরি জিনিসটার কথা মনে করার চেষ্টা করল র‍্যাল্‌ফ।

বলল, 'রঙ নয়, ধোঁয়া। ধোঁয়া চাই আমরা।'

যমজ দু ভাইয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল র‍্যাল্‌ফ।

'আমি বলছি—ধোঁয়া। ধোঁয়া ধরে রাখতে হবে আমাদের।'

নীরবতা নেমে এল ওদের মাঝে, মৌমাছির গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই আশপাশে। অবশেষে পিগি নীরবতা ভেঙে নরম কণ্ঠে বলল,

'অবশ্যই ধোঁয়া ধরে রাখতে হবে আমাদের, কারণ ধোঁয়া একটা সঙ্কেত। যদি আমাদের ধোঁয়া না থাকে, কখনোই উদ্ধার পাব না আমরা।'

'আমি তো জানি সেটা!' হঠাৎ খেপে গিয়ে চেঁচাল র‍্যাল্‌ফ। পিগি ওর একটা হাত ধরেছিল, ঝটকা মেরে সরিয়ে নিল হাতটা। কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল ও। পিগিকে বলল, 'আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ—'

'তুমি যা সব সময় বলে থাক, সেটাই শুধু আমি বলতে চাইছি', দ্রুত কণ্ঠে বলল পিগি। 'ঠিক আছে, কী বললে ভালো হবে—একটু ভেবে নিই—'

'আমাকে ভাবতে হয় না', গলা চড়াল র‍্যাল্‌ফ। 'সব কথাই সব সময় মনে থাকে আমার। কখনো কিছু ভুলি না আমি।'

র‍্যাল্‌ফকে শান্ত করার জন্যে পিগি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

'তুমি তো দলনেতা, র‍্যাল্‌ফ। কাজেই সবকিছু মনে রাখতে হবে তোমার।'

'আমি কখনোই কিছু ভুলি না।'

'অবশ্যই না।'

যমজ দু ভাই একরাশ কৌতূহল নিয়ে দেখতে লাগল র‍্যাল্‌ফকে, যেন এই প্রথম ওরা দেখছে ওকে।

তীর ধরে সুশৃঙ্খলভাবে রওনা হল ওরা। র‍্যাল্‌ফ সবার আগে, একটু খোঁড়াচ্ছে ও, বর্শাটা বয়ে নিচ্ছে এক কাঁধে। ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না র‍্যাল্‌ফ। আলো ঠিকরানো চিক্‌চিক্ বালি থেকে ওপরে তীব্র তাপ তৈরি করেছে সেই কাঁপা কাঁপা অস্পষ্টতা। এর মাঝ দিয়ে ভালো করে দেখা যায় না কিছু। তার ওপর দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চুলের জঞ্জাল এবং মুখের ক্ষত। র‍্যাল্‌ফের ঠিক পেছনেই যমজ দু ভাই, যদিও এ মুহূর্তে একটু উদ্বিগ্ন ওরা, তবে অদম্য প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। দু ভাই কথা তেমন বলছে না, বর্শার হাতলগুলো বালিতে হিঁচড়ে যাচ্ছে ওদের সঙ্গে। পিগি যাচ্ছে মাথা নিচু করে, প্রখর সূর্য থেকে আড়াল করে রেখেছে ওর ক্লান্ত দুটি চোখ। বালির ওপর শুধু কিছু নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে ও। পাশাপাশি হাঁটতে থাকা যমজ ভাইদের দু পাশে যে বর্শা দুটো হিঁচড়ে যাচ্ছে বালিতে, সেই বর্শা দুটোর মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে পিগি, শাঁখটাকে সাবধানে ধরে রেখেছে দু হাতে। নিবিড়–সন্নিবিষ্ট ছোট্ট এক দল গড়ে সৈকতের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, ফলকের মতো চারটি ছায়া নাচতে নাচতে মিশে যাচ্ছে ওদের নিচে। ঝড়বৃষ্টির কোনো চিহ্ন আর পড়ে নেই কোথাও। ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে সৈকত, যেন একটা ব্লেড চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেছে সব। আকাশ আর পাহাড় অনেক দূরে, কেঁপে কেঁপে জ্বলছে প্রচণ্ড তাপের ভেতর। প্রবাল প্রাচীর মরীচিকা হয়ে উঠে গেছে শূন্যে, রুপোর টলটলে পুকুরের মতো ভাসছে আকাশ আর মাটির অর্ধেক পথে।

যে জায়গাটায় জ্যাকের জংলীরা আদিম নৃত্যে মেতেছিল, সে জায়গাটা পেরোল ওরা। পুড়ে যাওয়া কাঠগুলো এখনো পড়ে আছে পাথরের ওপর, তবে পানির ধারে সেই জায়গাটায় বর্বরতার কোনো চিহ্ন নেই, আগের মতো মসৃণ হয়ে গেছে সেখানকার বালি। স্থানটা নিঃশব্দে পেরিয়ে এল ওরা। ওদের কারো সন্দেহ নেই, জ্যাকের দলটাকে পাওয়া যাবে সেই পাথরের দুর্গে। দুর্গটা চোখে পড়ার পর একসঙ্গে থেমে গেল ওরা। দ্বীপের সবচেয়ে নিবিড়তম বন রয়েছে এখানে, ঘন গাছপালা পরস্পর জড়াজড়ি করে এমন জট পাকিয়েছে, কালো আর সবুজের দুর্ভেদ্য এক দেয়াল তৈরি হয়েছে ওদের বাঁ দিকে, সামনে দুলছে লম্বা লম্বা ঘাস। র‍্যাল্‌ফ এবার এগোল সামনের দিকে।

র‍্যাল্‌ফ যখন একা একা এখানকার ভাবগতিক বোঝার জন্যে বেরোল, বাকিরা লুকিয়ে রইল ঘাসের আড়ালে। ঘুরেফিরে র‍্যাল্‌ফ ফিরে এল সেই গুপ্তস্থানে, যেখানে দুমড়ে মুচড়ে আছে ঘাসগুলো। জায়গাটার একটা গলা রয়েছে সামনে, পাথরের দেয়াল থেকে সরু পাহাড়ি চুড়ো এসে ঘিরে রেখেছে গলাটাকে, ওপরে দেখা যাচ্ছে লাল চুড়ো।

র‍্যাল্‌ফের বাহু স্পর্শ করে স্যাম বলল,

'ওই যে—ধোঁয়া।'

পাথুরে দেয়ালটার অপর প্রান্ত থেকে হালকা একটা ধোঁয়া ঢেউ ভাঙছে বাতাসে।

'আগুন জ্বলছে—আমি ভাবি নি এটা।'

র‍্যাল্‌ফ ঘুরে বলল,

আমরা এখানে লুকিয়ে আছি কেন?'

ঘাসের আড়াল ভেদ করে এগিয়ে গেল ওরা। পৌঁছে গেল এক চিলতে খোলা জায়গাটায়। এর পরেই রয়েছে সরু গলাটা।

র‍্যাল্‌ফ বলল, 'তোমরা দু ভাই থাকবে একদম পেছনে। আমি যাব সবার আগে, আমার এক কদম পেছনে থাকবে পিগি। তোমাদের বর্শাগুলো তৈরি রেখো তোমরা।'

পিগি চোখ সরু করে তাকাল উৎকণ্ঠা নিয়ে, পৃথিবীর আর ওর মাঝখানে ঝুলে আছে একটা আলোর আড়াল।

র‍্যাল্‌ফকে বলল, 'এখানটা কি নিরাপদ মনে হচ্ছে? ওখানে একটা খাড়া প্রাচীর রয়েছে না? সাগরের গর্জন শুনতে পাচ্ছি আমি।'

'তুমি একদম কাছে থেকো আমার।' ভরসা দিল র‍্যাল্‌ফ।

গলাটার দিকে এগিয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। যেতে যেতে ছোট্ট এক পাথরে লাথি মারল ও, ছিটকে গিয়ে পানিতে পড়ল ওটা। তারপর নেমে যেতে লাগল সাগরের পানি, আগাছাময় একটা লাল চৌকো কাঠামো ফুটে উঠল র‍্যাল্‌ফের বাঁ দিকে, চল্লিশ ফুট নিচে।

'আমি কি নিরাপদ, র‍্যাল্‌ফ?' কেঁপে উঠল পিগির কণ্ঠ। 'কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে—'

হঠাৎ একটা চিৎকার এল সেই লাল চুড়ো থেকে, পরমুহূর্তে বিকট প্রতিধ্বনি হল, একসঙ্গে ডজন খানেক গলা একই রকম রণহুঙ্কার ছাড়ল পাথুরে প্রাচীরটার আড়াল থেকে।

র‍্যাল্‌ফ বলল, 'শাঁখটা দাও আমাকে এবং তোমরা দাঁড়িয়ে থাক স্থির।'

'থাম! কে ওখানে?' চিৎকার এল ওপর থেকে।

মাথাটা পেছনে বাঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ, একদম চুড়োয় পলকের জন্যে দেখতে পেল রজারের কালো মুখটা।

'তুমি তো দেখতে পাচ্ছ আমি কে!' চেঁচাল র‍্যাল্‌ফ। 'কাজেই বোকার মতো চিৎকার কোরো না।'

শাঁখটা ঠোঁটের ওপর রেখে বাজাতে শুরু করল র‍্যাল্‌ফ। জংলীরা বেরিয়ে এল একে একে, রঙ মেখে চেহারা বদলে ফেলেছে ওরা, চেনা যাচ্ছে না একটাকেও। গলার দিকে যে সরু পাহাড়ি চুড়োটা চলে গেছে, সেটার খাঁজের ওপর ধীরে ধীরে জড়ো হল জংলীরা। সবার হাতেই রয়েছে বর্শা, প্রবেশমুখটা আগলানোর ভঙ্গিতে অবস্থান নিয়েছে। পিগির ভয়ভীতি উপেক্ষা করে শাঁখটা বাজিয়েই চলল র‍্যাল্‌ফ।

'তুমি ভুলে গিয়েছিলে—তাই না ?'

চেঁচিয়ে বলল রজার।

শেষমেশ শাঁখ থেকে ঠোঁট সরিয়ে নিল র‍্যাল্‌ফ, দম নেওয়ার জন্যে থামল। তারপর কথা বলতে গিয়ে হাঁসফাঁস করল ও, তবে শুনতে পেল সবাই।

'—সভা ডাকছি আমি।'

জংলীরা দুর্গের গলা আগলে রেখে বিড়বিড় করল নিজেদের মধ্যে, কিন্তু নড়ল না কেউ। দু কদম সামনে এগোল র‍্যাল্‌ফ। পিছন থেকে দ্রুত ফিস্‌ফিস্ করল একটা কণ্ঠ।

'আমাকে ফেলে যেও না, র‍্যাল্‌ফ।'

'তুমি হাঁটু গেড়ে বসে থাক এখানে', পাশ ফিরে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'এবং আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।'

অর্ধেক পথ গিয়ে গভীর দৃষ্টিতে জংলীদের দিকে তাকাল র‍্যাল্‌ফ। মুখে রঙ মাখানো ছাড়াও পেছনে চুল বেঁধেছে ওরা এবং ওর চেয়ে সুবিধেজনক অবস্থানে রয়েছে। র‍্যাল্‌ফ মনে মনে ঠিক করল, এরপর সেও এভাবে চুল বাঁধবে পেছনে। পারলে ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে এখুনি বেঁধে নেয় আর কি। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। জংলীরা ওকে নিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে, একটা আবার বর্শা চালানোর ভঙ্গি করল ওর দিকে। উঁচুতে, রজার তার হাত দুটো সরিয়ে নিল পাথরে হাতলের মতো গুঁজে দেওয়া গুঁড়িটা থেকে এবং নিচে কী হচ্ছে—ঝুঁকল দেখার জন্যে। গলার কাছে ভিড় করা ছেলেরা ওদের একগাদা ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে, মাথায় চুলের জঞ্জাল কমে গেছে সবার। পিগি এমনভাবে গুটিসুটি মেরে আছে, বেঢপ একটা বস্তার মতো লাগছে ওকে।

'একটা সভা ডাকছি আমি।' আবার বলল র‍্যাল্‌ফ।

কোনো কথা নেই কারো।

রজার ছোট এক টুকরো পাথর নিয়ে ছুড়ে মারল যমজ দু ভাইয়ের মাঝখানে, ইচ্ছে করেই কাউকে লাগায় নি। দু ভাই সবে এগোতে যাচ্ছিল, স্যাম সবেমাত্র পা ফেলেছে, এমন সময় ঢিলটা এল। থমকে গেল ওরা। শক্তির একটা উৎস স্পন্দন তুলল রজারের শরীরে।

র‍্যাল্‌ফ উঁচু গলায় আবার বলল, 'একটা সভা করতে চাই আমি।'

জংলীদের ওপর দ্রুত চোখ বোলাল র‍্যাল্‌ফ। জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাক কোথায় ?'

নড়েচড়ে উঠল জংলীরা, পরামর্শ করল নিজেদের ভেতর। একটা রঙমাখা মুখে শোনা গেল রবার্টের কণ্ঠ,

'শিকারে গেছে সে। এবং আমাদের বলে গেছে, তোমাদের এখানে ঢুকতে না দিতে।'

'আমি তোমাদের সাথে দেখা করতে এসেছি আগুনের ব্যাপারে', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'আর পিগির চশমাটার ব্যাপারে।'

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জংলীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। দাঁত বের করে হাসতে লাগল ওরা। হালকা, উত্তেজিত, কাঁপা কাঁপা হাসি। উঁচু পাথুরে দেয়ালগুলোতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ওদের এই বুনো হাসি।

এমন সময় একটা কণ্ঠ র‍্যাল্‌ফের পেছন থেকে বলে উঠল,

'এখানে কী চাও তুমি ?'

যমজ দু ভাই ঝড়ো গতিতে পাশ কাটাল র‍্যাল্‌ফকে, দাঁড়াল এসে র‍্যাল্‌ফ আর প্রবেশমুখটার মাঝখানে। ঝট্ করে পেছনে ঘুরল র‍্যাল্‌ফ। জ্যাক! এগিয়ে আসছে বন থেকে বেরিয়ে। রঙমাখা মুখটা শুধু শনাক্ত করা যাচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব এবং লাল চুল থেকে। জ্যাকের দু পাশে রয়েছে অপর দুই সঙ্গী। তিনজনের মুখেই কালো এবং সবুজ রঙের মুখোশ। ওদের পেছনে, ঘাসের ওপর পড়ে আছে মুণ্ডুহীন এক শূকরী। এইমাত্র শিকার করে আনা হয়েছে ওটা, শরীরে ফুটে আছে আঘাতের চিহ্ন।

পিগি বিলাপের সুরে বলে উঠল,

'র‍্যাল্‌ফ ! আমাকে ফেলে যেও না, ভাই!'

সামনে একটা বড়সড় পাথর পেয়ে সেটাকে হাস্যকর ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরল পিগি, পাথরটাতে চাপ দিয়ে ঝুঁকল পানি নামতে থাকা সাগরের ওপর। অমনি বিশাল হুল্লোড়ে পরিণত হল জংলীদের চাপা খিক্‌খিক্ হাসি।

ওদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাপিয়ে শোনা গেল জ্যাকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ,

'তুমি চলে যাও, র‍্যাল্‌ফ। নিজের জায়গায় গিয়ে লাফঝাঁপ কোরো। এটা আমার জায়গা এবং আমার দল। শান্তিতে থাকতে দাও আমাকে।'

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মিলিয়ে গেল জংলীদের।

'পিগির চশমাটা তুমি চুরি করেছ', রুদ্ধনিশ্বাসে বলল র‍্যাল্‌ফ। 'ওটা এখন ফেরত দিতে হবে তোমাকে।

'ফেরত দেব ? কার কথায় ?'

রাগে ফেটে পড়ল র‍্যাল্‌ফ,

'আমার কথায়! তোমরা আমাকে ভোট দিয়ে দলনেতা বানিয়েছ। শাঁখের শব্দ শুনতে পাও নি তোমরা ? তুমি একটা নোংরা চাল চেলেছ—তুমি যদি আগুন চাইতে, তা হলে তো আগুন দিতাম আমরা—'

দু গালে রক্তের আভা চলে এসেছে র‍্যাল্‌ফের। রাগে রীতিমতো লাল। ফুলে ওঠা চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে বলে চলল র‍্যাল্‌ফ, 'তুমি যখনই আগুন চাইতে, পেয়ে যেতে অমনি। কিন্তু সেটা কর নি। তুমি চুপিচুপি এসেছ ঠিক একটা চোরের মতো এবং পিগির চশমাটা চুরি করে এনেছ!'

'আবার বলো কথাটা।'

'চোর! চোর!'

পিগি চিৎকার করে বলল,

'র‍্যাল্‌ফ ! আমার কথাটা মনে করে দেখ!'

জ্যাক সবেগে ছুটে এসে বর্শা চালাল র‍্যাল্‌ফের বুক লক্ষ করে। র‍্যাল্‌ফ পলকের জন্যে জ্যাকের বাহুটা দেখে নিমেষে বুঝে নিল অস্ত্রের অবস্থান, ত্বরিত নিজের বর্শার বাঁট চালিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল জ্যাককে। জ্যাকের বর্শাটা সাঁই করে চলে গেল র‍্যাল্‌ফের কানের পাশ

দিয়ে, এবার জ্যাককে সজোরে জাপটে ধরল ও। বুকে বুকে ঠেকিয়ে আছে দু জন, জোরে জোরে টানছে শ্বাস, পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে ওরা, দৃষ্টিতে জ্বলছে আগুন।

'কে চোর ?' দাঁতে দাঁত ঘষল জ্যাক।

'তুই!' মোক্ষম জবাব দিল র‍্যাল্‌ফ।

সজোরে মোচড় দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে জ্যাক, বর্শাটা আবার চালাল র‍্যাল্‌ফের দিকে, আবারো ব্যর্থ। দু জনেই এখন বর্শা চালাচ্ছে তলোয়ারের ভঙ্গিতে, ছুঁচাল ডগা দিয়ে ঘা মারার সাহস করছে না কেউ। জ্যাকের একটা আঘাত র‍্যাল্‌ফের বর্শা লেগে পিছলে গেল, যাওয়ার সময় আঘাতটা যন্ত্রণাদায়ক ঘষা দিয়ে গেল র‍্যাল্‌ফের আঙুলে। তারপর আবার বিচ্ছিন্ন হল দু জন। যে অবস্থানে ওদের থাকার কথা, ঠিক তার বিপরীত অবস্থানে রয়েছে ওরা। জ্যাক রয়েছে পাথরের দুর্গের দিকে মুখ করে, আর র‍্যাল্‌ফ রয়েছে দ্বীপের দিকে ফিরে।

দু জনেরই শ্বাসপ্রশ্বাস খুব ভারী হয়ে এসেছে, টানতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ।

'আয় তা হলে—'

'আয়—'

পরস্পরের প্রতি হুঙ্কার ছেড়ে আক্রমণের ভঙ্গি করছে ওরা, কিন্তু দু জনেই বজায় রেখেছে নিরাপদ দূরত্ব।

'আয় কাছে, দেখে যা মজা!'

'তুই এসে দেখ—'

পিগি মাটি আঁকড়ে ধরে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে র‍্যাল্‌ফের। র‍্যাল্‌ফ এগিয়ে গেল পিগির দিকে, কুঁজো হয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখল জ্যাকের ওপর।

'র‍্যাল্‌ফ', কাতর কণ্ঠ পিগির। 'মনে করে দেখ, কী জন্যে এসেছি আমরা। আগুন। আমার চশমাটা।'

মাথা নাড়ল র‍্যাল্‌ফ। ঢিল দিল লড়াইয়ের জন্যে টানটান হয়ে ওঠা পেশিগুলোতে, আরাম করে দাঁড়িয়ে বর্শার বাঁট ঠেকাল মাটিতে। রঙের আড়াল থেকে দুর্বোধ্য এক দৃষ্টিতে র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকিয়ে রইল জ্যাক। র‍্যাল্‌ফ ওপরের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে নিল চুড়ো, তারপর জংলীদের দলটার ওপর দৃষ্টি বোলাল।

শেষে বলল, 'শোন, আমরা যা বলতে এসেছি তোমাদের। প্রথমে তোমাদের ফেরত দিতে হবে পিগির চশমাটা। চশমাটা না পেলে কিছুই দেখতে পায় না বেচারা। এটা তো কোনো খেলার বিষয় নয়—'

র‍্যাল্‌ফের কথায় গা করল না কেউ, হো-হো করে হাসতে লাগল রঙমাখা অসভ্যের দল। মনে মনে খানিকটা হোঁচট খেল র‍্যাল্‌ফ। ঝুলে পড়া চুলগুলো ওপরের দিকে তুলে ও তাকাল সামনে দাঁড়ানো সবুজ এবং কালো রঙের মুখোশধারীর দিকে, মনে করার চেষ্টা করল কিসের মতো দেখাচ্ছে জ্যাককে।

পিগি ফিস্‌ফিস্ করে র‍্যাল্‌ফকে বলল,

'এখন আগুনের কথাটা বলো।'

'ও হ্যাঁ', আবার সরব হল র‍্যাল্‌ফ। 'তারপর আগুনের ব্যাপারটা রয়েছে। আমি আবার বলছি এ কথা। এই দ্বীপে আসার পর থেকেই আগুনের কথাটা বলে যাচ্ছি আমি।'

বর্শাটা বাড়িয়ে ধরে অসভ্যের দলটার ওপর ঘোরাল র‍্যাল্‌ফ।

বলল, 'উদ্ধার পাওয়ার আলো যতটুকু দেখা যায়, তাতে একমাত্র ভরসা হচ্ছে অবিরাম আগুন জ্বালিয়ে রাখা। তা হলে হয়তো কোনো জাহাজ এই ধোঁয়া দেখে এসে উদ্ধার করে

নিয়ে যাবে আমাদের। যার যার বাড়িতে আবার ফিরে যেতে পারব আমরা। কিন্তু ধোঁয়া না থাকলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে—দৈবক্রমে কোনো জাহাজ আসে কিনা। আমাদের এই অপেক্ষা চলতে পারে বছরের পর বছর, ততদিনে হয়তো বুড়ো হয়ে যাব আমরা—'

কাঁপা কাঁপা, খন্‌খনে, অবাস্তব অট্টহাসি ছড়িয়ে পড়ল বর্বরদের মাঝে এবং প্রতিধ্বনিত হল পাষাণ পাথরে। আকস্মিক একটা ক্রোধ নাড়া দিল র‍্যাল্‌ফকে।

রীতিমতো গর্জে উঠল ও, 'তোমরা বুঝতে পারছ না, রঙমাখা বোকার দল ? স্যাম, এরিক, পিগি এবং আমি—এই চারজন তো যথেষ্ট নই। আগুনটা জ্বেলে রাখার চেষ্টা করেছি আমরা, কিন্তু পারি নি। আর এদিকে তোমরা মেতে আছ শিকার নিয়ে...'

আঙুল তুলে ওদের পেছন দিকটা দেখাল র‍্যাল্‌ফ, যেখানে ধোঁয়ার সরু কুণ্ডলী মিশে যাচ্ছে সতেজ বাতাসে।

'তাকাও ওদিকে!' চেঁচাল র‍্যাল্‌ফ। 'কে বলবে ওটা ধোঁয়ার সঙ্কেত ? ওটা হচ্ছে রান্নার ধোঁয়া। এখন তোমরা খাওয়াদাওয়া করবে, তারপর কোনো ধোঁয়া থাকবে না। তোমরা বুঝতে পারছ না এটা ? তখন হয়তো কোনো জাহাজ চলে যাবে বাইরে দিয়ে—'

থামল র‍্যাল্‌ফ, নিস্তব্ধতার কাছে পরাজিত হয়েছে ও, পরাজিত হয়েছে প্রবেশপথ আগলে রাখা রঙের মুখোশপরা দলটার কাছে। বর্বরদের দলনেতা তার গোলাপি মুখটা ফাঁক করে ধমক দিল স্যাম-এরিককে, দু ভাই দাঁড়িয়ে আছে দলনেতা আর দলের মাঝখানে।

'এই যে, মনিকজোড়। ভালো চাও তো ফিরে যাও!'

কেউ জবাব দিল না তার কথায়। হতবুদ্ধি হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দু ভাই। মাঝখানে উন্মত্ততা কমে যাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছিল পিগি, সেই ভরসায় সাবধানে উঠে দাঁড়াল সে। জ্যাক চকিতে একবার র‍্যাল্‌ফ এবং দু ভাইকে দেখে নিল। তারপর হুঙ্কার ছাড়ল,

'ধরে ফেল ওদের!'

কিন্তু নড়ল না কেউ। জ্যাক সরোষে চেঁচিয়ে বলল,

'আমি বলছি—ধর ওদের!'

রঙমাখা দলটা এবার স্যাম আর এরিককে ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে, তবে কোনো উগ্রতা দেখা গেল না ওদের মাঝে, বরং ভীরু একটা ভাব নিয়ে খালি হাতে এগিয়ে গেল ভাই দুটির দিকে। আবার খন্‌খনে হাসি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

স্যাম-এরিক অত্যন্ত ভদ্রভাবে বাধা দিল ওদের।

'এই, ধরবে না বলছি ?' বলল এক ভাই।

'—সত্যিই ভালো হবে না!' আরেক ভাইয়ের আপত্তি।

বর্শাগুলো কেড়ে নেওয়া হল ওদের কাছ থেকে।

'এবার বেঁধে ফেল ওদের !' আদেশ করল জংলী সর্দার। কালো আর সবুজ রঙমাখা মুখটার দিকে তাকিয়ে হতাশ কণ্ঠে চেঁচাল র‍্যাল্‌ফ,

'জ্যাক !'

জ্যাক নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'চালিয়ে যাও। বাঁধ ওদের।'

রঙমাখা দলটা এবার ভিন্নতা অনুভব করল স্যাম-এরিককে নিয়ে, না—ওরা ওদের কেউ নয়, সেই সঙ্গে উপলব্ধি করল—সব ক্ষমতা এখন ওদের হাতে। সবাই উত্তেজিত হয়ে যমজ ভাইদের ফেলে দিল জড়াজড়ি অবস্থায়। অনুগত জংলীদের কাণ্ডে অনুপ্রাণিত হল জ্যাক। সে জানে, উদ্ধারের চেষ্টা চালাবে র‍্যাল্‌ফ। জ্যাক সবেগে ছুটে গিয়ে সেঁধল শোর তোলা বৃত্তটার ভেতর, র‍্যাল্‌ফ কোনো রকমে সরে গিয়ে সংঘর্ষটা এড়াল শুধু।

ভয়ানক রকম হইচই বাধিয়েছে জংলীদের দল আর যমজ দু ভাই মিলে। কুস্তির একটা আখড়া গড়ে তুলেছে ওরা। ভয়ে আবার কুঁকড়ে গেছে পিগি। কোস্তাকুস্তি থামল শেষে। একরাশ বিস্ময় নিয়ে শুয়ে আছে যমজ দু ভাই, জংলীরা ঘিরে আছে ওদের। জ্যাক র‍্যাল্‌ফের দিকে ফিরে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল,

'দেখলে তো ? আমি যা চাই, তা–ই করে ওরা।'

আবার নেমে এল নিস্তব্ধতা। বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে যমজ দুটি, আনাড়ির মতো বাঁধা হয়েছে ওদের। জংলীরা একদৃষ্টে তাকিয়ে র‍্যাল্‌ফের দিকে, র‍্যাল্‌ফ কী করে—দেখার জন্যে উদগ্রীব। চুলের ঝালরের ফাঁক দিয়ে জংলীদের গুনে দেখল র‍্যাল্‌ফ, পলকের জন্যে তাকাল নিষ্ফল ধোঁয়ার দিকে।

আচম্বিতে রাগে ফেটে পড়ল র‍্যাল্‌ফ। জ্যাকের দিকে তাকিয়ে চেঁচাল,

'তুই একটা পশু, একটা শুয়োর, আর একটা, আর একটা জঘন্য রকমের চোর!'

আক্রমণ করে বসল র‍্যাল্‌ফ।

প্রমাদ গুনল জ্যাক। সমস্যাটা এখানেই, শুধু গালাগাল করেই শান্ত হয় না, আক্রমণও করে। সেও এগোল বাধ্য হয়ে মুখোমুখি হয়ে। পরস্পরকে ধাক্কা মারল ওরা, তারপর লাফিয়ে উঠে বিচ্ছিন্ন হল। র‍্যাল্‌ফের কানের ওপর ঢিসুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল জ্যাক। র‍্যাল্‌ফও কম কিসে ? মেরে দিল জ্যাকের পেট বরাবর বিরাশি সিক্কা। ঘোঁৎ করে উঠল জ্যাক। তারপর আবার মুখোমুখি হল দু জন। মহাক্রুদ্ধ দুই যোদ্ধা হাঁপাচ্ছে হাঁ করে, তবে দু জনেই ভড়কে গেছে দু জনের হিংস্রতা দেখে। দুই যোদ্ধা সজাগ হল যুদ্ধের নেপথ্যে হইহল্লার ব্যাপারে। একটানা তুমুল হর্ষধ্বনি শোনা যাচ্ছে ওদের।

সহসা পিগির কণ্ঠ কানে বিঁধল র‍্যাল্‌ফের।

'আমাকে কিছু বলতে দাও।'

রণক্ষেত্রে ধুলোর ওপর দাঁড়িয়ে পিগি। জংলীরা ওর কথা শুনে হর্ষধ্বনি থামিয়ে দুয়ো দিতে লাগল ওকে।

শাঁখটা তুলে ধরল পিগি, ওদের বিদ্রূপের সুর কমে গেল খানিকটা, পরমুহূর্তে দুয়োধ্বনি ফিরে এল পূর্ণশক্তিতে।

'শাঁখটা এখন আমার কাছে!'

গলা ফাটিয়ে চেঁচাল পিগি।

'আমি তো বলছি তোমাদের, শাঁখটা আমার হাতে!'

বিস্ময়ের ব্যাপার, ওরা সবাই চুপ মেরে গেছে এখন। পিগি কী এমন মজার কথা বলে —শোনার জন্যে খুবই কৌতূহল ওদের।

নীরবতা বিরাজ করছে এ মুহূর্তে, সেইসঙ্গে হাত–পাও অচল রয়েছে ওদের, সাময়িক একটা বিরতি চলছে। কিন্তু এই নীরবতার মাঝে অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে বাতাসে। র‍্যাল্‌ফের মাথার ঠিক কাছেই হচ্ছে শব্দটা। র‍্যাল্‌ফের অর্ধেক মনোযোগ চলে গেল ওদিকে—এবং আবার হল শব্দটা, প্রথমে শাঁই শাঁই, তারপর ঝুপ্! র‍্যাল্‌ফ টের পেয়ে গেল ব্যাপারটা— ওপর থেকে কেউ পাথর ছুড়ে মারছে। এই অপকর্মটি করছে রজার, তার এক হাত এখনো রয়েছে সেই হাতলের মতো গুঁড়িটার ওপর। নিচের দিকে তাকিয়ে রজার র‍্যাল্‌ফকে দেখতে পাচ্ছে নোংরা চুলের গোছার মতো, আর পিগি একটা থলথলে চর্বির বস্তা।

'তোমাদের বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি', আবার চেঁচাল পিগি। 'এক দঙ্গল শিশুর মতো আচরণ করছ তোমরা।'

দুয়োধ্বনি উঠল আবার, তবে পিগি সাদা জাদুই খোলসটা তুলে ধরামাত্র থেমে গেল ওরা।

'কোন জিনিসটা ভালো—তোমাদের মতো এরকম রঙ মেখে বর্বর সেজে থাকা, নাকি র‍্যাল্‌ফের মতো সচেতন হওয়া ?'

জোরালো গুঞ্জন উঠল বর্বরদের মাঝে, পিগি চেঁচাল আবার। 'কোনটা ভালো—নিয়মনীতি থাকা এবং সেই নিয়ম নেমে চলা, নাকি শিকার করা এবং হত্যাকাণ্ড ঘটানো ?'

আবার কলরব শোনা গেল জংলীদের এবং আবারো সেই—শাঁই শাঁই! ঝুপ্!

র‍্যাল্‌ফ এই হট্টগোলের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে বলল, 'কোনটা ভালো—আইন এবং উদ্ধার, নাকি শিকার এবং ধ্বংসযজ্ঞ!'

এখন জ্যাকও শুরু করছে তর্জনগর্জন, কাজেই র‍্যাল্‌ফের কথা আগের মতো আর শুনতে পাচ্ছে না কেউ। জ্যাক অবস্থান নিয়েছে গোটা দলটার সামনে, ওরা সবাই এখন পুঞ্জীভূত একটা জমাট আতঙ্ক, খাড়া খাড়া বর্শা নিয়ে রণসাজে সজ্জিত। আক্রমণের একটা ভঙ্গি দানা বেঁধে উঠেছে ওদের মাঝে, ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে ওরা, আপদ সব ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে দুর্গের মুখ থেকে।

র‍্যাল্‌ফ ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, প্রতিপক্ষ হিসেবে ওর প্রতিরোধ খুবই সামান্য, তবু ওর বর্শাটা তৈরি। র‍্যাল্‌ফের পাশে রয়েছে পিগি, এখনো ধরে রেখেছে সেই মন্ত্রপূত কবচ—দীপ্তিময় সৌন্দর্যে ভরা ভঙ্গুর এক সাদা খোলস। ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি রীতিমতো ঝড় তুলেছে, এই ঝড় থেকে জাদুর মতো বর্ষিত হচ্ছে ঘৃণা। এদিকে মাথার ওপর, অনেক উঁচুতে, একাকী পড়ে থেকে উত্তেজনা চরমে পৌঁছল রজারের। নিজের সম্পূর্ণ ভর সে চাপিয়ে দিল সেই হাতলটার ওপর।

র‍্যাল্‌ফ শুনতে পেল বিশাল সেই পাথরটার নড়ে ওঠার শব্দ, এর আগে দেখে এসেছে যে পাথর। পাথরটার এই বিচ্যুতি ও টের পেল মাটি কেঁপে ওঠায়। নগ্ন পায়ে অনুভূত হয়েছে এই কম্পন, তা ছাড়া ওপরে কিছু টুকরো পাথর গুঁড়িয়ে গেছে। তারপর সেই সুবিশাল লাল পাথরটা হুড়মুড়িয়ে লাফিয়ে পড়ল জায়গাটার গলা বরাবর, পাথরটা গায়ের ওপর উড়ে আসার আগেই একদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল র‍্যাল্‌ফ, শুয়ে পড়ল সটান, বুনো উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার দিল জংলীরা।

পাথরটা চোখের পলকে ভীম বেগে আঘাত হানল পিগিকে—চিবুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে। শাঁখটা মুহূর্তেই বিদীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল হাজার খানেক সাদা টুকরোয়। ওটার অস্তিত্ব বলে কিছু রইল না আর। পিগি বলল না কিছু, এমনকি টু শব্দটি করার সুযোগ পেল না বেচারা। পাথর থেকে একদিকে ছিটকে ভেসে চলল বাতাসে। পাথরটা বার দুয়েক মাটিতে লাফিয়ে হারিয়ে গেল বনের ভেতর। পিগি পড়ল গিয়ে চল্লিশ ফুট নিচে, সাগরের মাঝে জেগে থাকা বড়সড় একটা চৌকো লাল পাথরের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা চৌচির হয়ে গেল ওর, ঘিলু বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, রক্তে ভিজে গেল জায়গাটা। পিগির হাত-পাগুলো এমনভাবে রয়েছে, একটা শূকর মারলে যেভাবে পড়ে থাকে, ঠিক সেরকম দেখাচ্ছে ওকে। পানি একদম নেমে যাওয়ার পর আবার দীর্ঘ ধীর নিশ্বাস ছাড়ল সাগর, বলক দিয়ে ছুটে এল সাদা ফেনা, পাথরের ওপর এসে ফেনাটা হয়ে গেল গোলাপি, তারপর যখন আবার নেমে গেল পানি, পিগির নিষ্প্রাণ দেহটাও চলে গেল সাগরে।

পুরোপুরি নীরবতা নেমে এসেছে এ মুহূর্তে। ঠোঁট নেড়ে কী একটা শব্দ বলল র‍্যাল্‌ফ, কিন্তু স্বর ফুটল না।

দল থেকে আচমকা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল জ্যাক। উন্মত্তের মতো চেঁচাতে লাগল, 'দেখেছ ? দেখেছ তো ? এই হবে তোমার পরিণতি ! সত্যি বলছি ! এখন দল বলে কিছু আর রইল না তোমার ! শাঁখটা তো গেছে—'

মাথা নিচু করে সামনের দিকে দৌড়াল জ্যাক, সগর্বে ঘোষণা করল,

'আমিই হচ্ছি দলনেতা!'

আক্রোশটা এখন তীব্র হয়ে উঠেছে জ্যাকের, র‍্যাল্‌ফকে ঘায়েল করার সম্পূর্ণ ইচ্ছে নিয়ে সবেগে বর্শাটা ছুড়ে মারল সে। বর্শার ছুঁচাল ডগা র‍্যাল্‌ফের ত্বক এবং মাংস ছিঁড়ে নিল পাঁজর থেকে, তারপর ওটা সোজা গিয়ে পড়ল পানিতে। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল র‍্যাল্‌ফ, ব্যথার চেয়ে আতঙ্ক ছেঁকে ধরল ওকে, গোটা দল এখন চিৎকার জুড়ে দিয়েছে ওদের দলনেতার মতো, এগোতে শুরু করেছে ওর দিকে। আরেকটা বর্শা সাঁ করে উড়ে এল, তবে সোজা না আসায়, শিগগির মুখ থুবড়ে পড়ল ওটা। এবার বর্শা এল ওপর থেকে, যেখানে রজার রয়েছে। ধরাশায়ী যমজ দু ভাই এখন জংলীদের দলটার পেছনে, ছদ্মবেশী শয়তানের দল এখন ঝাঁক বেঁধে এগোচ্ছে গলা বরাবর। ঘুরে দৌড় দিল র‍্যাল্‌ফ। তুমুল শোরগোল শোনা গেল পেছনে, যেন এক ঝাঁক গাঙচিল পিছু নিয়েছে ওর। এতক্ষণে হুঁশ হল র‍্যাল্‌ফের, এভাবে খোলা জায়গায় রয়েছে বলেই ওরা ব্যাপকভাবে বর্শা ছুড়তে পারছে। ছুটতে ছুটতে সামনে শিরহীন শূকরীটাকে দেখতে পেল র‍্যাল্‌ফ, সময়মতো লাফ দিয়ে পেরিয়ে গেল ওটা। তারপর শুকনো পাতা এবং ছোট ছোট মরা ডাল মাড়িয়ে বনের ধারে লুকিয়ে পড়ল ও।

শূকরীটার কাছে এসে থামল দলনেতা, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে বলল,

'ফিরে যাও! দুর্গে ফিরে যাও তোমরা!'

গোটা দল এবার হল্লা করে এগিয়ে চলল সেই গলাটার দিকে, সেখানে রজার এসে যোগ দিল ওদের সাথে।

দলনেতা তাকে রাগ দেখিয়ে বলল, 'তুমি পাহারায় ছিলে না কেন ?'

রজার গম্ভীর মুখে তাকাল দলনেতার দিকে, 'আমি তো এইমাত্র নেমে এলাম—'

সাক্ষাৎ জল্লাদের মতো লাগছে রজারকে। দলনেতা আর ঘাঁটাল না তাকে। স্যাম আর এরিকের দিকে ফিরে বলল,

'আমার দলে যোগ দিতে হবে তোমাদের।'

'আমাকে যেতে দাও তুমি—' মিনতি করল স্যাম।

'—এবং আমাকেও।' বলল এরিক।

কয়েকটা বর্শা পড়ে আছে মাটিতে, সেগুলো থেকে একটা তুলে নিয়ে স্যামের পাঁজরে খোঁচা দিল জ্যাক।

'এসবের মানে কী, এ্যাঁ ?' ভয়াল মূর্তিতে বলল দলনেতা। 'এই বর্শা নিয়ে এসেছ কেন ? আমার দলেই বা যোগ দিচ্ছ না কেন ?'

পাঁজরের খোঁচাটা তালে তালে পড়তে লাগল। স্যাম চিৎকার করে বলল,

'তোমাদের পথ সঠিক নয়।'

দলনেতাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রজার, সর্দারকে শুধু কাঁধ দিয়ে গুঁতো মারল না —এই যা। চিৎকার থেমে গেল স্যামের। মাটিতে শুয়ে দু ভাই ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল নীরব আতঙ্ক নিয়ে। রজার ওদের দিকে এমনভাবে এগিয়ে গেল, যেন নাম না জানা কোনো কর্তৃপক্ষের শাসনভার নিয়েছে সে।

বারো
শিকারিদের হুঙ্কার

একটা ঝোপের আড়ালে রয়েছে র‍্যাল্‌ফ, নিজের ক্ষতগুলো নিয়ে ভাবছে ও। ওর ডান পাঁজরের ওপর ইঞ্চি কয়েক ব্যাস নিয়ে তৈরি হয়েছে একটা ক্ষত। ফুলে উঠেছে জায়গাটা, বর্শার খোঁচায় তৈরি হয়েছে লম্বা একটা রক্তমাখা দাগ। চুলভর্তি ধুলো জমে আছে ওর, লতানো গাছের আকর্ষের মতো চোখেমুখে মৃদু চাপড় দিচ্ছে চুলগুলো। পালানোর সময় বনের ভেতর দিয়ে এলোপাতাড়ি ছুটে আসায় আঁচড় আর জখমে ভরে গেছে সারা গা। এ মুহূর্তে আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস। গোসলের কথা ভাবল ও। ভেজাতে হবে এই ক্ষতগুলো। কিন্তু পানিতে নামলে বিপদ হতে পারে। ওরা যদি খালি পায়ে চুপিসারে এসে হাজির হয়, কী হবে তখন ? তা ছাড়া এখন ছোট্ট নদীটার ধারে কিংবা খোলা সৈকতেই বা একাকী থাকবে কী করে ও?

র‍্যাল্‌ফ শুনতে পাচ্ছে ওদের সাড়াশব্দ। আসলে পাথরের দুর্গটা থেকে তেমন দূরে নয় ও। ভয় পেয়ে র‍্যাল্‌ফ যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছিল, তখন ওদের তাড়া করার শব্দ কানে এসেছে বলে মনে হয়েছে ওর। কিন্তু শিকারিরা বনের সীমানায় সবুজের ঝালর পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। হয়তোবা পড়ে থাকা বর্শাগুলো খুঁজে নিয়েছে। তারপর ওরা সবেগে ছুটে ফিরে গেছে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পাথরের দুর্গে, যেন পাতার আড়ালে জমে থাকা অন্ধকারকে ভয় পেয়েই এগোয় নি কেউ। র‍্যাল্‌ফ পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছিল একজনকে, মুখে বাদামি, কালো এবং লাল রঙের ডোরা। ওর মনে হয়েছে সে বিল। কিন্তু আসলে সে বিল নয়। ভেবে দেখলে র‍্যাল্‌ফের দৃষ্টিতে তা–ই। সে হচ্ছে একটা বর্বর, যার এখনকার ইমেজ শার্ট–প্যান্ট পরা পুরোনো সেই ভদ্রছেলের ছবির সাথে মিল খায় না।

বিকেলটা মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। তালগাছগুলোর সবুজ পাতা এবং বাদামি আঁশগুলোর ওপর দিয়ে সবল মেজাজে একটু একটু করে সরে গেল সূর্যের বৃত্তাকার পিণ্ড। এখন আর কোনো শব্দ আসছে না পাথরের প্রাচীরটার ওপাশ থেকে। ফার্নের ঝোপ থেকে পোকার মতো হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল র‍্যাল্‌ফ, এগোল দুর্ভেদ্য ঘন ঝোপটার প্রান্ত বরাবর, খোলা জায়গাটায় গলার মুখোমুখি রয়েছে ঝোপ। ঝোপের প্রান্তে এসে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে তাকাল ও। দেখে, পাহারায় রবার্ট বসে আছে খাঁড়িটার মাথায়। ওর বাঁ হাতে বর্শা, ডান হাতে ছোট্ট একটা নুড়ি শূন্যে ছুড়ছে এবং ধরে ফেলছে আবার। তার পেছনে রয়েছে ধোঁয়ার একটা পুরু স্তম্ভ, ঝলসানো মাংসের ঝাঁজাল সুঘ্রাণ নাকে সুড়সুড়ি দিল ওর, পানি এসে গেল জিভে। নাক মুছে নিয়ে হাতের উলটো

পিঠে মুখ মুছল ও। সকালের পর এই প্রথম প্রচণ্ড খিদে অনুভব করল। জংলীদের দলটা নিশ্চয়ই এখন পুরুষ্টু শূকরটাকে ঘিরে বসেছে এবং দেখছে ছ্যার্‌ছ্যার্‌ করে কীভাবে আগুনে গলে গলে পড়ছে ওটার চর্বি। ওদের মন এখন পুরোটাই নিমগ্ন থাকবে ভোজের প্রতি।

রবার্টের পাশে এসে দাঁড়াল আরেকজন, চেনা যাচ্ছে না তাকে, রবার্টকে কিছু একটা দিয়ে আবার সে চলে গেল পেছনে। রবার্ট বর্শাটা ওর একপাশে রেখে জিনিসটা দু হাতে তুলে ধরে খেতে শুরু করল। তার মানে ভোজ শুরু হয়ে গেছে, রবার্টকে দেওয়া হয়েছে তার ভাগ।

ঝোপের আড়াল থেকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে খানিকক্ষণ রবার্টের খাওয়া দেখল র‍্যাল্‌ফ, তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে ও চলে গেল ফলগাছগুলোর দিকে। সামান্য কিছু ফল জুটবে হয়তো। একে তো খাবারটা তেমন রুচিকর নয়, তার ওপর সেটা আরো বিস্বাদ হয়ে উঠল ওদের ভোজের কথা মনে করে। আজ ভূরিভোজ করছে ওরা ,কালকেও করবে...

ব্যাপারটা ভেবে দেখতে গিয়ে মনে জোর পেল না র‍্যাল্‌ফ, তবু নিজেকে বোঝাল—ওরা এখন ছেড়ে দেবে ওকে। ঘাঁটাঘাঁটি করবে না আর, বড়জোর হয়তো আউট-ল হিসেবে দেখবে। সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ করবে আর কি। কিন্তু যুক্তির বাইরে সর্বনেশে সেই চিন্তাটা আবার উদয় হল মাথায়। শাঁখটার চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া, পিগি আর সাইমনের মৃত্যু—এসব রোমহর্ষক ঘটনা বাষ্পের মতো বিচরণ করছে এই দ্বীপে। রঙমাখা অসভ্যের দল আরো এবং আরো অনেক দূর এগোতে পারে। তার ওপর জ্যাকের সাথে ওর দা-কুমড়োর সম্পর্ক। এজন্যেই জ্যাক ছাড়বে না ওকে, কক্ষনো না।

থামল র‍্যাল্‌ফ, সূর্যের শেষবেলার ছিটেফোঁটা আলো এসে পড়ল ওর গায়ে, গাছের একটা ডাল ধরে নিচে সেঁধোবার জন্যে তৈরি হল ও, সহসা তীব্র একটা আতঙ্ক নাড়া দিয়ে গেল ওকে, র‍্যাল্‌ফ চিৎকার করে বলে উঠল,

'না! ওরকম খারাপ নয় ওরা। ওটা ছিল নিছক একটা দুর্ঘটনা!'

ডালটার নিচে মাথা গলিয়ে দিল র‍্যাল্‌ফ। দৌড় দিল এলোপাতাড়ি, তারপর থেমে কান খাড়া করল।

র‍্যাল্‌ফ যে ফলবাগানে এসেছে, আগেই তছনছ করা হয়েছে জায়গাটা, তবু প্রচুর ফল আছে এখনো। লোভীর মতো পেট পুরে ফল খেল ও। ছোট্ট দুটি ছেলে ফল খাচ্ছিল বাগানে, র‍্যাল্‌ফকে যে দেখবে ভাবে নি ওরা, দেখামাত্র ভয়ে চিৎকার দিয়ে দৌড়াল দু জন। ওদের কাণ্ডে বেশ অবাক হল র‍্যাল্‌ফ।

খাওয়া শেষে সৈকতের দিকে এগোল র‍্যাল্‌ফ। বিধ্বস্ত ছাউনির পাশে, তালগাছগুলোতে এখন তেরছা আলো ছড়াচ্ছে সূর্য। মঞ্চ এবং পুকুর সব ঠিকই আছে। এখন সবচেয়ে ভালো হবে হৃদয়ে জমে থাকা ভারী সব অনুভূতিকে উপেক্ষা করে যাওয়া, সেইসঙ্গে আস্থা রাখতে হবে ওদের জ্ঞানবুদ্ধি এবং দিনের আলোর মতো স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থতার ওপর। জংলীদের এখন খাওয়াদাওয়া শেষ, এখন করার মতো কাজ একটা—আবার আগুন নিয়ে আসার চেষ্টা চালানো। নির্জন মঞ্চের ধারে, কোনো ছাউনিতে সারা রাত কিছুতেই পড়ে থাকবে না ও। শেষ বিকেলের মৃদু আলোতে হঠাৎ শিরশিরিয়ে উঠল ওর সারা গা, কেঁপে উঠল ও। আগুন নেই, ধোঁয়া নেই, কাজেই উদ্ধার পাওয়ার কোনো পথও নেই। ঘুরে আবার রওনা হল র‍্যাল্‌ফ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল জ্যাকের জায়গাটার দিকে।

তির্যকভাবে এসে পড়া সূর্যের আলো হারিয়ে গেছে গাছের ডালপালায়। শেষমেশ একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল র‍্যাল্‌ফ, যেখানে পাথরের জন্যে জন্মাতে পারে নি গাছপালা। এ মুহূর্তে একগাদা ছায়ায় ভরে আছে জায়গাটা। হঠাৎ একটা কিছু দেখে আঁতকে উঠল র‍্যাল্‌ফ, পর মুহূর্তে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল একটা গাছের আড়ালে, শেষে সামলে নিল নিজেকে। কিছু একটা খাড়া রয়েছে জায়গাটার মাঝখানে, তবে ভয়ের কিছু নেই, সাদা জিনিসটা একটা শূকরের খুলি—একটা লাঠির মাথায় বসে হাসছে র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকিয়ে। ধীর পায়ে হেঁটে খোলা জায়গাটার একদম মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফ, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল খুলিটার দিকে। ঝিক্‌মিক্ করে যেন জ্বলছে সাদা খুলিটা, যে দীপ্তি একসময় ছিল সেই শাঁখটার। খুলিটা যেন তীব্র নিন্দা নিয়ে ব্যঙ্গ করছে ওকে। খুলিটার এক চোখের কোটরে যদি অনুসন্ধানরত পিঁপড়েটা না থাকত, তা হলে নিষ্প্রাণ এক খণ্ড হাড় বলা যেত এটাকে। এ ছাড়া আর কী এটা ? অনুভূতির সূক্ষ্ম কাঁটাগুলো ওঠানামা করছে র‍্যাল্‌ফের শিরদাঁড়া বেয়ে। খুলিটা এখন ওর মুখের সমতলে, দু হাতে মাথার চুল আঁকড়ে ধরে সেদিকে তাকিয়ে আছে ও। দাঁত কেলিয়ে হাসছে খুলিটা, চোখের ফাঁকা কোটরগুলো কোনোরকম চেষ্টা ছাড়াই কর্তৃত্বের সাথে আটকে রেখেছে ওর দৃষ্টি।

কী এটা ?

প্রশ্নটা আবার ঘাই মারল র‍্যাল্‌ফের মনে। খুলিটা র‍্যাল্‌ফকে এমন একজন বলে বিবেচনা করল, যে সব প্রশ্নের উত্তর জানে, কিন্তু বলবে না কিছু। অসুস্থ একটা ভয়ের প্রকোপ তাড়া করল র‍্যাল্‌ফকে। সামনের নোংরা জিনিসটাতে সজোরে ঘুসি চালাল ও। খেলনার মতো দুলে উঠল ওটা, ছিটকে একটু দূরে গিয়েই ফিরে এল আবার। এখন হাসি ছড়িয়ে আছে পুরো খুলিটা জুড়ে। রাগটা চরমে পৌঁছুল ওর, খুলিটা এবার আছড়ে মারল দূরে। আঙুলের ছড়ে যাওয়া গাঁটগুলোতে জিভ বুলিয়ে তাকাল ফাঁকা লাঠিটার দিকে। খুলিটা এখন দু টুকরো হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, হাসির বিস্তৃতি গিয়ে ঠেকেছে ছ ফুট। কাঁপতে থাকা লাঠিটা মুচড়ে ফাটল থেকে তুলে নিল র‍্যাল্‌ফ, বর্শার মতো ওটা ধরে রাখল সাদা টুকরোগুলো এবং নিজের মাঝখানে। তারপর ক্রমশ পিছিয়ে আসতে লাগল ও, চোখ দুটো স্থির রইল আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকা খুলির ওপর।

দিগন্ত থেকে সবুজ আলোটুকু নিভে গিয়ে যখন রাতের আঁধার নেমে এল, পাথরের দুর্গটার সামনে, সেই ঝোপটাতে আবার গিয়ে হাজির র‍্যাল্‌ফ। ঝোপের ফাঁকফোকর দিয়ে সামনে উঁকি দিল ও। দুর্গের চুড়োয় এখনো রয়েছে একজন, এবং সঙ্গে বর্শাটাও তৈরি রেখেছে সে।

অন্ধকারে হাঁটু গেড়ে বসে নিঃসঙ্গতার তিক্ত স্বাদ অনুভব করল র‍্যাল্‌ফ। ওরা বর্বর ঠিকই, কিন্তু এর পরেও তো মানুষ, কাজেই গভীর রাতে অতর্কিত আক্রমণের ভয়টাও এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

র‍্যাল্‌ফের গোঙানি শোনা গেল, বেশ দুর্বল। ওর শরীর জুড়ে ক্লান্তি, কিন্তু বর্বরদের দলটার ভয়ে আরাম করতে পারছে না কিংবা ডুব দিতে পারছে না ঘুমের ভেতর। দুর্গটার ভেতর সাহসের সাথে ঢুকে পড়া হয়তো সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। ও কি গিয়ে বলতে পারবে—'তোমাদের সাথে সন্ধি করতে এসেছি আমি?' এই বলে হালকাভাবে ওদের সাথে হাসতে হাসতে ঘুমোতে যেতে পারবে? ওরা কি এখনো রয়ে গেছে সেই ছেলেদের মতো, স্কুলের যে ছেলেরা 'স্যার, জি, স্যার, বলে থাকে, মাথায় পরে সভ্যতার টুপি? দিনের আলো হয়তো এই প্রশ্নগুলোর জবাবে 'হ্যাঁ' বলত, কিন্তু অন্ধকার আর মৃত্যুভয় জবাব দিল—'না'।

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে এভাবে এলোমেলো ভাবনার জাল বুনে চলল র‍্যাল্‌ফ, ও জানে—ওদের সমাজে কখনোই ঠাঁই হবে না ওর।

'কারণ কিছুটা বোধশক্তি আছে আমার ।' আপন মনে বলে উঠল র‍্যাল্‌ফ।

বাহুতে গাল ঘষল র‍্যাল্‌ফ। লবণ, ঘাম আর ধুলো মিলিয়ে কটু গন্ধ পেল একটা। ওর বাঁ দিকে চলছে সাগরের ঢেউগুলোর শ্বাসপ্রশ্বাসের খেলা। শ্বাস টানার ভঙ্গিতে ভেতরের দিকে শুষে নিচ্ছে পানি, আবার নিশ্বাস ছাড়ার মতো টগবগ করে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাথরের ওপর।

শব্দ ভেসে আসছে পাথরের দুর্গটার পেছন থেকে। কান পেতে শুনতে শুনতে সাগরের ঢেউ থেকে মনটাকে সরিয়ে নিল ও। সুপরিচিত সুরটা ধরতে পারল শেষে।

'জন্তুটাকে মার! গলাটাকে ফাড়! রক্ত ছুটিয়ে দাও!'

আদিবাসীদের দল নাচছে এখন। পাথুরে দেয়ালটার ওপাশে কোথাও তৈরি হয়েছে অন্ধকার বৃত্ত, আগুন জ্বেলে ঝলসানো হচ্ছে মাংস। রসনা মিটিয়ে খেয়ে নিরাপদে থাকবে ওরা।

হাতের কাছেই কথা বলার শব্দে কেঁপে উঠল র‍্যাল্‌ফ। পাথরের দুর্গ বেয়ে উঠছে বর্বররা, একদম চুড়োর দিকে রয়েছে ওরা, র‍্যাল্‌ফ শুনতে পাচ্ছে ওদের কণ্ঠ। পা টিপে টিপে কয়েক গজ সামনে এগোল ও, বদলে গেছে দুর্গশীর্ষের পাহারা, এবং আগের চেয়ে বেড়ে গেছে মূর্তি। যারা ওভাবে চলাফেরা করে কিংবা কথা বলে থাকে এমন দুটি ছেলেই আছে, এই দ্বীপে।

মাথাটা নামিয়ে হাত দুটোর ওপর রাখল র‍্যাল্‌ফ। দৃশ্যটা আহত করেছে ওকে। স্যাম আর এরিকও এখন জংলীদের দলে। ওর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পাথরের দুর্গটাকে পাহারা দিচ্ছে দু জন। উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই ওদের। সবাই মিলে দ্বীপের আরেকটা প্রান্তে গড়ে তুলেছে এক দুর্বৃত্তদল। স্যাম-এরিক অন্যদের মতোই বন্য, পিগি মরে গেছে এবং শাঁখটা হয়েছে চূর্ণবিচূর্ণ।

সবশেষে পাহারাদার নেমে এল। শেষ যে দুজন দাঁড়িয়েছিল তাদের দেখে মনে হচ্ছিল ওরা ওই পাহাড়টারই একটা অংশ। পেছনে একটা তারা দেখা গেল, কিন্তু কোনোকিছুর ঘোরাফেরায় তা মুহূর্তেই আড়ালে পড়ে গেল।

সামনের দিকে এগোল র‍্যাল্‌ফ, অন্ধকারে অমসৃণ পথে হাঁটতে গিয়ে নিজেকে একটা অন্ধ মনে হল ওর। ডান দিকে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত অস্পষ্ট জলরাশি, আর বাঁ দিকে, নিচে রয়েছে অশান্ত সাগর, যা কোনো খনিখাদের মতোই ভয়ঙ্কর। প্রতি মিনিটে সাগর জল এসে নিশ্বাস ফেলছে মৃত্যুপ্রস্তরের চারপাশে, তারপর ফুঁসে উঠে ফুলের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে সাদা ফেনা। প্রবেশপথে দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা শৈলশিরার খাঁজটা স্পর্শ না করা পর্যন্ত হাতড়ে হাতড়ে এড়িয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। ঠিক ওর মাথার ওপরেই রয়েছে পাহারা, পাথরের ওপর দিয়ে বেরিয়ে আসা বর্শার ফলা দেখতে পাচ্ছে ও।

খুব আস্তে ডাকল র‍্যাল্‌ফ,

'স্যাম-এরিক—'

কোনো উত্তর নেই। সাড়া পেতে চাইলে আরো জোরে ডাকতে হবে, কিন্তু তাতে বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। শুনতে পেয়ে আগুনের ধার থেকে ছুটে আসবে রঙমাখা শত্রুরা। কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল র‍্যাল্‌ফ। খাড়া প্রাচীর বেয়ে উঠতে শুরু করল ও, এগিয়ে চলল অন্ধকার হাতড়ে পাথরের খাঁজ ধরে ধরে। শূকরের খুলি ধরে রাখা সেই

লাঠিটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল আরোহণের ক্ষেত্রে, এর পরেও একমাত্র অস্ত্রটা হাতছাড়া করল না ও। যমজ দু ভাইয়ের একদম কাছাকাছি এসে আবার ডাকল র‍্যাল্‌ফ,

'স্যাম-এরিক—'

মুহূর্তেই একটা চিৎকার এবং হুটোপুটি শুনতে পেল র‍্যাল্‌ফ। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে গোঁ গোঁ করছে দু ভাই।

'ভয় পেয়ো না, আমি র‍্যাল্‌ফ।' দু ভাইকে অভয় দিল ও।

কিন্তু ভয় পেয়ে গেল নিজেই, ছুটে গিয়ে ওরা বলেই দেয় কি না ? মাথা এবং কাঁধ চুড়ো থেকে ওপরে না ওঠা পর্যন্ত একটানা উঠে গেল র‍্যাল্‌ফ। ওর বগল থেকে অনেক নিচে সেই ভয়াল পাথরটার চারদিকে চিক্‌চিক্ করছে সফেদ ফেনা।

'আরে—আমি। র‍্যাল্‌ফ।' আবার বলল ও।

অবশেষে দু ভাই সামনের দিকে ঝুঁকে উঁকি দিল র‍্যাল্‌ফের চেহারায়।

'আমরা তো ভেবেছিলাম—' তোতলাতে লাগল এক ভাই।

'—আমরা ঠিক বুঝতে পারি নি কে—' আরেক ভাইয়েরও ঠিক একই অবস্থা।

'—আমরা ভেবেছিলাম—'

লজ্জাকর এক নতুন কর্তব্যবোধ ফিরে এল ওদের মাঝে। এরিক চুপ রইল, কিন্তু স্যাম সচেষ্ট হল কর্তব্য পালনে।

'তোমাকে যেতে হবে, র‍্যাল্‌ফ। তুমি চলে যাও এখন—'

বর্শাটা নেড়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল স্যাম।

বলল, 'তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হবে। বুঝতে পেরেছ ?'

মাথা নেড়ে সায় দিল এরিক, নিজের বর্শা দিয়ে ঘা মারার ভঙ্গি করল বাতাসে। দু হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকল র‍্যাল্‌ফ, সহসা যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই ওর।

'তোমাদের দু জনকে দেখতে এসেছি আমি—'

গাঢ় কণ্ঠে বলল র‍্যাল্‌ফ। ওর গলায় কোনো যন্ত্রণা নেই, তবু কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ।

'আমি দেখতে এসেছি তোমাদের—'

এসব ঘটনার ভেতর যে ভোঁতা একটা যন্ত্রণা রয়েছে, সেটা প্রকাশ পেল না র‍্যাল্‌ফের কথায়। এর পর নীরব হয়ে গেল ও, এমন সময় উজ্জ্বল কয়েকটি তারা খসে পড়ল আকাশে এবং নেচে বেড়াতে লাগল চারদিকে।

স্যাম অস্বস্তির সাথে জায়গা বদল করে বলে উঠল,

'সত্যি বলছি, র‍্যাল্‌ফ, চলে গেলে ভালো করবে তুমি।'

র‍্যাল্‌ফ আবার ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল,

'তোমরা তো রঙ মাখ নি। তারপরেও তোমরা কীভাবে—? যদি আলোটা থাকত এখন—'

আলো থাকলে লজ্জায় মরে যেত ওরা, কারণ দু জনেই রঙ মেখেছে, অন্ধকারে বুঝতে পারে নি র‍্যাল্‌ফ। এরিক শুরু করল আবার, তারপর দু ভাই মিলে তান ধরল দ্বৈতসঙ্গীতে—

'তোমাকে যেতে হবে, কারণ জায়গাটা মোটেও নিরাপদ নয় তোমার জন্যে—'

'—ওরা আমাদের এরকম বানিয়েছে। ওরা মেরেছে আমাদের—'

'কে ? জ্যাক ?'

'আহ, না—'

দু ভাই একসঙ্গে র‍্যাল্‌ফের দিকে ঝুঁকে নিচু স্বরে বলল,

'চলে যাও, র‍্যাল্‌ফ—'

'—এটা জংলীদের দল—'

'—ওরা আমাদের অন্যরকমভাবে গড়ে নিয়েছে—'

'—আমাদের করার কিছু নেই—'

র‍্যাল্‌ফ আবার যখন কথা বলল, কণ্ঠস্বরটা নিচু শোনাল, মনে হল দম আটকে রেখেছে।

'বলো, কী করেছি আমি ? আমি তো পছন্দ করি জ্যাককে—এবং সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে উদ্ধার পেতে চাই—'

আকাশে আবার খসে পড়ল তারা। এরিক মাথা নেড়ে সাগ্রহে বলল, 'শোন, র‍্যাল্‌ফ। বিবেক-বিবেচনা নিয়ে মাথা ঘামিও না আর। ওসব গেছে একেবারে—'

'দলনেতার পদ নিয়েও আর ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না—'

'—নিজের ভালোর জন্যেই এখান থেকে যেতে হবে তোমাকে।'

'আমাদের দলনেতা আর রজার—'

'—হ্যাঁ, রজার—'

'ওরা তোমাকে ঘৃণা করে, র‍্যাল্‌ফ। তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছে দু জন।'

'কাল ওরাই তোমাকে শিকার করতে বেরোবে।'

'কিন্তু কেন ?'

'জানি না। আর শুনে রাখ, র‍্যাল্‌ফ, আমাদের সর্দার জ্যাক বলেছে এই হত্যাকাণ্ড হবে খুবই নির্মম—'

'—এবং একটা শুয়োরের প্রতি যেভাবে বর্শা ছোড়া হয়, তোমার প্রতি আমাদেরকেও ঠিক সেভাবে বর্শা ছুড়তে বলা হয়েছে বিশেষভাবে।'

'এক লাইনে আড়াআড়িভাবে ছড়িয়ে পড়ব আমরা—'

'দ্বীপের একদম শেষ থেকে এগিয়ে যাব সামনের দিকে—'

'—তোমাকে না পাওয়া পর্যন্ত চলবে অভিযান।'

'তোমাকে দেখামাত্র ঠিক এভাবে সঙ্কেত দেব আমরা।'

মুখটা উঁচু করে ধরল এরিক, তারপর ক্ষীণ একটা শব্দ তুলে এক হাতে চাপড়াতে থাকল খোলা মুখ। তারপর ভীরু দৃষ্টিতে চকিতে একবার দেখে নিল পেছন দিক।

'ঠিক এরকমভাবে সঙ্কেত দেব, বুঝেছ —'

'—তখন শব্দটা অবিশ্যি আরো জোরে হবে।'

'আমি কিন্তু কিছুই করব না', দ্রুত ফিস্‌ফিস্ করল র‍্যাল্‌ফ। 'আমি শুধু চাই আগুনটা ধরে রাখতে!'

মুহূর্তের জন্যে থামল র‍্যাল্‌ফ, বুক ভরা দুঃখ নিয়ে ভাবল আগামীকালের কথা। ওকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে চারদিক থেকে ছুটে আসছে বিপদ।

'কী ভাবছ এখন ?' একসঙ্গে জানতে চাইল দু ভাই।

প্রথমে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হল না র‍্যাল্‌ফের, তারপর ভয় আর নিঃসঙ্গতা জাঁকিয়ে বসল ভেতরে।

'আমাকে পাওয়ার পর কী করবে ওরা ?' জানতে চাইল র‍্যাল্‌ফ।

যমজ দুটি বলল না কিছু। ওর অনেক নিচে, সেই মৃত্যুপ্রস্তর আবার ভরে গেল শুভ্র ফেনায়।

'কী করবে ওরা—ওহ্ ঈশ্বর। খিদে পেয়েছে আমার—'

র‍্যাল্‌ফের মনে হল, পাথরের এই দুর্গটা দুলছে ওর নিচে।

'কী হল—বলো—?'

যমজ দু ভাই ওর প্রশ্নের সরাসরি জবাব এড়িয়ে বলল, 'তোমাকে এখন যেতে হবে, র‍্যাল্‌ফ।'

'তোমার ভালোর জন্যেই যেতে হবে।'

'যতটা দূরে পার, সরিয়ে রাখ নিজেকে।'

'তোমরা আসবে না আমার সঙ্গে ? আমরা তিনজন মিলে পারব একটা সুযোগ তৈরি করতে।'

মুহূর্ত কয়েক নীরবতায় কাটল ওদের, তারপর স্যাম রুদ্ধশ্বাসে বলল,

'রজারকে তুমি চেন না। ও একটা আতঙ্ক।'

'—আর সর্দারও— ওরা দু জনই—' ভাইয়ের সাথে সুর মেলাল এরিক।

'—আতঙ্ক।' কথা সম্পূর্ণ করল স্যাম।

'—বিশেষ করে রজার—'

দল থেকে কে যেন উঠে আসছে ওপরের দিকে। জমে গেল দু ভাই।

'আমরা ঠিকমতো পাহারা দিচ্ছি কিনা, দেখতে আসছে ও। জলদি পালাও, র‍্যাল্‌ফ !'

প্রাচীর থেকে নেমে যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে যমজ দু ভাইকে ফিস্‌ফিস্ করে র‍্যাল্‌ফ বলল,

'ধারেকাছেই থাকব আমি, নিচে ওই ঝোপটার ভেতর। কাজেই ওদেরকে দূরে রেখো ঝোপটা থেকে। এত কাছে খুঁজে দেখার কথা কখনো ভাববে না ওরা—'

পায়ের শব্দ এখনো কিছুটা দূরে।

'স্যাম—আমি তো ওখানে নিরাপদেই থাকব, না— কি ?'

দু ভাই নীরব রইল আবার।

'এই যে!' হঠাৎ বলে উঠল স্যাম।' নাও এটা—'

র‍্যাল্‌ফ অনুভব করল বড়সড় এক টুকরো মাংস গুঁজে দেওয়া হচ্ছে ওর হাতে, টুকরোটা আঁকড়ে ধরল ও।

বলল, 'কিন্তু আমাকে যখন ধরবে তোমরা, তখন কী করবে তুমি ?'

নীরবতা বজায় রইল। র‍্যাল্‌ফ আপন মনে বিড়বিড় করল, যার কোনো মানে নেই। ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে ও।

'তোমরা কী করছ বসে বসে—?' ওপাশ থেকে জানতে চাইল কেউ।

দুর্গের চুড়ো থেকে দুর্বোধ্য জবাব এল,

'একটা লাঠির দু প্রান্ত চোখা করেছে রজার।'

একটা লাঠির দু প্রান্ত চোখা করেছে রজার—এ কথার মর্মোদ্ধারের চেষ্টা করল র‍্যাল্‌ফ, কিন্তু পারল না। মেজাজ চড়ে গেল ওর। রাগের মাথায় যে ক'টা গাল মনে পড়ল, ঝেড়ে দিল অমনি। হাইয়ের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল গালিগুলো। ঘুম ছাড়া আর কত ? ধবধবে সাদা একটা বিছানা আর চাদরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ওর মনটা—কিন্তু এখানে শুভ্রতা রয়েছে শুধু দুধের মতো ফেনায়, যা চল্লিশ ফুট নিচে সেই পাথরটার চারদিকে ধীর গতিতে ছলাৎ ছলাৎ করছে, যেখানে পড়ে গিয়েছিল পিগি। পিগি আছে সবখানেই। র‍্যাল্‌ফের গলায় ঝুলে আছে সে, অন্ধকারে পিগির কথা মনে পড়লে ভীষণ ভয় লাগে ওর, মৃত্যুর পর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে পিগি। পিগি যদি এখন তার ফাঁকা মাথাটা নিয়ে উঠে আসে পানি থেকে—ছোটদের মতো হাঁ করে চিৎকার দেবে ও, কাঁদতে থাকবে ফুঁপিয়ে। হাতের লাঠিটা এখন ক্রাচ হয়ে উঠেছে র‍্যাল্‌ফের, ওটার ওপর ভর দিয়ে নামছে ও।

আবার টেনশনে পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। দুর্গের চুড়োর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। স্যাম-এরিক মিলে তর্ক করছে কারো সাথে। কিন্তু ফার্ন আর ঘাস এসে গেছে র‍্যাল্‌ফের নাগালে। এখান দিয়েই ঢুকে পড়তে হবে ভেতরে, থাকতে হবে গা-ঢাকা দিয়ে, এবং ঝোপের কাছাকাছি জায়গা কালকে হবে ওর লুকানোর স্থান। এখানে—ওর হাত দুটো স্পর্শ করল ঘাস—রাতে ঘুমানোর ব্যবস্থাটাও করে নিতে হবে। জায়গাটা বর্বরদের দল থেকে তেমন দূরে নয়, কাজেই ভূতপ্রেতের আতঙ্ক যদি দেখাই দেয়, ক্ষণিকের জন্যে হলেও মানুষের সঙ্গে মিশে থাকা যাবে, যদিও ওই কথার অর্থটা ...

আচ্ছা, মানে কী কথাটার ? একটা লাঠির দু প্রান্ত চোখা করা হয়েছে। কোন রহস্য লুকিয়ে এ কথার ভেতর ? ওর দিকে ওরা যে ক'টা বর্শা ছুড়েছে, একটা ছাড়া বাকিগুলো আর লাগে নি। হয়তোবা পরবর্তী সময়ও ব্যর্থ হবে ওরা। এই বর্শা ছোড়া নিয়েই ওরা কিছু বলেছে কি না কে জানে ?

লম্বা লম্বা ঘাসগুলোর ভেতর গুটিসুটি মেরে আছে র‍্যাল্‌ফ, স্যামের দেওয়া মাংসের টুকরোটার কথা মনে পড়ে গেল ওর, অমনি টুকরোটাতে গোগ্রাসে হামলা চালাল ও। খেতে খেতে নতুন করে কথাবার্তা শুনতে পেল র‍্যাল্‌ফ—যন্ত্রণাকাতর চিৎকার শোনা গেল স্যাম-এরিকের ওখান থেকে, শোনা গেল আতঙ্কিত হওয়ার আর্তনাদ এবং কিছু রাগী কণ্ঠ। মানে কী এর ? র‍্যাল্‌ফ টের পেল, ও ছাড়া আরও কেউ বিপদে পড়েছে—অন্তত যমজ ভাইদের একজন। কণ্ঠগুলো ক্রমশ নিচের দিকে নামতে নামতে মিলিয়ে গেল দূরে, র‍্যাল্‌ফও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল ওদের চিন্তা। হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ঝোপের বিপরীতে ঠাণ্ডা, কোমল পর্ণরাজির সন্ধান পেল র‍্যাল্‌ফ। রাতের জন্যে এটাই হবে ওর বিছানা। দিনের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভেতর চলে যাবে ও, জট পাকানো কাণ্ডগুলোর মাঝখানে জড়সড় হয়ে থাকবে, নিজেকে এত নিপুণভাবে লুকিয়ে রাখবে, ওর কাছে শুধু একজনই আসতে পারবে হামাগুড়ি দিয়ে, এবং সত্যিই কেউ এলে লাঠির খোঁচা খেয়ে বারোটা বেজে যাবে তার। তবে কেউ আসবে না বলেই র‍্যাল্‌ফের বিশ্বাস। যখন ও ঘাপটি মেরে বসে থাকবে, ওকে দিব্যি পাশ কাটিয়ে তল্লাশি চালাবে ওরা, ওদের অনুসন্ধান-বেষ্টনী ছড়িয়ে পড়বে দ্বীপজুড়ে, চিৎকার-চেঁচামেচি চলবে, কিন্তু র‍্যাল্‌ফ থেকে যাবে নাগালের বাইরে।

পর্ণরাজির ভেতর নিজেকে টেনে আনল র‍্যাল্‌ফ, সুড়ঙ্গের মতো বানিয়ে শুয়ে পড়ল সেখানে। আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল লাঠিটা রেখে দিল পাশে, এবং নিজেকে সঁপে দিল অন্ধকারের কাছে। বর্বরদের ফাঁকি দিতে চাইলে দিনের প্রথম আলোতে জেগে ওঠার ব্যাপারটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে—কিন্তু বেচারা র‍্যাল্‌ফ টেরও পেল না, কখন ঘুম এসে ওকে দ্রুত ছুড়ে দিল অন্তঃপুরীর এক অন্ধকার ঢালে।

চোখ খোলার আগেই জেগে উঠল র‍্যাল্‌ফ, কাছেই শুনতে পেল কোলাহল। একটা চোখ খুলল ও, ওর মুখ থেকে মাত্র এক-দেড় ইঞ্চি দূরে ঝুরো মাটির স্তূপ, আর সেই মাটি খুব করে আঁকড়ে ধরেছে হাতের আঙুলগুলো। ফার্নের পর্ণরাজির মাঝ দিয়ে চুইয়ে নামছে আলো। যুগের মতো দীর্ঘ দুঃস্বপ্নগুলোর কথা মনে পড়ে গেল ওর। ঝগড়া-বিবাদ, মৃত্যু—কত কী ঘটে গেছে এর মধ্যে। এবং আজকের এই সকালে আবার শুনতে পাচ্ছে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ। সাগরতীরে উলুধ্বনি দিয়ে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে কেউ—এই বিচিত্র শব্দের জবাব দিচ্ছে আরেক বর্বর, তারপর আরেকজন। একজন উলুধ্বনি দিচ্ছে, বাকিরা একে একে সারিবদ্ধভাবে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে। দ্বীপের সরু প্রান্তে আড়াআড়ি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এই চিৎকার, এ প্রান্তের সাগর থেকে লেগুন বরাবর

এগোচ্ছে ওরা। মনে হচ্ছে যেন একটা উড়ন্ত পাখি চিৎকার করে যাচ্ছে। এত কিছু ভেবে দেখার সময় নেই র‍্যাল্‌ফের, ছুঁচাল লাঠিটা জাপটে ধরে ফার্নের ভেতর দিয়ে পোকার মতো ঝোপের ভেতর ঢোকার পথটাতে এসে গেল। তবে ততক্ষণে এক বর্বরের পা দুটো পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছে ও, পা দুটো ওর দিকেই আসছে। ঝোপের অর্ধেকটা এসে আটকে গেল র‍্যাল্‌ফ, পড়ে রইল নির্জীবের মতো। পেছনে ফার্নের দামে থপ্‌থপ্ পা পড়ার শব্দ শুনতে পেল, লাঠি দিয়ে এখানে-সেখানে পেটানো হল, তারপর বড় বড় ঘাসের ভেতর দিয়ে পা চালানোর শব্দ শোনা গেল। বর্বরটা, তা সে যে-ই হোক, বার দুয়েক বিচিত্র সুরে উলুধ্বনি দিল, তার সেই চিৎকার অনুকরণ করা হল দু দিক থেকে, তারপর থেমে গেল সব। র‍্যাল্‌ফ এখন নট-নড়নচড়ন, আটকে আছে ঝোপের অর্ধেক পথে, খানিকক্ষণ কিছুই শুনতে পেল না ও।

শেষমেশ ঝোপের ভেতরটা পরীক্ষা করে দেখল র‍্যাল্‌ফ। নিশ্চিতভাবেই এখানে ওকে আক্রমণ করতে পারবে না কেউ। উপরন্তু ভাগ্য কিছুটা সহায় হয়েছে ওর জন্যে। যে বিশাল পাথরটা পিগিকে মেরেছে, সেটা এই ঝোপের ঠিক মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে চলে গেছে। ডালপালা ভেঙে বেশ খানিকটা জায়গা দাবিয়ে দিয়ে গেছে ওটা। সব দিকেই এই গর্তটা কয়েক ফুট করে প্রসারিত। র‍্যাল্‌ফ যখন মুচড়ে মুচড়ে এই গর্তে এসে সেঁধোল, বেশ নিরাপদ মনে করল নিজেকে, চালাক চালাক একটা ভাবও এসে গেল। ভাঙাচোরা ডালপালার মাঝে খুব সাবধানে বসল ও, অপেক্ষায় থাকল কখন ওকে ফেলে এগিয়ে যায় শিকারিরা। পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে পলকের জন্যে লাল একটা কিছু দেখতে পেল র‍্যাল্‌ফ। নিশ্চয়ই ওটা পাথরের দুর্গটার চুড়ো, বেশ দূরে যার অবস্থান এবং ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। নিরাপদ জায়গায় থিতু হতে পেরে মনে বেশ ফুর্তির ভাব এসে গেল ওর, কান পাতল শিকারিদের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার জন্যে।

কিন্তু কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কোনো সাড়া নেই ওদের, সবুজ ছাউনির নিচে ওর আনন্দ খানিকটা ম্লান হয়ে গেল।

অবশেষে শুনতে পেল একটা কণ্ঠ—জ্যাকের কণ্ঠ, নিচু স্বরে বলল সে,

'তুমি নিশ্চিত ?'

প্রশ্নটা যাকে করা হল, কোনো জবাব এল না তার। হয়তো সে আকারে-ইঙ্গিতে দিয়েছে উত্তরটা।

রজারের কণ্ঠ শোনা গেল এবার,

'যদি আমাদের বোকা বানাও তুমি—'

রজারের কথা শেষ হওয়ার আগেই হাঁ করে শ্বাস টানার শব্দ শোনা গেল, এবং তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার দিয়ে উঠল কেউ। অজান্তেই কুঁকড়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। যমজ ভাইদের একজন রয়েছে সেখানে, ঝোপের ঠিক বাইরে, সাথে জ্যাক আর রজার।

'তুমি নিশ্চিত, ওখানেই থাকবে বলেছে সে ?' জ্যাকের প্রশ্ন।

যমজটার দুর্বল গোঙানি শোনা গেল, তারপর আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'সত্যিই সে ওখানে লুকোবে বলেছে ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—অ্যাঁ—!'

তীক্ষ্ণ খলহাসি ছড়িয়ে পড়ল গাছপালার মাঝে।

প্রমাদ গুনল র‍্যাল্‌ফ, তার মানে ওর এখানে লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটা জেনে গেছে ওরা!

লাঠিটা তুলে নিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল র‍্যাল্‌ফ। কিন্তু কী আর করতে পারবে ওরা? এই ঝোপের মাঝ দিয়ে পথ তৈরি করতে সপ্তাখানেক লেগে যাবে ওদের। আর সে পথ ধরে

কেউ যদি হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়, একদম অসহায় বনে যেতে হবে তাকে। বুড়ো আঙুল দিয়ে লাঠির ছুঁচাল ডগা স্পর্শ করে দেখল ও, প্রয়োজনে বর্শা হিসেবে চমৎকার কাজ দেবে এটা। তেতো হাসি নিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর। একাকী যে এখানে আসার চেষ্টা করবে, বর্শার খোঁচা খেয়ে শূকরের মতো আর্তনাদ করতে হবে তাকে।

ওরা এখন চলে যাচ্ছে দূরে, ফিরে যাচ্ছে পাথরের দুর্গে। ওদের অপসৃয়মাণ পায়ের শব্দ পাচ্ছে র‍্যাল্‌ফ, কে একজন হেসে উঠল খিক্‌খিক্ করে। তারপর আবার শোনা গেল পাখির তীক্ষ্ণ চিৎকারের মতো সঙ্কেতধ্বনি, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল একসারিতে। কাজেই ওদের একটা অংশ এখনো নজর রাখছে ওর ওপর, কিন্তু বাকিরা ওদিকে—?

অনেকক্ষণ শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতা বিরাজ করল। র‍্যাল্‌ফ হঠাৎ খেয়াল করল, আনমনে হাতের বর্শাটা কামড়াতে গিয়ে ওটার একটা ছিল্‌কা মুখে ঢুকে গেছে। থু করে ফেলে দিল ছিল্‌কাটা। এবার উঠে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারল পাথরের দুর্গের দিকে।

র‍্যাল্‌ফ এভাবে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, এমন সময় চুড়ো থেকে ভেসে এল জ্যাকের কণ্ঠ,

'হেঁইও! হেঁইও! হেঁইও!'

দুর্গ–চুড়োয় যে লাল পাথরটা র‍্যাল্‌ফ দেখতে পাচ্ছিল, একটা পরদার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। কিছু আঙুল এবং খোলা আকাশ উদোম হল চোখের সামনে। পরমুহূর্তে প্রবলভাবে কেঁপে উঠল মাটি, বাতাসে কিছু একটা সবেগে ছুটে চলার শব্দ হল শোঁ শোঁ করে, এবং একটা দানবীয় হাত যেন সজোরে থাবড়া মেরে গেল ঝোপের মাথায়। তারপর বিশাল সেই পাথরটা লাফ দিতে দিতে, দুমদুম্ গড়াতে গড়াতে, সবকিছু ভেঙেচুরে এগিয়ে গেল সৈকতের দিকে। ডালের টুকরোটাকরা এবং একরাশ পাতা বৃষ্টির মতো টুপ্‌টুপ্ ঝরে পড়ল র‍্যাল্‌ফের ওপর। ঝোপের ওপাশে উল্লাসে মত্ত জংলীরা।

আবার নেমে এল নীরবতা।

আতঙ্ক সামলাতে গিয়ে আঙুলগুলো মুখে পুরে দিয়ে কামড়ে ধরেছে র‍্যাল্‌ফ। আর মাত্র একটা পাথর আছে ওপরে যা হয়তো নড়ানো সম্ভব হবে কোনোরকমে। কিন্তু পাথরটা আকারে একটা ছোটখাটো ঘরের অর্ধেক, একটা গাড়ির সমান, একটা ট্যাঙ্কের মতো সাইজ। তবে উন্নতি হচ্ছে ওদের কাজে, নিচ থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে র‍্যাল্‌ফ, পাথরটা নড়ে ওঠার ফলে খসে পড়ছে সামনে জমে থাকা অপেক্ষাকৃত ছোট পাথরগুলো। একটা পাথর আস্তে করে এসে পড়ল এক শৈলশিরা থেকে আরেকটায়, গলাটার কাছে গড়িয়ে গেল বড়সড় একটা স্টিম রোলারের মতো।

'হেঁইও ! হেঁইও ! হেঁইও !'

বর্শাটা নামিয়ে রেখে আবার তুলে নিল র‍্যাল্‌ফ। বিরক্তির সাথে মাথার চুলগুলো ঠেলে দিল পেছনে। নড়াচড়া করার মতো একচিলতে ছোট্ট জায়গা বরাবর দ্রুত দু পা এগিয়েই আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ডালপালার ভাঙা প্রান্তগুলো।

আবার নিস্তব্ধতা।

চোখের ঝিল্লির উত্থানপতন যেন পরিষ্কার ধরা পড়ছে ওর কাছে, হৃৎকম্পনের অসম্ভব দ্রুত গতি অবাক করল ওকে। বুকের বাঁ দিকে, একদম মাঝখানে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ডের এই ঝড়ো ওঠানামা দিব্যি দেখতে পাচ্ছে ও। বর্শাটা র‍্যাল্‌ফ নামিয়ে রাখল আবার।

'হেঁইও ! হেঁইও ! হেঁইও !'

তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল ওদের, প্রলম্বিত হল আনন্দধ্বনি।

দুর্গ–চুড়োয় কিছু একটা ভয়াবহ শব্দে গুড়ুগুড়ু করে উঠল লাল পাথরটাতে, প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল মাটি, তারপর কাঁপতে লাগল একটানা, বেড়েই চলল জংলীদের বুনো উল্লাস। মাটির ধাক্কা খেয়ে শূন্যে উঠে গেল র‍্যাল্‌ফ, হুড়মুড়িয়ে পড়ল এসে ডালপালার ওপর। ওর ডান দিকে, মাত্র কয়েক ফুট দূরে, গোটা ঝোপটাই নুয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ, শেকড়গুলো একসঙ্গে হা–পিত্যেশ করছে মাটি থেকে বেরিয়ে এসে। র‍্যাল্‌ফ দেখে, লাল কিছু একটা আস্তে করে গড়িয়ে যাচ্ছে মিলের বিশাল চাকার মতো। লাল জিনিসটা গড়গড়িয়ে পেরিয়ে গেল ওকে, ওটার গজগমন থেমে এল সাগরের দিকে যেতে যেতে।

খোবলানো আলগা মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে র‍্যাল্‌ফ, মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ওর, চোখের সামনে চক্কর দিচ্ছে পৃথিবী, ধাতস্থ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করল ও। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল সব। এখন আবার দেখা যাচ্ছে মটকে থাকা কাণ্ডগুলো, টুকরো হয়ে যাওয়া ডালপালা এবং দুমড়ানো ঝোপটা। ভারী কিছু যেন চেপে বসেছে শরীরে, নিজেই অনুভব করছে ওর নাড়ির স্পন্দন।

আবার নীরব হল ওরা, তবে পুরোপুরি নয়। ওপাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ করছে সবাই। ডান দিকে হঠাৎ দুটো জায়গায় ডালগুলো নাড়া খেল ভয়ানক রকম। একটা বর্শার ছুঁচাল মাথা বেরিয়ে এল। আতঙ্কে দিশে হারিয়ে ফেলল র‍্যাল্‌ফ। ফস্ করে ওই ফোকরটা দিয়ে নিজের বর্শাটা চালাল সর্বশক্তিতে।

'আ–আ–আহ!'

ঝোপের ওপাশে আর্তনাদ করে উঠল কেউ।

র‍্যাল্‌ফের বর্শাটা মোচড় খেল ওর হাতের ভেতর, ওপ্রান্ত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তবে শেষমেশ বর্শাটা উদ্ধার করতে পারল ও।

'উ–উহ্—উ–উহ্—'

কে একজন ককিয়ে উঠল বাইরে এবং একসঙ্গে কল্‌কল্ করে উঠল বেশ ক'টি কণ্ঠ। চলতে থাকল ওদের শোর তুলে কথা বলা এবং ক্রমাগত গোঙাতে থাকল আহত বর্বরটা। তারপর আবার যখন ওরা থামল, একা একটা কণ্ঠ কথা বলে উঠল, র‍্যাল্‌ফ বুঝল সে জ্যাক নয়।

কণ্ঠটা বলল, 'দেখলে তো ? আমি তোমাদের আগেই বলেছি— সে খুব বিপজ্জনক।'

আহত বর্বর ককিয়ে উঠল আবার।

আর কী ? এরপর কী হবে ?—মনে মনে ভাবল র‍্যাল্‌ফ।

কামড়ানো বর্শাটা দু হাতে আঁকড়ে ধরল ও, চুলগুলো আবার চলে এল সামনে। কে একজন কথা বলছে অস্ফুট স্বরে, পাথরের দুর্গটার দিকে মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে সে। র‍্যাল্‌ফ শুনতে পেল এক বর্বরের কণ্ঠ, 'না!' আহত কণ্ঠে কিছু একটা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করল সে। তারপর শোনা গেল চাপা হাসি। পায়ের গোড়ালির ওপর ভর করে পিছিয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। ডালপালার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দাঁত খেঁচাল ও, বর্শাটা তুলে ধরে ছোট্ট এক গর্জন ছাড়ল, অপেক্ষা করতে লাগল পরবর্তী ঘটনার জন্যে।

ঝোপের ওপাশে অদৃশ্য দলটার বিদ্রূপের হাসি শোনা গেল আবার। কিছু একটা নির্গত হওয়ার অদ্ভুত শব্দ কানে এল র‍্যাল্‌ফের, তারপর শোনা গেল ছ্যার্‌ছ্যারে একটা শব্দ,

যেন সেলোফেন দিয়ে মোড়ানো বিশাল এক মোড়ক খুলছে কেউ। ঝট্ করে একটা ডাল ভাঙার শব্দ হল এবং গলায় খুশ্‌খুশে একটা ভাব অনুভূত হল র‍্যাল্‌ফের—খুক্ করে কেশে উঠল ও। ধোঁয়া আসছে ডালপালা চুইয়ে, সাদা এবং হলুদ ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে চলে আসছে ভেতরে। মাথার ওপর আকাশের যে নীল অংশটুকু এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, সেই নীলে এখন ঝড়ো মেঘের রঙ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী এখন ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে তার চারদিকে।

উত্তেজনা নিয়ে হেসে উঠল একজন, এবং একটা কণ্ঠ চেঁচাল,

'ধোঁয়া!'

ঝোপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি মেরে বনের দিকে এগোল র‍্যাল্‌ফ, যতটা এড়ানো সম্ভব চেষ্টা করল ধোঁয়া এড়াতে। এখন খোলা জায়গা এবং ঝোপের শেষ প্রান্তে সবুজ পাতাগুলো দেখতে পাচ্ছে ও। পিচ্চি এক বর্বর দাঁড়িয়ে আছে বাকি বন আর ওর মাঝখানে, লাল এবং সাদা রঙ মাখা এক জংলী, হাতে একটা বর্শা। খুক্‌খুক্ করে কাশছে সে, ক্রমশ বাড়তে থাকা ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে দেখতে গিয়ে চোখে জ্বালা ধরে গেছে তার। এজন্যে চোখ ডলছে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে। পিচ্চি বর্বরটার দিকে বেড়ালের মতো ছুটে গেল র‍্যাল্‌ফ, বাতাসে বর্শা চালিয়ে ভয় দেখাল, গর্জন ছাড়ল দাঁত খিঁচিয়ে, বর্বরটা ভয়ে মারল ভোঁদৌড়। ঝোপের ওপাশ থেকে বিকট চিৎকার ভেসে এল। ঝোপঝাড় ভেঙে ঝেড়ে দৌড় মারল ভীত র‍্যাল্‌ফ। ছুটতে ছুটতে শূকরদের একটা পথে এসে গেল ও, সম্ভবত এক শ গজের মতো এগোল পথটা ধরে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। ওর পেছনে জংলীদের সঙ্কেতধ্বনি আরেকবার ছড়িয়ে পড়ল। দ্বীপ জুড়ে একটা কণ্ঠে পরপর তিনবার ধ্বনিত হল চিৎকার। র‍্যাল্‌ফ ধরে নিল, এটা ওদের এগিয়ে যাওয়ার সঙ্কেত। আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল ও, বুকের আগুনের জ্বালা না ধরা পর্যন্ত দৌড়ে গেল একটানা। তারপর ধপাস্ করে একটা ঝোপের নিচে নিজেকে ছুড়ে দিল সে, অপেক্ষা করল শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসা পর্যন্ত। শুকনো দাঁত এবং ঠোঁটের ওপর দিয়ে জিভ ঘুরিয়ে আনল ও, অনেক দূর থেকে কানে এল অনুসরণকারীদের সঙ্কেতধ্বনি।

এ মুহূর্তে অনেক কিছু করতে পারে ও। চড়ে বসতে পারে একটা গাছে—কিন্তু সেটা হয়ে যাবে এক ঝুড়িতে সব ক'টা ডিম আটকে রাখার মতো। ধরা পড়ার ঝুঁকি থাকবে পুরো মাত্রায়। ওকে শুধু একবার দেখতে পেলেই হল, গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কষ্ট করতে হবে না ওদের।

ইস্, চিন্তা করার যদি একটু সময় পাওয়া যেত !

একই দূরত্ব থেকে আবার চিৎকার শোনা গেল দু বার। র‍্যাল্‌ফ একটা সূত্র খুঁজে পেল এ থেকে। এটা ওদের একটা সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার ফন্দি। বনের ভেতর কেউ যদি কোথাও বাধার সম্মুখীন হয়, তখন এভাবে পরপর দু বার চিৎকার করে দলটাকে আটকে রাখে নিজে উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত। এই কৌশল খাটিয়ে ওরা হয়তো ওদের বেষ্টনীটা অটুট রাখতে চাইছে দ্বীপের আড়াআড়ি। সেই দাঁতাল শূকরটার কথা মনে পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফের। বেকায়দায় পড়ে ওটা কেমন উলটো দিকে দৌড়ে স্বচ্ছন্দে ওদের বেষ্টনী ভেদ করেছিল। ওর পিছু নিয়ে আসতে আসতে ওরা যদি একদম কাছে এসে পড়ে, দরকার হলে সেই শূকরটার মতোই কাজ করবে ও। বর্বরদের বেষ্টনীটা সবেগে ভেদ করে দৌড়ে চলে যাবে পেছনে। কিন্তু ওভাবে দৌড়ে কোথায় যাবে ও ? উলটো দিকে ঘুরে আবার ঝাঁট লাগাবে ওরা। আগে বা পরে যখনই হোক না কেন, ওকে একসময় ঘুমোতে কিংবা খেতে হবে। তারপর দেখা

যাবে, কতকগুলো হাত ওর ওপর নখরের মতো চেপে বসা অবস্থায় ঘুমটা ভেঙেছে। এবার জমে উঠবে ওদের শিকারের খেলা।

তা হলে এখন কী করবে ও। গাছে উঠবে ? শূকরের মতো বেষ্টনী ভেদ করে পিছিয়ে যাবে ? যে পথই বেছে নিক না কেন, সবই ভয়ঙ্কর।

একটা মাত্র চিৎকার শোনা গেল এবার। বুকের ঢিব্‌ঢিব্ বেড়ে গেল র‍্যাল্‌ফের, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ছুটে গেল সাগরের দিক বরাবর। নিবিড় সন্নিবিষ্ট লতাগুলোর মাঝে না আসা পর্যন্ত একটানা ঘন জঙ্গল পেরিয়ে এল র‍্যাল্‌ফ। খানিকক্ষণ সেখানে জিরিয়ে নিল ও, পায়ের গুল দুটো কাঁপছে ওর। মনে মনে প্রচণ্ডভাবে কামনা করছে ও—ঈশ্বর যদি একটুখানি দয়া করতেন ওর প্রতি, বেশ খানিকটা সময় পাওয়া যেত ভেবে দেখার!

আবার সেই সঙ্কেতধ্বনি ! গলা ফাটানো তীক্ষ্ণ এক অবশ্যম্ভাবী চিৎকার দ্রুত চলে গেল দ্বীপের আড়াআড়ি। চিৎকারটা কানে যাওয়ামাত্র লতাগুলোর মাঝ দিয়ে ঘোড়ার মতো ছুটল র‍্যাল্‌ফ, দম ফুরিয়ে না আসা পর্যন্ত ছুটে গেল একটানা। তারপর ফার্নের ঝোপে ঝুপ্ করে গা-ঢাকা দিল। চিন্তাটা আবার ঘাই মারল মাথায়—গাছে উঠবে, নাকি পেছন দিকে ছুটবে? খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করে নিল ও। মুখটা মুছে নিয়ে শান্ত হতে বলল নিজেকে। অনুসরণকারী শত্রুদের প্রশস্ত বেষ্টনীর কোথাও রয়েছে যমজ দু ভাই স্যাম আর এরিক এবং ওরা ঘৃণা করছে এই কাজটাকে। নাকি ঘৃণা করছে না ? এবং ওদের সামনে না পড়ে যদি ও জ্যাক কিংবা রজারের সামনে পড়ে যায়, যারা হাতে করে ওর মৃত্যু বয়ে বেড়াচ্ছে, তা হলে কী হবে ?

মুখের সামনে থেকে চুলের জট পেছনে ঠেলে দিল র‍্যাল্‌ফ। এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে যে অঙ্গ, সেই চোখের বাইরে জমে ওঠা ঘাম মুছে নিল ও। তারপর নিজেকে শুনিয়ে বলল,

'চিন্তা কর।'

কোন কাজটা সুবুদ্ধির হবে ?

সুবুদ্ধি বাতলে দেওয়ার মতো কোনো পিগি আর নেই। ভাবগম্ভীর কোনো সভা নেই যুক্তিতর্কের জন্যে, কিংবা নেই শাঁখের সেই সম্মান।

'চিন্তা কর।' আবার নিজেকে বলল র‍্যাল্‌ফ।

কিন্তু চিন্তা করতে গিয়ে জট পাকিয়ে ফেলছে ও। যে পরদাটা মস্তিষ্কে কম্পন তুলে বুদ্ধির ঝিলিক তৈরি করতে পারত, সেটাকে ভয়াবহ করে তুলছে র‍্যাল্‌ফ। বিপদ সম্পর্কে অনুভূতি লোপ পেতে বসেছে ওর, একটা হাঁদারাম বনে যাচ্ছে ও।

তৃতীয় আরেকটা বুদ্ধি অবিশ্যি আছে। সেটা হচ্ছে খুব ভালো করে লুকিয়ে থাকা। তা হলে অনুসরণকারীরা ওকে খুঁজে না পেয়ে চলে যাবে সামনে।

মাটি থেকে ঝট্ করে মাথা তুলে কান খাড়া করল র‍্যাল্‌ফ। আরেকটা শব্দ এসে যোগ হয়েছে এখন—গভীর একটা গর্জন, যেন এই বন রেগে গিয়ে ঝাল ঝাড়ছে ওর ওপর। স্লেটের ওপর কর্কশ দাগ টানলে যা হয়, নতুন এই বিষণ্ন শব্দটার ওপর তেমনি করে যেন আঁচড় কাটছে জংলীদের চিৎকার। র‍্যাল্‌ফের মনে হল, এ ধরনের শব্দ এর আগেও কোথায় যেন শুনেছে, কিন্তু সেটা স্মরণ করার মতো সময় নেই ওর।

ওদের লাইন ভেঙে পেছন দিকে দৌড়বে ? নাকি গাছে উঠবে ? না, নিখুঁতভাবে লুকিয়ে ফক্কা খাওয়াবে ওদের ?

এবার আগের চেয়ে কাছে শোনা গেল ওদের চিৎকার। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফ, তারপর আবার দে দৌড়। কাঁটাঝোপগুলোর মাঝ দিয়ে ভীম বেগে ছুটতে লাগল ও। আচমকা একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল র‍্যাল্‌ফ, এবং টের পেল এটা সেই খোলা জায়গা—যেখানে রয়েছে শূকরের খুলিটার ফুট ছয়েক বিস্তৃত হাসি। তবে খুলিটা এখন আর গভীর নীল আকাশের এক টুকরো অংশকে বিদ্রূপের হাসিতে ব্যঙ্গ করছে না, ওটার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এখন আকাশের নীলটুকু ঢেকে দেওয়া জমাট ধোঁয়ার দিকে। গাছপালার নিচ দিয়ে ছুটছে র‍্যাল্‌ফ। বনটার গর্জনের ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে ইতোমধ্যে। ধোঁয়া দিয়ে ওকে বের করে আনার জন্যে গোটা দ্বীপটাতেই আগুন জ্বেলে দিয়েছে ওরা।

র‍্যাল্‌ফের এখন মনে হচ্ছে, গাছে ওঠার চেয়ে লুকিয়ে পড়াটাই বরং ভালো। তাতে ধরা পড়ে গেলেও ওদের বেষ্টনী ভেঙে পালানোর একটা সুযোগ রয়েছে।

লুকোও তা হলে—মনে মনে নিজেকে বলল ও।

ভেতরে ভেতরে ভয়ও রয়ে গেল র‍্যাল্‌ফের—কোনো শূকর আবার তেড়ে এসে মাঝখানে বিপত্তি না ঘটায়! এখন দ্বীপের সবচেয়ে গভীর কোনো ঝোপ, সবচেয়ে অন্ধকার কোনো গর্ত খুঁজে নিতে হবে, তারপর সেঁধোও গিয়ে তার ভেতর। ছুটতে ছুটতে চারদিকে নজর বোলাতে লাগল ও। রোদের সরু রেখা এবং বড় বড় ছোপ এসে লাগছে র‍্যাল্‌ফের গায়ে। অবিরাম বয়ে চলা ঘামের স্রোত চকচকে করে তুলেছে ওর নোংরা শরীর। ওদের চিৎকার এখন দূরে এবং ক্ষীণ।

অবশেষে মনের মতো একটা জায়গা পেয়ে গেল র‍্যাল্‌ফ, যদিও সিদ্ধান্তটা বেপরোয়া। এখানে ঝোপঝাড় এবং লতাগুলোর বুনো জট মিলে এমন এক মাদুর তৈরি করেছে, যা সরিয়ে রেখেছে সূর্যের সবটুকু আলো। এই মাদুরের নিচে ফুটখানেক উচ্চতার ফাঁকা জায়গা রয়েছে ভেতরে ঢোকার জন্যে, যদিও এখানে-সেখানে মাথা তুলে আছে মাটি ফুঁড়ে সমান্তরালে বেড়ে ওঠা কাণ্ডগুলো। র‍্যাল্‌ফ যদি মাঝখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে চায়, তা হলে প্রান্ত থেকে পাঁচ গজের মতো ভেতরে গিয়ে থাকতে পারবে। বর্বররা এদিকে খুঁজতে এলে, শুয়ে পড়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে হবে, এর পরেও র‍্যাল্‌ফ থেকে যাবে জমাট অন্ধকারে। আর যদি শেষমেশ অঘটন কিছু ঘটেই যায়, দেখে ফেলে শত্রু, তা হলেও সবেগে বেরিয়ে এসে সামনের শত্রুটাকে চিৎপটাং করে দেওয়া যাবে, তারপর দলের বাকিরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুট দেওয়া যাবে উলটো দিকে।

সাবধানে বর্শাটা নিয়ে এগোল র‍্যাল্‌ফ। বাড়ন্ত কাণ্ডগুলোর মাঝ দিয়ে পোকার মতো বুকে হেঁটে ভেতরে ঢুকে পড়ল র‍্যাল্‌ফ। একদম মাঝখানে গিয়ে শুয়ে পড়ে কান পেতে রইল।

আগুনটা এখন বিশাল হয়ে উঠেছে। র‍্যাল্‌ফ যেমন ভেবেছিল, আগুনের গর্জনটাকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, এখন দেখা যাচ্ছে আরো কাছে চলে এসেছে আগুন এবং ছুটন্ত ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। র‍্যাল্‌ফ দেখতে পেল, যেখানে ও শুয়ে আছে, সেখান থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে সূর্যের আলো এসে পড়েছে মাটিতে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ও। র‍্যাল্‌ফ খেয়াল করল, ছোট ছোট ছোপ নিয়ে ছড়ানো আবার আলো প্রতিটা জায়গা থেকেই পিট্‌পিট্ করছে ওকে লক্ষ করে। এই জ্বলছে, এই নিভছে, আবার জ্বলছে। ওর মগজে যে পরদা স্পন্দন তুলেছিল, ঠিক সেরকমই একটা ব্যাপার। সহসা র‍্যাল্‌ফ উপলব্ধি করল, আলোর এই পিট্‌পিট্ ওর ভেতরেও শুরু হয়েছে। কিন্তু আলোর ছোপগুলো আরো বেশি করে পিট্‌পিট্ করছে এখন,

ম্লান হয়ে আসছে ঔজ্জ্বল্য এবং তারপর নিভে গেল একসময়। এবার দেখতে পেল অন্য জিনিস। বিশাল এক ভারী ধূম্রকুণ্ডলী শুয়ে আছে এই দ্বীপ আর সূর্যের মাঝখানে।

বর্বরদের ভেতর স্যাম আর এরিক যদি এখানে উঁকি দিয়ে পলকের জন্যে ওকে দেখতে পায়, সম্ভবত ওরা না দেখার ভান করে যাবে এবং বলবে না কাউকে। চকলেট-রঙ মাটিতে গাল ঠেকিয়ে শুয়ে রইল র‍্যাল্‌ফ। শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে চোখ বুজল। ঝোপের নিচে অতি মৃদু ভূকম্পন হচ্ছে। হয়তো আগুনের ভয়াবহ গর্জনের কাছে জংলীদের চিৎকার খুবই ফিকে, অতি মৃদু কম্পন হয়ে তা কানে বাজছে।

কে একজন চিৎকার দিয়ে উঠল। মাটি থেকে চট করে ঘাড়টা উঁচু করল র‍্যাল্‌ফ। তাকাল ম্লান আলোর ভেতর দিয়ে। নির্ঘাত ওরা এখন কাছে চলে এসেছে। বুকের ভেতর গুরুকম্প শুরু হয়ে গেল ওর। মন জুড়ে রাজ্যের সংশয়—লুকিয়েই থাকবে, নাকি বেষ্টনী ভেদ করে দৌড়াবে, না গাছে গিয়ে উঠবে ? কোন পথটা বেছে নিলে সবচেয়ে ভালো হবে? সমস্যাটা হচ্ছে—বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে মাত্র একবার।

আগুন এখন আরো কাছে। এ মুহূর্তে শক্তি প্রদর্শনে আগুয়ান আগুন। ফুট্‌ফাট্ করে সশব্দে ছুড়ে দিয়ে গাছের বড় বড় ডাল, এমনকি মোটা মোটা গুঁড়ি পর্যন্ত বিস্ফোরিত হচ্ছে। কী বোকা ওরা! আগুনটা নিশ্চয়ই প্রায় ফলবাগানের কাছে—কাল তা হলে ওরা খাবে কী ?

সরু বিছানাটার ভেতর অস্থিরভাবে নড়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ। কী করবে ওরা ওকে ? পেটাবে ? তাতে কী ? মেরে ফেলবে ? দমে গেল এবার। মনে পড়ে গেল—একটা লাঠির দু প্রান্ত চোখা করা আছে।

ওদের চিৎকার আচম্বিতে একদম কাছে চলে এল। ছিট্‌কে উঠল র‍্যাল্‌ফ। জট পাকানো সবুজের আড়াল থেকে এক বর্বরকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে দেখল ও মুখে তার ডোরাকাটা রঙ। মাদুরের নিচে র‍্যাল্‌ফ যেখানে লুকিয়ে, সেদিকেই ছুটে আসছে সে, হাতে একটা বর্শা। উত্তেজনায় মাটি খামচে ধরল র‍্যাল্‌ফ। তৈরি হয়ে গেল ও, বলা যায় না— কখন হানা দেয় বিপদ।

বর্শাটা হাতড়ে ধরতে গেল র‍্যাল্‌ফ, কাজেই এবার ধরা পড়ে গেল ব্যাপারটা। ওর এই বর্শাটার দু প্রান্তই চোখা।

র‍্যাল্‌ফের জায়গা থেকে গজ পনের দূরে এসে থামল বর্বরটা। চিৎকার দিল তারস্বরে।

র‍্যাল্‌ফের মনে হল, আগুনের ভয়াবহ শব্দ ছাপিয়ে ওর হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ যেন শুনতে পেয়েছে সে। মনে মনে নিজেকে বলল ও, স্বপ্ন দেখো না, ছেলে, তৈরি হয়ে যাও।

বর্বরটা সামনের দিকে এগোল, এখন শুধু তার কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে র‍্যাল্‌ফ। বর্শার বাঁট দেখা যাচ্ছে এখন। এখন শুধু হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত। র‍্যাল্‌ফ আবার নিজেকে শোনাল—স্বপ্ন দেখো না, ছেলে।

বর্বরটার পেছনে, সবুজ ঝোপ থেকে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল শূকর, দৌড়ে সেগুলো পালিয়ে গেল বনের ভেতর। পাখিরা কিচিরমিচির করছে, ইঁদুরেরা করছে কিচকিচ, ছোট্ট কী একটা জন্তু লাফাতে লাফাতে ঢুকল এসে মাদুরের নিচে এবং ভয়ে জড়সড় হল।

র‍্যাল্‌ফের গুপ্তস্থান থেকে মাত্র পাঁচ গজ দূরে থামল বর্বরটা। ঝোপের ঠিক ডান পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল বর্বরটা। র‍্যাল্‌ফ ওর পা দুটো টেনে নিয়ে গুটিসুটি মারল। দু হাতে শক্ত করে ধরল দু মুখো বর্শাটা, যার উভয় দিকই ছুঁচাল। বর্শার

মাঝে প্রচণ্ড রকমের একটা বুনো স্পন্দন জাগল। ওটা এই লম্বা হচ্ছে, এই আবার খাটো হয়ে যাচ্ছে, এই হালকা হচ্ছে, এই ভারী, আবার হালকা।

বর্বরদের উলুধ্বনি দ্বীপের একূল থেকে ওকূলে গিয়ে পৌঁছুল। ঝোপের কিনারে হাঁটু গেড়ে বসল সেই বর্বর। তার পেছনে আলো দপ্‌দপ্ করছে বনের ভেতর। আলগা মাটির ছোট ঢিবি দাবিয়ে দিল বর্বরের হাঁটু। প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা। এখন হাত দুটো দেখা যাচ্ছে তার। একটা বর্শা।

এবার একটা মুখ।

ঝোপের ভেতর অন্ধকারে উঁকি দিয়েছে বর্বরটা। সামনে হয়তো কিছুটা অংশ ঝাপসা দেখতে পাচ্ছে সে, কিন্তু মাঝখানটা মোটেও না। একদম মাঝখানে গোলগাল কালো একটা পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নাকমুখ কোঁচকাল বর্বরটা, আঁধারের গুপ্তরহস্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাল খুব।

সেকেন্ডের পর সেকেন্ড পার হচ্ছে, র‍্যাল্‌ফ একদম সোজা চোখ রেখেছে বর্বরটার চোখে।

চিৎকার কোরো না—মনে মনে নিজেকে সাহস দিল র‍্যাল্‌ফ।

যথাস্থানেই ফিরে যাবে তুমি।

বর্বরটা এখন দেখতে পেয়েছে র‍্যাল্‌ফকে, নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, হাতে ছুঁচাল বর্শা।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল র‍্যাল্‌ফ। ভয়, রাগ আর প্রচণ্ড জেদ মেশানো চিৎকার। পা দুটো সোজা করে তৈরি হল র‍্যাল্‌ফ, চিৎকার চলছেই এবং ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। গুলির মতো সামনের দিকে ছুটল র‍্যাল্‌ফ, ঝোপটা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল, খোলা জায়গায় ওর চিৎকারটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। হাতের বর্শাটা সাঁই করে চালিয়ে দিল ও, নিমেষে উলটে গড়িয়ে পড়ল বর্বরটা, কিন্তু দলের অন্যেরা ছুটে এল ওর দিকে, সবার মুখেই চিৎকার। একটা বর্শা যেভাবে উড়ে যায়, ঠিক সেভাবে ওদেরকে পাশ কাটাল ও, তারপর চিৎকার থামিয়ে দিল ছুট। সহসা বিচ্ছিন্নভাবে দপ্‌দপ্ করতে থাকা আলো সব এক হয়ে গেল সামনে। বনের ভয়াল গর্জন গিয়ে পৌঁছুল পিলে চমকানো বজ্র নির্ঘোষে। খাড়া একটা ঝোপ সশব্দে ধরাশায়ী হল র‍্যাল্‌ফের পথের ওপর। ডান দিকে ঘুরে গিয়ে বেপরোয়া গতিতে ছুটল ও, বাঁ দিকে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সব, জোয়ারের মতো সামনের দিকে ছুটে চলছে আগুন। পেছনে সঙ্কেতধ্বনি শুনতে পাচ্ছে র‍্যাল্‌ফ এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেটা। থেকে থেকে সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ চিৎকার ছড়িয়ে পড়ছে একসারিতে। ওকে দেখামাত্র এই চিৎকার দিচ্ছে ওরা। ডান দিকে একটা বাদামি কায়া চোখে পড়ল র‍্যাল্‌ফের এবং দ্রুত সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই ওরা দৌড়োচ্ছে ভেঙেচুরে, চিৎকার করছে পাগলের মতো। ঝোপের ভেতর মট্‌মট্ করে ওদের ডালপালা ভাঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছে র‍্যাল্‌ফ। আর বাঁ দিকে প্রচণ্ড গরম, আগুনে উজ্জ্বল বজ্র তৈরি হয়েছে সেখানে। নিজের ক্ষতগুলোর কথা ভুলে গেল র‍্যাল্‌ফ। ক্ষুধা–তৃষ্ণা, ভয় সব উবে গেল। যেন ছুটে নয়, দু পায়ে বনের ভেতর দিয়ে উড়ে চলেছে খোলা সৈকতের দিকে। চোখের সামনে একেকটা জায়গায় লাফিয়ে উঠছে বিভিন্ন জিনিস, পরমুহূর্তে সেখানে তৈরি হচ্ছে আগুনের লাল বৃত্ত। এবং সেখান থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। পা দুটোকে এখন আর নিজের মনে হচ্ছে না র‍্যাল্‌ফের, ক্লান্তির ভারে নুয়ে পড়া এই দুই পা যেন অন্য কারো। ওদের সঙ্কেতধ্বনি এগিয়ে আসছে ভয়ে খাঁজ কাটা ঝালরের মতো।

একটা শেকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। ওকে অনুসরণ করে আসা চিৎকার আরো উঁচুতে উঠে গেল। র‍্যাল্‌ফের চোখের সামনে একটা ছাউনি পড়ে গেল আগুনের

লেলিহান শিখার সামনে, আগুনটা ঝাপটা মারল ওর ডান কাঁধে, সামনেই দেখা যাচ্ছে অথৈ জলের ঝিলিমিলি। ধপাস্ করে পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফ, বারবার গড়াতে লাগল গরম বালিতে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত ওপরে তুলে গুটিসুটি মেরে উঠে বসল র‍্যাল্‌ফ, চিৎকার করতে চাইল ক্ষমা চাওয়ার জন্যে।

টলতে টলতে দু পায়ের ওপর দাঁড়াল র‍্যাল্‌ফ, আতঙ্ক এসে ছেঁকে ধরল ওকে। এই আতঙ্কের কারণ অনেক উঁচুতে বিশাল এক টুপি। লম্বা সাদা চুড়োর এক ক্যাপ পরে দাঁড়িয়ে আছে কে একজন। ক্যাপটার চুড়োর সবুজ শেডের ঠিক ওপরে একটা ক্রাউন, একটা নোঙর, সোনালি পর্ণরাজি। র‍্যাল্‌ফ দেখে, লোকটার পরনে ধবধবে সাদা কাপড়, সঙ্গে আরো রয়েছে নৌবাহিনীর এপ্যলেট, একটা রিভলবার, এক সারি গিল্ট বোতাম রয়েছে ইউনিফরমের সামনে।

বালির ওপর এক নেভাল অফিসার দাঁড়িয়ে। ভারি অবাক চোখে র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকিয়ে তিনি। খানিকটা সতর্কও। তার পেছনে সৈকতের ওপর একটা সরু ছুরি। নৌযানটির সম্মুখভাগ টেনে ধরে আছে নৌবাহিনীর দুই সদস্য, ছুরির পেছনে আরেকজনের হাতে একটা সাব মেশিনগান।

বর্বরদের সঙ্কেতধ্বনি তোতলাতে তোতলাতে মিলিয়ে গেল।

অফিসার খানিকক্ষণ সন্দেহের দৃষ্টিতে র‍্যাল্‌ফকে পর্যবেক্ষণ করে রিভলবারের বাঁট থেকে সরিয়ে নিলেন হাত। র‍্যাল্‌ফকে সহাস্যে বললেন,

'হ্যাল্লো।'

নিজের নোংরা চেহারার ব্যাপারে সচেতন হয়ে বড্ড অস্বস্তিতে পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। একটু মোচড়ামুচড়ি করে সলাজ কণ্ঠে জবাব দিল,

'হ্যাল্লো।'

অফিসার এমনভাবে মাথা ঝাঁকালেন, যেন একটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন তিনি। র‍্যাল্‌ফকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

'এখানে পূর্ণবয়স্ক—মানে বড়রা কেউ নেই ?'

র‍্যাল্‌ফ মাথা নাড়ল বোবার মতো—নেই। অফিসার বালির ওপর আধা-কদম ঘুরে দাঁড়ালেন। তাকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়েছে ছোট ছোট ছেলেরা, সবার শরীরে রঙিন কাদা মাখা, হাতে সুতীক্ষ্ণ লাঠি, কারো মুখে কোনো কথা নেই।

'আনন্দ-ফুর্তি কর সবাই', বললেন অফিসার।

সৈকত ঘেঁষে দাঁড়ানো তাল-নারকেলের বাগানে গিয়ে পৌঁছুল আগুন, সশব্দে গিলে খেতে লাগল বাগানটাকে। একটি অগ্নিশিখা, মনে হল অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা, একটা দড়াবাজের মতো ডিগবাজি দিতে দিতে গিয়ে লেহন করতে লাগল মঞ্চে বিছিয়ে থাকা তালের মাথাগুলোকে। ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেল আকাশ।

অফিসার র‍্যাল্‌ফের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন,

'আমরা তোমাদের ধোঁয়া দেখতে পেয়েছি। তোমরা কী করছিলে এখানে ? যুদ্ধ নাকি অন্য কিছু ?'

র‍্যাল্‌ফ মাথা নাড়ল—হ্যাঁ ।

সামনে দাঁড়ানো কাকতাড়ুয়ার মতো ছোট ছোট ছেলেদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন অফিসার। এই ছেলেদের গোসল করাতে হবে, চুল কাটাতে হবে, নাক মোছাতে হবে এবং ভালো রকমের সেবাশুশ্রূষাও লাগবে।

'কেউ খুন হয় নি আশা করি ? মরেছে নাকি কেউ ?'

'মাত্র দু জন। এবং ওদের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

অফিসার ঝুঁকে পড়ে খুব কাছ থেকে তাকালেন র‍্যাল্‌ফের দিকে,

'দু জন ? খুন ?'

আবার মাথা ঝাঁকাল র‍্যাল্‌ফ। পেছনে, গোটা দ্বীপ কেঁপে কেঁপে উঠছে আগুনের প্রচণ্ড দাপটে। অফিসার ভালো করেই জানেন, কখন মানুষ সত্যি কথা বলে। মৃদু শব্দে বাঁশি বাজালেন তিনি।

অন্যান্য ছেলেরাও আসছে এখন, ওদের ক'জন আবার একেবারেই পিচ্চি, বাদামি রঙের পেটঅলা ছোট ছোট বর্বর। ওদের একজন অফিসারের একদম কাছে চোখ তুলে তাকাল।

'আমি, আমি—'

কিন্তু ওর চেয়ে আর বেশি কিছু বেরোল না ওর মুখ থেকে। পারসিভাল ওয়েমিস ম্যাডিসন একটা কিছু খুঁজে বেড়াল ওর খুদে মস্তিষ্কে, কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ মুছে গেছে সে স্মৃতি।

অফিসার র‍্যাল্‌ফের দিকে ফিরে বললেন,

'আমরা নিয়ে যাব তোমাদের। এখানে কত জন আছ তোমরা ?'

মাথা নাড়ল র‍্যাল্‌ফ—জানে না। অফিসার রঙমাখা ছেলেদের দলটার দিকে তাকালেন।

'তোমাদের বস কে এখানে ?'

'আমি', বেশ উঁচু গলায় বলল র‍্যাল্‌ফ।

লালচুলো এক ছেলে, যার মাথায় পুরোনো ছেঁড়া বিশেষ একটা কালো টুপি এবং কোমরে ঝুলছে একচক্ষু একটা চশমা, সামনে এগোতে গিয়ে আবার পিছিয়ে এল সে। সিদ্ধান্ত পাল্টে দাঁড়িয়ে রইল স্থির।

অফিসার র‍্যাল্‌ফকে বললেন, 'আমরা ধোঁয়া দেখেছি তোমাদের। তা হলে তুমি জান না, কত জন আছ এখানে ?'

'না, স্যার।'

'আমাকে ভাবতে হবে তা হলে', মনের পরদায় দ্বীপের পুরো ঘটনাটাকে সাজাতে চেষ্টা করলেন অফিসার। 'আমাকে ধরে নিতে হবে যে একদল ব্রিটিশ ছেলে—এই, তোমরা সবাই তো ব্রিটিশ ?—আরে, তোমরা তো সবাই মিলে দারুণ একটা ছবি করে ফেলেছ সেই—মানে, আমি বলতে চাইছি—'

'প্রথমে সেরকমই ছিল', বলল র‍্যাল্‌ফ। 'ঘটনাগুলো ঘটার আগে—'

কথা শেষ না করে থেমে গেল র‍্যাল্‌ফ।

'আমরা একসঙ্গেই ছিলাম, তারপর—'

'আমি জানি', অফিসার সহযোগিতার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'দারুণ একটা শো করেছ তোমরা। একদম "প্রবাল দ্বীপ"-এর মতো।'

র‍্যাল্‌ফ বোবার মতো তাকিয়ে রইল অফিসারের দিকে। ক্ষণিকের জন্যে স্বপ্নাবিষ্ট হল ও। ওর চোখের সামনে দিয়ে দ্রুত চলে যেতে লাগল কিছু অদ্ভুত কিন্তু উজ্জ্বল মুহূর্তের স্মৃতি, যে মোহময়ী স্বপ্নের বীজ একদিন রোপিত হয়েছিল এই সাগর সৈকতে। কিন্তু দ্বীপ শেষে তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছিল মৃত কাঠের মতো—সাইমন মারা গিয়েছিল—এবং জ্যাক... চোখ বেয়ে অশ্রুর ঢল নামল ওর, ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল ও। এই দ্বীপে এই প্রথম সব দুঃখ-

যন্ত্রণার কাছে নিজেকে সমর্পণ করল র‍্যাল্‌ফ। আক্ষেপের জ্বালা ওকে এমনভাবে নাড়া দিতে লাগল, যেন ওর সমস্ত শরীরটাই দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল। দ্বীপের জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে যে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে তার নিচে দাঁড়িয়ে হু হু করে কাঁদছে র‍্যাল্‌ফ। ওর আবেগ অন্যদেরকেও নাড়া দিয়েছে। এখন ওরাও ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। এবং সবার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে, নোংরা শরীর, চুলে জট, এবং সর্দি-ঝরা নাক নিয়ে কেঁদে চলেছে র‍্যাল্‌ফ। নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ বলে কিছু আর নেই ওর সামনে। মানব-হৃদয়ের নিকষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে ও, কাঁদছে প্রকৃত জ্ঞানী বন্ধু পিগির ব্যর্থতার কথা ভেবে।

অফিসার এই কান্নাকাটির পরিবেশে খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি এক জায়গায় সরে গিয়ে ওদেরকে সময় দিলেন যাতে ওরা একসঙ্গে মিলিত হতে পারে। সেই অপেক্ষায় থেকে চোখ দুটোকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে তাকালেন দূর ট্রিম ক্রুজারের দিকে।

প রি শি ষ্ট

লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ : মূলকথা

অমর কথাশিল্পী ডানিয়েল ডিফো যখন তাঁর সাড়া জাগানো *রবিনসন ক্রুশো* উপন্যাসের মূল চরিত্রকে এক নির্জন দ্বীপে নিয়ে গেলেন, তখন থেকেই এমন জনহীন লোকালয়ের পটভূমিতে বিভিন্ন ধরনের গল্প লেখার একটা ঝোঁক দেখা যায় লেখকদের মাঝে। *রবিনসন ক্রুশো* প্রকাশিত হয় ১৭১৯ সালে। পরবর্তী সময়ে জোনাথন সুইফ্‌ট–এর 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স', জুল ভার্নের 'দ্য মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড' এবং জে. ডি. ওয়েইসের 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' দ্বীপভিত্তিক অভিযান–কাহিনী হিসেবে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

নোবেল বিজয়ী উইলিয়ম গোল্ডিংয়ের 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ'–এর পটভূমিও প্রশান্ত মহাসাগরের এক অজানা দ্বীপ। দ্বীপে আটকাপড়া একদল শিশু–কিশোরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটির কাহিনী। প্রায় ৩০ জন শিশু–কিশোর নিয়ে এক বিমান উড়ে যাচ্ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে, পরে কোনো কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। তবে সৌভাগ্যক্রমে বেশ ক'জন শিশু–কিশোর অক্ষতভাবে আশ্রয় পায় একটা দ্বীপে। সেই দ্বীপের সাথে বাইরের সভ্য জগতের কোনো যোগাযোগ নেই। দ্বীপের প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এই শিশু–কিশোররা। ভোটাভুটির মাধ্যমে দলনেতা নির্বাচিত হয় র‍্যাল্‌ফ। র‍্যাল্‌ফের ঘনিষ্ঠ সহযোগী পিগি। মূলত ওরা দু জনই উদ্ধার পাওয়ার পথ আবিষ্কারে বেশি তৎপর। দ্বীপের পাশ দিয়ে গমনরত কোনো জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সারাক্ষণ ধোঁয়া ধরে রাখার কথা ভাবে ওরা। কিন্তু অবিরাম আগুন জ্বালিয়ে রাখার কাজটা বড় কষ্টের। এদিকে অস্থিরমতি জ্যাক আলাদা একটা শিকারি দল তৈরি করে শূকর শিকারে লেগে পড়ে। আগুন জ্বেলে রাখার কষ্ট পোহানোর চেয়ে শিকারের আদিম উন্মাদনাই বড় হয়ে দেখা দেয় ওদের কাছে। নীতি এবং আদর্শের দিক দিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় র‍্যাল্‌ফ আর জ্যাকের মধ্যে। মাংসের লোভে দল ভারী হয়ে যায় জ্যাকের। তার বর্বর শিকারি দলের কাছে অসহায় হয়ে পড়ে র‍্যাল্‌ফ আর তার গুটিকয়েক অনুসারী। মাঝখানে কল্পিত এক জন্তুর আবির্ভাব দ্বীপের ছেলেদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করে। বুদ্ধিদীপ্ত আবেগপ্রবণ সাইমন শেষে আবিষ্কার করে জন্তুটা আসলে নিছক একটা কল্পনা, প্যারাশুটে উড়ে আসা এক মৃতদেহ দেখেই ভুল বুঝেছে যমজ দু ভাই এরিক আর স্যাম। কিন্তু এ কথা বন্ধুদের কাছে বলতে গিয়ে জ্যাকের শিকারি দলের হিংস্রতার শিকার হয় সাইমন। শেষমেশ বুদ্ধিমান পিগিকেও নির্মমভাবে জীবন দিতে হয় জ্যাকের বর্বরতার কাছে। মানুষের হিংস্র আদিম প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয় সরল সুন্দর শুভপ্রচেষ্টা। এই হচ্ছে মোটামুটি 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ'–এর মূল কাহিনী।

এই উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে উইলিয়ম গোল্ডিং আর. এম. ব্যালানটাইনের 'দ্য কোরাল আইল্যান্ড' বইটি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত 'দ্য কোরাল আইল্যান্ড'–এর পটভূমিও গড়ে উঠেছে দক্ষিণ সাগরের এক অজানা দ্বীপে। তিন ইংরেজ

কিশোরের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে গড়ে উঠেছে এ উপন্যাসের কাহিনী। মজার ব্যাপার হচ্ছে, 'দ্য কোরাল আইল্যান্ড'–এর কাহিনী বর্ণনাকারী র‍্যাল্‌ফের নামটাই গোল্ডিং বেছে নিয়েছেন 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ'–এর মূল নায়কের নামকরণের বেলায়। পার্থক্য শুধু এই, 'দ্য কোরাল আইল্যান্ড'–এর র‍্যাল্‌ফের বয়স ১৮ আর 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ'–এর র‍্যাল্‌ফের বয়স ১২ কি ১৩। র‍্যাল্‌ফ ছাড়াও আরো একটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মিল রয়েছে। 'দ্য কোরাল আইল্যান্ড'–এর পিটারকিন গে–র সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ'–এর পিগির। গোল্ডিং তাঁর উপন্যাসটির একদম শেষে সরাসরি স্বীকারই করেছেন 'দ্য কোরাল আইল্যান্ড'–এর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার ব্যাপারটি। দ্বীপ থেকে ছেলেদের উদ্ধার করতে আসা নেভাল অফিসার এক পর্যায়ে বলেন—'দারুণ একটা শো করেছ তোমরা। একদম "প্রবাল দ্বীপ"–এর মতো।' নেভাল অফিসারের এ কথার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ'–এর মাঝে 'দ্য কোরাল আইল্যান্ড'–এর প্রভাবের ব্যাপারটি।

তবে উইলিয়ম গোল্ডিং ব্যালানটাইনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগোলেও দু জনের বক্তব্যের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। দু জন দুটি ভিন্ন আদর্শের অনুসারী। ব্যালানটাইনের বক্তব্যে ধর্মীয় ব্যাপারটি এসেছে জোরালোভাবে। তিনি বলেছেন, খ্রিস্টধর্ম পৃথিবীর সব অশুভশক্তিকে পরাজিত করে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, সে কখনো মন্দ হতে পারে না। তাঁর উপন্যাসে দেখা গেছে নরভোজী জংলি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে সভ্য বনে যায়। নরমাংস ছেড়ে শেষে শূকর খেতে শুরু করে তারা।

এদিকে উইলিয়ম গোল্ডিংয়ের বক্তব্য ব্যালানটাইনের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন, কঠিন সময় এলে কী করে গির্জায় গায়কদলের ছেলেরা সভ্যতার লেবাস ঝেড়ে ফেলে বুনো এবং হিংস্র হয়ে ওঠে, পরিণত হয় রক্তপিপাসু শিকারিতে।

উপন্যাসের নামকরণে প্রতীকী ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিয়েছেন উইলিয়ম গোল্ডিং। 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ', অর্থাৎ 'মাছিদের প্রভু' শয়তানের প্রতীকী নাম। উপন্যাসে জ্যাকের শিকারি দল একটা শূকর শিকার করে এবং ওটার মাথাটাকে ভেট হিসেবে রেখে যায় অজানা সেই জন্তুর জন্যে। একটা ছুঁচালো লাঠির ওপর গাঁথা থাকে মাথাটা। সেখানে রাজ্যের মাছি এসে ভিড় জমায়। পুরো মাথাটাকে মাছির ঝাঁক এমনভাবে ছেঁকে ধরে, মাছিদের প্রভু বনে যায় মাথাটা। অদূরে লতাপাতার আড়ালে শুয়ে থাকা সাইমনের চোখে শয়তানের প্রতিভূ হিসেবে ধরা পড়ে শূকরের এই মাথা। সাইমন স্পষ্ট টের পায়, এই মাছিদের প্রভু মানুষের মাঝে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিরাজমান।

'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ' সম্পর্কে উইলিয়ম গোল্ডিং বলেছেন :

'এ উপন্যাসটি মানব সমাজ নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কিছু নয়। এটা নিছক মানব সমাজের সত্যিকারের বিষাদময় চিত্র। অনেকে বলে থাকেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে "লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ" লিখেছি আমি, আসলে ঠিক তা নয়। এটা ঠিক যে, বিশ্বযুদ্ধের সময় তরতাজা তরুণ যোদ্ধা ছিলাম আমি এবং সেটা আমার আরেক বাস্তব অভিজ্ঞতা, তবে উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি যুদ্ধপরবর্তী মানব সমাজের অরাজকতা থেকে।

মানুষে মানুষে হানাহানি, প্রবঞ্চনা, বর্বরতা, লুটতরাজ—মানব সমাজের এই অন্ধকার দিকগুলোই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে উপন্যাসটি লিখতে। কাজেই আমি বলব যে, "লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ" লিখতে সত্যিকারের যে শক্তি আমাকে তাড়িত করেছে, তা হচ্ছে—মনের গভীর থেকে উৎসারিত সীমাহীন দুঃখবোধ। ব্যস, এই।'

উইলিয়ম গোল্ডিংয়ের জীবন ও সাহিত্যকর্ম

উইলিয়ম জেরাল্ড গোল্ডিং জন্মগ্রহণ করেন ইংল্যান্ডের কর্নওয়ালে, ১৯১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। তাঁর বাবা আলেক গোল্ডিং ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক এবং মা মাইল্ড্রেড গোল্ডিং ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী। মেয়েদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য নারী আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেন তিনি।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে গোল্ডিংয়ের বাবা-মা সব সময় তাঁকে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু অক্সফোর্ডের ব্রেসনোজ কলেজে পড়ার সময় সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি। প্রত্নতত্ত্বের প্রতি নিজের গভীর আগ্রহের কথাও স্বীকার করেছেন গোল্ডিং। তবে প্রথম দুটি উপন্যাসে নৃবিজ্ঞানে তাঁর অগাধ বাস্তবজ্ঞানের প্রমাণ মেলে।

গোল্ডিংয়ের প্রথম প্রকাশিত বইটি ছিল চটি আকারের একটি কবিতাগ্রন্থ। ১৯৩৪ সালে অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের অল্প ক'দিন পরেই প্রকাশিত হয় এ বই। গোল্ডিং বলেছেন, জীবনের পরবর্তী চারটি বছর তিনি অপচয় করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে। গোল্ডিং তখন রয়েল নেভিতে যোগ দিয়ে সম্মানের সাথে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় কাজ করেন। এই চাকরিজীবনে নানারকম অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। এ সময় ফ্রান্সের (D-Day) অভিযানের সময় (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপে মিত্রশক্তির আক্রমণের প্রথম দিন) অংশ নেওয়াটা ছিল তাঁর পেশাগত জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গোল্ডিং যখন নৌবাহিনী থেকে অবসর নেন, তখন লেফটেন্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই, রয়েল নেভিতে অবস্থানকালের বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতাই পরবর্তী সময়ে তাঁর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, বিশেষ করে একজন লেখক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে।

যুদ্ধের পর গোল্ডিং শিক্ষকতা এবং লেখালেখির শান্তিপূর্ণ জীবন বেছে নেন। 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ' গোল্ডিংয়ের প্রথম উপন্যাস, যে বইটি ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম। গোল্ডিংয়ের বয়স তখন ৪৩। বেশিরভাগ আলোচকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয় এ বই। সে সময়কার জীবিত ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের কাছে যাজকের আসনে অধিষ্ঠিত ই. এম. ফরস্টার বইটিকে বছরের সেরা বই হিসেবে স্বীকৃতি দেন। পাঠকেরা বইটির ভেতর খুঁজে পায় মানুষের হৃদয়ে জন্মগতভাবে লুকিয়ে থাকা শয়তানকে, যা রূপক-বর্ণনার মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসে।

প্রথম উপন্যাসের ব্যাপক সাফল্য অনুসরণ করে পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় গোল্ডিংয়ের দ্বিতীয় উপন্যাস 'দ্য ইনহেরিটর্স'। গোল্ডিংয়ের এই দ্বিতীয় এবং নিজের প্রিয় উপন্যাসটির বিষয়বস্তু 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ'-এর মতোই। সরাসরি সহজ

গদ্যের ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় উপন্যাসে আরো নিগূঢ়ভাবে এসেছে মানুষের জীবন। এসেছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের চিন্তাচেতনা এবং মানসচিত্রের মাধ্যমে পরস্পরের ভাববিনিময়। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই উপন্যাসটিকে 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ'–এর সহচর বলা যায়, তবে এর ঘটনা প্রবাহের গণ্ডি সীমিত, প্রচলিত সাধারণ ঘটনার বাইরে যে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটা সব পাঠকের পছন্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে, দ্বিতীয় উপন্যাসটি বাস্তবে প্রথমটির মতো ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে পারে নি। উল্লেখ্য যে, ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার কারণে 'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ' ১০ লাখ কপিরও বেশি বিক্রি হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে এ উপন্যাস অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

'লর্ড অভ দ্য ফ্লাইজ' এবং 'দ্য ইনহেরিটর্স' দুটো উপন্যাসেই মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং নির্মম পরিণতি নিয়ে গোল্ডিংয়ের দুঃখবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে পরিষ্কারভাবে। নিউইয়র্ক 'হেরাল্ড ট্রিবিউন'–এ একবার এক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে গোল্ডিং বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবহুল দিনগুলো ভীষণ প্রভাব ফেলে তাঁর মনে। মানুষের ভেতর শয়তানি কুপ্রবৃত্তি যুদ্ধের সময় এত প্রকটভাবে ফুটে উঠেছিল, যা সহজভাবে ব্যাখ্যা করার মতো নয়। গোল্ডিং তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন, '...বিশ্বযুদ্ধে নরক গুলজার করা ঘটনা এত বেশি দেখেছি, মানুষের ভেতর প্রকৃত শয়তানের বুনিয়াদ ছাড়া সেসব ঘটতে পারে না।' গোল্ডিং আরো বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ জন্মগতভাবে শয়তান এবং সারা জীবন শয়তান থেকে যাওয়ার ভাগ্য নিয়ে আসে।

গোল্ডিংয়ের তৃতীয় উপন্যাস 'পিনশার মার্টিন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এই উপন্যাসে আটলান্টিক মহাসাগরে ভাসতে থাকা এক নৌবাহিনীর অফিসারের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যার জাহাজটি টর্পেডোর আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়। বেঁচে থাকার জন্যে কঠোর সংগ্রাম করতে গিয়ে একসময় মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে তার এবং এভাবে সে মৃত্যুবরণ করে।

১৯৫৮ সালে গোল্ডিং একটি নাটক লেখেন 'ব্রাস বাটারফ্লাই' নামে। পরের বছর বেরোয় তাঁর চতুর্থ উপন্যাস 'ফ্রি ফল'। উপন্যাসের নায়ক স্যামুয়েল মাউন্টজয় নাৎসিদের হাতে বন্দি হয়ে নির্যাতনের প্রহর গুনছে, বেশিরভাগ লোক যে নির্মম নির্যাতনকে 'দ্য ব্ল্যাক হোল' বলে জানে। মাউন্টজয় বন্দিদশা থেকে বিচরণ করে তার অতীত জীবনে, আটলান্টিকের জলবেষ্টিত অনুর্বর জায়গায় গিয়ে যেমনটি ঘটেছিল পিনশার মার্টিনের বেলায়। গোল্ডিং তাঁর অনন্যসাধারণ সাহিত্য-কৌশলের মাধ্যমে পাঠকদের খুব সহজেই নিয়ে যেতে পারেন উপন্যাসের নিঃসঙ্গ চরিত্রগুলোর মনের ভেতর। তাঁর এই নিপুণ কৌশল সাহিত্যের জগতে *ইন্টেরিয়ার মনোলোগ* বা 'অন্তর্গত স্বগতোক্তি' নামে পরিচিত। ১৯৬৪ সালে তাঁর 'দ্য স্পায়্যার' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এক গির্জার যাজক এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, যে গির্জার এক বিশাল চূড়া নির্মাণের জন্যে মনপ্রাণ দিয়ে লেগে পড়ে। একদল সমালোচক কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন এ বইয়ের। গোল্ডিংয়ের প্রকাশিত পরবর্তী দুটি বই হচ্ছে 'দ্য হট গেইট্স অ্যান্ড আদার অকেশনাল পিসেস (১৯৬৫)' এবং 'দ্য পিরামিড (১৯৬৭)'।

তিনটি বড় গল্প নিয়ে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় গোল্ডিংয়ের গল্প–সঙ্কলন বই 'দ্য স্করপিয়ন গড'। তিনটি গল্প ভিন্ন তিনটি ঐতিহাসিক সময়ের ওপর ভিত্তি করে রচিত (প্রাচীন মিসর, প্রাগৈতিহাসিক এবং রোমান সাম্রাজ্য)। গোল্ডিংয়ের সপ্তম উপন্যাস 'ডার্কনেস ভিজিবল' প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। এনট্র্যোপি বা তাপমাত্রা বিষয়ক পরিমাপ নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এখানে এমন এক তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে, যার

মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে পৃথিবী। জন থম্পসন এ বই সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইম্‌স বুক রিভিউয়ে লেখেন :

"অনেক লেখকই আজকাল উপকথা, রূপকধর্মী গল্প, ফ্যান্টাসি এবং কল্পকথার গল্প লিখছেন। গোল্ডিংও লিখছেন এসব, তবে তাঁর 'ডার্কনেস ভিজিবল' হচ্ছে একটা জাদু। এ উপন্যাসের লেখককে বর্তমান সময়ের অন্য লেখকদের সাথে বিচার করলে চলবে না। তবে কি তিনি অন্য সবার চেয়ে ভালো ? না, তিনি ভিন্ন রকম, একজন জাদুকর।"

গোল্ডিংয়ের সাহিত্যকর্মে বড় ধরনের বাঁক খুঁজতে গিয়ে সব সময় কট্টর মনোভাব দেখিয়েছেন সমালোচকেরা। তাঁদের ভেতর স্ট্যানলি এডগার হাইম্যানই সম্ভবত সবচেয়ে ভালো সমালোচনা করেন এই কথা ক'টির মাধ্যমে '...প্রচলিত নিয়মনীতি না মানা আজকালকার লেখকদের ভেতর সবচেয়ে ব্যতিক্রম তিনি। তাঁর বাছাই করা উপন্যাসের কাহিনীতে অন্তত প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর থাকে এবং এই প্রতিশ্রুতিকে তিনি সততার সাথে অনুসরণ করেন অদম্য মনোবল নিয়ে।'

ইংল্যান্ডের উইল্টশায়ারে আমৃত্যু শান্ত এবং সুস্থির জীবন কাটিয়ে গেছেন উইলিয়ম গোল্ডিং। ১৯৩৯ সালে অ্যান ব্রুকফিল্ডকে বিয়ে করেন তিনি। তাঁদের ঘরে দুটি ছেলেমেয়ে। ১৯৮০ সালে তিনি তাঁর 'রাইট্‌স অভ প্যাসেজ' বইটির জন্যে বুকার প্রাইজ লাভ করেন। বিশ্বসাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্যে ১৯৮৩ সালে অর্জন করেন একজন সাহিত্যিকের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন নোবেল প্রাইজ। ১৯৮৮ সালে সম্মানজনক নাইট খেতাবে ভূষিত হন তিনি। ১৯৯৩ সালে মহাপ্রয়াণ ঘটে এই শক্তিমান কথাশিল্পীর।

গোল্ডিং মহাযুদ্ধের সমকালিক অভিজ্ঞতার পরিসরটাকে এই উপন্যাসের উপজীব্য করতে চেয়েছেন, এমন ভাবনা এর অর্থময়তাকে অগভীর স্তরে সংস্থিত করে। গোল্ডিং তাকাতে চেয়েছিলেন আরো পেছন পানে। ব্রিটিশ সভ্যতার যে মহিমাকে পঞ্চদশ শতকের নবজন্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং যা অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদী প্রহরায় জারিত এবং লালিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বিশ্বময় পরিব্যাপ্তির শৌর্যে অহংমুখী হয়ে উঠেছিল, তার প্রতি নিরাবেগ ও মানসৈতিহাসিক দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন উইলিয়ম গোল্ডিং। Lord of the Flies-এর আলোচনা ও বিচারে গোল্ডিংয়ের এক নাতিখ্যাত পূর্বসূরির নাম উচ্চারিত হয়। ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ব্যালেনটাইনের (R.M. Ballantyne : ১৮২৫–৯৪) The Coral Island। গোল্ডিংয়ের উপন্যাসের চেয়ে প্রায় এক শ বছর আগে লেখা। ১৮৫৭ সাল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সুবর্ণকাল; আমরা এই উপমহাদেশের কথাও স্মরণ করতে পারি। ব্রিটিশ কিশোররা যে কেমন ধরনের সুসভ্য সমাজের প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপাংশ হিসেবে পৃথিবীব্যাপী যে আশাবাদের ডালপালা এই গ্রহের নানা অংশে ছায়া বিলাচ্ছে, তার এক সুখজাগানিয়া বিবরণী আছে ব্যালেনটাইনের কাহিনীতে।

BANGLAPDF.NET